অরুণোদয়

মাসিক পত্রিকা।

তৃতীয়খণ্ড, কার্ত্তিকমাস। বঙ্গাব্দ ১২৯৭। খৃষ্টাব্দ ১৮৯০।

যোগ, জ্যোতিষ, কোষ্ঠী ও প্রশ্নগণনাদি, তন্ত্র, মন্ত্র, পুরাণ, বৈদ্যক, বেদ, ন্যায়দর্শন, স্মৃতি, ষড় দর্শন, সঙ্গীতশাস্ত্র, দায়ভাগ, মনু ও পরাশরমতে ব্যবস্থা, তন্ত্রোক্ত ষটকর্ম্ম, নানাদেবতাসাধন, ঐন্দ্রজালিক কৌতুক, মেস্‌মেরিজম্‌, প্রেততত্ত্ব, সামুদ্রিক, অদ্ভুত কার্য্যের তন্ত্রাদি, সাংসারিক ব্যবহারের লেখা পড়ার ফারম্‌, এবং মিশ্রশাস্ত্র অর্থাৎ কৌলীন্যবিষয় ইত্যাদি লিখিত হইতেছে।

গুপ্তশাস্ত্র।

OCCULT SCIENCES.

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর তন্ত্রোক্ত ষট্‌কর্ম্মের প্রক্রিয়া পুনরায় বলা হইতেছে।

বশীকরণ।

সর্পত্বচীমপুরক তৈলমেরণ্ডজং সমং। যোষিতাং মোহকৃদ্ধূপো রতিকালে প্রপূজয়েৎ।

সর্পের খোলস, দাড়িমকাষ্ঠ ও এরণ্ডতৈল এই সকল সমপরিমাণে লইয়া ধূপপ্রদান করিলে স্ত্রী বশীভূতা হয়।

অশ্বিন্যাং গ্রাহয়েদ্বীমান্ পলাশস্য চ ব্রধ্নকং। করে বদ্ধা ভবেদ্যাস্তু নায়িকা বশগা ভবেৎ॥

অশ্বিনীনক্ষত্রে পলাশবৃক্ষের মূল সংগ্রহকরিয়া করে বন্ধনকরিলে নায়িকা বশীভূতা হইয়া থাকে॥

উদুম্বরস্য ব্রধ্নস্তু মৃগশীর্ষে সমাহরেৎ। হস্তে বদ্ধা স্পৃশেৎ কন্যাং সা বশ্যা ভবতি ক্ষণাৎ॥

যজ্ঞডুমুরের মূল মৃগশিরানক্ষত্রে আহরণকরিয়া হস্তে বন্ধনকরিয়া যাহার অঙ্গে স্পর্শ করাইবে, সেই কামিনী বশীভূতা হয়॥

শিরীষস্য ধনিষ্ঠায়াং ব্রধ্নমাহৃত্য বন্ধয়েৎ। করে বা ধাতকীব্রধ্নং স্বাতৌ রামাং বশং নয়েৎ॥

ধনিষ্ঠানক্ষত্রে শিরীষবৃক্ষের মূল গ্রহণকরিয়া এবং স্বাতি নক্ষত্রে ধাতকীমূল আনয়নকরিয়া করে ধারণকরিলে নারীগণ বশীভূতা হইয়া থাকে॥

রেবত্যাং [illegible] হস্তে বদ্ধা বশং নয়েৎ। মূলে বা বদরীব্রধ্নং ভোজনে স্ত্রী বশা ভবেৎ।

রেবতীনক্ষত্রে বটের ঝুড়ি আহরণকরিয়া হস্তে বন্ধনকরিলে সকলকে বশীভূত করিতে পারে এবং মূলানক্ষত্রে বদরীমূল উত্তোলনকরিয়া যে স্ত্রীকে ভোজন করাইবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হইবে॥

স্বর্ণে তারপুষ্পমূলং ঘৃষ্ট্বা পৃষ্ঠে স্ত্রিয়োবশাঃ। এতান্ সর্ব্বপ্রয়োগাংশ্চ চণ্ডমন্ত্রেণ যোজয়েৎ। শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা ততঃ সিদ্ধো ভবত্যলং॥

স্বর্ণপাত্রে কুন্দবৃক্ষের মূল ঘর্ষণকরিয়া যে স্ত্রীর পৃষ্ঠদেশে দেওয়াযায়, সেই স্ত্রী নিশ্চয় বশীভূতা হইয়া থাকে। ইতি পূর্ব্বে যে সকল প্রক্রিয়া উক্ত হইল, তাহাতে চণ্ডমন্ত্র প্রয়োগ করিবে, অর্থাৎ প্রক্রিয়া করিবার পূর্ব্বে চণ্ডমন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে তৎপরে কার্য্য করিবে॥

মার্গশীর্ষে তু পূর্ণায়াং শিখিমূলং সমুদ্ধরেৎ; মন্ত্রেণ দাপয়েৎ স্ত্রীণাং ভোজনে স্ত্রীবশঙ্করং। মন্ত্রেণ চণ্ডমন্ত্রেণ॥

অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমাতিথিতে অপামার্গের মূল উত্তোলনকরিয়া যে স্ত্রীকে ভোজন করাইবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হইবে। এই কার্য্যেও চণ্ডমন্ত্র প্রয়োগ করিবে॥

কলবিঙ্কশিরস্তদ্যঃ শ্বেতার্কস্য চ মূলকং। মঞ্জিষ্ঠা খদিরঃ পানে দত্তে কাং তাং বশং নয়েৎ॥

চটকপক্ষীর মস্তক, শ্বেত আকন্দের মূল, মঞ্জিষ্ঠা ও খয়ের, এই সকল যাহাকে পান করাইবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হয়॥

অথ বালিকাবশীকরণে সিন্দূরকজ্জলপড়ামন্ত্রঃ।

ওঁ আদেশ গুরুকো সিন্দূরকাজল মুহু আগে, বালিকাকুমারী কটকটা জাই অটকটী জো আবে, শ্রীমহাদেব গুরু তেরী আজ্ঞা লাগে, মেরী ভক্তি গুরুকী শক্তি ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরোবাচা।

অথ লবঙ্গপড়া বশীকরণমন্ত্রঃ। ওঁ কামরূপেণ কামাখ্যা দেবী তহা বৈঠে ইস্মায়েল্ যোগী নে দিপাং পাং চ লবঙ্গ পহিলী লবঙ্গ দে ভাগাপ মেরী ভক্তি চারি লবঙ্গ দিয়ে শ্রীবাতাপমটা মুক্তে। পগাচবী লবঙ্গ দিবিয়ে তাহে পাং চ লবঙ্গমন্ত্রপ্রয়োগোবক্তে।

অথ পুংবশীকরণপড়ামন্ত্রঃ। ওঁ নমো কেজারী তাসে কজারী দেখো দৌর তাসে কজারী দেখো কজারী কি ন হাসে তাবিনে [illegible] করিবো চুর কজারা হোক কজারী হারর ফুল হরদীপ গুরু পহ কামাখ্যা মন্ত্র কা তে নিকৌটাই ধ্যানচ দো যাণি স্বাহা।

অথ বশীকরণম্। পলার্দ্ধবর্ণেন রজতেন বা সাধ্যস্য প্রতিমাং কৃত্বা সার্দ্ধহস্তং গর্ত্তং কৃত্বা হরিতালহরিদ্রাচূর্ণকং পলার্দ্ধং তত্র নিক্ষিপ্য রক্তাসনে তত্র উপবিশ্য চতুর্দ্দিক্ষু পতাকানিবিষ্ট তিলপূর্ণঘটং অধঃ কৃত্বা সংস্থাপ্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা পূর্ব্বাস্যে প্রবালমালয়া দশসাহস্রজপেন প্রয়োগার্থো ভবেৎ। অথ মন্ত্রম্। প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য মায়াবীজং দ্বিতীয়কম্। কামং স্বর্গাকিনীযুক্তং বামকর্ণেন্দু ভূষিতম্। ততো রক্তপদং ব্রূয়াৎ চামুণ্ডে তদনন্তরম্। সাধ্যনাম ততোহমুং বশমানয় তৎপরম্। বহ্নিজায়াবধির্মন্ত্রঃ জপেদ্দশসহস্রকম্॥

অর্দ্ধপল অর্থাৎ চারিতোলা স্বর্ণ অথবা রৌপ্যদ্বারা কোন অভিলষিত ব্যক্তির একটি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিবে, পরে দেড়হস্ত পরিমাণ একটি গর্ত্ত করিয়া চারিতোলা পরিমাণ হরিতাল ও হরিদ্রাচূর্ণ তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া রক্তবর্ণ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পতাকা নিবেশিত করিবে এবং সেই গর্ত্তমধ্যে পূর্ব্বকৃত প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তদুপরি তিলপূর্ণ ঘট অধোমুখে রাখিয়া সেই ঘটে ঐ ব্যক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। পরে পূর্ব্বমুখে বসিয়া প্রবালমালায় দশসহস্র মন্ত্র জপ করিবে এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি বশীভুত হয়। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ রক্তচামুণ্ডে অমুকং বশমানয় স্বাহা, এই মন্ত্র দশসহস্র জপ করিবে॥

অথান্যৎ। চামুণ্ডে মোহয় মোহয় অমুকং বশমানয় স্বাহা। প্রাতঃ স্নাত্বা হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ শুচির্ভূত্বা প্রাতঃকালমারভ্য মধ্যন্দিনাবধি জপসমাপ্তের্দ্দশাংশাদিক্রমেণ হোমাদীংশ্চ কারয়েৎ। জাতিপুষ্পৈর্হোমেন বশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ। কামতুল্যশ্চ নারীণাং রিপূণাং শমনোপমঃ। যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং স্মরণঞ্চ প্রজায়তে॥

প্রকারান্তরে, প্রাতঃকালে স্নানাচরণপূর্ব্বক হবিষ্যাশী, জিতেন্দ্রিয় ও শুদ্ধ হইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্নকালপর্য্যন্ত “চামুণ্ডে মোহয় মোহয় অমুকং বশমানয় স্বাহা” এই মন্ত্র জপ করিবে। জপসমাপ্তি হইলে জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্প্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক এবং অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন করিবে। এই কার্য্যে জাতিপুষ্পদ্বারা হোম করিতে হইবে। এইরূপ করিলে অভিলষিত ব্যক্তি নিশ্চয় বশ্য হইবে। যে ব্যক্তি এইরূপ কার্য্যকরে, তাহাকে নারীগণ কামদেবের ন্যায় এবং শত্রুগণ শমনতুল্য দেখিতে পায়। আর ইহা মরণপর্য্যন্ত স্মরণ থাকে॥ ক্রমশঃ—

অথ সর্ব্বজনবশীকরণ।

শিলা চ রোচনামূলং বারিণা তিলকে কৃতে। দৃষ্টিমাত্রে বশং যাতি নারী বা পুরুষোঽপি বা। স্বর্ণেন বেষ্টনং কৃত্বা তেনৈব তিলকে কৃতে। সম্ভাষণেন সর্ব্বেষাং ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ। ওঁ হ্রীং ক্লীং ঐং ক্লোং ভোগপ্রদা ভৈরবী মাতঙ্গী ত্রৈলোক্যং বশমানয় স্বাহা। ঔষধোপরি সহস্রজপং কুর্য্যাৎ পুনঃ সপ্তবারজপেন তিলকং কারয়েৎ শক্রসমোঽপি বশ্যো ভবতি॥

মনঃশিলা ও গোরোচনা একত্র জলে পেষণকরিয়া যে ব্যক্তি তিলক করিবে, তাহাকে দর্শনমাত্র স্ত্রী কি পুরুষ সকলই বশ্য হয়। আর ঐ মনঃশিলা ও গোরোচনা স্বর্ণদ্বারা বেষ্টনকরিয়া উক্তরূপ তিলক দিয়া যাহাকে সম্ভাষণকরিবে, সেই ব্যক্তি বশীভুত হইবে। এইরূপে ত্রিভুবন মোহিত করিতে পারে। ওঁ হ্রীং ক্লীং ঐং ক্লোং ভোগপ্রদা ভৈরবী মাতঙ্গী ত্রৈলোক্যং বশমানয় স্বাহা, এই মন্ত্র ঔষধের উপরি সহস্রবার জপকরিয়া পুনর্ব্বার সপ্তবার পাঠকরতঃ কপালে তিলক করিবে। এইরূপ করিলে ইন্দ্রতুল্য শত্রুও বশীভূত হয়॥ ক্রমশঃ—

অথ রাজবশীকরণ।

কুঙ্কুমং চন্দনঞ্চৈব রোচনং শশিমিশ্রিতম্। গবাং ক্ষীরেণ তিলকং রাজবশ্যকরং পরম্॥ ওঁ হ্রীং সঃ অমুকং মে বশমানয় স্বাহা। পূর্ব্বমেব সহস্রং জপ্ত্বা ততোঽনেন মন্ত্রেণ সপ্তাভিমন্ত্রিতং তিলকং কার্য্যম্॥

কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, গোরোচনা ও কর্পূর এই সকল একত্র গোদুগ্ধে পেষণকরিয়া কপালে তিলক দিলে রাজা বশীভূত হন। ওঁ হ্রীং সঃ অমুকং মে বশমানয় স্বাহা, এই মন্ত্র পূর্ব্বে সহস্রবার জপকরিয়া পরে সপ্তবার পাঠকরিয়া তিলক করিতে হইবে॥

চম্পকস্য তু বন্দাকং করে বদ্ধা প্রযত্নতঃ। সম্পূজ্য রেবতীঋক্ষে পুষ্যায়াং বা বিধানতঃ। রাজানং তৎক্ষণাদেব মনুষ্যো বশতাং নয়েৎ॥

রেবতী কিম্বা পুষ্যানক্ষত্রে চম্পকবৃক্ষের পরগাছা আহরণকরিয়া বিধানক্রমে হস্তে ধারণকরিলে তৎক্ষণাৎ রাজা বশীভূত হয়॥ ক্রমশঃ—

আকর্ষণ।

রতিকালে রতৌ প্রাপ্তৌ ভ্রমরৌ যত্নতো বুধৈঃ। ভিত্ত্বৌ কৃত্বা দহেত্তৌ তু চিতিকাষ্ঠৈস্তয়োঃ পুনঃ। বস্ত্রেণ বেষ্টয়েদ্ভস্ম পৃথক্ তৎপোট্টলীদ্বয়ং। তয়োরেকমজাশৃঙ্গে দৃঢ়ং বদ্ধা পরিক্ষিপেৎ। যদা যাতি তু সা মেষী তৎপৃথগ্বন্ধয়েদ্বুধঃ। তদ্ভস্ম শিরসি ন্যস্তং ক্ষণাদাকর্ষয়েৎ স্ত্রিয়ং। অপরঃ রক্ষয়েদ্ধস্তে যদি নায়াতি কামিনী। ওঁ কৃষ্ণবর্ত্তায় স্বাহা, ইমং মন্ত্রং পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা উক্ত যোগেনাভিমন্ত্রেণ সিদ্ধিঃ॥

সন্তান উৎপাদনকার্য্যে নিরত দুইটী ভ্রমর আনিয়া পৃথক্ পৃথক্ চিতিকাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহাদের ভস্ম গ্রহণ করিবে, পরে ঐ ভস্ম বস্ত্রখণ্ডদ্বারা বেষ্টন করিয়া পৃথক্ দুই পুটলী করিবে, তৎপরে তাহার একটি পুটলী ছাগীর শৃঙ্গে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ছাগী ছাড়িয়া দিবে। অপর পুটলী আপনার হস্তে রাখিবে, ঐ ছাগী যাহার নিকটে যাইবে, সেই ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া আসিবে। যদি একবারে কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তবে হস্তগত পুটলী পুনর্ব্বার ছাগী শৃঙ্গে বন্ধন করিয়া ছাড়িয়া দিবে। কিম্বা ঐ পুটলিস্থিত ভস্ম অভিলষিত কামিনীর মস্তকে দিবে। ইহাতে নিশ্চয় আকর্ষণ হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে ওঁ কৃষ্ণবর্ত্তায় স্বাহা। এই মন্ত্র দশ সহস্র জপ করিতে হইবে এবং উক্ত মন্ত্রে ভস্ম অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে॥

হ্রীঃ বিলি বিলি ছিদ্ধি ছিদ্ধি হন হন পচ পচ শোষয় শোষয় সর্ব্ববিদ্যাধিপতয়ে নমঃ। অনেন মন্ত্রেণ স্নুহীকীলক মষ্টোত্তরশতাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা তথা প্রতিরোপয়েৎ যন্নাম্না তমাকর্ষয়তি॥

ওঁ হ্রীঁ বিলি বিলি ইত্যাদি মন্ত্রে সিজবৃক্ষের কীলক অষ্টোত্তর শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মৃত্তিকাতে রোপণ করিয়া রাখিবে। এই মন্ত্রে যাহার নাম উল্লেখ করিয়া কার্য্য করিবে, সেই ব্যক্তির আকর্ষণ হইয়া থাকে॥

ওঁ আং ক্ষ্যং চাহুং চাহুং ফট্। লক্ষমেকং জপেদস্য পূর্ব্বমেব সমাহিতঃ। দূরাদাকর্ষয়েৎ নারীং তত্রত্যাং ক্ষোভয়ত্যপি॥

ওঁ আং ক্ষ্যং চাহুং চাহুং ফট্, এই মন্ত্র একলক্ষ জপ করিলে দূর হইতে অভিলষিত কামিনীকে আকর্ষণ করা যায়॥

ওঁ অলমৃত্যু জয় মে মে। অনেন মন্ত্রেণ কুম্ভকার মৃত্তিকয়া প্রতিমাং কৃত্বা মনুষ্যাস্থিকীলেনাষ্টোত্তরসহস্রাভিমন্ত্রিতেন স্বহস্তেন নিখনেৎ সা রুধিরং স্রবতি অথ প্রতিমাকৃতিং ত্রিকটুকেনালিপ্য মধুচ্ছিষ্টেন বেষ্টয়েৎ॥ অস্যা অঙ্গং সূচিকয়া বিধ্য ললাটে তস্যা নামাক্ষরং অনামিকায়া রুধিরেণ লিখেৎ প্রতিকৃতিং খদিরাঙ্গারে স্থাপয়েৎ। ততঃ পূর্ব্বং মন্ত্রং জপেৎ যাবত্তস্যাস্থিষু লগতি তাবদাকর্ষণং ভবতি॥

ওঁ অলমৃত্যু জয়ং মে মে, এই মন্ত্রে কুম্ভকারের মৃত্তিকাদ্বারা অভিলষিত ব্যক্তির একটি প্রতিমূর্ত্তি করিবে। তৎপরে মনুষ্যাস্থি কীলকের সহিত পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্তরসহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মৃত্তিকামধ্যে স্বহস্তে পুতিয়া রাখিবে, ইহাতে সেই ব্যক্তির রক্তস্রাব হইতে থাকে। অনন্তর ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে ত্রিকটু অর্থাৎ মরিচ, পিপ্পলী ও শুণ্ঠীদ্বারা লেপন করিয়া মোমদ্বারা বেষ্টন করিবে, তৎপরে সূচিকাদ্বারা ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে বিদ্ধ করিয়া তাহার ললাটে স্বীয় অনামিকার রক্তদ্বারা তাহার নামাক্ষর লিখিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে খদিরাঙ্গারমধ্যে স্থাপন করিবে। তৎপরে পূর্ব্ব মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তির অস্থিতে সূচিবেধ হইতে থাকে, অতএব তৎক্ষণাৎ তাহার আকর্ষণ হয়॥ ক্রমশঃ—

উচ্চাটন।

মধ্যাহ্নে লুঠতে ভূমৌ গর্দ্দভো যত্র ধূলিকাং। উদঙ্মুখ উদীচ্যান্ত গৃহীত্বা বামপাণিনা। যদ্‌গৃহে ক্ষিপ্যতে ধূলিস্তস্যৈবোচ্চাটনং ভবেৎ॥

মধ্যাহ্নসময়ে যে স্থলে গর্দ্দভ ভূমিলুণ্ঠন করে, সেই স্থানের উত্তরভাগের ধূলি উত্তরাভিমুখ হইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বামহস্তদ্বারা গ্রহণকরিবে। এই ধূলি যাহার গৃহে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হয়॥

কাকস্য মস্তকং গ্রাহ্যং তিলতৈলেন পাচয়েৎ। তত্তৈলাভ্যঙ্গমাত্রেণ শত্রোরুচ্চাটনং ভবেৎ। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় জ্বালাগ্নিসংখ্যাদংষ্ট্রাত্রাবণায় স্বাহা। উক্ত যোগদ্বয়ে অয়ং মন্ত্রঃ।

কাকের মস্তক গ্রহণকরিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তিলতৈলে পাক করিবে, এই তৈলদ্বারা যাহার অঙ্গে অভ্যঙ্গ করিবে, সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হইয়া থাকে। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় জ্বালাগ্নিসংখ্যাদংষ্ট্রাত্রাবণায় স্বাহা, এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্যদ্বয় করিবে॥

অশ্বত্থকীলমশ্বিন্যাং নিখনেৎ সপ্তমন্ত্রিতং। যস্য গেহে ভবেৎ সত্যং শীঘ্রমুচ্চাটকারকং॥ ওঁ থং ঙঃ খঃ খাখাবিনী স্বাহা॥

অশ্বিনীনক্ষত্রে অশ্বত্থবৃক্ষের মূল উত্তোলনকরিয়া ওঁ থং ঙঃ খঃ খাখাবিনী স্বাহা, এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করতঃ যাহার গৃহমধ্যে প্রোথিত করা যায়, সেই ব্যক্তির শীঘ্র উচ্চাটন হইয়া থাকে॥

কৃত্তিকায়াং সর্জ্জকীলং নিখনেৎ সপ্তমন্ত্রিতং। যস্য গেহে চ তং শত্রুং শীঘ্রমুচ্চাটয়েদ্গৃহাৎ॥ ওঁ নমো ভগবতি ক্রত ক্রত স্বাহা॥

কৃত্তিকানক্ষত্রে সর্জ্জবৃক্ষের কীলক ওঁ নমো ভগবতি ক্রত ক্রত স্বাহা, এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিতকরিয়া যাহার গৃহমধ্যে নিখনন করা যায়, সেই ব্যক্তি শীঘ্র গৃহ হইতে উচ্চাটিত হইয়া থাকে॥

নিম্বকীলকমার্দ্রায়াং নিখনেৎ সপ্তমন্ত্রিতং। যস্য গেহে চ তং শত্রুং শীঘ্রমুচ্চাটয়েদ্গৃহাৎ॥ ওঁ নমো ভগবতি কামরূপিণি স্বাহা॥

নিম্বকাষ্ঠের কীলক আর্দ্রানক্ষত্রে সংগ্রহকরিয়া ওঁ নমো ভগবতি কামরূপিণি স্বাহা, এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করতঃ যাহার গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করা যায়, সেই শত্রুর শীঘ্র উচ্চাটন হয়॥

শিবালয়াদ্ভৌমবারে আদায় চতুরিষ্টিকাং। প্রত্যেকং প্রতিকোণে তু নিখনেচ্ছত্রুমন্দিরে। নিখনেত্তদ্গৃহদ্বারি অধঃপুষ্পং সচন্দনং। সপ্তরাত্রে ন সন্দেহো মহদুচ্চাটনং ভবেৎ। ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় বায়ুরূপায় চুম্ব চুম্ব ঠঃ ঠঃ॥

মঙ্গলবার কোন শিবমন্দির হইতে চারিখণ্ড ইষ্টক গ্রহণকরিয়া শত্রু ব্যক্তির গৃহের চারি কোণে চারিখণ্ড ইষ্টক প্রোথিতকরিয়া রাখিবে এবং দ্বারদেশে শিবের নির্ম্মাল্যপুষ্প ও চন্দন নিখননকরিবে। এইরূপ করিলে সপ্তরাত্র মধ্যে সেই শত্রু ব্যক্তির উচ্চাটন হইয়া থাকে। ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় বায়ুরূপায় চুম্ব চুম্ব ঠঃ ঠঃ, এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য করিবে॥ ক্রমশঃ—

অথ স্তম্ভনম্।

অঙ্গন্যাসং প্রবক্ষ্যামি করাঙ্গবিধিপূর্ব্বকম্। ওঁ হ্লীমায়াঞ্চ হৃদয়ে মূর্দ্ধ্নি শ্রীবগলামুখি। শিখায়াং সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয়েতি। কবচে কীলয়দ্বন্দ্বং নেত্রে বুদ্ধিং বিনাশয়। হ্লীঁ ওঁ স্বাহা তথা চাস্ত্রে ষড়ঙ্গবিধিরীরিতঃ। যুগ্মকালেষু সপ্তর্ত্তু দশার্ণৈশ্চ মনুস্তবৈঃ। করশাখাদ্বতলয়োঃ করাঙ্গন্যাসমাচরেৎ। নারায়ণঋষিং মূর্দ্ধ্নি ত্রিষ্টুপ্ছন্দস্তু তন্মুখে। শ্রীবগলামুখীং দেবীং হৃদয়ে বিন্যসেত্ততঃ। হ্লীং বীজং গুহ্যদেশে তু স্বাহা শক্তিশ্চ পাদয়োঃ। ইষ্টার্থে বিনিয়োগস্তু ঋষ্যাদি ন্যাসএব চ। মূর্দ্ধ্নি ভালে দৃশোঃ শ্রুত্যোর্গণ্ডয়োর্নসয়োঃ পুনঃ। ওষ্ঠয়োর্মুখগণ্ডে চ দক্ষিণাংশে চ কূর্পরে। তথৈব মণিবন্ধে চ তথা চাঙ্গুলিমূলকে। গলমূলে দক্ষস্তনে বামস্তনে তথা হৃদি। নাভৌ কট্যাং গুহ্যদেশে বামাংশে কূর্পরে তথা। মণিবন্ধেঽঙ্গুলিমূলে বিন্যসেত্তু সমাহিতঃ। দক্ষোরুমূলে জানৌ চ গুল্ফে চাঙ্গুলিমূলকে। মূলমন্ত্রাক্ষরৈর্ব্বিদ্বান্ বিন্যসেৎ ক্রমযোগতঃ। এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা ততো ধ্যানং শৃণু প্রিয়ে॥

অনন্তর অঙ্গন্যাস ও করন্যাস কথিত হইতেছে, ওঁ হ্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ। শ্রীবগলামুখি শিরসে স্বাহা, সর্ব্বদুষ্টানাং শিখায়ৈ বষট, বাচং মুখং স্তম্ভয় কবচায় হুঁ, কীলয় কীলয় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। এইরূপ ওঁ হ্লীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিক্রমে করাঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে ঋষ্যাদিন্যাস—অস্য শ্রীবগলামুখীমন্ত্রস্য নারায়ণঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ শ্রীবগলামুখী দেবতা হ্লীঁ বীজং স্বাহা শক্তিঃ ইষ্টার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি নারায়ণঋষয়ে নমঃ, মুখে ত্রিষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে শ্রীবগলামুখ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে হ্লীঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। তৎপরে মন্ত্রবর্ণন্যাস—মস্তকে ওঁ নমঃ, মুখে হ্লীঁ নমঃ, চক্ষুর্দ্বয়ে শ্রীঁ নমঃ বং নমঃ, কর্ণদ্বয়ে গং নমঃ লাং নমঃ, গণ্ডদ্বয়ে মুং নমঃ খিং নমঃ, নাসিকাদ্বয়ে সং নমঃ র্বং নমঃ, ওষ্ঠদ্বয়ে দুং নমঃ ষ্টাং নমঃ, মুখে নাং নমঃ, গণ্ডদ্বয়ে বাং নমঃ চং নমঃ, দক্ষিণাংশে মুং নমঃ, বামাংশে খং নমঃ, কূর্পরে স্তং নমঃ, মণিবন্ধে ভং নমঃ, অঙ্গুলিমূলে য়ং নমঃ, গণ্ডমূলদ্বয়ে কীং নমঃ লং নমঃ, দক্ষস্তনে য়ং নমঃ, বামস্তনে কীঁ নমঃ, হৃদয়ে লং নমঃ, নাভীতে য়ং নমঃ, কটীদেশে বুং নমঃ, গুহ্যদেশে দ্ধিং নমঃ, বামাংশে বিং নমঃ, কূর্পরে নাং নমঃ মণিবন্ধে শং নমঃ, অঙ্গুলিমূলে য়ং নমঃ, দক্ষোরুমূলে হ্লীঁ নমঃ, জানুতে ওঁ নমঃ, গুল্ফে স্বাং নমঃ, বামাঙ্গুলিমূলে হাং নমঃ॥

ধ্যানম্।—গম্ভীরাঞ্চ মদোন্মত্তাং স্বর্ণকান্তিসমপ্রভাম্। চতুর্ভুজাং ত্রিনয়নাং কমলাসনসংস্থিতাম্। মুদ্গরং দক্ষিণে পাশং বামে জিহ্বাঞ্চ বজ্রকম্। পীতাম্বরধরাং দেবীং দৃঢ়পীনপয়োধরাম্। হেমকুণ্ডলভূষাঞ্চ পীতচন্দ্রার্দ্ধশেখরাম্। পীতভূষণভূষাঞ্চ স্বর্ণসিংহাসনে স্থিতাম্। এবং ধ্যাত্বা তু দেবেশীং শত্রুস্তম্ভনকারিণীম্। মহাবিদ্যাং মহামায়াং সাধকস্য ফলপ্রদাম্। যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ ত্রৈলোক্যং স্তম্ভয়েৎ ক্ষণাৎ॥

দেবীর আকার এইরূপ—গম্ভীরাকৃতি, মদোন্মত্তা, ত্রিনয়নবিশিষ্টা, সুবর্ণের ন্যায় দেহকান্তি, পদ্মোপরি উপবিষ্টা। ইঁহার চারি হস্ত, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে মুদ্গর ও পাশ, বামহস্তদ্বয়ে বৈরিজিহ্বা ও বজ্র। পীতবর্ণ বস্ত্র পরিধান, স্তনদ্বয় দৃঢ় ও স্থূল। দেবী হেমকুণ্ডলে বিভূষিতা ও ইঁহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র আছে। ইনি পীতবর্ণ ভূষণে ভূষিতা ও স্বর্ণসিংহাসনে অবস্থিতা। এইপ্রকার রূপ চিন্তাকরতঃ ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। ইহাতে শত্রুস্তম্ভন হয় এবং ইঁহাকে স্মরণ করিলে ত্রিভুবন স্তম্ভিত হইয়া থাকে॥

সাধনং সংপ্রবক্ষ্যামি সাধকানাং হিতায় বৈ। সর্ব্বং পীতোপচারেণ পীতাম্বরধরো নরঃ। জপমালাঞ্চ দেবেশি হরিদ্রাগ্রন্থিসম্ভবাম্। পীতাসনসমারূঢ়ঃ পীতধ্যানপরায়ণঃ। পীতপুষ্পার্চ্চনং নিত্যং অযুতং জপমাচরেৎ। দশাংশৈশ্চ কৃতো হোমঃ পীতদ্রব্যৈঃ প্রশোভনৈঃ। সংজ্ঞামুচ্চারয়েৎ সাধ্যং স্তম্ভনঞ্চ মহাদ্ভুতম্। শৃণু প্রাজ্ঞে মহাগুহ্যং প্রকটীকৃতসাধনম্। একান্তে নির্জ্জনে স্থানে শুচৌ দেশে গৃহে পুরে॥

এইক্ষণ সাধনপ্রণালী কথিত হইতেছে, সাধক পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া এই দেবতার আরাধনা করিবে। হরিদ্রাদ্বারা জপমালা করিয়া জপ করিবে। পীতবর্ণ আসনে উপবিষ্ট হইয়া পীতবর্ণ ধ্যানকরতঃ পীতপুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। দশসহস্র জপ করিয়া পীতদ্রব্যদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিতে হইবে। নির্জ্জনস্থানে পবিত্রগৃহে এই দেবতার পূজাদি করিবে॥

অথ কর্ম্মবিশেষে কুণ্ডলক্ষণং। কুণ্ডং সুলক্ষণং কৃত্বা মেখলাত্রয়শোভিতম্। যোনিযুক্তং ত্রিমাত্রৈঃ স্যাত্তত্র হোমন্তু সাধয়েৎ। বশ্যে তু চতুরস্রঞ্চ আকর্ষণে ত্রিকোণকং। তথৈবোচ্চাটনে প্রোক্তং ষট্কোণং মারণে স্মৃতং॥

তিনটি মেখলাবিশিষ্ট সুলক্ষণ কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে হোম করিবে। স্তম্ভনকার্য্যে ত্রিকোণ, বশীকরণে চতুরস্র, আকর্ষণে ও উচ্চাটনে ত্রিকোণ এবং মারণকার্য্যে ষট্কোণ কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া হোম করা বিধেয়॥ ক্রমশঃ—

অথ বিদ্বেষণ।

উলূকজিহ্বামাদায় বিদারীরসভাবিতা। দোদয়াগাদয়ং ধূপো ভবেদ্বিদ্বেষকারকঃ॥

পেচকের জিহ্বা আনিয়া ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে ভাবনা দিবে, পরে ইহাদ্বারা ধূপ দিলে ভ্রাতাদিগের পরস্পর বিদ্বেষ হইয়া থাকে॥

অধঃপুষ্পী সোমবারে সূত্রেণাবেষ্ট্য মন্ত্রয়েৎ। ভৌমবারে সমুদ্ধৃত্য পাটয়েত্তাং দ্বিধা সমং। যস্য নাম্না ক্ষিপেন্নদ্যাং সা স্ত্রী সত্যং পতিং ত্যজেৎ॥

সোমবারে অধঃপুষ্পীবৃক্ষ সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া আমন্ত্রণ করিয়া রাখিবে। মঙ্গলবারে ঐ বৃক্ষ উৎপাটনকরিয়া সমবিভাগে খণ্ড করিবে। যে স্ত্রীর নাম উল্লেখ করিয়া এই বৃক্ষ নদীতে নিক্ষেপ করা যায়, সেই স্ত্রী নিশ্চয় পতি পরিত্যাগকরে॥

কাকোলূকস্য পক্ষাংশ্চ মার্জারস্য নখানি চ। পাদপাংশু তয়োর্গ্রাহ্যং কটুতৈলেন হোমরেৎ। একবিংশদিনে তেষাং বিদ্বেষো জায়তে ধ্রুবং॥

কাক ও পেঁচকের পক্ষ, বিড়ালের নখ এবং দুই ব্যক্তির পাদধূলি এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কটুতৈলের সহিত একবিংশতিদিবস হোম করিবে। এইরূপ হোম করিলে যে দুই ব্যক্তির পাদধূলি আনিয়া কার্য্য করিবে, সেই দুই ব্যক্তির পরস্পর বিদ্বেষ হইয়া থাকে॥

আর্দ্রায়াং বিপ্রমার্জারমূষকক্ষপণস্য চ। কেশরোমাণি সংগৃহ্য সম্যক্ চূর্ণং প্রকল্পয়েৎ। তল্লিপ্ত-দর্পণং দৃষ্ট্বা বিদ্বিষন্তি পরস্পরং॥

আর্দ্রানক্ষত্রে ব্রাহ্মণ, বিড়াল, ইন্দূর ও সন্ন্যাসী ইহাদিগের কেশ ও রোম আনিয়া একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণদ্বারা দর্পণ লেপন করিয়া যে যে ব্যক্তিকে দেখাইবে, সেই সেই ব্যক্তির বিদ্বেষ হইয়া থাকে॥

মহিষীচ্ছাগয়োর্মেদো ঘৃতদীপস্য কজ্জলৈঃ। অঞ্জিতাক্ষো নরঃ পশ্যেদ্বিদ্বিষন্তি পরস্পরং॥

মহিষী ও ছাগলের বসা এবং ঘৃত এই সকল একত্র করিয়া প্রদীপ জ্বালিবে। এই প্রদীপের শিখায় কজ্জলপাত করিবে। এই কজ্জলদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিয়া যে যে ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি করিবে, সেই সেই ব্যক্তির পরস্পর বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে॥

ব্রহ্মবৃক্ষস্য শুষ্কস্য কাষ্ঠমেকং সমাহরেৎ। তং ছিন্দ্যাৎ ক্রকচেনৈব তচ্চূর্ণং চান্তরীক্ষতঃ। গৃহীত্বা তদ্বয়োর্মধ্যে নিক্ষিপেদ্দ্বেষকৃত্ততঃ॥

পলাশবৃক্ষের শুষ্ককাষ্ঠ আনিয়া তাহা ক্রকচদ্বারা ছেদন করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ যে দুই ব্যক্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা যায়, সেই দুই ব্যক্তির বিদ্বেষ হইয়া থাকে॥

ক্রমশঃ—

অথ মোহন।

কুক্কুটাণ্ডকপালানি ফলিনীতালকং বচা। কনকাগ্নিযুতো ধূপঃ স্বস্থস্যাবেশকারকঃ॥

কুক্কুটের ডিম ও মস্তক, প্রিয়ঙ্গু, হরিতাল, বচ, ধুতূরা এবং চিতাকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে সুস্থব্যক্তিও মোহিত হইয়া থাকে॥

তৃণান্তরজলোকায়া বিষ্ঠা বাজগরোদ্ভবা। তচ্চূর্ণৈর্ধূপিতো রাত্রৌ মুহ্যন্তি প্রাণিনো ধ্রুবং॥

তৃণান্তরগত জলোকার বিষ্ঠা ও অজগরের বিষ্ঠা এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে প্রাণীমাত্র মোহিত হইয়া থাকে॥

ফলিনীবিষধুস্তূরশিখিবিষ্ঠাভিরন্বিতঃ। সমভাগস্তথা ধূপো মোহয়েত্তোব নিশ্চিতং॥

প্রিয়ঙ্গু, বিষ, ধুতূরার মূল ও ময়ূরের বিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ধূপ দিলে নিশ্চয় মোহন হইয়া থাকে॥

বিশালাগ্নিশিলাচূর্ণং লাঙ্গলীশিখরীজটা। মহিষাক্ষ তুল্যং স্যাদ্ধূপো মোহয়তে নরং॥

গোরক্ষকর্কটী, চিতা, মনঃশিলা, চূন, লাঙ্গলিয়া ও অপামার্গের জটা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া ধূপ দিলে মনুষ্যমাত্রকে মোহিত করিতে পারে॥

তালকোন্মত্তবীজানি পানান্মোহয়তে নরং। সমং ক্ষীর সিতাঙ্কোলৈঃ স্বস্থঃ পানাত্তবেন্নরঃ॥

হরিতাল ও ধুস্তূরবীজ সমভাগে লইয়া পান করাইলে মনুষ্যকে মোহিত করিতে পারা যায়। দুগ্ধ, শর্করা ও আকোড়ফল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পান করাইলে মোহিত ব্যক্তি স্বাস্থ্যলাভ করে॥

ছুচ্ছুন্দরী সর্পমুণ্ডং বৃশ্চিকস্য তু কণ্টকং। হরিতালং সমং ধূপো মোহাবেশকরো নৃণাং॥

ছুছো, সর্পমুণ্ড, বৃশ্চিকের কণ্টক ও হরিতাল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে মনুষ্যমাত্রের মোহাবেশ হইয়া থাকে॥

ক্রমশঃ—

অথ মারণ।

তন্ত্ররাজে—অভিচারস্য বিষয়ানাকর্ণয় বদামি তে। সক্রূরে ক্রূরবর্গস্থে চন্দ্রে বলিনি শোধনে। বিষ্টিযোগে চ কর্ত্তব্যোঽভিচারোঽপায়িনৈধনে॥

অনন্তর তন্ত্ররাজোক্ত মারণপ্রক্রিয়া কথিত হইতেছে, যখন বলবান্ চন্দ্র ক্রূর-গ্রহের সহিত ক্রূরগ্রহের ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিবে, এবম্ভূত সময়ে যদি বিষ্টিযোগ হয়, তবে সেই কালে মারণাদি অভিচারকার্য্য করিবে॥

পাপিষ্ঠান্নাস্তিকাংশ্চৈব দেবব্রাহ্মণনিন্দকান্। অজ্ঞাংশ্চ ঘাতকান্ সর্ব্বান্ ক্লেশকর্ম্মসু সংস্থিতান্। ক্ষেত্রবৃত্তিধনস্ত্রীণাং আহর্ত্তারং কুলান্তকম্। নিন্দকং সময়ানাঞ্চ পিশুনং রাজঘাতকম্। বিষাগ্নি-ক্রূরশস্ত্রাদ্যৈর্হিংসকং প্রাণিনাং সদা। যোজয়েন্মারণে কর্ম্মণোত্তার পাতকী ভবেৎ॥

পাপিষ্ঠ, নাস্তিক, দেবব্রাহ্মণনিন্দক, অজ্ঞ, ঘাতক, কুৎসিতকর্ম্মরত; ক্ষেত্র, বৃত্তি, স্ত্রী ও ধনাপহারী, কুলান্তকারী, সময়নিন্দক, খল, রাজদ্রোহী, বিষাগ্নিশস্ত্রাদি-দ্বারা প্রাণিগণের প্রাণনাশক, এইরূপ দোষান্বিত ব্যক্তির মারণকরিলে মারক পাপভাগী হয় না॥

দশাস্থিতিঞ্চ সংবীক্ষ্য সূর্য্যান্মারণমাত্মবান্। অনবেক্ষ্য কৃতং কর্ম্ম আত্মানং হন্তি তৎক্ষণাৎ॥

দশাস্থিতি বিবেচনা করিয়া মারণকার্য্য করিবে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত যোগাদি বিবেচনা না করিয়া মারণকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তি আপনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়॥

ব্রাহ্মণং ধার্ম্মিকং ভূপং বনিতাঞ্চৈষ্টিকং নরম্। বদান্যং সদয়ং নিত্যমভিচারে ন যোজয়েৎ। যোজয়েদ্যদি বৈরেণ প্রত্যাসত্যা নিহন্তি তম্॥

ব্রাহ্মণ, ধার্ম্মিক, রাজা, স্ত্রী, যজ্ঞশীল, দাতা ও দয়াবান্, এই সকল ব্যক্তির প্রতি কোন অভিচারকর্ম্ম করিবে না। যদি শত্রুতাবশতঃ কেহ ঐরূপ মনুষ্যের প্রতি অভিচার করে, তবে তাহাতে বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভিচার করে, তাহারই বিনাশ হইয়া থাকে॥

ইদানীং স্থূলহোমস্তু কথয়ামারিমর্দ্দনম্। তত্তৎ কর্ম্মোদিতে কুণ্ডে কুর্য্যাদ্ধোমমুদীরিতম্। বিধানং দ্বেষনিধনরোগবিগ্রহচাটনে॥

এইক্ষণ অভিচারকার্য্যের হোমবিধান কথিত হইতেছে। এই হোমে শত্রু-বিনাশ হয়। অভিচারকার্য্যে তত্তৎকর্ম্মোক্ত কুণ্ড নির্ম্মাণকরিয়া বিদ্বেষোচ্চাটনাদি বিধানক্রমে হোম করিবে॥

আয়ুর্দায়ং রিপোর্জ্ঞাত্বা লগ্নোক্তর্ক্ষাণি বীক্ষ্য চ। তদাত্মকগ্রহাণাঞ্চ স্থিতিমষ্টমবর্গকম্। ত্রয়াণা-মানুকূল্যেন কুর্য্যাত্তদাভিচারকম্। অন্যথা ক্রূরকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণং নাশয়ন্তি হি। তান্যেব কর্ম্মাণি তত্তত্র চ প্রাতিকূল্যতাম্॥

শত্রুর আধুর্দ্দায় জানিয়া মারণকার্য্য করিবে। শত্রুর জন্মলগ্ন, জন্মনক্ষত্র ও জন্মলগ্নাধিপতি গ্রহ, এই তিনের অনুকূলে অভিচারকার্য্য করিবে। এই সকল বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করিলে, সেই অভিচার কার্য্যকারককে বিনাশ করে॥

ক্রমশঃ—

জ্বররোগাদি করণং ও শান্তিমন্ত্রাদি!

অথ জ্বরচালনং।—ওঁ হ্রীং ক্ষীং ক্ষং ক্ষৈং ক্ষৌং ক্ষঃ। সূর্য্যাভিমুখো ভূত্বা মধ্যাহ্নে অযুতজপঃ কার্য্যঃ তৎকর্ম্মসমর্থো ভবতি যং সমালোকয়তি স জ্বরেণ গৃহ্যতে দ্বিপদচতুষ্পদসঙ্কুলানি সর্ব্বাণি জ্বরেণ গৃহ্যন্তে॥

মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যাভিমুখ হইয়া ওঁ হ্রীঁ ইত্যাদি মন্ত্র দশসহস্র জপকরিবে, এই-রূপ করিলে সেই ব্যক্তির মন্ত্র সিদ্ধি হয়। পরে ঐ ব্যক্তি মন্ত্র স্মরণ করত যাহার প্রতি অবলোকন করিবে, সে তৎক্ষণাৎ জ্বরাভিভূত হইবে। এই মন্ত্রপ্রভাবে দ্বিপদ চতুষ্পদাদি সকল প্রাণীই জ্বরগ্রস্ত হইয়া থাকে॥

অথ জ্বরনিবারণং।—ডাকিন্যাঃ ওঁ হুঁ সঃ হাং সঃ। অনেন মন্ত্রেণ একবিংশবারমভিমন্ত্রিতং তোয়ং পিবতি। জ্বরাত্রিভিঃ প্রহরৈঃ মুক্তো ভবতি॥

জ্বরাভিভূত ব্যক্তি ওঁ হুঁ সঃ হাং সঃ এই ডাকিনীমন্ত্রে একবিংশতিবার জল অভিমন্ত্রিত করিয়া পানকরিবে, এইরূপ মন্ত্রপূত জল পানকরিলে তিন প্রহরের মধ্যে জ্বর হইতে মুক্ত হইতে পারে॥

অথ জ্বরকরণং।—ওঁ বাং বাং বীং বীং স্বাহা। অনেন মহেশ্বরমন্ত্রেণ সহস্রজপেন জ্বরকরণম্॥

ওঁ বাং বাং ইত্যাদি মহেশ্বরমন্ত্র সহস্র জপকরিলে ইচ্ছিত ব্যক্তি জ্বরাভিভূত হয়॥

অথ জ্বরহরণং।—ওঁ সং সং সৌং সঃ অমুকং সঃ সঃ। ঘৃতহোমে শান্তিকরঃ জ্বরহরণঞ্চ॥

ওঁ সং সং ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃতহোম করিলে জ্বর শান্তি হয়॥

অথ জ্বরেণ বিনাশপ্রকরণম্।—ওঁ চং চাং চিং চীং চুং চূং চেং চৈং চোং চৌং চং চঃ। অমুকং মারয় মারয় স্বাহা। অনেন গর্দ্দভাস্থিময়ং কীলকং ত্রয়োদশাঙ্গুলং সহস্রাভিমন্ত্রিতং যস্য নাম্না চিতামধ্যে নিখনেৎ স জ্বরেণ বিনশ্যতি॥

ওঁ চং চং ইত্যাদি মন্ত্রে ত্রয়োদশাঙ্গুল গর্দ্দভাস্থিময় কীলক যাহার নামে সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া চিতামধ্যে প্রোথিত করা যায়, সেই ব্যক্তি জ্বররোগে বিনাশ পাইয়া থাকে॥

অথ জ্বরেণ গ্রহণম্।—ওঁ ওঁ ওঁ অমুকং ফট্ ফট্ স্বাহা। অনেন চক্রমৃত্তিকাং অবক্রাং কৃত্বা সহস্রেণাভিমন্ত্রিতং চুল্লীমধ্যে নিখনেৎ সজ্বরেণ গৃহ্যতে। উদ্ধৃতেন মোক্ষঃ॥

ওঁ ওঁ ইত্যাদি মন্ত্রে যাহার নাম উল্লেখ করিয়া কুম্ভকারের চক্রমৃত্তিকা আনয়ন পূর্ব্বক সেই মৃত্তিকার উপর উক্ত মন্ত্র সহস্রবার জপ করিবে এবং ঐ মৃত্তিকা চুল্লীমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিবে, এইরূপ করিলে মন্ত্রমধ্যে যাহার নামোল্লেখ থাকে, সেই ব্যক্তি জ্বরাভিভূত হয় এবং ঐ প্রোথিত মৃত্তিকা উদ্ধৃত করিলেই সেই জ্বরিত ব্যক্তির জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে॥

অথ সর্ব্বজ্বরনাশনং।—হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ॥

হ্রাঁ হ্রীঁ ইত্যাদি মন্ত্র জপকরিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনাশ পাইয়া থাকে॥

অথ সর্ব্বরোগহরণং।—ওঁ ক্রীং ক্ষং সং সাং সঃ হং সঃ। অনেন গোঘৃতং শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা পিবেৎ। মাসৈকং পলমাত্রং সর্ব্বরোগহরণং মধু পিবেৎ। ক্ষীরং পিবেৎ দৃষ্টিকরণম্। কাসঘ্ন নাশনং পলমাত্রেণ। শূলং নাশয়তি তণ্ডুলোদকং পিবেৎ। বার্দ্ধক্যং নাশয়তি। পুনর্নবামূলরসং ক্ষৌদ্রযুক্তং পিবেৎ সর্ব্বব্যাধিবিনির্মুক্তো ভবতি পলিতবর্জ্জিতশ্চ। অপরং পিবেৎ অক্ষয়রোগং নাশয়তি।

ওঁ ক্রীঁ ইত্যাদি মন্ত্রে গোঘৃত অষ্টোত্তরশতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহা পান করিয়া এক মাস পর্য্যন্ত প্রতি দিন ৮ তোলা মধু উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিতকরিয়া পানকরিলে সর্ব্ববিধ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। উক্ত মন্ত্রে দুগ্ধ অভিমন্ত্রিত করিয়া পানকরিলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। আর ৮ তোলা দুগ্ধ উক্ত মন্ত্রে পান করিলে কাসরোগ বিনষ্ট হয়। উক্ত মন্ত্রে তণ্ডুলোদক পানকরিলে শূলরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে। পুনর্নবার মূলের রস উক্ত মন্ত্রে পানকরিলে বৃদ্ধতা দূরীভূত হয়, ঐ পুনর্নবা মূলের রস মধুযুক্ত করিয়া উক্ত মন্ত্রে পানকরিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশ পায় এবং সেই ব্যক্তির শুক্লকেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। আর পুনঃ পুনঃ পানকরিলে সর্ব্বরোগ হইতে পরিত্রাণ পায়॥

অথ জ্বরনাশনমন্ত্রঃ। ওঁ ক্রূং ক্রূং ওঁ ঠঠ কুং হুং নং স্বাহা। জ্বরনাশনমন্ত্রঃ॥

ওঁ ক্রূঁ ইত্যাদি মন্ত্র জপকরিলে জ্বররোগগ্রস্ত ব্যক্তির জ্বর বিনাশ পায়॥

অথ জ্বরনাশনম্।—ওঁ বাং বীং বীং বীং স্বাহা। অনেন জ্বরহরণম্॥

ওঁ বাং বীং বীং বীং স্বাহা, এই মন্ত্র জপ করিলে জ্বরার্ত্তব্যক্তির জ্বরবিনাশ হয়॥

অথ আরোগ্যকরণং।—হঁ হঁ সঃ। একবিংশতিবারাভিমন্ত্রিতং জলং ত্রিবারেণ পিবেৎ। প্রহরেণ পীড়া স্বস্থো ভবতি॥

হঁ হঁ সঃ, এই মন্ত্রে একবিংশতিবার জল অভিমন্ত্রিত করিয়া তিনবার পান করিলে একপ্রহরমধ্যে পীড়া নিবৃত্তি পায় ও রোগী সুস্থ হইয়া থাকে॥

অথ সর্ব্বব্যাধিহরণং।—ওঁ সং সাং সিং সীং সুং সূং সেং সৈং সোং সৌং সং সঃ। রং রাং রিং রীং রুংরূং রেং রৈং রোং রৌং রঃ হংসঃ। অমৃতবর্চ্চসে স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ উদকশরাবমেকমষ্টোত্তরশতাভিমন্ত্রিতং প্রাতঃ পিবেৎ। সর্ব্বব্যাধিরহিতো জরাপলিতরহিতশ্চ ভবতি রণে জয়ী স্থাবরজঙ্গমকৃত্রিমবিষং নাশয়তি। মক্ষিকাবানরব্যাঘ্রলোমাদিভস্মীকরোতি। চিরায়ুঃ সর্ব্বজনপ্রিয়শ্চ ভবতি॥

ওঁ সং সাং ইত্যাদি মন্ত্রে একসরা পরিপূর্ণ জল একশত আটবার অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিবে। ইহাতে রোগীর সর্ব্বরোগ নিবারিত হয়, গাত্রের চর্ম্মশিথিলতা ও কেশপক্কতাদি বৃদ্ধত্ব লক্ষণ দূরীভূত হয়, রণে বিজয়লাভ করিতে পারে, স্থাবর, জঙ্গম ও কৃত্রিমবিষ বিনাশ পায়; উদরস্থ মক্ষিকা, বানরলোম ও ব্যাঘ্রলোমাদি ভস্মীভূত হয়, সেই ব্যক্তি চিরকাল জীবিত থাকে এবং সর্ব্বজনের প্রিয়পাত্র হইতে পারে॥

অথ সর্ব্বরোগোপশমমন্ত্রঃ।—হূঁ ক্ষৌং ফট্। ইতি মন্ত্রং শিরোপরি অষ্টোত্তরশতং জপেৎ। সর্ব্বরোগান্মুক্তো ভবতি॥

হূঁ ক্ষৌং ফট্, এই মন্ত্র রোগিব্যক্তির মস্তকোপরি একশত আটবার জপ করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগের শান্তি হইয়া থাকে॥

অথ নাসারোগোপশমমন্ত্রঃ।—আউয়ার নাম সোয়ার বাম কদিয়াছোম্। শ্রীধরমারে জালে এই তিন নাম তাহার অঙ্গে নাজায় নাজায়। সিদ্ধিগুরু শ্রীকালিকাদেবীর আজ্ঞা। ইতি মন্ত্রঃ॥

আউয়ার নাম ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিলে নাসারোগের শান্তি হইতে পারে॥

অথ শিরোরোগনাশনম্।—ওঁ হাড়ি ডোম ডোখলা কাহার চাণ্ডাল অমুকার মাথাবেথা খণ্ডো শ্রীরামের আজ্ঞা। ওঁ চামুণ্ডে প্রসন্ন স্বাহা। এতন্মন্ত্রজপাৎ সর্ব্বশিরোরোগা বিনশ্যন্তি॥

ওঁ হাড়িডোম ইত্যাদি মন্ত্র যে ব্যক্তি জপ করিবে, তাহার শিরোরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে॥

অথ জ্বরকবচং।—ওঁ নমশ্চণ্ডবক্রপাণয়ে যক্ষসেনাপতয়ে ওঁ জ্বর ধূধূ ধূধূ হর্ষ হর্ষ গ্রীবাং মুঞ্চ মুঞ্চ উদরং মুঞ্চ মুঞ্চ কটিং মুঞ্চ মুঞ্চ উরো মুঞ্চ মুঞ্চ হস্তৌ মুঞ্চ মুঞ্চ পাদৌ মুঞ্চ মুঞ্চ সর্ব্বগাত্রাণি মুঞ্চ মুঞ্চ ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রঁ ফট্ অমুকস্য সর্ব্বজ্বরং নাশয় নাশয় স্বাহা॥

ওঁ নমশ্চণ্ডবক্রপাণয়ে ইত্যাদি কবচ ভূর্জ্জপত্রে গোরোচনা, কুঙ্কুম ও আলতার কালীতে লিখিয়া জ্বররোগীব্যক্তি গলাতে ধারণ করিলে জ্বর হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে॥

অথ ঝাড়নমন্ত্র—ওঁ সিদ্ধিঃ দণ্ডে বৈসে বিথায় যায়, ইহা দিয়া কাটান, অমুকার অঙ্গের বিকার, সিদ্ধিগুরু শ্রীরামের আজ্ঞা॥

ওঁ সিদ্ধি ইত্যাদি মন্ত্রে জ্বরার্ত্তব্যক্তিকে ঝাড়িলে সেই রোগীর জ্বর নিবৃত্তি পায়॥

ক্রমশঃ—

অথ শান্তি।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

হরির ধ্যান।

অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। শঙ্খচক্রধরং দেবং চতুর্ব্বাহুং কিরীটিনম্। সর্ব্বাঙ্গৈঃ পীতকৌশেয়ং গরুড়োপরি সংস্থিতম্। সনকাদিমুনীন্দ্রৈশ্চ সর্ব্বদেবৈরুপাসিতম্। শ্রীভূমিসহিতং দেবমুদয়াদিত্যসন্নিভম্। প্রাতঃসহস্রসংখ্যাশুভমণ্ডলোপরি সংস্থিতম্। সর্ব্বলোকস্য রক্ষার্থমনন্তং নিত্যমেব চ। অভয়ং বরদং দেবং প্রযচ্ছন্তং মুদান্বিতম্। এবং ধ্যাত্বা হরিং নিত্যং শঙ্খচক্রধরপিণম্। প্রাতর্মধ্যন্দিনে চৈব সায়াহ্নে চ বিশেষতঃ। অর্চ্চয়েৎকেশবং দেবং ধূপপুষ্পজলাদিভিঃ। হবিষ্যাশী জিতঃ পুংস্পর্শবসা জপেৎ হরিম্। অর্চ্চয়েচ্চ যো নিত্যং জপেন রবিমণ্ডলে। কিঙ্কিন্যাভার্চ্চনং কৃত্বা জপেন্নিত্যমতন্দ্রিতঃ। অশুচিস্তাস্যো নাপি মনসা পাপমাচরেৎ। শুচিরেব জপেন্নিত্যং নামত্রয়মপাস্থিতাঃ। শিরিরোগাৎ প্রবক্ষ্যামি যথাবস্থিতসত্তমাঃ। নাম্নাং পরতয়া রক্ষা রোগার্ত্তানাং বিধীয়তে। অষ্টোত্তরসহস্রং বা শতং বা জপসংখ্যয়া। রোগার্ত্তানামাচরেদ্বৃদ্ধিং রবিবারে শুভাষ্টমী। নিত্যমেব শিবেত্যোমষ্টাবিংশতিসংখ্যয়া। চক্রেণ তু তৈলেন তৃণ্টীভিঃ পৃথক্ পৃথক্। লক্ষৈকং জপেন্মন্ত্রং মহারোগপ্রশান্তয়ে। শ্রীবৃক্ষাশ্বত্থমূলে বা যোগিনঃ সংস্পৃশন্ জপেৎ। স্পৃশন্ জপ্ত্বা নিরীক্ষেত চাপিতাং যবসা স্মরন্। এবং কৃতবতঃ পুংসো রোগশান্তির্ভবিষ্যতি। তস্যাঃ বা লাজহোমেন ত্রিবারং বা বিল্বপত্রকৈঃ। পুত্রার্থী ঘৃতহোমেন চারোপাক তিলৈর্ঘৃতৈঃ। ক্ষুদ্রচীমুস্তদূর্ব্বাভিস্তিলৈর্ব্রীহিভিঃ শুভৈঃ শরৈঃ। যথা কামী তু জুহুয়াত্তত্তৎকামস্য সিদ্ধয়ে। গ্রহাপস্মারকৃষ্মাণ্ডাঃ পিশাচাঃ প্রেতসংস্থিতাঃ। নশ্যন্তি তে চ দূর্ব্বাভিস্তৈরাঃ শান্তির্ভবিষ্যতি। রবিবারে জলে স্থিত্বা নাভিমাত্রে জপেন্নরঃ। অষ্টোত্তরসহস্রন্তু জ্বরশান্তির্ভবিষ্যতি। স্পৃষ্ট্বা বক্ষঃ জপেৎ রবিমণ্ডলমধ্যগম্। ধ্যায়ন্ কৃষ্ণং লভেৎ কামস্বরূপং তুষ্টিমান্। অচ্যুতানন্তগোবিন্দনামোচ্চারণভীষিতাঃ। নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহং। সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুৎক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে। বেদশাস্ত্রাৎ পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ। জ্বরগ্রহাদিগ্রস্তস্য স্পৃষ্ট্বা মস্তকং জপেজ্জলে। অন্যোহপি ভবেৎ হুতো জপ্ত্বা তাড়য়েৎ মুখং। মুষ্টিং চৈব ললাটে চ জপেন্মন্ত্রং হরিং। আরোগ্যং সর্ব্বজন্তূনাং যথেষ্টং গচ্ছতি ধ্রুবম্। রোগকালে জপেন্মন্ত্রমষ্টোত্তরসহস্রকম্। যাবজ্জীবং করে কৃত্বা স্থিত্বা

সুভিক্ষ্যং ভবেত্ত্বঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ বিবিধাস্তথা। সর্ব্বে ভবন্তি বৈ মুক্তা নামত্রয়জপাদ্বিজাঃ। দূর্ব্বাভবাশ্চ সমিধো গোদুগ্ধেন সমন্বিতাঃ। হোতব্যাঃ শান্তিকে দেবি শান্তিস্তেন ভবেৎ ধ্রুবম্।

এইক্ষণ সর্ব্বপাপপ্রণাশক হরিধ্যান কথিত হইতেছে, দেবতার আকার এইরূপ—হরি চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়াছেন, ইহাঁর মস্তকে মুকুট আছে, ইনি সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রে বিভূষিত, গরুড়োপরি উপবিষ্ট। শনকাদি মুনিগণ ও দেবগণ নিয়ত ইহাঁর উপাসনা করিতেছেন। উদিত আদিত্যের স্থায় দেহকান্তি এবং প্রভাতকালোদিত সূর্য্যমণ্ডলোপরি সংস্থিত। সর্ব্বদা অভয় ও বরপ্রদান করিতেছেন। এই প্রকারে পরংব্রহ্মরূপী হরিকে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ধ্যান করিয়া সঘৃতপুষ্পাঞ্জলিদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। ঘৃতদ্বারা অগ্নিতে হোম করিয়া জল ও পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করতঃ হরিকে হৃদয়ে চিন্তা করিবে। এই প্রকারে সূর্য্যমণ্ডলে হরির ধ্যান ও অর্চ্চনা করিয়া সংযতচিত্তে নিয়মিতরূপে জপ করিতে হইবে। অশুচি কিম্বা শুচি হইয়া নিত্য পূর্ব্বোক্ত নামত্রয় জপ করিলেও রোগার্ত্তব্যক্তির রোগশান্তি হইয়া থাকে। রবিবার অষ্টমী তিথিতে অষ্টোত্তর সহস্র অথবা অষ্টোত্তরশত পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করিয়া রোগী ব্যক্তির মস্তক মার্জ্জনা করিবে এবং প্রতিদিন অষ্টাবিংশতিবার মন্ত্র জপ করিয়া জলপান করিবে। তৎপরে ঘৃতমিশ্রিত তিল, দূর্ব্বা ও গুলঞ্চদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ হোম করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র লক্ষজপ করিলে মহারোগশান্তি হয়। শ্রীফল কিম্বা অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে রোগীকে স্পর্শকরতঃ মন্ত্র জপ করিয়া সূর্য্যদর্শনপূর্ব্বক মনে মনে সূর্য্যদেবকে স্মরণ করিবে। এইরূপে শান্তি করিলে রোগী ব্যক্তির রোগ নিবারণ হয়। কন্যার শান্তিকামনায় লাজদ্বারা, স্ত্রীর শান্তিকামনায় বিল্বপত্রদ্বারা, পুত্রার্থী ব্যক্তি ঘৃতদ্বারা হোম করিবে। তিল, ঘৃত, গুড়ূচী, দূর্ব্বা, বিল্ব, কুশ ও শরতৃণদ্বারা হোম করিলে কাম্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। দূর্ব্বাদ্বারা লক্ষহোম করিলে গ্রহদোষ, অপস্মার রোগ, কুষ্মাণ্ড, পিশাচ ও প্রেতশান্তি হয়। রবিবারে নাভিমাত্রজলে স্থিত হইয়া অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিলে জ্বরশান্তি হয়। অশ্বত্থবৃক্ষ স্পর্শকরতঃ রবিমণ্ডল মধ্যগত কৃষ্ণকে ধ্যানকরিয়া এক-বর্ষপর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত অচ্যুতানন্ত গোবিন্দ ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে ইচ্ছানুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। অচ্যুতানন্ত গোবিন্দ এই নাম উচ্চারণে সমস্ত রোগ ভীত হইয়া বিনষ্ট হয়। হস্ত উত্তোলন করিয়া, "বেদশাস্ত্রাৎ পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎপরঃ।" এইরূপ কীর্ত্তন করিবে এবং জ্বরগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্পর্শপূর্ব্বক স্থির-চিত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত অচ্যুতানন্ত গোবিন্দ ইত্যাদি মন্ত্র লক্ষ জপ করিয়া রোগীকে ভস্মদ্বারা তাড়ন করিবে। ইহাতে অসাধ্য জ্বর নিবারণ হইয়া যায় এবং রোগী স্বাস্থ্য-লাভ করে। রোগীর মস্তকে, ললাটে ও হৃদয়ে অচ্যুতানন্ত গোবিন্দ এই নামত্রয় ন্যাস করিলে সর্ব্বজন্তুর আরোগ্য হইয়া থাকে। মোক্ষকামী ব্যক্তি উক্ত নাম অষ্টোত্তর-সহস্র জপ করিলে তাহার হস্তে মুক্তি স্থিত হয়, ইহার সংশয় নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং অন্যান্য শঙ্করজাতি সকলেই এই নামত্রয় জপে মুক্তি-লাভ করিতে পারে। শান্তিকার্য্যে দূর্ব্বার সমিধ গব্যদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া হোম করিতে হয়, ইহাতে নিশ্চয় শান্তি হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

ব্যাধিজনন।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

বহুরূপধরো যস্তু সংচূর্ণ্য কৃকলাসকং। রক্তসর্ষপমূলঞ্চ মিশ্রৈকং ভোজয়েৎ ক্ষিপেৎ। গলৎকুষ্ঠী ভবেচ্ছত্রুঃ যত্নো বা জায়তে কচিৎ॥

বহুরূপী কৃকলাস ও রক্তসর্ষপের মূল একত্র চূর্ণকরিয়া দুই তোলা পরিমাণে শত্রুকে ভক্ষণ করাইলে তাহার শরীরে গলৎকুষ্ঠ হয়। এই রোগে কদাচিৎ আরোগ্য হইয়া থাকে॥

কৃকলাসং গ্রামচিল্লী শাকং রক্ত সার্ষপং। পিষ্ট্বা তদ্ভক্ষণাদেবমঙ্গস্ফোটকরং রিপোঃ।

কৃকলাস, গ্রাম্যচিল ও রক্তসর্ষপের শাক, এই সমুদয় দ্রব্য একত্র পেষণকরিয়া যাহাকে ভক্ষণ করাইবে, সেই ব্যক্তির অঙ্গে বিস্ফোটক জন্মিয়া থাকে॥

উলূকমস্তকং গ্রাহ্যং লবণেন প্রপূরয়েৎ। সন্তাহং তাম্রপাত্রস্থমক্ষকাষ্ঠেন চাল্লয়েৎ। দৃষ্টিস্তম্ভকরং তৎ স্যান্মরিচাক্ষফলং তথা॥

পেঁচকের মস্তক আনিয়া তন্মধ্যে লবণপূর্ণ করিবে, তৎপরে ঐ মস্তক বহেড়া-কাষ্ঠের অগ্নিতে প্রজ্বালিত করিয়া সেই অগ্নিশিখায় তাম্রপাত্রে কজ্জলপাত করিবে। এই কজ্জলের সহিত মরিচ ও বহেড়াফল মিশ্রিত করিয়া যাহার চক্ষুঃ অঞ্জিত করিবে সেই ব্যক্তির দৃষ্টিস্তম্ভন হয়॥

ত্র্যঙ্গুলং হ্যনুরাধায়ামঙ্কোলীমূলমাহরেৎ। চক্ষুরোগকরং গেহে নিখনেদ্বৈরিণাং ধ্রুবং। ওঁ অক্ষেরহঃ অক্ষেরহঃ স্বাহা।

অনুরাধানক্ষত্রে তিন অঙ্গুলিপরিমিত আকোড়বৃক্ষের মূল আহরণ করিয়া যাহার গৃহে প্রোথিত করিয়া রাখা যায়, সেই ব্যক্তির চক্ষুরোগ জন্মে। ওঁ অক্ষেরহ ইত্যাদি মন্ত্রে এই কার্য্য করিবে॥

ধুস্তূরকাষ্ঠৈর্দ্দগ্ধো ভ্রমরং মধুপূরিতং। জলকুম্ভে ক্ষিপেত্তস্তু তৎপানাদ্বধিরো রিপুঃ। জাতী পুষ্পরসং পীত্বা স্বস্থো ভবতি তৎক্ষণাৎ॥

একটি ভ্রমর ধুস্তূরকাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া মধুর সহিত জলকুম্ভে নিক্ষেপ করিবে, এই জল পান করিলে সেই ব্যক্তি বধির হয়। জাতিপুষ্পের রস পান করিলে শান্তি হয়॥

স্নুহীক্ষীরং যবক্ষারং মৃদ্বনং পাদপাংশুকং। সমমেতৎপ্রলেপেন শত্রুঃ খঞ্জো ভবত্যলং। ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় রুদ্রশেখরায় খঞ্জনে সঙ্কোচনে ঠঃ ঠঃ॥

সিজের ক্ষীর, যবক্ষার ও শত্রু ব্যক্তির পাদধূলি, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পাদলেপন করিলে সেই শত্রু খঞ্জ হইয়া থাকে। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে এই কার্য্য করিবে॥

তণ্ডুলীপিপ্পলীশিগ্রুমারনালেন পেষয়েৎ। লেপে পানে খঞ্জনাশঃ শত্রূণাং নাত্র সংশয়ঃ॥

নটেশাক, পিপ্পলী ও শজিনা, এই সকল দ্রব্য একত্র কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া পাদলেপন কিম্বা পান করিলে খঞ্জদোষ শান্তি হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

অথ ষণ্ডীকরণ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অমায়াস্তু রবৌ গ্রাহ্যং করঞ্জস্য তু মূলকং। সগুড়ং ভক্ষণাৎ সদ্যঃ ষণ্ডত্বং জায়তে নৃণাং॥

রবিবার অমাবস্যা তিথিতে করঞ্জাবৃক্ষের মূল উত্তোলন করিয়া গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ মনুষ্যের ক্লীবত্ব হয়॥

বৃষীবৃষাণাং সংগ্রাহ্যমন্তরীক্ষেণ গোময়ং। সাধ্যস্য প্রতিমা তেন কৃত্বাতে তস্য ষণ্ডয়েৎ। তৎক্ষণাজ্জায়তে ষণ্ডো মন্ত্রেণানেন মন্ত্রিতং। ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় কামপ্রচণ্ডায় হন হন বৈনতেয় মুখেন খণ্ডয় খণ্ডয় স্বাহা। অয়ং মন্ত্রঃ সর্ব্বষণ্ডীকরণে প্রয়োজ্যঃ॥

যৎকালে বৃষ ও গাভী গোময় পরিত্যাগ করে, তৎকালে ঐ গোময় মৃত্তিকাস্পর্শ না হয়, এইরূপে ঐ বৃষ ও গাভীর গোময় গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা অভিলষিত ব্যক্তির প্রতিমা প্রস্তুত করিবে। তৎপরে যেরূপে বৃষকে ক্লীব করিয়া থাকে, ঐ প্রকারে উক্ত প্রতিমাকে ক্লীব করিবে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি ক্লীব হইয়া থাকে। ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে এই কার্য্য করিতে হইবে॥

নক্ষত্রে হ্যনুরাধায়াং লাঙ্গলীমূলমুদ্ধরেৎ। নিশামূত্রস্থলে পুংসো নিখনেৎ ষণ্ডতাং ব্রজেৎ। সমুদ্ধৃত্য পুনঃ স্বাস্থ্যং পূর্ব্বমন্ত্রেণ যোজয়েৎ॥

অনুরাধানক্ষত্রে লাঙ্গলীয়া মূল উত্তোলন করিয়া রাখিবে। পরে কোন পুরুষ রাত্রিকালে যেস্থানে প্রস্রাব করে, সেই স্থানে ঐ মূল পুতিয়া রাখিবে। ইহাতে সেই পুরুষ ক্লীব হইয়া থাকে। ঐ মূল উদ্ধৃত করিয়া ফেলিলে ঐ দোষ শান্তি হয়॥

ক্রমশঃ—

গৃহক্লেশনিবারণ ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ।

ধুস্তূরবীজচূর্ণঞ্চ বিষঞ্চ পেষিতং তিলং । তৈরেব বিষপাষাণং মীনতৈলেন পেষিতং । বটিকা স্থাপয়েদ্গেহে জলং রাত্রৌ নিরুন্ধয়েৎ । ভক্ষণাৎ পঞ্চতাং যান্তি তৃষার্ত্তা মূষিকা ধ্রুবং ॥

ধুস্তূরবীজচূর্ণ, বিষ, তিল, বিষপাষাণ ও মীনতৈল, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা গৃহমধ্যে স্থাপন করিয়া গৃহস্থিত জলপাত্র সকল আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। এই বটিকা ভক্ষণ করিয়া ইন্দূর সকল তৃষার্ত্ত হইয়া মরিয়া যায় ॥

তালকং ছাগবিণ্মূত্রং পলাণ্ডু সহ পেষিতং । আলিপ্য মূষিকং তেন সজীবন্ত বিসর্জ্জয়েৎ । তদ্দৃষ্ট্বৈব গৃহং ত্যক্ত্বা পলায়ন্তে হি মূষিকাঃ ॥

হরিতাল, ছাগমূত্র ছাগবিষ্ঠা ও পলাণ্ডু, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণকরিয়া একটী সজীব ইন্দুরের গাত্রে ম্রক্ষণ করত গৃহে ছাড়িয়া দিবে ; এই মূষিককে দর্শন করিলে অন্যান্য মূষিক তৎক্ষণাৎ গৃহপরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে ॥

মার্জ্জারস্য মলং তালং পিষ্ট্বা মূষকমালিপেৎ । তামাদায় গৃহং ত্যক্ত্বা সদ্যো নির্যান্তি মূষিকাঃ ॥

বিড়ালের বিষ্ঠা ও হরিতাল, একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ইন্দুরের গাত্রলেপনপূর্ব্বক তাহাকে ছাড়িয়া দিবে। এই ইন্দুরকে দেখিলে তৎক্ষণাৎ অন্যান্য ইন্দুর পলায়ন করে ॥

গন্ধকং হরিতালঞ্চ ব্রাহ্মী ত্রিকটুকং সমং । রবৌ নৃমূত্রে তৎ পিষ্ট্বা লিপ্তে মূষে তু পূর্ব্ববৎ ॥

গন্ধক, হরিতাল, ব্রহ্মীবৃক্ষ, ত্রিকটু অর্থাৎ মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া, রবিবার মনুষ্যমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া ইন্দুরের গাত্রলেপন করিলে পূর্ব্ববৎ ইন্দুর পলায়ন করে ॥ ক্রমশঃ—

আশ্চর্য্যগুটিকা ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ।

স্নুহুক্ষীরং কাণকং বীজং চূর্ণং স্বর্ণং ভবেত্ততঃ । বস্ত্রেণ বেষ্টিতাধারা ক্ষুরস্যেব তু রংহসা । ছিনত্তি কেশসংঘাতং পরমমতি কৌতুকং ॥

সিজের ক্ষীর ও ধুস্তূরবীজচূর্ণ একত্র করিয়া একখণ্ড স্বর্ণ ভাবনা দিয়া বস্ত্রখণ্ডদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে, এই স্বর্ণদ্বারা অনায়াসে কেশকর্ত্তন করা যায় ॥

গুঞ্জাফলং শুক্তপিষ্টং লেপয়েৎ কাষ্ঠপাদুকাং । বিনা বন্ধং নরো গচ্ছেৎ ক্রোশমেকং ন সংশয়ঃ ॥

গুঞ্জাফল কাঁজিতে ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা কাষ্ঠপাদুকা লেপন করিবে। এই পাদুকাদ্বারা মনুষ্য অনায়াসে এক ক্রোশ পথ গমন করিতে পারে ॥

গুঞ্জাবীজং ত্বচোন্মুক্তং চূর্ণং ভাব্যং নৃমূত্রকং । সপ্তবারং ততঃ কাংস্যে লিপ্তমঙ্কোলবত্তরেৎ । তৈলমাদায় তল্লিপ্তং পূর্ব্ববৎ পাদুকাগতিঃ ॥

গুঞ্জাবীজের ছাল পরিত্যাগ করিয়া চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ মনুষ্যমূত্রে সপ্তবার ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা কাংস্যপাত্র লেপন করিয়া অঙ্কোলীতৈল গ্রহণের প্রক্রিয়ানুসারে তৈলগ্রহণ করিয়া লইবে। এই তৈলদ্বারা পাদুকালেপন করিলে পূর্ব্ববৎ পাদুকা গতি হয়, অর্থাৎ ঐ পাদুকা পায়ে দিলে অনায়াসে একক্রোশ পথ গমন করিতে পারে ॥

ভল্লূকব্যাঘ্রমহিষচাসগৃধ্রবিলোচনৈঃ । স্রোতোঽঞ্জনেনাঞ্জিতাক্ষো দিবাবৎ পশ্যতে নিশি । ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় জ্যোতিষায় শিবায় পতয়ে দাতব্যস্তে বীজং মে দেহি স্বাহা । অনেন মন্ত্রেণ সর্ব্বাণ্যঞ্জনানি শিবায়ৈ দাপয়েৎ ॥

ভল্লূক, ব্যাঘ্র, মহিষ, চাসপক্ষী ও গৃধিনী, ইহাদিগের চক্ষুঃ এবং রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চক্ষুঃ অঞ্জিত করিলে সেই ব্যক্তি রাত্রিতে দিবাবৎ দর্শন করিতে পারে। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ইত্যাদি মন্ত্রে ভগবতীকে অঞ্জন নিবেদন করিয়া পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল করিবে ॥

কৃষ্ণং শ্বানং মৃতং রক্ষেদ্যাবৎ ক্রিমিকুলাকুলং । শ্বেতকৌপোষিতস্যৈব কুক্কুটস্য তু তান্ ক্রিমীন্ । যস্যৈব ভক্ষণে দদ্যাদিষ্টাং তত্র সমাহরেৎ । তদন্নং ক্রিমিসংকীর্ণং তদ্ভাবে বিলোক্যতে । পলায়তে চ তং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছতি চ পতত্যপি চ ॥

একটী কৃষ্ণবর্ণ কুকুর ও শ্বেতবর্ণ কুক্কুট মারিয়া রাখিবে যতদিন উহাতে ক্রিমি না জন্মে তাবৎকাল রাখিয়া দিবে। পরে ঐ ক্রিমি হইতে একটী ক্রিমি লইয়া কোন ব্যক্তির ভক্ষ্য অন্নে নিক্ষেপ করিলে সেই ব্যক্তি সমস্ত অন্ন ক্রিমিময় দেখিতে পায় এবং তাহা দেখিয়া পলায়ন করে ও মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে ॥ ক্রমশঃ—

অদৃশ্যকরণ ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ।

চতুর্লক্ষং জপেন্মন্ত্রং শ্মশানে নিয়তঃ শুচিঃ । সন্তোষ্যতং তত্তুষ্টা পটং যচ্ছতি যক্ষিণী । তেনাবৃতো নরোঽদৃশ্যো বিচরেদ্বসুধাতলে । নিধিং পশ্যতি গুপ্তাংশ্চ ন বিঘ্নৈঃ পরিভূয়তে । ওঁ হ্রীঁ শ্মশানবাসিনী স্বাহা ॥

সাধক শুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্মশানে উপবেশনপূর্ব্বক নগ্নবেশে ওঁ হ্রীঁ শ্মশানবাসিনী স্বাহা, এই মন্ত্র চারিলক্ষ জপ করিবে। ইহাতে যক্ষিণী সন্তুষ্টা হইয়া সাধককে এক-প্রকার পটপ্রদান করেন। সাধক এই পটদ্বারা আপন শরীর আবৃত করিলে সর্ব্বসমক্ষে অদৃশ্য হইয়া পৃথিবীতল বিচরণ করিতে পারে এবং গুপ্তনিধি দেখিতে পায় ও তাহাকে কোন বিঘ্ন পরাভব করিতে পারে না ॥

অঙ্কোলপত্রহারেণ কুর্য্যাদর্কসমুদ্ভবাং । ততো দীপাঙ্কোলীতৈলেন বিধিনাপি কৃতৈঃ । প্রজ্বাল্য নৃকপালে তু তৎপাত্রে সুষ্টকজ্জলং । অঞ্জয়েন্নেত্রযুগলং দেবৈরপি ন দৃশ্যতে ॥

বলি ও নানাপ্রকার উপহারদ্বারা যক্ষিণীদেবীকে পূজা করিবে। তৎপরে অঙ্কোলতৈলে আকন্দসূত্রনির্ম্মিতবর্ত্তি আর্দ্র করিয়া প্রদীপ জ্বালিবে, এই প্রদীপের শিখায় নরমুণ্ডে কজ্জলপাত করিয়া এই অঞ্জনদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে দেবতারাও তাহাকে দেখিতে পান না ॥

অর্কশাল্মলিকার্পাসপট্টসূত্রাজ্জবর্ত্তিভিঃ । পঞ্চভিঃকর্ম্মিকাভিশ্চ নৃকপালেষু পঞ্চসু । নরতৈলেন দীপেষু কজ্জলং দীপবর্ত্তিভিঃ । গ্রাহয়েৎ পঞ্চভিঃপত্রৈঃ পূর্ণবচ্চ শিবালয়ে । পঞ্চস্বাদেষু সুপ্রীত একীকৃত্যাঞ্চ তৎ পুনঃ । মন্ত্রয়িত্বাঞ্জয়েন্নেত্রং দেবৈরপি ন দৃশ্যতে । ওঁ হ্রীঁ ফট্ কালি কালি মাংসশোণিতভোজনে রক্তকৃষ্ণমুখে দেবি মাং মে পশ্যন্তি মনুষ্যেতি হুঁ ফট্ স্বাহা । অনেন মন্ত্রঃ অযুতজপ্তে সিদ্ধো ভবতি । ততঃ সর্ব্বে অদৃশ্যকরণপ্রয়োগা অষ্টোত্তরশতমভিমন্ত্র্যাঃ । অনেনৈব কুর্য্যাত্ততঃ সিদ্ধো ভবতি ॥

আকন্দতুলা, শাল্মলিতুলা, কার্পাসতুলা, পট্টসূত্র ও পদ্মসূত্র এই পঞ্চপ্রকার সূত্রদ্বারা পাঁচটী বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই পঞ্চবর্ত্তিদ্বারা পঞ্চ নরমুণ্ডে নরতৈলদ্বারা পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্বালিত করিবে। পরে পাঁচটী পদ্মপত্র আনিয়া তাহাতে ঐ পঞ্চপ্রদীপশিখায় কজ্জলপাত করিবে। অনন্তর কোন শিবমন্দিরে বসিয়া যথাবিধি মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া ঐ পঞ্চ অঞ্জন একত্রিত করিবে এবং ওঁ হ্রীঁ ফট্ ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ অঞ্জন অভিমন্ত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে দেবগণও তাহাকে দেখিতে পান না। ওঁ হ্রীঁ ফট্ ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টোত্তরশতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া কার্য্য করিবে। ইহাতে অদৃশ্যকরণপ্রক্রিয়া সিদ্ধিপ্রদা হইয়া থাকে ॥ ক্রমশঃ—

কুমারাঞ্জন ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ।

তিলপর্ণ্যুদ্ভবং মূলং হস্তার্কে বিধিনোদ্ধৃতং । পাতালে মধুনা যুক্তং জলযুক্তং তদঞ্জয়েৎ । নিধিং পশ্যত্যসৌ সত্যমর্থিনে সন্নিধৌ সতি ॥

হস্তানক্ষত্রে সূর্য্যের ভোগকালে রক্তচন্দনের মূল নিয়মপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া পাতালনামক পাকযন্ত্রে রাখিয়া মধু ও জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিবে। ঐ অঞ্জন চক্ষুতে দিবামাত্রই অতি সন্নিকটেই নিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥

পুষ্যার্কেঽশ্বত্থবৃক্ষস্য মূলমুদ্ধৃত্য যারিণা । পিষ্ট্বা পাতালে মধুনা সংযুতং নিধিদর্শকং ॥

পুষ্যানক্ষত্রে সূর্য্যের ভোগকালে বকবৃক্ষের মূল উত্তোলন করিয়া পাতালযন্ত্রে রাখিয়া জল ও মধুর সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিলে নিধিদর্শন হয় ॥

করিতে হইবে। এই অঞ্জনকার্য্যের বিশেষ পদ্ধতি পরে বিবৃত হইবে। সাধক জিতেন্দ্রিয় হইয়া উপবাসী থাকিয়া মহাদেবের পূজা করণান্তে অঘোরমন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়॥

কজ্জলানাং নিপাতায় গ্রাহ্যো যত্নেন পাবকঃ। দীক্ষিতস্য গৃহাৎ শ্রেষ্ঠো যতীনান্তু বিশেষতঃ। রজকস্য গৃহাদ্বাপি তক্ষকস্য গৃহাচ্চ বা। ওঁ জ্বলিতদ্যুতিদেহায় স্বাহা। অয়মগ্নিগ্রহণমন্ত্রঃ। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীপর্ব্বতে কুলপর্ব্বতে মহাবতে স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণাগ্নিং রক্ষয়েৎ। ওঁ বর্ত্তিবন্ধ দিশং বন্ধ পাতালং বন্ধ মণ্ডলং বন্ধ বন্ধ স্বাহা। অনেন বর্ত্তিমভিমন্ত্রয়েৎ। ওঁ নমো ভগবতে সিদ্ধিশাবরায় জ্বল জ্বল পত পত পাতয় পাতয় বন্ধ বন্ধ সংহন সংহন মর্দ্দয় মর্দ্দয় নিধিং নয়। অনেন দীপং প্রজ্বালয়েৎ। ওঁ হ্রীং সর্ব্বসিদ্ধিভ্যো নমঃ বিচ্চে স্বাহা। অনেন কজ্জলং গ্রাহ্যং। ওঁ কালি কালি রক্ষ রক্ষ মদঞ্জনং নাম্না বিচ্চে স্বাহা। অনেন যৎ কিঞ্চিদঞ্জনদ্রব্যমভিমন্ত্রয়েৎ॥

অঞ্জনকার্য্যে কজ্জল পাতনার্থ যত্নপূর্ব্বক অগ্নিগ্রহণ করিবে। এই অগ্নি দীক্ষিত ব্যক্তির গৃহ হইতে গ্রহণ করিবে। যতিদিগের গৃহ হইতে অগ্নি গ্রহণ করিলে বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে। রজকের গৃহ কিম্বা সূত্রধারের গৃহ হইতেও অগ্নি গ্রহণ করা যাইতে পারে। ওঁ জ্বলিতদ্যুতিদেহায় স্বাহা। এই মন্ত্রে অগ্নি গ্রহণ করিয়া ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে তাহা রক্ষা করিবে। ওঁ বর্ত্তিবন্ধ ইত্যাদি মন্ত্রে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহা উক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে। তৎপরে ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া সেই দীপের শিখায় ওঁ হ্রীং সর্ব্বসিদ্ধিভ্যোনমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে কজ্জলপাত করিবে। তৎপরে কালি কালি ইত্যাদি মন্ত্রে অঞ্জনদ্রব্য সকল অভিমন্ত্রিত করিবে॥

আদৌ কেবলয়া হেমশলাকয়া নেত্রমঞ্জয়িত্বা। তত্তয়ৈব শলাকয়া অঞ্জনদ্রব্যমঞ্জয়েৎ। অঞ্জয়িত্বাঞ্জনং পশ্চাৎ সপ্তধাশ্বত্থপত্রকং। বন্ধয়েৎ প্রতিনেত্রন্তু অচ্ছিদ্রং তদধোমুখং। তস্যোপরি সিতং বস্ত্রং পট্টজং বাথ বন্ধয়েৎ। স্নানাদ্যধিকহীনাঙ্গং চাদৃষ্টং বাগ্নিদগ্ধকং। সম্পূর্ণাঙ্গং শুচিং স্নাতং দ্বিদিনং নক্তভোজনং। ক্ষীরশাল্যন্নভোক্তারং দ্বিদিনান্তে ততো জপেৎ। অঞ্জিতস্য শিখাবন্ধং কর্ত্তব্যং মন্ত্র উচ্যতে। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় ওঁ মাহে হলু হলু বিহলু বিহলু হাহা বন্ধ বন্ধ পূজিতে দক্ষকুমার্য্যাঃ সুলোচনে স্বাহা॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে কজ্জল করিয়া প্রথমে কেবল স্বর্ণশলাকাদ্বারা চক্ষুঃ অঞ্জিত করিয়া পরে ঐ শলাকাদ্বারা অঞ্জনদ্রব্য অঞ্জিত করিয়া প্রতি চক্ষুতে অচ্ছিদ্র সপ্ত অশ্বত্থপত্রদ্বারা অধোমুখে নেত্র বন্ধন পূর্ব্বক তাহার উপরি শুক্ল ও পট্টবস্ত্রদ্বারা বন্ধন করিবে। পরে স্নানাদিদ্বারা শুচি হইয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। অঞ্জনপ্রয়োগ করিয়া দুই দিবস দিবাতে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে কিঞ্চিৎ ভোজন করিবে। দুই দিবস পরে দুগ্ধান্ন ভোজন করিয়া ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে॥

ক্রমশঃ—

ইন্দ্রজালকৌতুক।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

রক্তগুঞ্জাফলং বাপ্যং স্ত্রীকপালে চ সেচয়েৎ। জাতং ফলং ক্ষিপেদ্বক্ত্রে স্ত্রীরূপো দৃশ্যতে পুমান্॥

স্ত্রীর মস্তকের খুলিতে রক্তগুঞ্জার বীজ বপন করিয়া মৃত্তিকামধ্যে রাখিলে, যখন ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিয়া ফল হইবে, তখন ঐ ফল মুখে ধারণ করিলে সেই ব্যক্তিকে স্ত্রীবৎ দেখা যায়॥

নরাদিসর্ব্বজন্তূনাং গ্রাহ্যং সদ্যোহতং শিরঃ। তচ্চ কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং সর্ব্ববীজান্বিতং বপেৎ। ভৃঙ্গী ধুস্তুরবীজাদি শুদ্ধং নিম্বফলং যুতং। নিখনেৎ কৃষ্ণভূমৌ তু বলিপূজাসমন্বিতং। সেচয়েৎ ফলপর্য্যন্তং যাবদ্বীজানি চাহরেৎ। তদ্বীজে কৃতে বক্ত্রে তত্তদ্রূপঃ ভবেদ্ধ্রুবং। ইত্যেবং কৌতুকং লোকে নানারূপস্য দর্শনং। মুক্তবীজো ভবেৎ হ্যন্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

মনুষ্যাদি জন্তুর সদ্যোহত মস্তক গ্রহণকরিয়া তাহাতে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ভৃঙ্গরাজ ও ধুতুরা প্রভৃতির বীজ বপন করিয়া দেবতার বলিপ্রদান ও পূজাপূর্ব্বক কৃষ্ণমৃত্তিকামধ্যে ঐ মস্তক সহ পুতিয়া রাখিবে এবং যাবৎ ফল না জন্মে, তাবৎকাল জলসেচন করিবে। যখন ঐ সকল বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফল জন্মিবে, তখন ঐ বীজ সংগ্রহ করিয়া মুখে ধারণ করিলে সেই ব্যক্তিকে সেই সেই পশুর ন্যায় দেখা যায়। এইরূপে নানাবিধ কৌতুক প্রদর্শন করিয়া লোকসমাজে আশ্চর্য্য কার্য্য বলিয়া জানাইতে পারে। যাবৎকাল বীজ মুখে রাখিবে, তাবৎকাল সেই ব্যক্তিকে অন্যরূপ দেখা যাইবে, ঐ বীজ মুখ হইতে পরিত্যাগ করিলে আর সেইরূপ থাকিবে না॥

বাপ্যং বার্ত্তাকুবীজঞ্চ নৃকপালে মৃদা সহ। তজ্জাতবীজং মূলং বা মুখে প্রক্ষিপ্য মানবঃ। শতযোজনপর্য্যন্তং পশ্যেৎ সর্ব্বং সমান্তিকং॥

মনুষ্যমস্তকের খুলিতে বার্ত্তাকুবীজ কৃষ্ণমৃত্তিকার সহিত পুতিয়া রাখিবে। পরে যখন ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ ও ফল উৎপন্ন হইবে, তৎকালে ঐ বৃক্ষের মূল কিম্বা ফল মুখে রাখিলে মনুষ্য শতযোজন দূরস্থিত দ্রব্যকে নিকটস্থিতবৎ দেখিতে পায়॥

কৃকলাসস্য রক্তেন দর্পণার্দ্ধস্য লেপনাৎ। ধারয়েচ্চ দিবের্দ্দৃষ্টিং গ্রহণং দৃশ্যতে ক্ষণাৎ॥

কৃকলাসের রক্তদ্বারা দর্পণের অর্দ্ধভাগ লেপন করিবে, তৎপরে কোন পর্ব্বতশিখরাদি উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া ঐ দর্পণ চক্ষুর উপরে ধরিয়া সূর্য্য কিম্বা চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি করিলে চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্ট হইবে॥

খঞ্জরীটং সবীজন্তু গৃহীত্বা ফাল্গুনে ক্ষিপেৎ। পঞ্জরে রক্ষয়েত্তাবদ্যাবদ্ভাদ্রপদং ভবেৎ। অদৃশ্যং জায়তে সত্যং দেবৈরপি ন দৃশ্যতে। করেণ চ শিখা গ্রাহ্যা ত্রিলোহৈর্ব্বেষ্টিতং শুভং। তস্মিন্ মুখমধ্যস্থে অদৃশ্যো জায়তে ধ্রুবং। যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং দেবৈরপি ন দৃশ্যতে॥

ফাল্গুনমাসে একটি খঞ্জন পক্ষী পিঞ্জর মধ্যস্থ করিয়া রাখিবে। ভাদ্রমাসপর্য্যন্ত ঐরূপে রাখিলে তাহা অদৃশ্য হইবে, পরে হস্তদ্বারা তাহার শিখাগ্রহণ করিয়া ত্রিলোহদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক মুখমধ্যে ধারণ করিবে। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি অদৃশ্য হইতে পারে। অর্থাৎ তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না। এই প্রকরণ সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবে না, ইহা দেবতাদিগেরও দুর্লভ॥

শবমুখে বিন্দুমাত্রং তৈলং নিক্ষেপয়েদ্যদি। একদা স ভবেদ্ জীবো নান্যথা শঙ্করোদিতং॥

যদি শবমুখে একবিন্দু আকোড়ফলের তৈল নিক্ষেপ করা যায় তৎক্ষণাৎ সেই শব জীবিত প্রায় হইয়া উঠে। ইহার অন্যথা হয় না, এই কথা মহাদেব বলিয়াছেন॥

বর্ষাকালে ময়ূরস্তু কীটকৈরেব ভোজয়েৎ। তদ্বিষ্ঠা গোময়ং যুক্তং মৃত্তিকাসংযুতং তথা। লেপয়েদেব সর্ব্বাঙ্গে খণ্ডঃ খণ্ডঃ প্রজায়তে। লোকে ভবতি আশ্চর্য্যং মহাকৌতুককৌতুকং॥

বর্ষাকালে একটি ময়ূরপক্ষী আনিয়া তাহাকে কীট ভক্ষণ করাইবে। পরে ঐ ময়ূরের বিষ্ঠা, গোময় ও মৃত্তিকাসংযুক্ত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলে খণ্ড খণ্ড হইতে পারে, অর্থাৎ লোকে দেখিতে পাইবে যে, তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়াছে। এই ব্যাপার অতি আশ্চর্য্য ও মহাকৌতুকজনক॥

শিগ্রুবীজোদ্ভবঃ তৈলং পারাবতপুরীষকং। বরাহস্য বসাযুক্তং গৃহীত্বা চ সমং সমং। গর্দ্দভস্য বসাযুক্তং হরিতালং মনঃশিলা। এভিস্তু তিলকং কৃত্বা যথা লঙ্কেশ্বরো নৃপঃ॥

শজিনাবীজের তৈল, কপোতের বিষ্ঠা, শূকরের বসা (চর্ব্বি), গর্দ্দভের বসা, হরিতাল ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সেই ব্যক্তিকে রাবণের ন্যায় পরাক্রান্ত রাজা বলিয়া বোধ হইবে॥

বিল্বপত্রং গৃহীত্বা তু কৃষ্ণসর্পবসাসমং। বৃষকেশং গৃহীত্বা তু গন্ধকং মনঃশিলা। এভিস্তু তিলকং কৃত্বা যথা সাক্ষাৎ সদাশিবঃ। যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং গোপিতং ন প্রকাশয়েৎ॥

বিল্বপত্র, কৃষ্ণসর্পের বসা, বৃষের কেশ, গন্ধক ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ তিলক করিবে, সেই ব্যক্তি শিবতুল্য হইবে। এই সিদ্ধিযোগ সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবে না, সর্ব্বদা গোপনে রাখিবে॥

ব্রহ্মবৃক্ষস্য পুষ্পন্তু শ্বেতং গ্রাহ্যং প্রযত্নতঃ। পেষয়েন্নবনীতেন অশ্বগন্ধা মনঃশিলাঃ। এভিস্তু তিলকং কৃত্বা যথা সাক্ষাৎ পিতামহঃ॥

বামনহাটীর শ্বেতপুষ্প যত্নপূর্ব্বক গ্রহণকরিয়া সেই পুষ্প, অশ্বগন্ধা ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য একত্র নবনীতের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে তাহাকে সকল লোক সাক্ষাৎ ব্রহ্মার ন্যায় দর্শন করে॥

পয়স্বিনী মৃত বালং তন্মধ্যে নিখনেন্নরঃ। হরিদ্রাগ্রন্থিসংযুক্তং অজাদুগ্ধেন সিঞ্চয়েৎ। যাবৎ জায়তে অঙ্কুরকস্তাং হরিদ্রাং সমাহরেৎ। শ্বেতদুর্ব্বাবলাতালৈর্হরিদ্রাং তাং প্রপেষয়েৎ। তল্লিপ্ত-দেহপুরুষঃ পঙ্কধা দৃশ্যতে নরৈঃ॥

পয়স্বিনী গাভীর মৃতবৎসের হৃদয়ে হরিদ্রার গ্রন্থি নিক্ষেপ করিয়া প্রোথিত করিয়া রাখিবে এবং ছাগদুগ্ধদ্বারা সিঞ্চন করিবে। যৎকালে ঐ হরিদ্রা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ফলবান্ হইবে, তৎকালে সেই হরিদ্রা গ্রহণ করিবে। তৎপরে ঐ হরিদ্রা, শ্বেতদূর্ব্বা, শ্বেতবেড়েলা ও হরিতাল এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে তাহাকে অন্যান্য লোকে পঙ্কজনের ন্যায় দর্শন করে॥

যস্য নামান্বিতং মন্ত্রং নৃকপালে লিখেৎ সতি। ভৌমে চিতায়াং নিক্ষিপ্তে পিশাচো জায়তে নরঃ।

যাহার নামের সহিত মন্ত্র মনুষ্যমস্তকের খুলিতে লিখিয়া মঙ্গলবারে শ্মশানে নিক্ষেপ করিবে, সেই ব্যক্তি পিশাচবৎ হইবে॥

উলূকবিষ্ঠাং গৃহীত্বা তু এরণ্ডতৈলেন পেষয়েৎ। যস্যাঙ্গে নিক্ষিপেদ্বিন্দুং ক্ষিপ্তো হি জায়তে ধ্রুবম্॥

পেচকের বিষ্ঠা গ্রহণ করিয়া এরণ্ডতৈলের সহিত পেষণ করিয়া যাহার অঙ্গে একবিন্দু নিক্ষেপ করিবে, সেই ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইবে॥

মাতুলুঙ্গস্য বীজেন তৈলং গ্রাহ্যং প্রযত্নতঃ। লেপয়েত্তাম্রপাত্রেণ মধ্যাহ্নে চ বিলোকয়েৎ। রথসহিতমাকারং ভাস্করং দৃশ্যতে ধ্রুবং। বিনা মন্ত্রেণ দেবেশি সিদ্ধিযোগ উদাহৃতঃ॥

ছোলঙ্গলেবুর বীজের তৈল গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা তাম্রপাত্রে লেপন করিয়া মধ্যাহ্নকালে ঐ তাম্রপাত্রে দৃষ্টি করিলে রথের সহিত সূর্য্যমূর্ত্তি দর্শন হয়। এই যোগ বিনা মন্ত্রে সিদ্ধ হয়॥

বরাহক্রান্তিকামূলং সিদ্ধার্থস্নেহলেপিতং। মুখে প্রক্ষিপ্য লোকানাং দৃষ্টিবন্ধং করোত্যলং॥

বরাহক্রান্তার মূল আনিয়া তাহা শ্বেতসর্ষপের তৈলদ্বারা লেপন করিবে, পরে ঐ মূল মুখে ধারণ করিলে মনুষ্যের দৃষ্টিবন্ধ করিতে পারে॥

সর্পদন্তং গৃহীত্বা তু কৃষ্ণবৃশ্চিককণ্টকং। কৃকলাসরক্তযুক্তং সূক্ষ্মচূর্ণন্তু কারয়েৎ। যস্যাঙ্গে নিক্ষিপেচ্চূর্ণং সদ্যো যাতি যমালয়ং। বিনা মন্ত্রেণ সিদ্ধিঃ স্যাৎ সিদ্ধযোগ উদাহৃতঃ॥ বলি পুচ্ছং গৃহীত্বা তু বর্ত্তিঃ কতুমতীবসা। জ্বালিতা চ রবৌ বারে যো দৃষ্টঃ নৃত্যকারকঃ॥ কূর্ম্মভুক্ত-হরিতালং সপ্তাহং ভোজয়েদ্ধ্রুবং। তাদ্বিষ্ঠা করলেপেন নটা নৃত্যান্ত কৌতুকং॥

একটী কূর্ম্ম আনিয়া তাহাকে সপ্তাহপর্য্যন্ত হরিতাল ভক্ষণ করাইবে। ঐ কূর্ম্মের বিষ্ঠা লইয়া হস্তে লেপন করিলে নটগণ অতি অদ্ভুত নৃত্য করিতে পারে॥

ভৌমবারে গৃহীত্বা তু মৃত্তিকাং রিপুমূত্রতঃ। কৃকলাসমুখে ক্ষিপ্ত্বা কণ্টকবৃক্ষে চ বন্ধয়েৎ। মূত্রবন্ধো ভবেত্তস্য উদ্ধৃতে চ পুনঃ সুখী। বিনা মন্ত্রেণ সিদ্ধিঃ স্যাৎ সিদ্ধিযোগ উদাহৃতঃ॥

রিপুগণ যে স্থানে প্রস্রাব করে, সেই স্থানের মৃত্তিকা মঙ্গলবারে সংগ্রহ করিয়া কৃকলাসের মুখে নিক্ষেপ করত কণ্টকবৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিবে, ইহাতে রিপুর মূত্রবন্ধ হয়, ঐ কৃকলাস বৃক্ষ হইতে মুক্ত করিলে পুনর্ব্বার মূত্রপ্রবৃত্তি হয়। এই যোগে বিনা মন্ত্রে সিদ্ধি হইয়া থাকে॥

সিন্দূরং গন্ধকং তালং সংপিষ্ট্বা চ মনঃশিলাং। তল্লিপ্তবস্ত্রং শিরসি অগ্নিশ্চ দৃশ্যতে ধ্রুবং॥

সিন্দূর, গন্ধক, হরিতাল ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া বস্ত্রে লেপন করিবে, এই বস্ত্র মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব্বত্র অগ্নিময় দর্শন হয়॥

কোদ্রবতৃণমাদায় কার্পাসং ধবলং তথা। বর্ত্তিং কৃত্বা জ্বালয়েত্তু কজ্জলং পাতয়েন্নিশি। কজ্জলাঞ্জিতনেত্রে দৃশ্যতে চৈব তারকা। গোমূত্রেণৈব প্রক্ষাল্য ন পশ্যত্যেব তারকং॥

কোদধান্যের খড় ও কার্পাস একত্র করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, এই বর্ত্তিকা তৈলাক্ত করিয়া রাত্রিতে দীপ প্রজ্বালিত করিবে, এই দীপের শিখায় কজ্জলপাত করিয়া এই কজ্জলদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে দিবাতে তারকা দর্শন হয়। গোমূত্র-দ্বারা নেত্রধৌত করিলে আর তারকা দর্শন হয় না॥

কৃষ্ণজীরকচূর্ণেন অঞ্জিতোঽশ্বো ন পশ্যতি। তক্রেণ ক্ষালয়েচ্চক্ষুঃ সুস্থো ভবতি ঘোটকঃ॥

কৃষ্ণজীরার চূর্ণদ্বারা অশ্বের চক্ষু অঞ্জিত করিলে অশ্ব দেখিতে পায় না এবং তক্র-দ্বারা চক্ষু প্রক্ষালন করিলে ঘোটক সুস্থ হয়॥

অশ্বাস্থিকীলমশ্বিন্যাং কুর্য্যাৎ সপ্তাঙ্গুলং ততঃ। নিখনেদশ্বশালায়াং নাশয়েত্যেব ঘোটকং॥

অশ্বিনীনক্ষত্রে সপ্তাঙ্গুল পরিমিত ঘোটকের অস্থি অশ্বশালায় পুতিয়া রাখিলে অশ্ব সকল বিনাশ পায়॥

গৃহীত্বা মৃত্তিকাং গন্ধং কদলীরসসংযুতং। তাম্রপাত্রে প্রলিপ্তেন জায়তে রৌপ্যভাজনং॥

মৃত্তিকা ও গন্ধক কদলীরসের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাম্রপাত্র লেপন করিলে উহা রৌপ্যভাজন হয়॥

কৃকলাসাণ্ডমাদায় ছিদ্রেণ পারদং ক্ষিপেৎ। সম্মুখে ভাস্করং কৃত্বা আকাশং গচ্ছতি ধ্রুবম্॥

একটি কৃকলাসের ডিম আনিয়া তাহাতে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিবে, পরে ঐ ছিদ্রমধ্যে পারদ পূর্ণ করিয়া সূর্য্যের দিকে ধরিলে আকাশে গমন করিতে পারে॥

অর্কক্ষীরং বটক্ষীরং ক্ষীরমৌডুম্বরং তথা। গৃহীত্বা পাত্রকং লিপ্তঃ জলপূর্ণং করোতি চ। দগ্ধং সংজায়তে তত্র মহাকৌতুককৌতুকং॥

আকন্দের ক্ষীর, বটের ক্ষীর ও যজ্ঞডুমুরের ক্ষীর আনিয়া একত্র করিয়া কোন পাত্রে লেপন করিবে, তৎপরে ঐ পাত্রে জলপূর্ণ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই জল দুগ্ধ হয়। ইহা মহাকৌতুকজনক কার্য্য॥

পত্রং গৃহীত্বা গুঞ্জায়াঃ প্রথমং ভক্ষয়েন্নরঃ। পশ্চাচ্চ মৃত্তিকাং ভুঙ্ক্তে রাত্রৌ কৃষ্ণে তু কৌতুকং। মৃত্তিকা গুড়সংযাতি মহাকৌতুককৌতুকঃ। অঙ্কোলতৈললিপ্তাঙ্গো দৃশ্যতে রাক্ষসাকৃতিঃ। পলায়ন্তে নরাঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ॥

প্রথমতঃ শ্বেতগুঞ্জার পত্র ভক্ষণ করিয়া পরে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে তাহা গুড়ের ন্যায় বোধ হয় এবং কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে আকোড় ফলের তৈল অঙ্গে লেপন করিলে তাহাকে রাক্ষসের ন্যায় দেখা যায়। ইহাকে দর্শনমাত্র পশু, পক্ষী, মৃগ ও মনুষ্য এই সকল প্রাণী পলায়ন করে॥

অঙ্কোলস্য তু তৈলেন দীপং প্রজ্বালয়েন্নরঃ। রাত্রৌ পশ্যতি ভূতানি খেচরাণি মহীতলে॥

আকোড়ফলের তৈলদ্বারা রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিলে সমস্ত খেচরপ্রাণী মহীতলে দৃষ্ট হয়॥

অঙ্কোলতৈললিপ্তঞ্চ শস্ত্রাণি যানি কানি চ। দৃষ্ট্বা বৈ মূর্চ্ছিতো ভূত্বা পতত্যেবং মহীতলে। রণে দারুণশত্রোঘং দৃষ্ট্বৈব চ পলায়তে। নরাদিবশ্যজীবানাং নান্যথা শঙ্করোদিতঃ॥

আকোড়ফলের তৈল অস্ত্রে লেপন করিলে তাহা দর্শনমাত্র শত্রুগণ মহীতলে পতিত হয় এবং রণস্থলে ঐ অস্ত্র দর্শন করিলে প্রতিপক্ষ পলায়ন করে। ইহার অন্যথা হয় না, এই কথা মহাদেব বলিয়াছেন॥

ত্রিদিনং ভোজনং কৃত্বা তিলং সর্ষপসংযুতং। তন্মূত্রে জ্বালিতে দীপে মহাকৌতুককৌতুকং॥

তিন দিবসপর্য্যন্ত তিল ও সর্ষপ ভক্ষণ করিলে তাহার মূত্রদ্বারা প্রদীপ জ্বালিতে পারা যায়। ইহা অতি আশ্চর্য্য কৌতুকজনক ব্যাপার॥ ক্রমশঃ—

কাম্যসিদ্ধি।

পুষ্যার্কে তু সমাগৃহ্য মূলং শ্বেতার্কসম্ভবং। অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতাং তস্য প্রতিমান্তু প্রপূজয়েৎ। গণনাথস্বরূপস্য ভক্ত্যা রক্তাশ্বমারকৈঃ। কুসুমৈশ্চাপি গন্ধাদ্যৈর্হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ। পূজয়েদ্বামমন্ত্রেণ তদ্বীজানি নমোঽন্তকৈঃ। যান্ যান্ প্রার্থয়তে কামান্ মাসেকেন তু তান্ লভেৎ। প্রত্যেকং কাম্যসিদ্ধ্যর্থং মাসমেকং প্রপূজয়েৎ। গণেশবীজমাহ—গকারস্তকং ও অন্তরীক্ষায় স্বাহা। অনেন পূজয়েৎ। গকারস্তকং শশিধরং বীজং গণপতের্ম্মিদুঃ। ওঁ হ্রীঁ পূর্ব্বদয়াং ওঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা। অনেন মন্ত্রেণ রক্তাশ্বমারপুষ্পাণি ঘৃতক্ষৌদ্রযুতানি জুহুয়াৎ। বাঞ্ছিতং দদাতি। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁমানস সিদ্ধিকরি হ্রীঁ নমঃ। অনেন মন্ত্রেণ রক্তকুসুমমেকং জপ্ত্বা নিত্যং ক্ষিপেৎ। এবং লক্ষং জপেৎ। ততো ভগবতী বরদা অষ্টগুণানামেকগুণং দদাতি॥

রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের মূল সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ গণনাথের প্রতিমা প্রস্তুত করিবে। তৎপরে হবিষ্যাশী ও সংযতচিত্ত হইয়া রক্ত-করবী পুষ্প ও গন্ধাদি নানাবিধ উপহারে একমাসপর্য্যন্ত গণনাথের পূজা করিবে। এইরূপ পূজা করিলে, যাহা যাহা প্রার্থনা করা যায়, সেই সেই দ্রব্যলাভ হয়। প্রত্যেক কাম্যসিদ্ধ্যর্থ এক এক মাস পূজা করিতে হইবে। ওঁ গং অন্তরীক্ষায় স্বাহা, এই মন্ত্রে পূজা করিবে। ওঁ হ্রীঁ পূর্ব্বদয়াং ওঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা, এই মন্ত্রে রক্ত-

করবীপুষ্পে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া হোম করিলে গণনাথ বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ইত্যাদি মন্ত্রে একটি রক্তপুষ্প অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রতিদিন নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে লক্ষ জপ করিলে ভগবতী বরদা হইয়া অভিলষিত ফল প্রদানকরেন॥ ক্রমশঃ—

গুপ্তধন—গুপ্তপ্রবেশ—চৌর দেব দানবাদি প্রকাশনং।

বন্দাঃ শাখোটবৃক্ষস্থাং গোক্ষুরঃ লক্ষণাপরং। অজাক্ষীরেণ পিষ্ট্বা চ ললাটে তিলকে কৃতে। প্রকাশং জায়তে সর্ব্বং তচ্ছৃণুষ্ব সমাসতঃ। ধনানি যত্র বা সন্তি যো বা চৌরাদিকস্তথা। গুপ্তবেশা মহাত্মানো গন্ধর্ব্বা যক্ষিণীবরাঃ। জন্তর্ধাতুশ্চ বৃক্ষাদ্যা মর্ত্তালোকে স্থিতা ধ্রু॥

শেওড়াবৃক্ষের পরগাছা, গোক্ষুর ও বেড়েলার মূল একত্র ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে যেখানে গুপ্তধন থাকে, তাহা দেখিতে পায় এবং চৌরগৃহীতদ্রব্য জানিতে পারে। গুপ্তবেশে কোন ব্যক্তি কিম্বা গন্ধর্ব্ব যক্ষিণী প্রভৃতি প্রবেশ করিলে তাহাও এই তিলকবলে বুঝাযায়। মর্ত্ত্যলোকে যে কার্য্য গোপনে হয়, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে॥

অশ্লেষায়াং শনের্ব্বারে সায়ং দাড়িম্ববীজকং। রসং সংগৃহ্য ভুবরীং কৃষ্ণাষ্টম্যাঞ্চ ভূমিজে। পদ্মমূলং মঙ্গলেঽক্ষি অঞ্জনং কারয়েৎ সুধীঃ। প্রকাশং পূর্ব্ববৎ সর্ব্বং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ইতি গুপ্তধনাদি প্রকাশনং॥

শনিবার অশ্লেষানক্ষত্রে সায়ংকালে দাড়িম্ববীজ ও দাড়িম্ব রস এবং মঙ্গলবার কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতে অরহড় বৃক্ষ ও মঙ্গলবারে পদ্মমূল সংগ্রহকরিয়া একত্র পেষণকরত চক্ষুতে অঞ্জন করিলে সমস্ত গুপ্তদ্রব্য জানিতে পারে॥ ক্রমশঃ—

দন্তদৃঢ়ীকরণ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

বন্ধ্যের্ধার্য্যং স্নুহীমূলং ক্রিমিনাশঃ করোত্যলং। কাসীসং ঘৃতসম্পক্বং ধার্য্যং দন্তে ব্যথাপহং॥

সিজবৃক্ষের মূল মুখে ধারণ করিলে দন্তক্রিমি বিনাশ হয় এবং হিরাকস ঘৃতে পাক করিয়া দন্তে ধারণ করিলে দন্তের ব্যথা বিনাশ পাইয়া থাকে॥

বিশালায়াঃ ফলং চূর্ণং তপ্তলোহোপরি ক্ষিপেৎ। তদ্ধূমস্পৃষ্টদন্তানাং কীটপাতোভবত্যলং॥

গোরক্ষকর্কটীর ফল চূর্ণকরিয়া তপ্তলৌহোপরি সংস্থাপন করিবে। ঐ চূর্ণ হইতে যে ধূম বহির্গত হইবে, সেই ধূম দন্তে স্পর্শ হইলে দন্তের কীট পতিত হয়॥

জাতীকোলকপত্রং বা চর্ব্বয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ। স্থিরাঃ স্যুশ্চলিতা দন্তাস্তৎকাষ্ঠৈর্দ্দন্তধাবনাৎ। গুঞ্জামূলঞ্চ কর্ণাভ্যাং বদ্ধং দন্তক্রিমিপ্রণুৎ॥

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া জাতীপত্র অথবা আকোঁড় বৃক্ষের পত্র চর্ব্বণপূর্ব্বক উক্ত দ্বিবিধ কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিবে। ইহাতে চলিত দন্ত দৃঢ় হইয়া থাকে এবং গুঞ্জামূল কর্ণে ধারণ করিলে দন্তের পোকা নিপাত হয়॥

ত্রিভাগং রৌপ্যমেকঞ্চ জম্বীররসমর্দ্দিতং। জম্বীরফলমধ্যস্থং বস্ত্রে বদ্ধা ত্র্যহং পচেৎ। ক্ষীরমধ্যে সমুদ্ধৃত্য গুটিকাং তাং ততঃ পুনঃ। ভাবিতং ভানুদুগ্ধেন তালকং সুক্ষ্মপেষিতং। তন্মধ্যে গুটিকাং ক্ষিপ্ত্বা বস্ত্রে বদ্ধা দিনত্রয়ং। মধুভাণ্ডগতাং পশ্চাদুদ্ধৃত্য চাস্যধারিতং। চর্ব্বণাচ্চলিতান্ দন্তান্ সপ্তাহাৎ কুরুতে দৃঢ়ান্॥

তিনভাগ পারদ এবং একভাগ রৌপ্য একত্র জম্বীর রসে মর্দ্দন করিয়া জম্বীর মধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক বস্ত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া তিন দিবস অগ্নিতে পাক করিবে। তৎপরে অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দুগ্ধমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর ঐ ঔষধ আকন্দের দুগ্ধে ভাবনা দিয়া গুটিকা করিবে। পরে হরিতাল উত্তমরূপে পেষণকরিয়া তন্মধ্যে ঐ গুটিকা নিক্ষেপ করত বস্ত্রমধ্যে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া পুনর্ব্বার তিনদিবস মধুমধ্যে সংস্থাপন করিবে। অনন্তর মধু হইতে উদ্ধৃত করিয়া মুখে ধারণ করিবে এবং দন্তে চর্ব্বণ করিবে। সপ্তাহ এইরূপ ঔষধ সেবন করিলে চলিত দন্ত দৃঢ় হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

অত্যাহারকরণ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অরুকেনাপি বৃক্ষস্য পীঠঃ কৃত্বাসনে স্থিতঃ। যোঽশ্নৌ ভুঙ্ক্তে ঘৃতৈঃ সার্দ্ধং ভোজনং ভীমসেনবৎ॥

কোন বৃক্ষের মূলদ্বারা পিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া সেই আসনে উপবেশনপূর্ব্বক ঘৃতান্নভোজন করিবে। এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি ভীমের ন্যায় আহার করিতে পারে॥

উদ্ভ্রান্তপত্রমাদায় কপিলা বালবস্তকং। কট্যামেব ধৃতং বদ্ধা ভোজনে বকবদ্ভবেৎ॥

উড্ডীয়মান পত্র সংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত কপিলাগাভী ও কুকুরের দন্ত কটীতে ধারণ করিলে বকের ন্যায় সর্ব্বদা আহার করিতে সমর্থ হয়॥

গৃহীত্বা মন্ত্রিতান্ মন্ত্রী বিভীতবরপল্লবান্। আক্রম্য দক্ষিণাং জঙ্ঘাং বিংশত্যাহারভুগ্ভবেৎ। মন্ত্রস্তু—ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতাধিপতয়ে গ্রস গ্রস শোষয় শোষয় ভৈরবীকাজ্ঞাপয়তি স্বাহা। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্র॥

বহেড়া বৃক্ষের পল্লব অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই পল্লব গ্রহণকরত তাহা দক্ষিণ জঙ্ঘাদ্বারা আক্রমণ করিয়া বসিলে বিংশতি গুণ আহার করিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত যোগ সকলে ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতাধিপতয়ে ইত্যাদি মন্ত্রে কার্য্য করিবে॥

অথবা কৃকলাসস্য শিখাগ্রে বিবন্ধয়েৎ। বায়ুপুত্রইবাশ্নাত্যসৌ ভুঙ্ক্তে ন সংশয়ঃ। ওঁ নাভিবেগেন উদরী স্বাহা। অনেনেতি॥

কৃকলাসের অধর শিখাতে বন্ধন করিয়া ওঁ নাভিবেগেন ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আহার করিতে বসিবে, ইহাতে বায়ু পুত্র হনুমানের ন্যায় আহার করিতে পারে॥

ক্রমশঃ—

অনাহারকরণ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

পদ্মবীজং মহাশালী ছাগীদুগ্ধেন পাচয়েৎ। সাজ্যং তৎ পায়সং ভুক্ত্বা দ্বাদশাহং ক্ষুধাপহং॥

পদ্মবীজ ও শালীধান্য একত্র ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিবে। তৎপরে ঘৃতের সহিত পায়স পাক করিয়া ভোজন করিবে, এই পায়স ভোজন করিলে দ্বাদশ দিবস ক্ষুধা থাকে না॥

ওড়ুম্বরস্য জম্বীরশালিশিম্বীশিরীষকং। বীজং সংচূর্ণ্যমাষস্থা ভুক্ত্বা পক্ষং ক্ষুধাপহং॥

ওড়ুম্বরবীজ, জম্বীরবীজ, শালীধান্য, শিম্বীবীজ ও শিরীষবীজ এই সকল একত্র চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিলে একপক্ষ ক্ষুধা বিনাশ পায়॥

ওড়ুম্বরফলং পক্বমিঙ্গুদীতৈলভাবিতং। ভুক্ত্বা মাসান্ ক্ষুধাঃ হন্তি পিপাসাঞ্চ ন সংশয়ঃ॥

পক্ক ওড়ুম্বর ফল ইঙ্গুদীফলের তৈলে ভাবনা দিয়া ভক্ষণ করিলে সেই ব্যক্তির একমাস ক্ষুধা ও পিপাসা কিছুই থাকে না॥

অপামার্গস্য বীজানি দুগ্ধাজ্যাভ্যাং প্রপাচয়েৎ। পায়সং ছাগলীক্ষীরৈর্ভুক্ত্বা মাসান্ ক্ষুধাপহং॥ ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় অমৃতার্কমধ্যে সংস্থিতায় মম শরীরে অমৃতং কুরু কুরু সঃ স্বাহা। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ॥

অপামার্গের বীজ দুগ্ধ ও ঘৃতে পাক করিয়া পায়স প্রস্তুতকরিবে, এই পায়স ছাগীদুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিবে। এইরূপ ভক্ষণ করিলে একমাস তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। উক্ত প্রক্রিয়া সকল করিতে হইলে ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রে কার্য্য করিতে হইবে॥ ক্রমশঃ—

মুখরঞ্জন।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ত্বক্‌পত্রৈলালবঙ্গজাতিফলৈঃ কর্পূরযুক্তৈঃ সুরভী বিধেয়া। তাম্বূলবর্ত্তী দিবসে চ রাত্রৌ করোতি পুংসাং মুখবাসমিষ্টম্॥

দারচিনি, এলাচি [illegible] হইলে॥ দ ও শিলারস এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া

সুরগুটিকা করিবে, এই বটিকা দিবা ও রাত্রিতে তাম্বূলের সহিত ভক্ষণ করিলে পুরুষের মুখে সুগন্ধ হয়॥

যঃ কৃষ্ণচূর্ণং মধুনা ঘৃতেন লীঢ়াকণাং প্রাশিতবান্ নিত্যম্। মাসৈকমাত্রেণ মুখং তদীয়ং গন্ধান্বিতং কেতকগন্ধতুল্যম্॥

যে ব্যক্তি পিপ্পলীচূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত প্রতিদিন ভক্ষণ করে, মাসমধ্যে তাহার মুখে কেতকীপুষ্পের ন্যায় সদ্গন্ধ হয়॥

পিষ্ট্বা মসূরং ঘনসারকেণ মুহুর্মুহুস্তেন বিলিপ্য বক্ত্রম্। নশ্যন্তি গন্ধাঃ পিড়কাঃ প্ররূঢ়া মাসার্দ্ধমাত্রেণ বিলাসিনীনাম্॥

মসূর ও কর্পূর একত্র পেষণ করিয়া মুখলেপন করিবে, ইহাতে অর্দ্ধমাসমধ্যে মুখের দুর্গন্ধ ও মুখজাতব্রণ সকল নষ্ট হয়॥

যঃ কণ্টকৈঃ শাল্মলিপাদপস্য ক্ষীরেণ পিষ্ট্বাত্র দিনং প্রলিপ্য। গণ্ডপ্ররোহাঃ পিড়কাস্ত্র্যহেণ প্রয়ান্তি নাশং পুরুষস্য তস্যাঃ॥

শাল্মলিবৃক্ষের কণ্টক দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিবে, এইরূপ তিন দিবস লেপন করিলে স্ত্রী ও পুরুষের গণ্ডস্থলজাত ব্রণ নষ্ট হয়॥

ধান্যং বচাশৈলজলোধ্রতুল্যাং পিষ্ট্বা লিপেত্তেন মুখং নিতান্তম্। মুখোদ্ভবা যা বনিতাজনানাং নশ্যন্তি নূনং পিটকাঃ ক্রমেণ॥

ধনিয়া, বচ, শৈলজ ও লোধ এই সকল বস্তু সমভাগে পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখজাতব্রণ বিনাশ পায়॥ ক্রমশঃ—

দেহরঞ্জন।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

কদম্বপত্রং লোধ্রঞ্চ অর্জ্জুনস্য চ পুষ্পকং। পিষ্ট্বা গাত্রোদ্বর্ত্তনাচ্চ কায়দুর্গন্ধনাশনঃ॥

কদম্বপত্র, লোধ ও অর্জ্জুনপুষ্প, এই সকল পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ নাশ হয়॥

হরীতকীলোধ্রমরিষ্টপত্রং সপ্তচ্ছদং দাড়িমবল্কলঞ্চ। এষোঽঙ্গনায়াঃ কথিতঃ কবীন্দ্রৈঃ শরীর দৌর্গন্ধ্যহরঃ প্রলেপঃ॥

হরীতকী, লোধ, নিম্বপত্র, ছাতিমের ছাল ও দাড়িমের বল্কল, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে স্ত্রীদিগের গাত্রের দুর্গন্ধ নিবারণ হয়॥

হরীতকীচন্দনমুস্তনাগেশরশীরলোধ্রামররাত্রিতুল্যৈঃ। স্ত্রীপুংসয়োর্ঘর্ম্মজগাত্রগন্ধঃ বিনাশমভ্যাশু বিলেপনেন॥

হরীতকী, চন্দন, মুথা, নাগকেশর, বেণার মূল, লোধ, কুড় ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের ঘর্ম্মজন্য গাত্রদুর্গন্ধ শীঘ্র বিনাশ পায়॥

হরীতকী শ্রীফলমুস্তচিঞ্চাফলত্রিকং পূতীকরঞ্জবীজম্। কক্ষাদিদৌর্গন্ধ্যমপি প্রভূতং বিনাশমভ্যাশু নিদাঘকালে॥

হরীতকী, বেলশুঠ, মুথা, তেঁতুল, ত্রিফলা ও করঞ্জাবীজ এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিলে গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্মজন্যকক্ষস্থলের দুর্গন্ধ বিনাশ পায়॥

সচন্দনোশীরকবালপত্রৈঃ কোলাখ্যমজ্জাগুরুনাগপুষ্পৈঃ। পিষ্ট্বা শরীরং প্রমদা হঠেন চিরপ্রভূতং বিনিহন্তি গন্ধম্॥

চন্দন, বেণার মূল, বালা, তেজপত্র, বদরীবীজ, অগুরু ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে চিরকালজাত গাত্রদুর্গন্ধ দূর হয়॥

সদাড়িমত্বঙ্মধুলোধ্রপদ্মৈঃ পিষ্টৈঃ সমানৈঃ পিচুমর্দ্দপত্রৈঃ। বিলিপ্য গাত্রং তরুণী নিদাঘে দুর্গন্ধি ঘর্ম্মাম্বুচয়ং নিহন্তি॥

দাড়িমের বল্কল, মধু, লোধ, পদ্মপুষ্প ও নিম্বপত্র এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র পেষণ করিয়া যুবতীগণ অঙ্গে লেপন করিলে গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্মজনিত গাত্র দুর্গন্ধ বিনাশ পায়॥ ক্রমশঃ—

কেশরঞ্জন।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

স্রগ্গন্ধধূপাম্বরভূষণানাং ন শোভতে শুক্লশিরোরুহাণাম্। তস্মাদয়োমূর্দ্ধজরাগলেখাঃ কুর্য্যাদ্যথৈবাঞ্জনভূষণানাম্॥

যাহার মস্তকের কেশ সকল শুক্লবর্ণ হইয়াছে, মালা ও ভূষণাদি তাহার শরীরের শোভা সম্পাদন করিতে পারে না। অতএব সর্ব্বাগ্রে কেশরঞ্জন আবশ্যক॥

অঙ্কোলকোত্থং তৈলং কান্তপাষাণচূর্ণকম্। ফলত্রিকং কৃষ্ণা চূর্ণয়িত্বা প্রযত্নতঃ। ধান্যরাশৌ বিনিক্ষিপ্য মাসার্দ্ধে শিরসি স্থিতম্। নস্যং দিনত্রয়ং তেন কেশরঞ্জনকং ভবেৎ। বর্ষার্দ্ধং তিষ্ঠতে কৃষ্ণং ভ্রমরাঞ্জনসন্নিভম্॥

আকোড়ফলের তৈলের সহিত লৌহ, মনঃশিলা, বেলশুঠ ও পিপ্পলী এই সকলের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ধান্যরাশিতে অর্দ্ধমাস স্থাপন করিয়া রাখিবে। এই ঔষধদ্বারা তিন দিবস নস্য গ্রহণ করিয়া কেশে ম্রক্ষণ করিবে। ইহাতে শুক্লকেশ ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং এই কৃষ্ণতা বৎসরার্দ্ধ থাকে॥

লৌহকিট্টং জবাপুষ্পং পিষ্ট্বা ধাত্রীফলং সমম্। ত্রিদিনং লেপয়েৎ শীর্ষং ত্রিমাসং কেশরঞ্জনম্।

লৌহমল, জবাপুষ্প ও আমলকী, এই সকল একত্র পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিবে। এইরূপ করিলে শুক্লকেশ তিনমাস কৃষ্ণবর্ণ থাকে॥ ক্রমশঃ—

কেশশুক্লীকরণ।

অজাক্ষীরেণ সপ্তাহমহ্নহং ভাবয়েত্তিলং। তত্তৈললিপ্তাঃ কেশাঃ স্যুঃ শুক্লাশ্চ নাত্র সংশয়ঃ॥

ছাগীর দুগ্ধদ্বারা সপ্তাহপর্য্যন্ত তিলে ভাবনা দিবে। তৎপরে ঐ তিলের তৈল করিয়া সেই তৈল কেশে মর্দ্দনকরিলে কৃষ্ণবর্ণ কেশ শুক্লবর্ণ হয়॥ ক্রমশঃ—

অথ বাধকপ্রকরণ।

ওঁ নমো চণ্ডিকায়ৈঃ নমঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।—অথেদানীং প্রবক্ষ্যামি বন্ধ্যায়াশ্চোত্তমং বিধিম্। রক্তমাত্রী চ ষষ্ঠী চ ডাকুরো জলকুমারকঃ। চতুর্ব্বিধো বাধকঃ স্যান্মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। তেষাং স্বভাবং বক্ষ্যামি শাস্ত্রৈকৈব নিশমাতাঃ। এতেষাং পূজনং কার্য্যং জনৈঃ সন্ততিকাঙ্ক্ষয়া। নিশার্চ্চনং স্থাপনঞ্চ বলিদানং বিশেষতঃ। কর্ত্তব্যং গুরুবাক্যেন জ্ঞাত্বা শাস্ত্রস্য লক্ষণং। চতুর্ব্বিধো বাধকঃ স্যাজ্জায়তে ঋতুকালতঃ॥

শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন, এইক্ষণ বন্ধ্যানারীর বাধকপ্রতিকার বলিব। অর্থাৎ কি কি কারণে নারীদিগের সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত হয় এবং কিরূপে সেই প্রতিবন্ধক নিবারিত হইয়া সন্তানোৎপত্তি ও উৎপন্ন সন্তানের রক্ষা হইতে পারে, তাহাই সবিস্তর বর্ণন করিব। স্ত্রীলোকের প্রতি দেবতাবিশেষের অধিষ্ঠানেই সন্তান জননের বাধা হইয়া থাকে। সম্ভাবিতপুত্রবতী স্ত্রীর ঋতুকালেই ঐ সকল বাধক কার্য্যকারী হয়। আর ঐ স্ত্রীর প্রতি চারিপ্রকার দেবতার দৃষ্টি পতিত হয়, তাহাতেই উক্ত বাধকও চারিপ্রকার হইয়া থাকে। রক্তমাত্রী, ষষ্ঠী, ডাকুর ও জলকুমার, এই চারি দেবতার অধিষ্ঠানেই চতুর্ব্বিধ বাধক হয়, ইহাদিগের মধ্যে কোনপ্রকার বাধকের কিরূপ লক্ষণ ও কিরূপ শান্তি করিতে হয়, তাহা কথিত হইতেছে। যে ব্যক্তি উক্ত বাধক দূর করিয়া সন্তান রক্ষার কামনা করে, সেই ব্যক্তি বাধকের দেবতাদি নিশ্চয় করিয়া যথোক্ত বিধানে পূজা করিবে। রাত্রিকালে এই পূজা করা কর্ত্তব্য। দেবতার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া স্নান ও বলিদানপূর্ব্বক পূজা করিবে। শাস্ত্রোক্তপূজাপদ্ধতি জানিয়া গুরুর উপদেশানুসারে পূজা করিতে হইবে। যে চারিপ্রকার বাধক উক্ত হইল, ঋতুকালেই উহার লক্ষণ প্রকাশ পায়, অতএব ঋতুসময়ে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা জানিয়া প্রতিকার করিবে॥

অথ রক্তমাত্রীপ্রকরণং।—ব্যথা কট্যাং তথা নাভেরধঃপার্শ্বে স্তনে তথা। রক্তমাত্রীপ্রযোগেণ জায়তে ফলহীনতা॥ মাসমেকং দ্বয়ং বাপি ঋতুহীনা ভবেদ্যদি। রক্তমাত্রীপ্রযোগেণ জায়তে ফলহীনতা॥

রক্তমাত্রীর অধিষ্ঠানে কটীতে, নাভির অধোভাগে, পার্শ্বে এবং স্তনে উৎকট ব্যথা জন্মে, এইরূপ হইলে স্ত্রীলোকের সন্তানোৎপত্তির বাধা হইয়া থাকে, এই বাধকই রক্তমাত্রীর দোষ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। আর এই রক্তমাত্রীপ্রদোষে একমাস কি দুইমাসপর্য্যন্ত নারীর ঋতুদর্শন হয় না॥

অথ ষষ্ঠীপ্রকরণং।—নেত্রে হস্তে তথা জ্বালা যোনৌ চৈব বিশেষতঃ। লালাসংযুক্তরক্তঞ্চ ষষ্ঠীনাং দূষণং ভবেৎ॥ মাসৈকেন ভবেদ্যস্যা ঋতুস্নানদ্বয়ন্তথা। মলিনা রক্তযোনিঃ স্যাৎ ষষ্ঠীনাং দূষণং ভবেৎ॥

ষষ্ঠীর অধিষ্ঠানে কোন নারীর বাধক হইলে নেত্রে, হস্তে ও যোনিদেশে জ্বালা অনুভূত হয়, আর ঋতুকালে যে রক্তস্রাব হইয়া থাকে, তাহা লালাসংযুক্ত দেখা যায়, পরন্তু ষষ্ঠীর দোষে বাধক জন্মিলে সেই স্ত্রীর একমাসের মধ্যে দুইবার ঋতুযোগ হইয়া থাকে এবং ঋতুকালীন রক্ত মলিন হয়। এইরূপ লক্ষণ হইলেই ষষ্ঠীর দোষ বলিয়া স্থির করিবে॥

অথ ডাম্বুরপ্রকরণং।—উদ্বেগো গুরুতা দেহে রক্তস্রাবো ভবেন্মুহুঃ। নাভেরধো ভবেৎ জ্বালা ডাম্বুরঃ স্যাত্তু বাধকঃ। মাসত্রয়ং চতুর্থং বা ঋতুহীনা ভবেদ্ যদি। কৃশাঙ্গীকরপাদে স্যাজ্জ্বালা ডাম্বুরদূষণম্॥

ডাম্বুরের অধিষ্ঠানে যে বাধক হয়, তাহাতে এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। উক্ত বাধকে নারীর সর্ব্বদা উদ্বেগ বোধ হয়, শরীরে গুরুতা, বারম্বার রক্তস্রাব, এবং নাভির অধোভাগে জ্বালা হইয়া থাকে। এই বাধকে একমাস হইতে চারিমাস-পর্য্যন্ত ঋতুবন্ধ থাকে, অর্থাৎ কখন একমাস, কখন বা দুই ও তিন কিম্বা চারিমাস ঋতুবন্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার ঋতু উপস্থিত হয়। এই দোষে সেই স্ত্রীর শরীর কৃশ ও হস্তে পাদে জ্বালা বোধ হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইলেই ডাম্বুরাধিষ্ঠানে বাধক হইয়াছে নিশ্চয় করিবে॥

অথ জলকুমারপ্রকরণং।—সশূলা চ সগর্ভা চ শুষ্কদেহাল্পরক্তিকা। জলকুমারস্য দোষেণ জায়তে ফলহীনতা। সদা ক্রুদ্ধা ভবেৎ স্থূলা বহুকালঋতুস্তথা। গুরুস্তনী স্বল্পরক্তা জলকুমারস্য দূষণম্॥

জলকুমারের অধিষ্ঠান হইলে যে বাধক জন্মে, তাহাতে নারীর গর্ভাশয়ে বেদনা অনুভূত হয়, শরীর শুষ্ক ও ঋতুতে অল্প রক্তস্রাব হইয়া থাকে। আর এই জলকুমার দোষের বাধকে নারীর স্বভাব ক্রুদ্ধ, শরীর স্থূল, বহুকাল পরে ঋতুযোগ, স্তনদ্বয় গুরুতর ও ঋতুতে অল্প রক্তস্রাব হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইলে জলকুমার দোষের বাধক বলিয়া নিশ্চয় করিবে॥

অথ প্রশমনবিধিঃ।—ত্রিকোণমথ ষট্‌কোণং নবকোণং মণ্ডলাকৃতিং। যন্ত্রাণ্যেতানি সংলিখ্যাবাহয়েন্মন্ত্রপূর্ব্বকম্॥

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বাধকের শান্তিবিধি কথিত হইতেছে। প্রথমে ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ, নবকোণ বা মণ্ডলাকৃতি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সেই সেই দেবতার নাম উল্লেখপূর্ব্বক আবাহন করিয়া পূজা করিবে॥

অথ রক্তমাত্রীধ্যানম্।—গৌরাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং পুত্রস্থহস্তভূষণাং। ধ্যায়েত্রিজগতাং ধাত্রীং সূতিকালয়বাসিনীম্॥

সকল দেবতারই ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। প্রথমে রক্তমাত্রীধ্যান কথিত হইতেছে, উক্ত দেবী গৌরবর্ণা ও ত্রিনয়না, ইহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র আছে, ইনি পুত্রের উপরি হস্ত অর্পণ করিয়া আছেন, দেবী ত্রিজগতের পালনকর্ত্রী এবং সর্ব্বদা সূতিকাগৃহে বাস করেন, এইপ্রকারে রক্তমাত্রীর রূপ চিন্তা করিয়া অর্চ্চনা করিবে॥

অথ ষষ্ঠীধ্যানং।—শুক্লবর্ণাং দ্বিবাহুঞ্চ সূতিকাগৃহসংস্থিতাং। স্ত্রীরজঃপায়িনীং শান্তাং ভজে ত্রিভুবনেশ্বরীম্॥

ষষ্ঠীদেবী শুক্লবর্ণা ও দ্বিভুজা, ইনি সূতিকাগৃহে অবস্থিতি করেন এবং স্ত্রীলোকের রজঃপান করিয়া থাকেন। সর্ব্বদাই ইঁহাকে শান্তমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়, ইনি ত্রিভুবনের ঈশ্বরী, অতএব ইহাকে ভজনা করিবে। এইপ্রকারে ষষ্ঠীর ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হইবে॥

অথ ডাম্বুরজলকুমারয়োর্ধ্যানম্।—শুক্লবর্ণং দ্বিবাহুঞ্চ সূতিকাগৃহসংস্থিতম্। স্ত্রীরজঃপায়িনং শান্তং ভজেৎ ত্রিভুবনেশ্বরম্॥

ডাম্বুর ও জলকুমার, ইহাদিগের আকার একরূপ অতএব ধ্যানও একপ্রকারই লিখিত আছে। ডাম্বুর ও জলকুমার, উভয়েই শুক্লবর্ণ, দ্বিবাহু ও সূতিকাগৃহে অবস্থিত। ইঁহারা স্ত্রীর রজঃপান করেন, শান্তমূর্ত্তি ও ত্রিভুবনের অধীশ্বর। এইরূপে ডাম্বুর ও জলকুমারের ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। এই এক ধ্যানেই উভয়ের অর্চ্চনা করিতে হইবে॥

অথ পূজাবিধিঃ।—ষোড়শোপচারৈস্তু পূজয়েৎ ত্রিদিনাবধি। সুবর্ণরৌপ্যতাম্রাদি পট্টবস্ত্রাদিভূষণৈঃ। অষ্টোত্তরশতং মন্ত্রং সহস্রং বাপি জৈরব। এবং পূজাদিকং কৃত্বা বলিং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। বলিঞ্চ ত্রিবিধং দদ্যাৎ খভূজলচরস্তথা। বলিং দদ্যাৎ প্রযত্নেন ভক্ষয়েদৌষধং শুচিঃ॥

এইক্ষণ উক্ত দেবতাচতুষ্টয়ের পূজাবিধি কথিত হইতেছে, পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ধ্যান করিয়া তিনদিবস ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রাদিনির্ম্মিত ভূষণ এবং পট্টবস্ত্রদ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া অষ্টোত্তরশত কিম্বা অষ্টোত্তরসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। এইপ্রকারে পূজা করিয়া বিধিপূর্ব্বক বলিপ্রদান করিতে হইবে। খেচর, ভূচর ও জলচর এই ত্রিবিধ পশুপক্ষী বলিপ্রদান করিবে। এইরূপ পূজাদি করিয়া ঔষধ ভক্ষণ করাইবে॥

অথ মন্ত্রাঃ।—তারং মায়াং তথা লক্ষ্মীং হুঁ ফট্ স্বাহান্বিতং মনুং। জপেদষ্টোত্তরশতং রক্তমাত্রাবিধিং বিদুঃ। তারং কামলীলযুগ্মং ফট্ স্বাহান্তো মনুর্ম্মতঃ। মন্ত্রোঽয়ং ষষ্ঠীদেব্যাশ্চ পুত্রসিদ্ধিপ্রদায়কঃ। ওঁ হ্রীঁ বিমলাবীজযুগ্মং দেবি রক্তযোগিনীমনুঃ। স্বাহান্তোঽয়ং মহামন্ত্রো ডাম্বুরস্য তু বৈ জপেৎ। তারং শূলায় বজ্রেতি হস্তায় ততস্তথাঃ। স্বাহান্তোঽয়ং মনুর্দেবি জলকুমারস্য নিশ্চিতং॥

অনন্তর উক্ত দেবতা সকলের মন্ত্র কথিত হইতেছে, ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ ফট্ স্বাহা, ইহাই রক্তমাত্রীর মন্ত্র, এই মন্ত্রে রক্তমাত্রীর পূজা করিয়া উক্ত মন্ত্র একশত আটবার জপ করিবে। ওঁ ক্লীঁ ক্লীঁ হুঁ ফট্ স্বাহা, ইহাই ষষ্ঠীর মন্ত্র, এই মন্ত্রে ষষ্ঠীর পূজাদি করিলে সাধকের পুত্রলাভ হয়। ওঁ হ্রীঁ হুঁ হুঁ শ্রীঁ স্বাহা, ইহা ডাম্বুরের মন্ত্র, এই মন্ত্রে ডাম্বুরের পূজা করিবে। ওঁ শূলায় বজ্রহস্তায় স্বাহা, ইহা জলকুমারের মন্ত্র, এই মন্ত্রে জলকুমারের মন্ত্র॥

অথ বাধকৌষধং।—স্নানকালে সমুৎপন্নে দেয়মৌষধমুত্তমং। রক্তকার্পাসমূলঞ্চ নাগদানাং কদাচন। বিড়্‌বলায়াশ্চ মূলঞ্চ মরীচেন সমন্বিতং। দেয়ং দিনত্রয়ং যাবদ্গুডিঃ স্নাতাবধিঃ। স্নানোপরি চ দাতব্যাঃ বাস্তুকাঃ কীটমুত্তমং। একবিংশদ্দিনং যাবদ্ দুগ্ধেন মিশ্রিতং পিবেৎ। মেথিকাদ্বয়তোলকঞ্চ খণ্ডস্য তোলকদ্বয়ং। ঘৃততোলকমেকঞ্চ দুগ্ধেন মিশ্রিতং পিবেৎ। মৃতবৎসা মৃতগর্ভা কাকবন্ধ্যা তথৈব চ। পুত্রহীনা চ বন্ধ্যা চ দরিদ্রৈবাপ্রবাধিকা। সংহরেৎ সর্ব্বদোষাণি মেথিভক্ষণমুত্তমং। নাড়ীশুদ্ধ্যাঃ পরে ঋতুকালে ইদমৌষধং দেয়ং। অশ্বগন্ধা বটস্যাগ্রো লক্ষণস্য চ মূলকং। ভক্ষয়েৎ সপ্তরাত্রাণি দুগ্ধে পিষ্ট্বা পুনঃ পুনঃ। অবশ্যং লভতে নারী পুত্রহীনা গর্ভধারিণী॥

এইক্ষণ বাধকদোষ শান্তির ঔষধ কথিত হইতেছে, ঋতুকাল উপস্থিত হইলে ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। রক্তকার্পাসের মূল, নাগদানা, শুইয়া বাবলার মূল ও মরিচ এই সকল সমপরিমাণে রজস্বলা স্ত্রীকে ভক্ষণ করিতে দিবে, যে তিনদিন রজোযোগ থাকে, সেই তিনদিন এই ঔষধ সেবন করিয়া ঋতুস্নানের পর বেইগুণের মধ্যগত কীট ভক্ষণ করিবে। তৎপর এক বিংশতিদিনপর্য্যন্ত দুগ্ধের সহিত মেথি ভক্ষণ করিতে হইবে। মেথি ভক্ষণের নিয়ম এই—মেথি দুই তোলা, খণ্ড (শর্করাবিশেষ) দুই তোলা, ঘৃত একতোলা, এই সকল একত্রকরিয়া দুগ্ধের সহিত পানকরিবে, এই ঔষধ সেবনকরিলে মৃতবৎসা, কাকবন্ধ্যা, প্রভৃতি দোষের শান্তি হইয়া নারী গর্ভবতী হয়। এই মেথি ভক্ষণে নারীর নাড়ীশুদ্ধি হইলে অশ্বগন্ধা, বটের কুঁড়ি, তেলাকুচের মূল, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া দুগ্ধের সহিত পুনঃ পুন সেবনপূর্ব্বক সপ্তদিনপর্য্যন্ত পান করিবে, ইহাতে পুরুষসংযোগ ব্যতিরেকেও নারীর গর্ভ হইবে॥

পুংবন্ধ্যাত্বপ্রতিকারবিধিঃ।—লতাফটুকীং শতমূলী ভূমিকুষ্মাণ্ডমেব চ। অশ্বগন্ধা গোক্ষুরঞ্চ শাল্মলেঃ কুড্মলস্তথা। গোক্ষুরং বানরীবীজং বলাবীজমেব চ। কোকিলা ক্ষীরকাকোলী সম পলপ্রমিতং পৃথক্। পিষ্ট্বা মাহিষসর্পির্ভির্মোদকং শর্করাযুতং। মাক্ষিকেণ সমাযুক্তং গন্ধদ্রব্যসমন্বিতং। মোদকং সম্ভবং নাম পুংবন্ধ্যাত্ববিনাশনং। অনুপানং ঘৃতং দুগ্ধং পক্ষিণো মাংসভক্ষণং। বর্দ্ধনং সর্ব্বদোষঘ্নং বীর্য্যদোষবিনাশনং। ক্ষীণশুক্রে শুক্রদং মন্দদৃষ্টিস্তথৈব চ। বলহীনে ক্ষীণদেহো বাক্যপাটবসম্ভবঃ। বহুদারঞ্চ বৃদ্ধঞ্চ কন্দর্পদর্পমেব চ। ভক্ষয়েদৌষধং মাসমেকং বৃদ্ধোহপি তরুণো ভবেৎ॥

অনন্তর পুংবন্ধ্যাপ্রতিকার কথিত হইতেছে, লতাফট্‌কী, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, গোক্ষুর, শিমুলের কলিকা, গোক্ষুর, আলকুশীবীজ, বেড়েলাবীজ, কুলীয়াখাড়া, ক্ষীরকাকোলী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে তিনপল পরিমাণে লইয়া মাহিষঘৃত, শর্করা ও মধুর সহিত পেষণ করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক প্রস্তুত করিবার কালে গন্ধদ্রব্য দিতে হইবে। ইহা ভক্ষণ করিলে পুংবন্ধ্যাদোষ নিবারিত হয়। এই মোদক ঘৃত ও দুগ্ধ অনুপানে সেবন করিয়া পক্ষিমাংস ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবনে পুরুষের সর্ব্বপ্রকার দোষ নিবারিত হইয়া বলবৃদ্ধি হয়, বীর্য্যের দোষ বিনাশ পায়, ক্ষীণশুক্র ব্যক্তির শুক্রবৃদ্ধি এবং শুক্রহীনের শুক্র সঞ্চয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মন্দদৃষ্টি, সেই ব্যক্তির দর্শনশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং বলহীনের বলবৃদ্ধি, ক্ষীণদেহের দেহোপচয় ও বাক্যের পটুতা জন্মে। আর উক্ত ঔষধ সেবন করিয়া বহুস্ত্রীসম্ভোগের শক্তি হইয়া থাকে এবং বৃদ্ধব্যক্তির রতিশক্তি বৃদ্ধি পায় আর একমাস এই ঔষধ সেবন করিলে বৃদ্ধও যুবক হইয়া থাকে॥

স্নানবিধিঃ।—সার্দ্ধহস্তপরিমিতাং বেদিকাং কৃত্বা তত্র কূর্ম্মপৃষ্ঠং সংস্থাপ্য চতুর্দ্দিক্ষু আম্রশাখা চতুষ্টয়ং সমারোপ্য সপ্তধা সূত্রেণ বেষ্টয়িত্বা হুঁ ইতি মন্ত্রেণ গোমূত্রেণ স্থাপয়েৎ। হ্রীমিতি মন্ত্রেণ গোময়েন। ওঁ ইতি মন্ত্রেণ দুগ্ধেন। হুঁমিতি মন্ত্রেণ দধ্না। হ্রীমিতি মন্ত্রেণ কুশোদকেন শর্করয়া চ। হুঁ দধ্না। ওঁ দুগ্ধেন। হ্রীঁ সর্ব্বৌষধ্যা মহৌষধ্যা চ। কমিতি গঙ্গাজলেন গঙ্গামৃত্তিকয়া চ। শঙ্খজলেন তাম্রপাত্রোদকেন পুষ্পজলেন চ। পঞ্চরত্নোদকেন ধান্যোদকেন দূর্ব্বয়া চ স্নাপয়েৎ। অনন্তরং স্থিরং স্থানান্তরে নীত্বা বস্ত্রাদিকং পরিধাপয়িত্বা পূর্ব্বাভিমুখং কৃত্বা পঞ্চগব্যং পায়য়েৎ। এবমেবৈতং সর্ব্বৌষধং পিবেৎ। ততো রক্তনারিকেলমানীয় তত্র সিন্দূরেণ হ্রীঁ হ্রীঁ ওঁ ইতি বীজত্রয়ং লিখিত্বা তস্যাঃ ক্রোড়ে স্থাপয়েৎ। দ্বাদশদিনং যাবৎ॥

সার্দ্ধহস্ত পরিমিত বেদি করিয়া তদুপরি কচ্ছপের পৃষ্ঠের অস্থি স্থাপন করিয়া সেই অস্থির উপরে স্ত্রীলোকটিকে বসাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে আম্রশাখা চতুষ্টয় রোপণপূর্ব্বক সূত্রদ্বারা সপ্তবার বেষ্টন করিবে। তৎপরে হুঁ এই মন্ত্রে গোমূত্র, হ্রীঁ এই মন্ত্রে গোময়, ওঁ এই মন্ত্রে দুগ্ধ, হুঁ এই মন্ত্রে দধি, হ্রীঁ এই মন্ত্রে কুশোদক ও শর্করা, হুঁ এই মন্ত্রে দধি, ওঁ এই মন্ত্রে দুগ্ধ, হ্রীঁ এই মন্ত্রে সর্ব্বৌষধি ও মহৌষধি, কং এই মন্ত্রে গঙ্গামৃত্তিকা, গঙ্গাজল, শঙ্খজল, তাম্রপাত্রোদক, পুষ্পজল, পঞ্চরত্নোদক, ধান্যোদক ও দূর্ব্বাদ্বারা স্নান করাইবে। তৎপরে সেই স্ত্রীকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া বস্ত্রাদি পরিধাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন করাইয়া পঞ্চগব্য এবং সর্ব্বৌষধি পান করাইবে। তৎপরে একটি রক্তবর্ণ নারিকেল আনিয়া তাহাতে সিন্দূরদ্বারা হ্রীঁ হ্রীঁ ওঁ এই তিনটি বীজ লিখিয়া সেই স্ত্রীর ক্রোড়ে ঐ নারিকেল স্থাপন করিবে। এইরূপে দ্বাদশ দিন স্নান করাইলে সেই স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার দোষ নিবারণ হয়॥ ক্রমশঃ—

বন্ধ্যায়া গর্ভধারণ।

জন্মবন্ধ্যা কাকবন্ধ্যা মৃতবৎসা কচিৎ স্ত্রিয়ঃ। তাসাং পুত্রোদ্ভবার্থায় শম্ভুনা সূচিতং পুরা॥

জন্মবন্ধ্যা, কাকবন্ধ্যা ও মৃতবৎসা প্রভৃতি নারীগণের পুত্রজননার্থ পূর্ব্বকালে মহাদেব যে সকল ঔষধাদি বলিয়াছেন, তাহা কথিত হইতেছে॥

আদৌ জন্মবন্ধ্যাচিকিৎসা।

সমূলপত্রাং সর্পাক্ষীং রবিবারে সমুদ্ধরেৎ। একবর্ণগবীক্ষীরৈঃ কন্যাহস্তেন পেষয়েৎ। ঋতুকালে পিবেদ্বন্ধ্যা পলার্দ্ধং প্রত্যহং দিনে। ক্ষীরশাল্যন্নমুদ্গঞ্চ লঘ্বাহারং প্রদাপয়েৎ। এবং সপ্তদিনং কৃত্বা বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী। উদ্বেগং ভয়শোকঞ্চ ব্যায়ামঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ। অনন্তরং ভয়শোকঞ্চ দিবানিদ্রাং বিবর্জ্জয়েৎ। ন কর্ম্ম কারয়েৎ কিঞ্চিৎ বর্জ্জয়েচ্ছীতমাতপং। ন তস্যা পথ্যাং সেবাং কারয়েৎ পূর্ব্ববৎ ক্রিয়াং। পতিসঙ্গাদ্‌গর্ভলাভো মাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

রবিবারে মূল ও পত্রের সহিত শালিক শাক উৎপাটন করিয়া এক বর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত অবিবাহিত কন্যাদ্বারা পেষণ করিবে, এই ঔষধ বন্ধ্যানারী ঋতুকালে ৪ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধ, শালী ধান্যের অন্ন ও মুগের ডাইল, এই সকল অল্প পরিমাণে পথ্য করা বিধেয়। এইরূপ সপ্তদিন ঔষধ সেবন করিলে বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়। এই ঔষধ সেবনকালে উদ্বেগ, ভয়, শোক, ব্যায়াম ও দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। কোন পরিশ্রমজনক কর্ম্ম ও শীত কিম্বা রৌদ্র সেবা করিবে না। এইরূপ ঔষধ সেবা করিয়া পতিসঙ্গ করিলে নিশ্চয় গর্ভগ্রহণ হয়, ইহার অন্যথা হয় না॥ ক্রমশঃ—

কাকবন্ধ্যাচিকিৎসা।

পূর্ব্বং পুত্রবতী ভূত্বা পশ্চান্নো সূয়তে যদি। কাকবন্ধ্যা চ সা জ্ঞেয়া চিকিৎসাস্যাঃ কথ্যতে॥

যে নারী একবারমাত্র একটি পুত্র প্রসব করিয়া পুনর্ব্বার আর প্রসব করে না, তাহাকে কাকবন্ধ্যা বলে। এই কাকবন্ধ্যা দোষের চিকিৎসা কথিত হইতেছে।

বিষ্ণুক্রান্তাং সমূলাঞ্চ পিষ্ট্বা দুগ্ধেন মাহিষেঃ। মহিষীনবনীতেন ঋতুকালে চ ভক্ষয়েৎ। এবং সপ্তদিনং কুর্য্যাৎ পথ্যমুক্তঞ্চ পূর্ব্ববৎ। গর্ভং সা লভতে নারী কাকবন্ধ্যা সুশোভনং॥

অপরাজিতা লতা সমূলে উৎপাটন করিয়া মহিষ দুগ্ধের সহিত পেষণ করিবে। এই ঔষধ মহিষ নবনীতের সহিত ভক্ষণ করিবে। এইরূপ সপ্তদিবসপর্য্যন্ত ঔষধ সেবন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে পথ্য সেবন ও নিয়ম পালন করিলে কাকবন্ধ্যা দোষ শান্তি হইয়া নারী সুশোভন পুত্র প্রসব করে॥

অশ্বগন্ধায় মূলন্তু গ্রাহয়েৎ পুষ্যভাস্করে। যোজয়েন্মহিষীক্ষীরৈঃ পলার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা। সপ্তাহাল্লভতে গর্ভং কাকবন্ধ্যা ন সংশয়ঃ॥

রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে অশ্বগন্ধার মূল আহরণ করিয়া মহিষের দুগ্ধের সহিত পেষণ করিবে। এই ঔষধ ৪ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন সেবন করিবে। এইরূপ সপ্তাহপর্য্যন্ত ঔষধ সেবন করিলে কাকবন্ধ্যা নারী নিশ্চয় গর্ভগ্রহণ করে॥ ক্রমশঃ—

মৃতবৎসাচিকিৎসা।

গর্ভসংজাতমাত্রেণ পক্ষান্মাসাচ্চ বৎসরাৎ। ম্রিয়তে দ্বিত্রিবর্ষাদ্বা যস্যাঃ সা মৃতবৎসিকা। তত্র প্রয়োগঃ কর্ত্তব্যো যথা শঙ্করভাষিতঃ॥

যাহার সন্তান হইলে পর একপক্ষ, একমাস, এক বৎসর, দুই বৎসর কিম্বা তিন বৎসরের মধ্যে ঐ সন্তান নষ্ট হয়, সেই নারীকে মৃতবৎসা বলা যায়। এই মৃতবৎসা দোষ শান্তির জন্য মহাদেবের বাক্যানুসারে প্রক্রিয়া করা কর্ত্তব্য॥

মার্গশীর্ষে তথা জ্যৈষ্ঠে পূর্ণায়াং লেপিতে গৃহে। নূতনং কলসম্পূর্ণং গন্ধতোয়েন কারয়েৎ। শাখাফলসমাযুক্তং নবরত্নসমন্বিতং। সুবর্ণসূত্রিকাযুক্তং বট্‌কোণমণ্ডলে স্থিতং। তন্মধ্যে পূজয়েদ্দেবীমেকাক্ষীং মনসা স্থিতঃ। গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্দ্দীপৈধূপৈর্নৈবেদ্যসংযুতৈঃ। অর্চ্চয়েদ্ভক্তিভাবেন মৎস্যমাংসৈঃ সমদ্যকৈঃ। ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা। বারাহী চ তথা চৈন্দ্রী বট্‌পত্রেষু চ মাতরঃ। পূজয়েন্মন্ত্রবীজেন ওঁ কারেণ বিমিশ্রিতঃ। হবিষ্যকৈশ্চ পিণ্ডানি সপ্তসংখ্যানি কারয়েৎ। বট্‌সংখ্যাঃ বট্‌সু পত্রেষু মাতৃকাঃ কল্পয়েৎ পৃথক্। বিধাতুঃ সপ্তমং পিণ্ডং শুচিস্থানে বহিঃ ক্ষিপেৎ। তৈর্ভুক্তে গৃহমাগচ্ছেচ্চৈলাং যাবদাচরেৎ। কন্যকাং যোগিনীং বালাং ভোজয়েৎ সতুষ্টকৈঃ। দক্ষিণাং দাপয়েত্তাসাং দেবতাগ্রে চ ভক্তিতঃ। বিসর্জ্জ্য দেবতাস্তাৎ মদ্যাং তৎকলমোদকং। সকুম্ভং বীজয়েদ্ধীমান্ শুভেন শুভমাদিশেৎ। বিপরীতে পুনঃ কার্য্যং যোগান্তরং সুসিদ্ধিদং। প্রতিবর্ষমিদং কার্য্যং দীর্ঘজীবিসুতং লভেৎ। ওঁ হ্রীঁ কেঁ একাক্ষীদেবতায়ৈ নমঃ। অনেন মন্ত্রেণ পূজা জপঃ কার্য্যঃ॥

অগ্রহায়ণ কিম্বা জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা তিথিতে গৃহলেপন করিয়া সেই গৃহে গন্ধোদকদ্বারা পরিপূর্ণ নূতন একটি কলসী স্থাপন করিবে। ঐ কলসীটি শাখাপল্লবদ্বারা শোভিত ও নবরত্নযুক্ত করিবে এবং সুবর্ণ সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া বট্‌কোণমণ্ডলে সংস্থাপন করিতে হইবে। এই কলসীর উপরে স্থিরচিত্ত হইয়া দেবীর

অর্চ্চনা করিবে। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, মৎস্য, মাংস ও মদ্যাদিদ্বারা ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী ও ইন্দ্রাণী এই সকল মাতৃগণের ভক্তিভাবে ষট্‌কোণে পূজা করিবে। ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ ইত্যাদি রূপে পূজা করিতে হইবে। তৎপরে দধি ও অন্নদ্বারা সপ্ত পিণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া মাতৃগণকে ষট্‌পিণ্ড ঐ ষট্‌কোণে অর্পণ করিবে। সপ্তম পিণ্ড বিল্বপ্রমাণ করিয়া বহিঃস্থ পবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে বহির্দ্দেশে বলিপ্রদান করিয়া ঐ বলিপিণ্ড গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বীয় কুটুম্ববর্গের সহিত বালিকা ও কুমারীগণকে ভোজন করাইয়া তাহাদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। ঐ সকল কুমারীগণ সন্তুষ্ট হইলেই দেবতা প্রসন্না হইয়া থাকেন। তৎপরে দেবতা বিসর্জ্জন করিয়া নদীতে ক্ষেপণ করিয়া আত্মীবর্গের নিকট শুভ প্রার্থনা করিবে। এইরূপ প্রতি-বর্ষে এক একবার উক্তরূপ দেবার্চ্চনাদি করিলে মৃতবৎসা নারী দীর্ঘজীবী পুত্রলাভ করে। ওঁ হ্রীঁ ফেঁ একাস্তীদেবতায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে জপ ও পূজা করিবে॥

ক্রমশঃ—

নষ্টপুষ্পায়াঃ পুষ্পকরণং।

জ্যোতিষ্মতী কোমলপত্রমধ্যে ভৃষ্টং জবায়াঃ কুসুমঞ্চ পিষ্টং। গৃহাধুনা পীতমিদং যুবত্যাঃ করোতি পুষ্পং স্মরমন্দিরস্থ॥

জতাফট্‌কীর কোমল পত্র অগ্নিতে ভাজিয়া রক্তবর্ণ জবা পুষ্পের সহিত একত্র পেষণ করিবে, পরে এই ঔষধ কাঁজির সহিত ভক্ষণ করিবে, ইহাতে নষ্টপুষ্পা কামিনীর রজোযোগ হয়॥

দূর্ব্বাদলং তণ্ডুলতুল্যভাগং নিম্পিষ্য পিষ্টং পরিপাচিতঞ্চ। তদ্ভক্ষয়িত্বা বনিতা প্রণষ্টং পুষ্পং লভেত স্ববলানুরূপং॥

দূর্ব্বাদল ও আতপ তণ্ডুল সমভাগে লইয়া একত্র পেষণ করিবে, এই ঔষধ ভক্ষণ করিলে যে নারীর রজোযোগ হয় না, সেই কামিনী ঋতুমতী হয়॥ ক্রমশঃ—

অথাতিরজো নিবারণং।

ধাত্রীঞ্চ পথ্যাঞ্চ রসাঞ্জনঞ্চ কৃত্বা বিচূর্ণং সজলং নিপীতং। অত্যন্তরক্তাধিতমুগ্রবেগং নিবারয়েৎ সেতুমিবাম্বুপূরং॥

আমলকী, হরীতকী ও রসাঞ্জন পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিবে, এই সকল চূর্ণ সমপরি-মাণে জলের সহিত পান করিলে যেরূপ সেতুবন্ধন করিলে জলবেগ রুদ্ধ হয়, সেইরূপ নারীদিগের অধিক রক্তস্রাব নিবারণ হয়॥

মূলন্তু শরপুঙ্খায়াঃ পেষয়েত্তণ্ডুলোদকৈঃ। পায়য়েৎ কর্ষমাত্রং তদতিরক্তপ্রশান্তয়ে॥

শরপুঙ্খার মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে পান করিলে রক্তস্রাব শান্তি হয়॥

অপামার্গস্য মূলন্তু দৃঢপূগসম ভক্ষয়েৎ। রক্তস্রাবং নিহত্যাশু সুখী ভবতি সুন্দরী॥

অপামার্গের মূল ও গুপারি ফল একত্র পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে নারীর অতি রক্ত নিবৃত্তি হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করে॥

কুশস্য মূলং কদলীফলং বা বলাশিফা বা বদরীফলং বা। গুড়ূচিকা তণ্ডুলবারি পীতং স্ত্রীণামবেকং রুধিরং রুণদ্ধি॥

কুশার মূল, কদলীফল, বেড়েলার মূল, বদরীফল, অথবা গুলঞ্চ তণ্ডুলোদকের সহিত ভক্ষণ করিলে অধিক রক্তস্রাব নিবারণ হয়॥ ক্রমশঃ—

গর্ভশুষ্কচিকিৎসা।

ক্ষোদীরং শর্করাযুক্তং গর্ভশুষ্কপ্রশান্তয়ে। পিবেদ্বা মধুকং চূর্ণং গাম্ভারীফলচূর্ণকম্। সমাংশং পয়সা যুক্তং গর্ভিণী রোগশান্তয়ে॥

গর্ভের শুষ্কতা দোষ শান্তির জন্য গব্যদুগ্ধ ও শর্করা পান করিবে। অথবা যষ্টি-মধু ও গাম্ভারীফল সমভাগে চূর্ণ করিয়া গব্যদুগ্ধের সহিত পান করিবে। ইহাতে গর্ভদোষ শান্তি হয়॥ ক্রমশঃ—

সুখপ্রসবমাহ।

উত্তরাভিমুখং গ্রাহ্যং শ্বেতগুঞ্জায় মূলকং। কট্যাং বদ্ধা বিমুঞ্চত গর্ভং পুত্রং তৎক্ষণাৎ॥

শ্বেতগুঞ্জা বৃক্ষের মূল উত্তরমুখে উত্তোলন করিয়া কটিতে বন্ধন করিলে গর্ভিণী তৎক্ষণাৎ সুখে পুত্র প্রসব করে॥

বাসকস্য তু মূলন্তু চোত্তরস্থং সমুদ্ধরেৎ। কট্যাং বদ্ধা সপ্তসূত্রৈঃ সুখং নারী প্রসূয়তে॥

বাসক বৃক্ষের উত্তরদিক্‌স্থিত মূল উত্তোলন করিয়া সপ্তসূত্রদ্বারা গর্ভিণীর কটি দেশে বন্ধন করিলে তৎক্ষণাৎ সুখপ্রসব হইয়া থাকে॥

উত্তরে চ সমালোক্য শ্বেতগুঞ্জাফলীয়কং। সুখপ্রসবমাপ্নোতি তৎক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ॥

উত্তরদিক্‌স্থিত শ্বেতগুঞ্জা ফল আহরণ করিয়া কটিতে ধারণ করিলে তৎক্ষণাৎ গর্ভিণী সুখে প্রসব করে॥

অথ সুখপ্রসবমন্ত্রঃ।—ওঁ মন্মথ মন্মথ বাহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। ওঁ মুক্তাঃ পাশা-বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ। মুক্তঃ সর্ব্বভয়াদ্‌গর্ভঃ এহ্যেহি মারীচ মারীচ স্বাহা। এতন্মন্ত্রেণাষ্টবারং জলমভিমন্ত্র্য পেয়ং। ততঃ সুখপ্রসবো ভবতি॥

এইক্ষণ সুখপ্রসবমন্ত্র কথিত হইতেছে, ওঁ মন্মথ মন্মথ ইত্যাদি এবং মুক্তাঃ পাশা বিপাশাশ্চ ইত্যাদি এই মন্ত্রদ্বয়ের কোন একটি মন্ত্রদ্বারা অষ্টবার জল অভি-মন্ত্রিত করিয়া সেই জল গর্ভিণীকে পান করাইলে অতি শীঘ্র ও সুখে প্রসব হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

স্ত্রীণাং পুষ্পরক্ষা।

পলাশবীজানলয়োঃ ফলানি পুষ্পাণ্যথো শাল্মলিপাদপস্য। আজ্যেন মাসার্দ্ধমিদং পিবন্তি রক্ষা ভবেন্নিশ্চিতমেব পুষ্পঃ॥

পলাশবীজ, পিয়ালের ফল ও শিমুলের পুষ্প, এই তিন দ্রব্য ঘৃতের সহিত অর্দ্ধ-মাস ভক্ষণ করিলে স্ত্রীর পুষ্পরক্ষা অর্থাৎ গর্ভগ্রহণ হয়॥

তুষাম্বুনা পাবকবৃক্ষমূলং নিক্কাথ্য পীত্বা নিয়মং চরন্তী। ঋতৌ তু কালে ত্রিদিনং পয়স্বী ভবেদ্দোষবিনাশমেতি॥

চিতাবৃক্ষের মূলের সিদ্ধকৃত কাথ ঋতুকালে কাঁজির সহিত তিন দিবস পান করিয়া নিয়মাচরণ করিলে স্ত্রীর দোষ নষ্ট হইয়া ঋতুরক্ষা হয়॥

ফলং কদম্বস্য চ মাক্ষিকানি তুষাম্বুনা তু ত্রিদিনং পিবন্তি। আমাবসানে নিয়মেন পীত্বা বন্ধ্যা স্ববশ্যং কুরুতে হটেন॥

কদম্বের ফল মধুর সহিত পেষণ করিয়া কাঁজির সহিত ঋতুস্নানের পর পান করিলে বন্ধ্যানারীরও গর্ভগ্রহণ হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

গর্ভস্থবালস্যাহিতুণ্ডিকাবিনাশঃ।

ওড়ুম্বরভবং মূলং শিশুকট্যাঞ্চ ধারয়েৎ। বৃহৎকুষ্মাণ্ডচূর্ণং বা কেশাহিতুণ্ডিকাং জয়েৎ॥

ওড়ুম্বর বৃক্ষের মূল অথবা বৃহৎ কুষ্মাণ্ডের চূর্ণ বালকের কটিতে বন্ধন করিয়া দিলে বালকের অহিতুকা নামক রোগ বিনাশ হয়॥

শ্বেতার্কমূলং সংগৃহ্য গৃহস্থত্বে চ বন্ধয়েৎ। পুষ্যার্কে বা রবৌ বারে কেশাহিতুণ্ডিকাং জয়েৎ॥

রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের মূল সংগ্রহ করিয়া গৃহস্তম্ভে বন্ধন করিবে, ইহাতে বালকের অহিতুণ্ডিকা রোগ বিনাশ হইয়া থাকে॥

চন্দ্রগ্রহে শিখীমূলং বিধিবদ্বন্ধয়েদ্বুধঃ। বদ্ধা বালস্য জঘনে বালোঽহিতুণ্ডিকাং জয়েৎ॥

চন্দ্রগ্রহণকালে অপামার্গের মূল সংগ্রহ করিয়া বিধিপূর্ব্বক বালকের কটিতে বন্ধন করিলে অহিতুণ্ডিকা রোগ বিনাশ হয়॥ ক্রমশঃ

সর্ব্বানিষ্টনিবারণ।

কাবিবিরবসানক অকরং বয়দুবিত্তং। ইকারেণাপি সংযোজ্য অধোরেফস্বরান্বিতং। ওঁ কাম-শিরসং কৃত্বা ক্রমশঃ লিখিবিদ্বিতা। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ। কেচিত্ ওঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ। এতদেব-মন্ত্রোহয়ং সর্ব্বাপনাশকঃ। অনেনাভিষিক্তানাং ক্ষাবিক্যাৎ পুত্রবৃন্দঃ॥

সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব নিবারণার্থ মন্ত্রবিধি কথিত হইতেছে, ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ শ্রীঁ মতান্তরে ওঁ ক্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ এই চতুরক্ষর মন্ত্রবর সর্ব্বারিষ্টবিনাশক। উক্ত মন্ত্র পঞ্চাশবারমাত্র জপ করিলে অশেষ অরিষ্ট বিনাশ হয়॥

কপরং চন্দ্রবৈব টপরং তপরন্তথা। গপরং বর্ণমারুখ্য ঈকারেণ স্বপূজিতং। অধোরেফসমাযুক্তং ওঙ্কারশিরসং তথা। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ট্রীঁ গ্রীঁ ক্রীঁ হ্রীঁ। প্রজ্ঞা তু মহামন্ত্রং যে জপন্তি সদা হৃদি। সর্ব্বথা তস্য পুংসঃ স্যাৎ সর্ব্বারিষ্টবিনাশনং। হস্তেন রক্তপুষ্পেণ গ্রথিতয়া মালিকয়া। অভিমন্ত্র্য শতেনাপি দদ্যাদ্দেব্যৈ সদানঘে। যাবজ্জীবং সুখং তস্য সর্ব্বলাভো দিনে দিনে। ন গৃহেঽনিষ্টপাতঃ স্যান্নিখিলা স্থাপনে গৃহে॥

ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ট্রীঁ গ্রীঁ ক্রীঁ হ্রীঁ এই মন্ত্র যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক জপ করে, সেই ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব বিনাশ হয়॥ স্বীয় হস্তে রক্তপুষ্পদ্বারা মালা গ্রন্থন করিয়া সেই মালা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া দেবীকে প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি এই কার্য্য করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন সুখভোগ করে, তাহার সর্ব্বদ্রব্য লাভ হয় এবং যে গৃহে এই মালা থাকে, সেই গৃহে কোনপ্রকার অনিষ্টপাত হইতে পারে না॥ ক্রমশঃ—

কিন্নরীকরণ অর্থাৎ গানশক্তিকরণ।

বিভীতকং কণা শুণ্ঠী সৈন্ধবং ত্বক্ সমং সমং। গোমূত্রেণ পিবেৎ কর্ষং কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে॥

বহেড়া, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, সৈন্ধব, দারচিনি এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া দুইতোলা মাত্রায় গোমূত্রের সহিত ভক্ষণ করিলে কিন্নরের ন্যায় গানশক্তি হয়॥

জাতীপত্রং কণা লাজা মাতুলুঙ্গদলং মধু। পলং লেহ্যং ভবেন্নাদঃ কিন্নরাধিক এব চ।

জাতীপত্র, পিপ্পলী, খৈ, ছোলঙ্গনেবুর পত্র এই সকল দ্রব্য ৮ আট তোলা পরিমাণে লইয়া পেষণপূর্ব্বক মধুর সহিত লেহন করিলে কিন্নরের অধিক স্বর হয়॥

দেবদারু কণা ব্যোষ শতাহ্বা পত্রকং নিশা। বচা সৈন্ধবমিন্দ্রপদ্মমূলং পেষ্যং সমং সমং। কর্ষৈকং মধুসর্পির্ভ্যাং মাসমাত্রং সদা লিহেৎ। কণ্ঠশুদ্ধির্ভবেত্তস্য কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে॥

দেবদারু, পিপ্পলী, ত্রিকটু, শতমূলী, তেজপত্র, হরিদ্রা, বচ, সৈন্ধব ও উৎপলমূল এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া পেষণ করিবে। এই ঔষধ দুই তোলা পরিমাণে লইয়া মধু ও ঘৃতের সহিত একমাসপর্য্যন্ত সর্ব্বদা লেহন করিবে। ইহাতে কণ্ঠশুদ্ধি হয় এবং কিন্নরের সহিত গান করিতে পারে॥ ক্রমশঃ—

চক্ষুর দৃষ্টিবৃদ্ধি ও চক্ষুরোগনাশ।

বর্ষাকালে কাকমাচী সমূলা তৈলপাচিতা। খাদেৎ সমাসতশ্চক্ষুর্গৃধ্রদৃষ্টির্ভবেৎ সমং॥

বর্ষাকালীন কাকমাচী সমূলে উৎপাটন করিয়া তাহা তৈলের সহিত পাক করিবে। এই তৈল ভক্ষণকরিলে এক মাসমধ্যে গৃধ্রের ন্যায় চক্ষুর দৃষ্টি হয়॥

শ্বেতং পুনর্নবামূলং ঘৃতঘৃষ্টং সদাঞ্জয়েৎ। জলস্রাবং নিহন্ত্যাশু তন্মূলঞ্চ নিশাযুতং। অঞ্জনে নেত্ররোগাদি ন ভবন্তি কদাচন।

শ্বেত পুনর্নবার মূল ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিবে। ইহাতে চক্ষুর জলস্রাবরোগ শীঘ্র বিনাশ হয়; এবং ঐ মূল ও হরিদ্রা একত্র পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে কদাচ চক্ষুতে কোন রোগ জন্মিতে পারে না॥

দ্বিনিশা সৈন্ধবং ত্র্যবং বীজং করঞ্জং সমং। ভৃঙ্গরাজদ্রবৈর্ঘৃষ্টং বাপি তিমিরং পটলং হরেৎ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধব, ত্রিফলা, ডহরকরঞ্জার বীজ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত পেষণ করিবে, পরে এই ঔষধদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন করিলে তিমির ও পটলরোগ বিনাশ হয়॥

শম্বূকং বা বরাটং বা দগ্ধং শুক্রং বিচূর্ণিতং। অঞ্জয়েন্নবনীতেন হন্তি পুষ্পং চিরন্তনং॥

শম্বূক অথবা কড়ি দগ্ধ করিয়া চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে চিরকালজাত চক্ষুর ফুলি বিনষ্ট হয়॥

অজস্য কৃষ্ণমাংসান্তঃ পিপ্পলী মরিচং ক্ষিপেৎ। কারয়িত্বা ঘৃতে পক্ব্যা ঘটিকান্তে সমুদ্ধরেৎ। মধ্বাজ্যস্তন্যসংপিষ্টং রাত্র্যন্ধহরমঞ্জনং॥

ছাগলের মেটুলীর মধ্যে পিপ্পলী ও মরিচ নিক্ষেপ করিয়া ঘৃতে পাক করিবে। এক ঘটিকাপর্য্যন্ত পাক করিয়া তাহা হইতে ঐ পিপ্পলী ও মরিচ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। অনন্তর ঐ পিপ্পলী ও মরিচ, মধু, ঘৃত ও স্তনদুগ্ধে পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে রাত্র্যন্ধতা বিনাশ হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

কর্ণস্থ বাধির্য্য ক্রমিনাশন।

শিখরিক্ষারযুক্তেন জলেন তৎকৃতকল্কেন সাধিতং তিলজং। অপহরতি কর্ণনাদং বাধির্য্যকাপি পূরণাৎ॥

অপামার্গের ক্ষারযুক্ত জলে তাহার কল্কের সহিত তিলতৈল পাক করিবে। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনাদ ও বধিরতা দূর হয়॥

দশমূলকষায়েণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। এতৎ কল্কঃ প্রদাতৈব বাধির্য্যে পরমৌষধং॥

দশমূল অর্থাৎ বিল্ব, শোনা, গাম্ভারী, পারলী, গণিয়ারী, শালপানি, চাকুলিয়া, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সকলের মূলের কাথ ১৬ সের লইয়া তাহাতে তৈল ৪ সের পাক করিবে এবং পাককালে ঐ দশমূল পেষণ করিয়া তাহাতে দিবে। বিধিপূর্ব্বক এই তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিবে। ইহা বধিরতারোগের মহৌষধ॥

নীলীবৃক্ষরসে তৈলং সিদ্ধং কাঞ্জিকসংযুতং। কদুষ্ণপূরণাৎ কর্ণে নিঃশেষক্রমিনাশনং॥

নীলবৃক্ষের মূলের রসে কাঁজির সহিত তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের ক্রমি বিনাশ হয়। এই তৈল কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে কর্ণে দিতে হইবে॥

দন্তেন চর্ব্বয়েন্মূলং নন্দ্যাবর্ত্তপলাশয়োঃ। তন্মূলপূরিতে কর্ণে ধ্রুবং গোমাক্ষিকাং ব্রজেৎ।

নন্দ্যাবর্ত্ত ও পলাশের মূল দন্তে চর্ব্বণ করিয়া ঐ মূল কর্ণে পূরণ করিবে। ইহাতে কর্ণের ক্রমি বিনাশ হয়॥ ক্রমশঃ—

কর্ণপালীবর্দ্ধন।

সিদ্ধার্থং বৃহতী চৈব হ্যপামার্গং সমং সমং। ছাগীক্ষীরৈঃ প্রলেপোঽয়ং কর্ণপালীঃ বিবর্দ্ধয়েৎ॥

শ্বেত সর্ষপ, বৃহতী ও অপামার্গ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিয়া কর্ণে প্রলেপ দিবে, ইহাতে কর্ণপালী বৃদ্ধি হয়॥

মুষলীকন্দচূর্ণন্তু মহিষীনবনীততঃ। লোড়য়েৎ স্নিগ্ধভাণ্ডে তু ধান্যরাশৌ নিবেশয়েৎ। সপ্তাহাদুত্থিতং লেপ্যাৎ কর্ণপালী বিবর্দ্ধতে॥

তালমূলী চূর্ণ করিয়া মহিষীনবনীতের সহিত কোন স্নিগ্ধভাণ্ডে আলোড়ন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে সংস্থাপন করিবে। সপ্তাহের পর ধান্যরাশি হইতে উঠাইয়া কর্ণে লেপন করিবে। ইহাতে কর্ণপালী বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥

গুঞ্জামূলং কৃতং চূর্ণং মহিষীক্ষীরসংযুতং। ততং দধি ততঃ কুর্য্যান্নবীতং তদুদ্ধৃতং। কর্ণয়োর্লেপনং নিত্যং বর্দ্ধতে নাত্র সংশয়ঃ॥

গুঞ্জামূল চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ মহিষীদুগ্ধের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, পরে ঐ দুগ্ধদ্বারা দধি প্রস্তুত করিয়া তাহাহইতে নবনীত উদ্ধৃত করিবে। এই নবনীতদ্বারা কর্ণে লেপন করিলে কর্ণপালী বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

মৃতসঞ্জীবনী।

মৃতসঞ্জীবনীং বিদ্যাং প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ। লিঙ্গমঙ্কোলবৃক্ষাধঃ স্থাপয়িত্বা প্রপূজয়েৎ। নবং ঘটঞ্চ তত্রৈব পূজয়েল্লিঙ্গসন্নিধৌ। বৃক্ষং লিঙ্গং ঘটঞ্চৈব সূত্রেণৈকেন বেষ্টয়েৎ। চতুর্ভিঃ সাধকৈর্নিত্যং প্রণিপত্য ক্রমেণ তু। এবং দ্বিত্রীণি বা কুর্য্যাদঘোরেণ সমর্চ্চয়েৎ। পুষ্পাদিফলপাকান্তং সাধনং কারয়েদ্বুধঃ। ফলানি পক্বান্যাদায় পূর্ব্বোক্তং পূরয়েদ্ঘটং। তদ্ঘটং পূজয়েন্নিত্যং গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ। ওষ্ঠবর্দ্ধং ততঃ কুর্য্যাদ্বাজিনাং ঘর্ষয়েন্মুখং। স্বমুখে বৃংহণং বৃত্তং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রলেপয়েৎ। বিস্তীর্ণমুখভাগাস্তঃ কুম্ভকারকরোদ্ধৃতাঃ। মৃত্তিকাং লেপয়েত্তত্র তানি বীজানি রোপয়েৎ। কুণ্ডল্যাকারযোগেন যন্ত্রাদূর্দ্ধমুখৈর্নরৈঃ। শুষ্কং তত্তাম্রপাত্রোর্দ্ধং তাপে দেয়মধোমুখং। আতপে ধারয়েত্তৈলং গ্রাহয়েত্তচ্চ রক্ষয়েৎ। মাসার্দ্ধকৈব তত্তৈলং মাসার্দ্ধং তিলতৈলকং। অঙ্গং লেপং ঘৃতস্তৈলং সমাকৃত্য হি তেন তু। তৎ কৃত্বা জীবয়েৎ মৃত্যুং শতে নাপি বর্ষাণাং। রোগাপমৃত্যুসর্পাদিমৃতো জীবতি হি ধ্রুবং॥

অনন্তর মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা সংক্ষেপে কথিত হইতেছে, কোন আকোড় বৃক্ষের নিম্নে শিবলিঙ্গ স্থাপনকরিয়া পূজা করিবে, ঐ লিঙ্গসন্নিধানে নূতন ঘট স্থাপনকরিয়া পূজা করিতে হইবে। তৎপরে বৃক্ষ, ঘট ও শিবলিঙ্গ একত্র সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। চারিজন সাধক প্রতিদিন প্রণিপাতপূর্ব্বক অঘোরমন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। ঐ বৃক্ষের পুষ্পোদগমাবধি পূজা আরম্ভ করিয়া ফলপাকপর্য্যন্ত উক্তপ্রকারে সাধনা করিবে। ফল পক্ক হইলে ঐ ফল আনিয়া পূর্ব্বোক্তঘটমধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক গন্ধ, পুষ্প, অক্ষতাদিদ্বারা ঐ ঘটে প্রতিদিন পূজা করিবে। তৎপরে একটি ঘোটকের মস্তক আনিয়া ওষ্ঠভিন্ন স্থান সেই ঘটে ঘর্ষণ করিবে। ইহাতে ঐ মস্তক হইতে বৃংহিত অর্থাৎ ঘোটকের রব হইতে থাকিবে। অনন্তর ঐ ঘোটকের মুখ বিস্তারকরিয়া তাহার মধ্যভাগ কুম্ভকারের করস্থিত মৃত্তিকাদ্বারা লেপন করিবে এবং তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ফলের বীজ রোপণ করিয়া রাখিবে। তৎপরে ঐ অশ্ববদন তাম্রপাত্রে রাখিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ইহাতে যে তৈল নির্গত হইবে, তাহা যত্নপূর্ব্বক রাখিবে। এই তৈল অর্দ্ধমাষা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধমাষা তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিবে এবং মৃতব্যক্তি কে এই তৈলের নস্য প্রদান করিলে সে তৎক্ষণাৎ জীবিত হয় ইহাতে রোগমৃত, অপমৃত্যুমৃত এবং সর্পাঘাতাদি-মৃত ব্যক্তিরও জীবন পুনরাগমন করিয়া থাকে॥

পুংশুক্রং পারদং তুল্যং তিলতৈলেন মর্দ্দয়েৎ। নস্যং দেয়ং মৃতস্যৈব কালদষ্টস্য বা ক্ষণাৎ। জীব অায়াতি নো চিত্রং মহাদেবেন ভাষিতং॥

পুরুষের শুক্র, পারদ ও তিলতৈল একত্র মর্দ্দন করিয়া মৃতব্যক্তিকে নস্যপ্রদান করিলে তাহার দেহে জীবন আগমন করে॥

পুষ্যার্করযোগে তু গুড়ূচীমূলমাহরেৎ। কর্ষমুষ্ণজলৈঃ পীতঃ সদ্যোমৃত্যুহরো ভবেৎ। ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপেভ্যঃ। উক্তযোগানাময়ং মন্ত্রঃ॥

রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে গুড়ূচীর মূল আহরণ করিয়া দুইতোলা পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত পান করাইলে মৃতব্যক্তি জীবিত হয়। ওঁ অঘোরেভ্য ইত্যাদি মন্ত্রকে অঘোরমন্ত্র বলে, এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল করিবে॥ ক্রমশঃ—

বৃশ্চিকবিষনিবারণ।

ময়ূরপারাবতকুক্কুটানাং গ্রাহং পুরীষং সহ ভানুমূলৈঃ। ধূপো নিহন্ত্যাশু বিষং সমস্তং চতুর্ব্বিধং বৃশ্চিকসর্পজাতম্॥

ময়ূর, কপোত ও কুক্কুট ইহাদিগের বিষ্ঠা ও আকন্দের মূল আহরণ করিয়া ধূপ দিলে, সকলপ্রকার বিষ এবং চতুর্ব্বিধ বৃশ্চিক ও সর্পবিষ বিনাশ পায়॥

রজনীচূর্ণধূপেন বিষং বৃশ্চিকজং হরেৎ। বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য গাত্রাণি ধূপধূমঞ্চ পায়য়েৎ। দংশঞ্চ ধূপয়েচ্চাত্রং সর্ব্বধূপেষ্বয়ং বিধিঃ॥

হরিদ্রাচূর্ণের ধূপে বৃশ্চিকদংশনজন্য বিষ নষ্ট হয়। দষ্ট ব্যক্তির সর্ব্বশরীর বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ধূপ প্রয়োগ করিবে এবং দংশনস্থানে ধূপ দিবে। সর্ব্বপ্রকার ধূপে এইরূপ বিধি জানিবে॥

তোয়ৈর্ব্বা নাগরং নস্যং পিবেদ্বা সৈন্ধবং ঘৃতম্। অর্কধুস্তূরমূলম্বা জলপানে বিষাপহম্॥

বৃশ্চিকদংশনে শুণ্ঠী চূর্ণকরিয়া জলের সহিত নস্য গ্রহণ করিবে, অথবা ঘৃত ও সৈন্ধব ভক্ষণ করিবে, কিম্বা আকন্দমূল ও ধুস্তূরমূল পেষণ করিয়া জলের সহিত পান করিবে, ইহাতে বৃশ্চিকবিষ বিনষ্ট হয়॥ ক্রমশঃ—

মূষিকবিষহরণ।

শিলা তালককুষ্ঠঞ্চ ভাব্যং শিগ্রুশিকাদ্রবৈঃ। পানং মূষিকদষ্টানাং দ্রুতং তীব্রবিষং হরেৎ॥

অনন্তর মূষিকবিষপ্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। মনঃশিলা, হরিতাল ও কুড়, এই সকল দ্রব্য একত্র শিম্বিকার রসে ভাবনা দিয়া পান করিলে, তীব্র মূষিকবিষ বিনষ্ট হয়॥

সর্ষপং কুঙ্কুমং তক্রং সমভাগং ঘৃতং পিবেৎ। বিষং মূষিকদষ্টানাং শমযাত্যেতি তৎক্ষণাৎ॥

সর্ষপ, কুঙ্কুম, তক্র ও ঘৃত সমভাগে লইয়া পান করিলে, তৎক্ষণাৎ মূষিকদংশনজনিত জ্বালা নিবারণ হইয়া থাকে॥

চিঞ্চাফলসমাযুক্তং গৃহধূমং পলার্দ্ধকম্। পুরাণাজ্যেন সপ্তাহং লিহ্যাদাখুবিষং হরেৎ॥

তেঁতুল ও গৃহের ঝুল ৪ তোলা প্রমাণে লইয়া পুরাতন ঘৃতে অবলেহ প্রস্তুত করিবে। ইহা সপ্তাহ লেহন করিলে, ইন্দুরবিষ বিনাশ হয়॥ ক্রমশঃ—

কুক্কুরবিষনিবারণ।

লিহ্যাদপামার্গমূলঞ্চ কর্ষৈকং মধুনা লিহেৎ। শুনোর্দ্দষ্টবিষং হন্তি লেপাৎ কুক্কুটবিষ্ঠয়া॥

অপামার্গমূল ২ তোলা পেষণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে কুক্কুরদংশনের বিষ বিনাশ হয়, অথবা কুক্কুটের বিষ্ঠা প্রলেপ করিলেও উক্ত বিষপীড়া নিবারণ হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

ক্ষিপ্তকুক্কুরদংশনের জলপড়া, পোড়ামাটীপড়া এবং তৈলপড়া।

ওঁ হ্রীঁ মহাদেবের আজ্ঞা কালীমহাদেবের বর, পাগলাকুক্কুরের লোম বিষজলেশ্বর, ওঁ আং ইং ঈং উং ঊং হ্রীঁ হ্রূঁ। ইতি মন্ত্রেণ পঠিত্বা ক্ষতং পরিঘর্ষয়েৎ॥

ক্রমশঃ—

কক্কুর, শৃগাল ও অজগরীদংশনের জলপড়া।

আকাটচারা ব্রহ্মার পোড়া পোড়ম্ তোমার কায়, বাঘ ভাল্লুক শেয়াল কুক্কুর শুয়া আকার আজিনার বিষ করিয়া আন সিদ্ধিগুরু শ্রীরামের আজ্ঞা রাতের কালিকাচণ্ডীর বর। এই মন্ত্রে জলপড়িয়া কুক্কুরাদি দষ্টব্যক্তিকে সেই জল পান করাইলে তৎক্ষণাৎ বিনাশ পায়॥ ক্রমশঃ—

মৎস্য ভেকবিষনিবারণ।

ত্র্যূষণং মেষনামা চ ভেকমৎস্যবিষাপহা॥

মরিচ, পিপ্পলী, শুণ্ঠী ও মুথা, এই সকল দ্রব্য পান করিলে, ভেকবিষ ও মৎস্যবিষ বিনষ্ট হয়॥ ক্রমশঃ—

গৃহগোধিকাবিষনিবারণ।

গৃহগোধাবিষং হন্তি কাশ্মরীফলনস্যতঃ॥

গাম্ভারীফলের নস্যগ্রহণ করিলে, গৃহগোধিকা অর্থাৎ টিক্‌টিকীর বিষ বিনাশ হয়॥ ক্রমশঃ—

ব্যাঘ্রবিষনিবারণ।

লেপাৎ সর্ব্ববিষং হন্তি মূলং শ্বেতপুনর্নবম্। কিমত্র বহুনোক্তেন তৎক্ষণাদ্বিষনাশনম্॥

শ্বেতপুনর্নবার মূল পেষণ করিয়া দংশনস্থানে প্রলেপ দিলে, তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপ্রকার বিষ বিনাশ হয়॥

চিরটস্য চ পানেন ব্যাঘ্রব্যালবিষং হরেৎ॥

জলবৃশ্চিক ভক্ষণ করিলে, সর্প ও ব্যাঘ্রাদির বিষ বিনাশ হয়॥

ধুস্তূরপত্রতোয়েন চূর্ণঃ ত্রিকটুসম্ভবম্। উদরস্থং বিষং হন্তি ব্যাঘ্রব্যালসমুদ্ভবম্॥

মরিচ, পিপ্পলী ও শুণ্ঠী, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ধুস্তূরপত্ররসের সহিত পান করিলে, ব্যাঘ্র ও সর্পাদির বিষ বিনষ্ট হয়॥

করঞ্জতৈললেপেন জ্বালাং ব্যাঘ্রনখোদ্ভবাম্॥

করঞ্জাবীজের তৈল দংশনস্থানে লেপন করিলে, ব্যাঘ্রনখোদ্ভব ক্ষতজ্বালা নিবারণ হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

কীটবিষনিবারণ।

আলোপতণ্ডুলীমূলং তুলসীমূলিকাপি বা। তণ্ডুলোদকপানেন কীটকোষং বিষং হরেৎ॥

অনন্তর কীটবিষনিবারণপ্রক্রিয়া কথিত হইতেছে, রক্তবর্ণ নটেশাকের মূল ও তুলসীবৃক্ষের মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পানকরিলে, কীটদংশনজনিত বিষজ্বালা নিবারণ হয়॥

আরন্যা কটুতুম্বা বা দেবদারু নিশাপি বা। মূলং বীজং কাঞ্জিকেন লেপঃ কীটবিষাপহঃ।

আরণিয়া, তিক্তলাউ, দেবদারু বা হরিদ্রা, যথাসম্ভব ইহাদিগের মূল ও বীজ কাঁজীর সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, কীটবিষ বিনষ্ট হয়॥

তিলঞ্চ সর্ষপং কুষ্ঠং বীজং করঞ্জসম্ভবম্। উদ্বর্তনাৎ প্রলেপাদ্বা সর্ব্বকীটবিষাপহং।

তিল, সর্ষপ, কুড় ও করঞ্জাবীজ, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া উদ্বর্তন অথবা লেপন করিলে, সর্ব্বপ্রকার কীটবিষ বিনাশ পায়॥ ক্রমশঃ—

সর্ব্ববিষনিবারণ।

বন্ধ্যাকর্কোটকীকন্দং জলৈঃ পিষ্ট্বা প্রলেপয়েৎ। সর্পমূষিকমার্জ্জারবৃশ্চিকাদিবিষাপহম্॥

কাকরোলের মূল জলের সহিত পেষণ করিয়া দংশনস্থানে প্রলেপ দিলে সর্প, মূষিক, মার্জ্জার ও বৃশ্চিকাদির দংশনজন্য বিষপীড়া নিবারণ হয়॥ ক্রমশঃ—

ওঁ থং থং বং বং টং টং যং যং সঃ বিষাপহারমন্ত্রঃ।

এই মন্ত্রে বিষপীড়িত ব্যক্তিকে ঝাড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহার শরীরস্থ বিষ বিনাশ পায়॥

উপবিষনিবারণ।

স্নুহ্যর্কোন্মত্তকশ্চৈব করবীরশ্চ লাঙ্গলী। বহ্নীজৈপালকঃ কৃষ্ণা কুষ্ঠং ভল্লা তথৈব চ। মহাকালশ্চ ইত্যাদ্যাঃ স্মৃতাস্ত্বপবিষাপহাঃ।

অনন্তর উপবিষনিবারণপ্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। সিজ, আকন্দ, ধুতূরা, করবী, লাঙ্গলিয়া, জয়পাল, পিপ্পলী, কুড়, ভেলা ও মহাকাল এই সকল দ্রব্য উপবিষবিনাশক॥

সসিন্ধুং কাঞ্জিকং পীত্বা সমস্তোপবিষং হরেৎ। সারমেয়বিষং হন্তি ঘৃতেনাপি হরীতকী। নিম্বপত্রং ঘৃতং হন্তি ঘৃতেন মধুনা ততঃ।

কাঁজীর সহিত সৈন্ধবলবণ ভক্ষণ করিলে, সমস্ত উপবিষ বিনষ্ট হয় এবং হরীতকী ঘৃতের সহিত অথবা নিম্বপত্র ও পূতিকা ঘৃত ও মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে, কুক্কুরবিষ বিনাশ পায়॥ ক্রমশঃ—

কৃত্রিমবিষনিবারণ।

অনেকবিষজীবানাং চূর্ণমুপবিষৈর্যুতম্। মিশ্রিতং নখকেশাদ্যৈর্লেপয়েচ্চূর্ণসঙ্করম্॥

অনন্তর কৃত্রিমবিষনিবারণপ্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। নানাপ্রকার বিষধর জীবের চূর্ণ, উপবিষ, নখ, কেশ, লোমাদি একত্র চূর্ণকরিয়া লইবে, ঐ সকল চূর্ণকে কৃত্রিমবিষ বলে॥

কৃত্রিমস্য বিষং খ্যাতং পক্ষান্মাসাদ্ধি বাধতে। আলস্যং কুরুতে জাড্যং কাসং শ্বাসং বলক্ষয়ম্। রক্তস্রাবোজ্বরঃ শোথঃ পীড়া চক্ষুষি লক্ষয়েৎ।

কৃত্রিমবিষ পক্ষ ও মাসমধ্যে বাধা জন্মায়, উক্ত বিষপ্রয়োগে আলস্য, শরীরের জড়তা, কাস, শ্বাস, বলক্ষয়, রক্তস্রাব, জ্বর, শোথ ও দৃষ্টিমান্দ্য এই সকল উপসর্গ হইয়া থাকে॥

মৃতং সূতং মৃতং স্বর্ণং শুদ্ধলৌহং সমাংশকম্। ত্রয়াণাং গন্ধকং তুল্যং মর্দ্দ্যং কন্যদ্রবৈর্দিনম্। তচ্চূর্ণং সসিতাক্ষৌদ্রৈর্মাসমেকং লিহেৎ সদা।

শোধিত পারদ, জারিত স্বর্ণ ও শুদ্ধ লৌহ সমভাগে লইয়া তাহাতে সর্ব্বসমান গন্ধক মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত এক দিবসপর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে। তৎপরে এই ঔষধ শুষ্ক করিয়া শর্করা ও মধুর সহিত লেহন করিবে। একমাস সেবন করিলে কৃত্রিমবিষদোষ শান্তি হয়॥

বহ্নিমূলযুতং ক্ষীরং মনুষ্যগরনাশনং।

চিতার মূল দুগ্ধের সহিত পান করিলে মনুষ্যবিষ বিনাশ হয়॥ ক্রমশঃ—

যোগজবিষনিবারণ।

তৈলকর্পূরজম্বীরসংযোগাদ্যোগজং বিষং। সমাংশেন তু মধ্বাজ্যমেবং সংযোগজং বিষং।

অনন্তর যোগজবিষ নিবারণার্থপ্রক্রিয়া কথিত হইতেছে। তৈল, কর্পূর, জম্বীররস, মধু ও ঘৃত, এই সকল দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া ভক্ষণ করিলে যোগজবিষ বিনষ্ট হয়॥

নারিকেলাম্বুকর্পূরসংযোগাদ্যোগজং বিষং।

নারিকেলজল ও কর্পূর একত্র মিলিত করিয়া সেবন করিলে, যোগজ বিষ নিবারণ হয়॥ ক্রমশঃ—

ভল্লাতকবিষনিবারণ।

ভল্লাতকতৈলসম্পর্কাৎ স্ফোটঃ সংজায়তে নৃণাং। নবনীতং তিলং পিষ্ট্বা তল্লেপেন তু তং জয়েৎ। বিষ্ণীপত্রপ্রলেপাদ্বা তং জয়েত্তৎপদেন বা।

ভেলার তৈল গাত্রে স্পর্শ হইলে স্ফোটক জন্মে। নবনীত ও তিল পেষণ করিয়া লেপন করিলে তাহার শান্তি হয়; অথবা তেলাকুচের পত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলেও উক্ত স্ফোটকের প্রতিকার হইয়া থাকে॥

ভল্লাতকস্য মূলস্য মৃত্তিকাভিঃ প্রলেপয়েৎ। তৎসংজাতবিকারাণি নাশয়ত্যেব নিশ্চিতং।

ভেলাবৃক্ষের মূল মৃত্তিকার সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে তৎক্ষণাৎ ভল্লাতকসংযোগজনিত স্ফোটকাদির শান্তি হয়॥ ক্রমশঃ—

সর্পবিষচিকিৎসা।

পূর্ব্ব খণ্ডে বলা হইয়াছে যে মন্ত্রচিকিৎসকেরা মন্ত্রদ্বারা বিষ বন্ধন করিয়া থাকেন, এ স্থলে তাহার দুই একটী মন্ত্র, ঝারন মন্ত্র, গামছাপড়া মন্ত্র এবং জলপড়া মন্ত্র উড্ডীশ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইল॥

অমৃতডোরবন্ধন।—ধবলি ধবলি ধায়। ধবলি ধরিতে বিষ নাই আর। হাড়ে মাংসে ধরিলে থাটে ধবলি ধরিতে বিষ না উঠে। এই মন্ত্রে দংশস্থানের উপরি ভাগে ডোরবন্ধন করিলে বিষ উঠিতে পারে না॥

অথ আঁচলিবান্ধা।—ওপারে ধোবানী কাপড় কাচে। পদ্মপাতে বিষ ভাষে। ধোপানি তুই গুরু, আমি তোর শিষ। অঞ্চলে বান্ধিয়া অমুকার অঙ্গে রাখিলাম কালকূট বিষ। এই মন্ত্র পড়িয়া আপনার বস্ত্রের এক কোণে গ্রন্থিবন্ধন করিবে॥

অথ গামছাপড়া।—আকাশের তারা তলে পড়্লো গরুড়। গামছা ধায় সকল বিষ, গরুড়ে খাইলো বিষ, নাই গামছার বার। বিষ নাইবিষহরীর আজ্ঞা। এই মন্ত্রে নূতন গামছা পড়িয়া সেই গামছা দিয়া মস্তকে বাড়ি দিলে তৎক্ষণাৎ বিষ দূর হয়॥

অথ ঝাড়নমন্ত্রঃ। ওঁ সিদ্ধিঃ। শঙ্খুর আদ, আষ্টবেষ্টা তার আদবেটার নাম, কাঁই পুতের নাম, আদখান বোরনাম, ছাঁই খরাণ নির্ব্বিষ খরাণ, ওরে গোসাই মোর কি হইল, ঢেক্কেমারিতে বিষ মোলো কাঁই কাঁই কাঁই বিষ নাই, এই মন্ত্রে ঝাড়িবে। রক্ত ডুকু স্বকু মুক্তার হার, চাপরে ধৈরাছি বিষ নাই তার, এদেবী আদ্যার কাহিনী। ইহাও ঝাড়নমন্ত্র॥

থাপড়ে বিষ করিলাম পানি, এই মন্ত্রে ঘামুখে চাপড় দিবে। শঙ্খুর বেটার ধন মূলে তিন ফুরে বিষ করিলাম পানি। এই মন্ত্র পড়িয়া ফু দিলে বিষ ভস্ম হয়। থূ থূ দেবীর কাষ্ঠে যাও আরে বিষ মাটি খাও। এই মন্ত্রে থূ থূ দিলে বিষ থাকে না॥

অথ জলপড়া।—আদ্যের ঝাড়ন মথন মথিলে, যাহাতে বিষ উপজিলে, তার গঙ্গা কান্দেন, দুর্গা কান্দেন, কান্দেন মা বিষহরী, আই বিষ খাই, যে চালিলেন আদ্য শিবাই জলে খাইলো, স্থলে খাইলো, দেখ মা মনসার আজ্ঞা॥ এই মন্ত্রে নূতন পাতিলে জল ভরিয়া সেই জল পাঁচ গাছ দূর্ব্বা দিয়া পড়িয়া সেই জল রোগীকে দেখাইবে॥

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

বিষ সঞ্চরণকালে দংশনস্থানের চতুর্দ্দিকস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তস্রাব করাইবে। রক্ত নিঃসারিত হইলে তাহার সহিত অনেক পরিমাণে বিষ নির্গত হইয়া যায়। অনন্তর দংশনস্থানের চতুর্দ্দিকে অগদপ্রলেপ দিয়া শ্বেতচন্দন ও বেণার মূল

মিশ্রিত জলদ্বারা দংশনস্থান সেচন করিবে। তৎপরে সর্পের জাতি অনুসারে ঔষধ পানকরাইবে। দুগ্ধ, মধু ও ঘৃতপ্রভৃতি ঔষধের অনুপান দিবে। এই সকলের অভাবে কৃষ্ণবর্ণ বল্মীকমৃত্তিকাও ঔষধের অনুপানে ব্যবহৃত হয়, অথবা কাঞ্চনবৃক্ষ, শিরীষবৃক্ষ, আকন্দ ও লতাফট্‌কি, এই সকলও ঔষধের অনুপান হইতে পারে। সর্পদংশন হইলে তৈল, কুলথকলাই, মদ্য, অথবা কাঁজী পান করিবে না। অল্প বমনকারক দ্রব্য অতি অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ পানকরিয়া পুনঃ পুনঃ বমন করিবে।

ফণাবিশিষ্ট সর্পের প্রথম বিষবেগে রক্তমোক্ষণ, দ্বিতীয়বেগে মধু ও ঘৃতসহযোগে ঔষধপান, তৃতীয়বেগে বিষনাশক নস্ত ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। চতুর্থবেগে বমন করাইবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠবেগে প্রথমতঃ বমন ও বিরেচন করাইয়া তীক্ষ্ণশোধনদ্রব্য প্রদান করিবে। সপ্তমবেগে তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচক নস্ত ও তীক্ষ্ণ অঞ্জনপ্রয়োগ করিবে। এবং কাকপদ আকারে মস্তকমুণ্ডিত করিবে, অথবা দংশ স্থানের রক্ত, মাংস তুলিয়া লইবে।

মণ্ডলীসর্পবিষের প্রথমবেগে রক্তমোক্ষণ, দ্বিতীয়বেগে ঘৃত মধুসহ অগদপান ও বমন করাইয়া ঘৃতমধুযুক্ত যবমণ্ড পান করাইবে। তৃতীয়বেগে বমন ও বিরেচনদ্বারা শরীর শোধন করিয়া পূর্ব্ববৎ যবমণ্ড পান করাইবে। চতুর্থে ও পঞ্চমে শীতল চিকিৎসা করিবে। ষষ্ঠে কাকোল্যাদিগণ ও মধুরাদিগণ এবং সপ্তমে বিষবিনাশক নস্ত সেবনকরাইবে।

রাজীমন্তবিষের প্রথমবেগে রক্তমোক্ষণ, দ্বিতীয়বেগে বমন, তৃতীয়বেগে নস্ত ও অঞ্জন, চতুর্থে বমন ও ঘৃতমধুযুক্ত যবমণ্ডপান, পঞ্চমে শীতল চিকিৎসা, ষষ্ঠে তীক্ষ্ণ অঞ্জন এবং সপ্তমবেগে নস্তপ্রয়োগ করিবে।

গর্ভিণী, বালক ও বৃদ্ধের রক্তমোক্ষণ না করিয়া মৃদুপ্রক্রিয়া করিবে। ছাগ কিম্বা গর্দ্দভের সর্পাঘাত হইলে তাহাদিগেরও রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য। ঔষধের যেরূপ মাত্রা উক্ত আছে, গো ও অশ্বের পক্ষে তাহার দ্বিগুণ, মহিষ ও উষ্ট্রের পক্ষে তিনগুণ, হস্তীর পক্ষে চারিগুণ মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অঞ্জনের পরিমাণ একমাষা, নস্তের দুইমাষা, পানের চারিমাষা এবং বমনের আটমাষা পরিমাণে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বিষদ্বারা শরীর বিবর্ণ, কঠিন, স্ফীত ও বেদনান্বিত হইলে শীঘ্র রক্তস্রাব করাইবে। বিষার্ত্তরোগী ক্ষুধার্ত্ত হইলে বিবেচনাপূর্ব্বক দধি, তক্র, ঘৃত, মধু কিম্বা মাংসরস আহার প্রদান করিবে।

রোগীর পিত্তজন্য তৃষ্ণা, দাহ ও ঘর্ম্ম উপস্থিত হইলে তীক্ষ্ণ ঔষধদ্বারা বমন করাইবে। মলরোধ ও বায়ুরুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠদাহ, বেদনা, আধ্মান ও মূত্ররোধ হইলে বিরেচন করাইবে। চক্ষু বিবর্ণ, স্ফীত বা আবিল হইলে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। মস্তকের যাতনা, শরীরের গুরুতা, আলস্য, হনুস্তম্ভ ও গলগ্রহ ইত্যাদি উপদ্রব ঘটিলে নস্তপ্রয়োগ করিয়া শিরোবিরেচন করিবে।

শরীরে বিষ সঞ্চার হইলে তাহা নিঃশেষে নির্গত করা কর্ত্তব্য। কিঞ্চিন্মাত্র বিষ শরীরমধ্যে থাকিয়া গেলে পুনর্ব্বার তাহার বেগ জন্মে এবং শরীরের অবসন্নতা, বিবর্ণতা, জ্বর, কাস, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, অরুচি, পীনস, এই সকল রোগ হইয়া থাকে। অতএব নিম্নলিখিত ঔষধদ্বারা বিষ নিঃশেষিত করিবে।

তেউড়ী, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কুঁচের মূল, পঞ্চলবণ, শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরিচ, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিবে। অনন্তর এই ঔষধ গোশৃঙ্গমধ্যে রাখিবে। এই ঔষধ পানে, অঞ্জনে, অভ্যঙ্গে ও নস্তে প্রয়োগ করিলে বিষ নষ্ট হয়।

চোরধরার নলচালন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।—কণাৎ সিদ্ধিপ্রদাং বিদ্যামপতাবাং শৃণু প্রিয়ে। যন্মন্ত্রোচ্চারমাত্রেণ চৌরঃ [illegible]। চতুর্হস্তমিতং বংশকাণ্ডং কৃত্বা যত্নতঃ। তয়েকেন তু তন্মানং প্রমাণং কারয়েৎ [illegible] নলবীজৌ সমারাধ্য নলং বৃত্বা ত্রিধা পঠেৎ। রামলক্ষ্মণ সীতা তিনজন করেন রক্ষের চিন্তা রামের নল লক্ষ্মণের নল নীলকে হয়। অমুকের দ্রব্য চুরিকরিয়াছে যে সেই চোর ধরিয়া দেহ ইষ্টক লক্ষ্মণ সীতা রামচন্দ্রের আজ্ঞা শীঘ্র চল। ত্রিধা পঠিত্বা মন্ত্রং বৈ নলয়োঃ ফুৎকারমুত্তমম্। নলং নলদ্বয়োর্বৈ দ্বাভ্যাং স্কন্ধেধৃত্বা ততঃ। তত্তচ্চৌরস্য দ্রব্যস্য মন্ত্রেণ বিধৃতং ভবেৎ।

মহাদেব বলিতেছেন, প্রিয়ে! যে বিদ্যা প্রভাবে ক্ষণকালে কার্য্যসিদ্ধি হয়, সেই বিদ্যা তোমাকে বলিতেছি, যে মন্ত্রদ্বারা কার্য্য করিলে চৌরগণ ধৃত হয়, সেই অপতারা মন্ত্র শ্রবণ কর। বংশদণ্ড দ্বারা দুইটি নল প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার একএকটি নলের পরিমাণ চারিহস্ত হওয়া আবশ্যক। পরে এইনলের একটি নলদ্বারা কোন স্থানের পরিমাণ করিবে, অনন্তর সেই দুই নলের উপরি নল ও নীলের অর্চ্চনা করিয়া সেই নলদ্বয় ধারণপূর্ব্বক "রাম লক্ষ্মণ সীতা, তিনজন করেন রক্ষের চিন্তা রামের নল লক্ষ্মণের নল নীলকে হয়। অমুকের দ্রব্যচুরি করিয়াছে যে সেই চোর ধরিয়া দেহ ইষ্টক লক্ষ্মণ সীতা রামচন্দ্রের আজ্ঞা শীঘ্র চল, এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে এবং নলেতে তিন তিনবার ফুৎকার দিবে। পরে দুই ব্যক্তি স্নান করিয়া সেইনল স্কন্ধে করিয়া থাকিবে এবং যিনি একার্য্য করিবেন, তিনি মন্ত্র পাঠ করিবেন, এইরূপ করিলে সেই নল পরিচালিত হইয়া সেই চৌরাপহৃত দ্রব্য ধারণ করিবে। অপহৃতদ্রব্য যেখানেই থাকুকনা কেন, নল সেই স্থানেই গমন করিয়া সেই দ্রব্য ধরিবে।

চাউলপড়া।

অথাপরং প্রবক্ষ্যামি চৌরধারণকারণম্। কৃত্বা মৃণ্ময়পাত্রে তণ্ডুলান্ মন্ত্রবিত্তমঃ। সিন্দূরবিন্দুং দত্বা তু পূর্ব্বেদ্যুঃ স্থাপয়েদ্রহঃ। যথা—চাউলুয়াপি পদং প্রোক্তং আমারকার্য্যপদং বদেৎ। সাধয়তু পদং প্রোক্তং স্থাপয়েন্নিশি কুত্রচিৎ। প্রাতঃকথায় দেবেশি তত্র মন্ত্রং ত্রিধা পঠেৎ। তদা তে তণ্ডুলাঃ সর্ব্বে চৌরা তত্রাভি নিম্নগাঃ। মন্ত্রং শৃণু বরারোহে অপতাবাং সুখপ্রদম্। যথা—শুদ্ধসুবর্ণের কাল। মহাদেব চলেন হাল। তার জন্মিল ধান। তার আজ্ঞায় জানিসে কোন কোন ধান। হিঙ্গুলিয়া পিঙ্গুলিয়া হত্যা পর্ব্বত্যা গুরুড়ন্ কান্। পাপবাদি ধান। বাম পায়ে নাড়ে চাড়ে। ডান পায় ডানে ধান্। চাউল হইল বজ্রকার। সাধু এড়ি চোর থায়। যে অমুকার দ্রব্য চুরী করিয়াছে তার আপন মুখে ছেপ সুখাইয়া যায়। গলা নাড়িতে গলা না নাড়ে। জিহ্বা কাটিয়া রক্ত পড়ে। ঈশ্বর মহাদেবের আজ্ঞা। ইমং মন্ত্রং পঠিত্বা তু চৌরহস্তে প্রদাপয়েৎ। ন চর্ব্বিতুং সমর্থাস্তে তান্ মহেশি কদাচন।

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন, প্রিয়ে! অন্যপ্রকার চোরধরার প্রক্রিয়া বলিতেছি। যে দিবস কার্য্য করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বদিনে একটি নূতন সরাতে তণ্ডুল রাখিয়া তাহাতে সিন্দূর প্রদান পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠকরিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে স্থাপন করিয়া রাখিবে। "চাউলুয়া আমার কার্য্যং সাধয়তু„ এইমন্ত্রে তণ্ডুল অভিমন্ত্রিত করিয়া রাত্রিতে কোন স্থানে রাখিতে হইবে। পর দিবস প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তিনবার মন্ত্র পাঠ করিবে। শুদ্ধ সুবর্ণের কাল। মহাদেব চলেন হাল। তায় জন্মিল ধান। তার আজ্ঞায় জানিসে কোন কোন ধান। হিঙ্গুলিয়া পিঙ্গুলিয়া হত্যা পর্ব্বত্যা গুরুড়ন্ কান্। পাপবাদি ধান বাম পায় নাড়ে চাড়ে। ডা'ন পায়ে ডানে ধান। চাউল হইল বজ্রকার। সাধু এড়ি চোর খায়। যে অমুকার দ্রব্য চুরী করিয়াছে তার আপন মুখে ছেপ সুখাইয়া যায়। গলা নাড়িতে গলা না নড়ে জিহ্বা কাটিয়া রক্ত পড়ে ঈশ্বর মহাদেবের আজ্ঞা, এই মন্ত্রে কার্য্য করিবে। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সভার সকলকে সেই তণ্ডুল ভক্ষণ করিতে দিবে। এইরূপ করিলে যে ব্যক্তি চোর, সেইব্যক্তি সেই তণ্ডুল চর্ব্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে পারিবেনা, চাউল চর্ব্বণ করিতে গেলে উহা চূর্ণ হইয়া যাইবে। এবং জিহ্বা কাটিয়া রক্ত পড়িবে।

বাটীচালন।

আচল চালোম্ সচাল চালোম্। কাকার উপরের দেবতা চালোম্। ত্রিকোণ পৃথিবী চালোম্। পানির শাহ কুত্তীর চালোম্। শিবাই চালোম্ পেশাদর পরিবার চালোম্। মহাদেবের খাট্ পাট্ চালোম্। কালী দুর্গা চালোম্ কালিকার চালোম্। চল্ বাটা চল্ যে নিয়াছে অমুকার দ্রব্য তাহারে গিয়া ধর শ্রীরামের আজ্ঞা।

আতল তালোল ইত্যাদি মন্ত্রে বাটীচালন করিলে অনায়াসে অপহৃত দ্রব্য পাওয়া যায়, একটি বাটী আনিয়া তাহার উপরি কোন ব্যক্তিকে হাত দিয়া রাখিতে বলিবে, তৎপরে ঐ হাতের উপরি উক্ত মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে, এইরূপ কিয়ৎকাল মন্ত্র জপ করিলেই সেই বাটী চলিতে থাকে এবং যেখানে অপহৃত দ্রব্য আছে, সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইবে॥

পরীক্ষা।

হরিদ্রাবর্ণ ভেকের জিহ্বা ঘৃতে ভাজিয়া খণ্ড রাখিয়া নিদ্রাতে হৃদয়ে দিলে আপনি কহে।

হরিদ্রাবর্ণ ব্যাঙের জিহ্বা আনিয়া তাহা ঘৃতে ভাজিবে এবং ঐ জিহ্বাতে শর্করা মাখিয়া স্ত্রী কি পুরুষের নিদ্রাকালে তাহার বুকের উপরি রাখিলে সেই ব্যক্তি নিদ্রাবস্থাতেই আপন কৃতকর্ম্ম সকল ব্যক্ত করিতে থাকে, অর্থাৎ সে চুরি কি দস্যুবৃত্তি কিম্বা অন্য কোনরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকিলে সেই সমুদায় প্রকাশ করিয়া বলে, ইহাতে চোর, দস্যু, সতী, অসতী প্রভৃতি জানা যায়॥

নখদর্পণ।

ওঁ হুঁ সঃ, এই মন্ত্রে নখদর্পণ করিবে, একটি জলপূর্ণ পাত্রের উপরি কোন ব্যক্তির দুই হস্তের দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখ স্থাপন করিয়া উক্তমন্ত্রে তৈলপড়িয়া দূর্ব্বাদ্বারা সেই তৈল নখের উপর দিবে এবং কাংস্যধ্বনি করিয়া মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে সেই নখমধ্যে চোর দস্যুপ্রভৃতিকে সেই ব্যক্তি দেখিতে পাইবে॥

ওঁ রবিবালা স্বাহা। দ্বিসহস্রজপেন নখদর্পণং ভবতি॥

প্রকারান্তরে নখদর্পণ এই—ওঁ রবিবালা স্বাহা, এই মন্ত্র দুই সহস্র জপ করিয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকারে কার্য্য করিতে হইবে॥

ওঁ চামুণ্ডে সাহুখি ধূর্দ্দুষ্টি বজ্রপাণে স্বাহা। ওঁ ক্লৌ হ্রীঁ শ্রীঁ ঈঁ বিঁ লিঁ শঁ স্বাহা আগচ্ছ স্বাহা। ওঁ হুঁ সোঘট্টায় স্বাহা। এতদ্বিংশতিবারং তৈলোপরি জপেৎ। পশ্চাদ্দূর্ব্বোপরি বিংশতিবারং জপেৎ। পশ্চান্নখোপরি বিংশতিবারং জপেৎ। তৎপশ্চাজ্জনশিরসি বিংশতিবারং জপেৎ॥

এই মন্ত্র তৈলের উপর বিংশতিবার, দূর্ব্বার উপর বিংশতিবার নখোপরি বিংশতিবার এবং যে ব্যক্তির হস্তে নখদর্পণ করিবে তাহার মস্তকে বিংশতিবার জপকরিলে নখদর্পণের কার্য্য হয়। অর্থাৎ সে তাহার নখের উপর চোরের মূর্ত্তি ও হৃতধনের আকার দেখিতে পায়॥

অথ ক্ষুরচালন।

উত্তরে পশ্চিমে চড়িয়া আইসেন পেগাম্বর আইসেন ঘোড়া চড়িয়া দেন ক্ষুর পড়িয়া একগাছ ক্ষুরের ছয় পায় খুরি ক্ষুধু এড়িয়া চোরের মাথা মুড়ি কুমার শাত হাড়ি আনিয়া নিয়া শিবের মাথামুড়ি সিদ্ধি গুরু কালীর আজ্ঞা। এক তাপেন ক্ষুরং নির্ম্মায় মৃৎপাত্রোপরি তেন স্পর্শয়েৎ॥

উত্তরে পশ্চিমে ইত্যাদি মন্ত্রে ক্ষুর পড়িয়া একটি নূতন অপক্ব মৃৎপাত্রের উপরি সেই ক্ষুরদ্বারা ক্ষৌর কর্ম্মর ন্যায় কার্য্য করিবে। এইরূপ করিলে যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছে তাহার মাথার চুল কর্ত্তন হইয়া যাইবে। একতারে ক্ষুর গড়াইবে সেই ক্ষুর নূতন পাতিলে বুলাইবে॥

হৃতনষ্টলাভ।

ওঁ মাতঙ্গিনি বিমলমতি করালিনি হ্রীঁ ক্রং বং ধঃ। অনেন জবাপুষ্পং পরিজপ্য বারিণা হোতব্যমষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা হং ঈপ্সিতং হৃতনষ্টাদিকং লভ্যতে। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা সহস্রবাহুভৃৎ। তস্য সংকীর্ত্তনাদেব হৃতং নষ্টঞ্চ লভ্যতে। নিত্যং কিঞ্চিজ্জপেদ্যাবল্লভ্যতে হৃতনষ্টকং॥

ওঁ মাতঙ্গিনি ইত্যাদি মন্ত্রে জবাপুষ্প অভিমন্ত্রিত করিয়া জলের সহিত হোম করিবে এবং উক্ত মন্ত্র সপ্তাহপর্য্যন্ত প্রতিদিন আটবার জপ করিলে আপন অভিলষিত, অপহৃত অথবা নষ্টদ্রব্য লাভ করিতে পারে, আর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে, যতদিন হৃত বা নষ্টদ্রব্যের লাভ না হয়, তত দিন উক্ত মন্ত্র কিছু কিছু করিয়া জপ করিলে হৃত ও নষ্টদ্রব্য পাওয়া যায়॥ ক্রমশঃ—

চৌরভয়নিবারণ।

ওঁ ভদ্রকালী স্বাহা। ওঁ করালিনী স্বাহা। ওঁ কপালিনী স্বাহা। ওঁ ক্রোঃ হ্রীঃ হ্রীঃ হ্রীঃ হ্রীঃ চৌরান্ বন্ধ ঠঃ ঠঃ ঠঃ। এষামন্যতমেন মন্ত্রেণ মৃত্তিকাং প্রজপ্য সপ্তবারান্ সম্মুখে প্রক্ষিপেৎ। তদা সর্ব্বে চৌরাঃ পলায়ন্তে। অযুতজপঃ সর্ব্বমেব কর্ত্তব্যস্তদা চৌরভয়ং ন ভবতি।

এই চারিটি মন্ত্রের মধ্যে কোন এক মন্ত্রে মৃত্তিকা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া চোরের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলে চৌরগণ পলায়ন করে। আর উক্ত মন্ত্র দশসহস্র জপ করিলে সর্ব্বপ্রকার চৌরভয় নিবারণ হয়॥ ক্রমশঃ—

তান্ত্রিক ষট্‌কর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ দর্শনের উপদেশ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ষট্‌কর্ম্মাণাং তিথিনিয়মমাহ।

দশম্যেকাদশী চৈব ভানুশুক্রদিনে তথা। আকর্ষণে হ্যমাবস্যা নবমী প্রতিপত্তথা॥ পৌর্ণমাসী মন্দভানুযুক্তা বিদ্বেষকর্ম্মণি। ষষ্ঠী চতুর্দ্দশী তদ্বদষ্টমী মন্দবারকাঃ। উচ্চাটনে তিথিঃ শস্তা প্রদোষেষু বিশেষতঃ॥

দশমী, একাদশী, অমাবস্যা, নবমী অথবা প্রতিপদ্ তিথিতে ও রবি কিম্বা শুক্রবারে আকর্ষণ কার্য্য করিবে। বিদ্বেষণ কার্য্যে শনি কিম্বা রবিবার যুক্ত পূর্ণিমা তিথি প্রশস্ত। ষষ্ঠী, চতুর্দ্দশী এবং অষ্টমী এই তিন তিথি ও শনিবার উচ্চাটন কার্য্যে প্রশস্ত, বিশেষত প্রদোষসময়েই উচ্চাটন কার্য্য করা বিধেয়॥

চতুর্দ্দশ্যষ্টমী কৃষ্ণা অমাবস্যা তথৈবচ। মন্দারার্কদিনোপেতা শস্তা মারণকর্ম্মণি॥ বুধচন্দ্রদিনোপেতা পঞ্চমী দশমী তথা। পৌর্ণমাসী চ বিজ্ঞেয়া তিথিঃ স্তম্ভনকর্ম্মণি॥

কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী, অষ্টমী কিম্বা অমাবস্যা তিথিতে এবং শনি, মঙ্গল অথবা রবিবারে মারণ কার্য্য করিবে। বুধ কিম্বা সোমবারে এবং পঞ্চমী, দশমী, অথবা পূর্ণিমা তিথিতে স্তম্ভন কার্য্য করা কর্ত্তব্য॥

শুভগ্রহোদয়ে কুর্য্যাদশুভাশুভজোদয়ে। রৌদ্রকর্ম্মাণি রিক্তার্কে মৃত্যুযোগে চ মারণম্॥

শুভগ্রহের উদয়ে শান্তিপুষ্ট্যাদি শুভকার্য্য এবং অশুভগ্রহের উদয়ে মারণাদি অশুভ কার্য্য করিবে। বিদ্বেষণ ও উচ্চাটনাদি ক্রূরকার্য্যসকল রবিবার রিক্তা তিথিতে করিবে। এবং মৃত্যুযোগেতে মারণ কার্য্য করা বিধেয়॥

অথ ষট্‌কর্ম্মণাং নক্ষত্রনিয়মমাহ।

স্তম্ভনং মোহনঞ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্। মাহেন্দ্রে বারুণে চৈব কর্ত্তব্যমিহ সিদ্ধিদম্॥ জ্যেষ্ঠা চৈবোত্তরাষাঢ়া চানুরাধা চ রোহিণী। মাহেন্দ্রমণ্ডলং জ্ঞেতৎ সর্ব্বকর্ম্মপ্রসিদ্ধিদম্॥ স্বাত্যুত্তরভাদ্রপদা মূলা শতভিষা তথা। পূর্ব্বভাদ্রপদাশ্লেষা জ্ঞেয়া বারুণমধ্যগাঃ। পূর্ব্বাষাঢ়া তু তৎকর্ম্মসিদ্ধিদা শম্ভুনা স্মৃতা॥

স্তম্ভন, মোহন ও বশীকরণ এই ত্রিবিধ কার্য্য মাহেন্দ্র ও বারুণ মণ্ডল মধ্যগত নক্ষত্রে করিলে কার্য্য সফল হয়। জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, অনুরাধা ও রোহিণী এই সকল নক্ষত্র মাহেন্দ্র মণ্ডলস্থিত। উত্তরভাদ্রপদ, মূলা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, অশ্লেষা এই সকল নক্ষত্র বারুণ মণ্ডল মধ্যগত। এই সকল নক্ষত্রে কার্য্য করিলে সেই কার্য্য সফল হইয়া থাকে। আর পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে উক্ত কার্য্য সকল করিলেও কার্য্য সিদ্ধ হয় এই কথা মহাদেব বলিয়াছেন॥

বিদ্বেষোচ্চাটনং বহ্নিবায়ুযোগে চ কারয়েৎ। স্বাতী হস্তা মৃগশিরা চিত্রা চোত্তরফল্গুনী। পুষ্যা পুনর্ব্বসুর্ব্বহ্নিমণ্ডলস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ অশ্বিনী ভরণী চার্দ্রা ধনিষ্ঠা শ্রবণা মঘা। বিশাখা কৃত্তিকা পূর্ব্বফল্গুনী রেবতী তথা। বায়ুমণ্ডলমধ্যস্থাস্তৎকর্ম্মপ্রসিদ্ধিদাঃ॥

বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন কর্ম্ম বহ্নিমণ্ডলস্থিত ও বায়ুমণ্ডলস্থিত নক্ষত্রে করিবে। স্বাতী, হস্তা, মৃগশিরা, চিত্রা, উত্তরফল্গুনী, পুষ্যা ও পুনর্ব্বসু এই সকল নক্ষত্র বহ্নিমণ্ডল মধ্যস্থিত। আর অশ্বিনী, ভরণী, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, মঘা, বিশাখা

কৃত্তিকা, পূর্ব্বফল্গুনী ও রেবতী এই সকল নক্ষত্র বায়ুমণ্ডল মধ্যস্থিত। যে যে কার্য্যে যে যে নক্ষত্র উক্ত হইল, সেই সেই নক্ষত্রে সেই সেই কার্য্য করিলেই সিদ্ধিপ্রদ হয়॥

কালবিশেষঞ্চ।

বশ্যং পূর্ব্বেঽহ্নি মধ্যাহ্নে বিদ্বেষোচ্চাটনং তথা। শান্তিপুষ্টী দিনস্যান্তে সন্ধ্যাকালে চ মারণম্॥

দিবসের পূর্ব্বভাগে বশীকরণ, মধ্যভাগে বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন, শেষভাগে শান্তি ও পুষ্টি কর্ম্ম এবং সন্ধ্যাকালে মারণ কর্ম্ম করিবে॥

ষট্‌কর্ম্মণাং লগ্ননিয়মমাহ।

কুর্য্যাচ্চ স্তম্ভনং কর্ম্ম হর্য্যক্ষে বৃশ্চিকোদয়ে। দ্বেষোচ্চাটাদিকং কর্ম্ম কুলীরে বা তুলোদয়ে। মেষকন্যাধনুর্মীনে বশ্যশান্তিকপৌষ্টিকম্। মারণোচ্চাটনে চাসৌ রিপুচ্ছেদবিনিগ্রহে॥

ষট্‌কর্ম্মের বিহিত লগ্ন কথিত হইতেছে। সিংহ কিম্বা বৃশ্চিক লগ্নে স্তম্ভন; কর্কট কিম্বা তুলা লগ্নে বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন; মেষ, কন্যা, ধনু অথবা মীন লগ্নে বশীকরণ, শান্তিকর্ম্ম ও পুষ্টিকর্ম্ম করিবে। এবং মারণ, উচ্চাটন ও শত্রুনিবারণাদি কার্য্যে মেষ, কন্যা, ধনু ও মীনলগ্ন প্রশস্ত॥

ভূতোদয়ে ষট্‌কর্ম্মনিয়মমাহ।

জলং শান্তিবিধৌ শস্তং বশ্যে বহ্নিরুদীরিতঃ। স্তম্ভনে পৃথিবী শস্তা বিদ্বেষে ব্যোমকীর্ত্তিতম্। উচ্চাটনে স্মৃতো বায়ুর্ভূমাগ্নির্মারণে মতঃ। তত্তদ্ভূতোদয়ে সম্যক্ তত্তন্মণ্ডলসংযুতম্। তত্তৎ কর্ম্ম বিধাতব্যং মন্ত্রিণা নিশ্চিতাত্মনা॥

অনন্তর ষট্‌কর্ম্মের তত্ত্বনিয়ম কথিত হইতেছে। জলতত্ত্বের উদয়ে শান্তিকর্ম্ম, বহ্নিতত্ত্বের উদয়ে বশীকরণ, পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে স্তম্ভন, আকাশতত্ত্বের উদয়ে বিদ্বেষণ, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে উচ্চাটন, এবং পৃথ্বীতত্ত্ব অথবা বহ্নি তত্ত্বের উদয়ে মারণ কর্ম্ম করিবে। এই প্রকারে তত্ত্বের উদয় বিবেচনা করিয়া যে যে তত্ত্বোদয়ে যে যে কর্ম্ম উক্ত হইল, সেই সেই তত্ত্বোদয়ে সেই সেই কর্ম্ম করিবে। যে তত্ত্বের উদয়ে যে কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইল, সেই তত্ত্বের মণ্ডল করিয়া সেই কার্য্য করিতে হইবে। এই পঞ্চতত্ত্বের বিষয় অরুণোদয়ের ১ম খণ্ডের ২০।২১। পৃষ্ঠায় লিখিত আছে॥

পরচক্রভয়াদৌ বা তীব্ররূপে মহাভয়ে। ন কালনিয়মোঽগম্যঃ প্রয়োগাণাং কদাচন॥

শত্রুভয় অথবা অন্য কোনপ্রকার মহাভয় উপস্থিত হইলে তাহার নিবারণার্থ কার্য্যকরিতে হইলে তাহাতে কালবিচার করিবে না। যখন এইরূপ বিপদ উপস্থিত দেখিবে, তখনই তাহার শান্তি কার্য্য করিবে॥

ষট্‌কর্ম্মণাং দিঙ্‌নিয়মমাহ।

ইন্দ্রে স্তম্ভনমুচ্চাটমগ্নৌ সর্ব্বাভিচারকম্। যাম্যে রক্ষোঽপি বিদ্বেষঃ শান্তির্ব্বারুণবায়বে। কুলোৎসাদং মরুদ্ভাগে রক্ষে কলহবিগ্রহৌ। তুর্য্যাঙ্গ নোদিতঃ কর্ম্ম যচ্চান্তদ্রক্ষণঃ পদে। রক্ষণঃ পদে ঐশান্যামিত্যর্থঃ॥

ষট্‌কর্ম্মের দিঙ্‌নিয়মপ্রমাণ যাহা অন্যান্য তন্ত্রে লিখিত আছে, তাহা কথিত হইতেছে। পূর্ব্বদিকে উচ্চাটন কার্য্য করিবে এবং সর্ব্বপ্রকার অভিচার কার্য্যে অগ্নিদিক্ প্রশস্ত। দক্ষিণদিকে ও নৈঋতে বিদ্বেষণ, পশ্চিমে ও বায়ুকোণে শান্তিকর্ম্ম করিবে। কুলোচ্ছেদে বায়ুকোণ ও কলহবিগ্রহাদিতে নৈঋতকোণ প্রশস্ত জানিবে। যে সকল কর্ম্ম অনুক্ত রহিল, সেই সকল কর্ম্ম ঈশানকোণে করিবে॥

ক্রমশঃ—

ভূতডামর।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

[illegible]নং প্রবক্ষ্যামি যথাবদবধারয়। আদিবীজং সমুদ্ধৃত্য মহাপদ্মমনন্তরম্। ভূতশব্দং [illegible]ন্দরী কূর্চ্চসংযুতম্। অথাদিবীজমুচ্চার্য্য ততো বিজয়সুন্দরী। ততো রুদ্রবধূবীজং কলাযুক্তং দ্বিতীয়কং। আদিবীজং সমুদ্ধৃত্য বিমলেতি পদত্রয়ঃ। সুন্দরীতি পদং পাশঃ দ্বিবর্ণং তৃতীয়কঃ। ব্রহ্মবীজং সমুদ্ধৃত্য সুন্দরীপদমুদ্ধরেৎ। বহ্নিকণো মনুঃ প্রোক্তঃ সম্পূর্ণভুবনোঽন্নকঃ। হালাহলং সমুদ্ধৃত্য মনোহরীপদত্রয়ঃ। সুন্দরীবীঃ সমাযুক্তঃ পঞ্চমোঽয়ং মহামনুঃ। মহাকালিন-মাতাথ ভূষণেতি পদত্রয়ঃ। সুন্দরী পদমাতাথ কামবীজং পরো মনুঃ। হালাহলং সমাদায় ততো মদনসুন্দরী। ততঃ প্রাথমিকং বীজং সবিসর্গং সপ্তমঃ। বিধাস্তুর্ধ্বমুদ্ধৃত্য ততো মধুমতীং লিখেৎ। সুন্দরীপদতো বহ্নিজায়া চণ্ডিকয়াষ্টিতা॥

অনন্তর যথাবৎ মন্ত্রোদ্ধার বলিব, মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ কর। ওঁ মহাভূত কুলসুন্দরী হুঁ (১) ওঁ বিজয়সুন্দরী হ্রীং অং (২), ওঁ বিমলসুন্দরী আঃ (৩), ওঁ সুন্দরী হুঁ হুঁ (৪), ওঁ মনোহরী ধীঃ (৫), ওঁ ভূষণসুন্দরী ক্লীং (৬), ওঁ মদনসুন্দরী হ্রীঁ (৭) ওঁ মধুমতসুন্দরী স্বাহা হ্রীং, এই সকল মন্ত্রের কার্য্য পরে কথিত হইবে (৮)॥

এবমষ্টৌ মহাভূতরাজ্ঞো বজ্রধরোদিতাঃ। এষাং গ্রহণমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কাঃ॥ ৪॥ ইষ্টসিদ্ধিঃ প্রদাস্যামো ভূতিনীসহিতা বয়ং। ইত্যাহুর্যক্ষগন্ধর্ব্বাপরাজিতপুরঃসরাঃ॥ ৫॥ ভৈরব উবাচ।—যদি কালমতিক্রম্য যূয়ং স্থাস্যথ নির্ভয়াঃ। তদা সকুলগোত্রং বো ঘাতয়ামি ন সংশয়ঃ॥ ৬॥ অথাপরাজিতঃ প্রাহ ভূতবৃন্দসমাবৃতঃ। মুদ্রামন্ত্রাভিধানেন স্বসিদ্ধিং ক্রোধভাষিণে। যদি নাহং প্রযচ্ছামি ভবামি কুলনাশকঃ। দারয়িষ্যথ মাং মূর্দ্ধ্নি নরকে পাতয়িষ্যথ॥ ৭॥ অথ মুদ্রাবিধিং বক্ষ্যে ভূতিনীমন্ত্রসাধনং। বামমুষ্টিং দৃঢ়ং বদ্ধা মধ্যমাঞ্চ প্রসারয়েৎ। আবাহনী মুদ্রা উত্তমাঙ্গুলিসাধিনী॥ ৮॥ অন্যোঽন্যমুষ্টিসংযুক্তা তর্জ্জনীঞ্চ প্রসারয়েৎ। সিধ্যতে তৎক্ষণাদেব ভূতিনী সত্যপালিনী॥ ৯॥ বামহস্তে দৃঢ়াং মুষ্টিং কনিষ্ঠাঞ্চ প্রসারয়েৎ। ভূতিনাকর্ষিণী মুদ্রা সান্নিধ্যকারিণী স্মৃতা॥ ১০॥ প্রসার্য্য বামহস্তঞ্চ তর্জ্জনীং কুটিলাকৃতিং। জ্যেষ্ঠাঙ্গুলিনা বদ্ধা ভূতিনীবশকারিণী॥ ১১॥ বামমুষ্টিং দৃঢ়াং কৃত্বা নামিকাঞ্চ প্রসারয়েৎ। ভূতিনাকর্ষিণী মুদ্রা সর্ব্ববিঘ্নবিঘাতিনী॥ ১২॥ বামহস্তে দৃঢ়াং মুষ্টিং জ্যেষ্ঠাঙ্গুলীং প্রসারয়েৎ। সম্মুখীকরণমুদ্রেয়ং সর্ব্বদুষ্টভয়ঙ্করী॥ ১৩॥ বামহস্তে দৃঢ়াং মুষ্টিং কনিষ্ঠাঞ্চ প্রসারয়েৎ। ভূতিনী সমযো মুদ্রা শীঘ্রা-গমনকারিণী। যদি শীঘ্রং ন চায়াতি ম্রিয়তে শ্বাতি ধ্রুবং। চক্ষুঃ স্ফুটতি ভূতিন্যাঃ শিরঃ স্ফুটতি নিশ্চিতং। তথাপি যদি নায়াতি ভূতিনী কালমাক্রমেৎ। ক্রোধেনানেন চাকৃষ্য জপেদষ্টসহস্রকং॥ ১৫॥ আদিবীজং বিনা চান্তে কূর্চ্চং লজ্জাঙ্কুশঃপরং। অমুকভূতিনী কূর্চ্চাদিভিঃ সংপুটিতো মনুঃ। অক্ষি মূর্দ্ধ্নি স্ফুটতোঽপি যদি নায়াতি সত্বরং। শুষ্যতে ম্রিয়তে বাপি নরকে পততি ধ্রুবং॥ ১৬॥

এই অষ্ট প্রকার মহামন্ত্র নৃপতি বজ্রহস্ত উন্মত্তভৈরব কহিলেন। এই মন্ত্র সকল গ্রহণমাত্র সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়॥ ৪॥ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অপরাজিতভৈরবাদি সকলে কহিলেন,—আমরা ভূতিনীর সহিত সাধকের ইষ্টসিদ্ধি প্রদান করিব॥ ৫॥ ভৈরব বলিলেন,—যদি কাল বৃথা যাপন করিয়া তোমরা নির্ভয় হইয়া থাক, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদিগকে সবংশে নাশ করিব॥ ৬॥ অনন্তর ভূতগণে পরিবৃত হইয়া ভূতনাথ অপরাজিত বলিলেন,—ক্রোধভৈরবের উপাসককে মুদ্রামন্ত্রাদি দ্বারা যদি আমি স্বসিদ্ধি প্রদান না করি, তাহা হইলে আমি কুলনাশক হইব। এবং আপনি আমার মস্তক বিদীর্ণ করিবেন ও নরকে পাতিত করিবেন॥ ৭॥ অনন্তর ভূতিনীমন্ত্রসাধনার্থ মুদ্রাবিধি বলিতেছি। বাম হস্তে দৃঢ় রূপে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মধ্যমাঙ্গুলি প্রসারিত করিবে। ইহার নাম পূজনী মুদ্রা। এই মুদ্রায় অঙ্গুলির উত্তমতা হয়॥ ৮॥ উভয় হস্তের মুষ্টি পরস্পর সংযুক্ত করিয়া উভয় হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলী প্রসারিত করিবে। এই মুদ্রায় তৎক্ষণাৎ ভূতিনীসিদ্ধি হয়॥ ৯॥ বাম হস্তে দৃঢ় মুষ্টি বদ্ধ করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলী প্রসারিত করিবে, ইহার নাম আকর্ষণী মুদ্রা, এই মুদ্রায় দেবতার সন্নিধান হয়॥ ১০॥ বাম হস্তের সমস্ত অঙ্গুলি প্রসারিত করিবে, কেবল কনিষ্ঠাঙ্গুলি কুণ্ডলাকৃতি করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিবে, এই মুদ্রায় ভূতিনী বশীভূতা হয়॥ ১১॥ বামহস্তে দৃঢ় মুষ্টি বন্ধন করিয়া অনামিকাঙ্গুলি প্রসারিত করিবে। এই ভূতিনী আকর্ষিণী মুদ্রা সর্ব্ব বিঘ্ন নিবারণ করে॥ ১২॥ বামহস্তে দৃঢ়রূপে মুষ্টিবন্ধন করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রসারিত করিবে। এই সম্মুখীকরণ মুদ্রা সর্ব্ব দুষ্টের ভয় উৎপাদন করে॥ ১৩॥ বাম হস্তে দৃঢ়রূপ মুষ্টি বন্ধন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রসারিত করিবে। ইহার নাম ভূতিনী মুদ্রা, এই মুদ্রা প্রদর্শনে দেবতা শীঘ্র আগমন করেন॥ ১৪॥ পূর্ব্বোক্ত মুদ্রা সকল করিলেও যদি

ভূতিনী আগমন না করে, তবে নিশ্চয় ভূতিনীর চক্ষু ও শির স্ফুটিত হয়। তথাপিও আগমন না করিয়া যদি কাল অতিক্রম করে, তবে ক্রোধমন্ত্রে আকর্ষণ করিয়া অষ্টাধিক সহস্রবার মন্ত্র জপ করিবে॥ ১৫॥ ক্রোধমন্ত্রো যথা।—ওঁ কট্ কট্ হুঁ হ্রীঁ অমুক ভূতিনী হুঁ ফট্ স্বাহা। এই মন্ত্র জপকরিলেও যদি শীঘ্র আগমন না করে, তবে চক্ষু ও মস্তক স্ফুটিত হয়, শরীর শুষ্ক হয়, প্রাণবিয়োগ হয় ও নরকে পতিত হয়॥ ১৬॥

অষ্টসুন্দরীমধ্যে কুলসুন্দরীসিদ্ধিপ্রকরণ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি ভূতিনীসিদ্ধিসাধনং। নদীসঙ্গমমাসাদ্য মণ্ডলং চন্দনাত্মকং। কৃত্বা পুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য গুগ্গুলুনা প্রধূপয়েৎ। জপেদষ্টসহস্রন্তু সিদ্ধা স্যাৎ কুলসুন্দরী॥ ১৭॥ ততঃ ক্রোধমন্ত্রং স্মৃত্বা সহস্রং প্রজপেন্নিশি। আয়াতি নিশ্চিতং দদ্যাদর্ঘ্যং জাতীদকেন চ। ততঃ কাময়িতব্যা সা ভার্য্যা ভবতি নিশ্চিতং। ত্যক্ত্বা স্বর্ণপলং যাতি প্রভাতে চ দিনে দিনে। মাসাভ্যন্তর এবন্তু সিধ্যতে কুলসুন্দরী॥ ১৮॥

অনন্তর ভূতিনী সিদ্ধি প্রকরণ বলিব। কোন নদীর সঙ্গমস্থলে গমনকরিয়া রক্তচন্দন দ্বারা মণ্ডল করিবে। এবং গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া গুগ্গুলুদ্বারা ধূপ দিবে। তৎপরে অষ্টসহস্র জপ করিলে কুলসুন্দরী সিদ্ধা হইবে। এই মন্ত্র পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে॥ ১৭॥ তৎপরে ক্রোধমন্ত্র স্মরণকরিয়া রাত্রিতে সহস্রবার মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে ভূতিনী নিশ্চয় আগমন করিবেন, তদনন্তর জাতীফলোদক দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ইহাতে কুলসুন্দরী তুষ্ট হইয়া নিশ্চয় ভার্য্যা হন। সমস্ত রাত্রি ভার্য্যা রূপে সাধকের নিকট থাকিয়া প্রভাতকালে এক পল (৮ তোলা) স্বর্ণ প্রদান করিয়া গমন করেন। এই প্রকারে এক মাস ব্যবহার করিলেই কুলসুন্দরী সিদ্ধা হন॥ ১৮॥ ক্রমশঃ—

অষ্টযোগিনীমধ্যে সুরসুন্দরীসিদ্ধিপ্রকরণ।

শ্রীমত্যুন্মত্তভৈরব্যুবাচ।—ভূতেশ পরমেশান্ রবীন্দ্বগ্নিবিলোচন। যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ যোগিনীসাধনং বদ॥ শ্রীমদুন্মত্তভৈরব-উবাচ।—অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনীসাধনোত্তমম্। সর্ব্বার্থসাধনং নাম দেহিনাং সর্ব্বসিদ্ধিদম্। অতিগুহ্যা মহাবিদ্যা দেবানামপি দুর্ল্লভা। যাসাং সমভ্যর্চ্চনং কৃত্বা যক্ষেশো ভুবনাধিপঃ। তাসামাদ্যাং প্রবক্ষ্যামি সুরাণাং সুন্দরীং প্রিয়ে। যস্যাঃ স্তাভ্যর্চ্চনেনৈব রাজত্বং লভতে নরঃ॥ অথ প্রাতঃ সমুত্থায় কৃত্বা স্নানাদিকং শুভম্। প্রাসাদঞ্চ সমাসাদ্য কুর্য্যাদাচমনং ততঃ। প্রণবান্তে সহস্রারং হুং ফট্ দিগ্বন্ধনং চরেৎ। প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাৎ মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ। ষড়ঙ্গং মায়য়া কুর্য্যাৎ পদ্মমষ্টদলং লিখেৎ। তস্মিন্ পদ্মে তথা মন্ত্রী জীবন্যাসং সমাচরেৎ। পীঠে দেবীং সমভ্যর্চ্চ্য ধ্যায়েদ্দেবীং জগৎপ্রিয়াম্। ওঁ পূর্ণচন্দ্রনিভাং দেবীং বিচিত্রাম্বরধারিণীম্। পীনোত্তুঙ্গকুচাং বামাং সর্ব্বজ্ঞামভয়প্রদাম্। ইতি ধ্যাত্বা চ মূলেন দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং শুভম্। পুনর্ধূপং নিবেদ্যৈব নৈবেদ্যং মূলমন্ত্রতঃ। গন্ধচন্দনতাম্বূলং সকর্পূরং সুশোভনম্॥

উন্মত্তভৈরবী বলিতেছেন হে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিলোচন ভূতেশ্বর! যদি তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে আমার নিকট যোগিনীসাধন বল। উন্মত্তভৈরব বলিতেছেন, হে দেবি! আমি যোগিনীসাধন বলিব। এই সাধনে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। ইহা অতি গোপনীয় এবং দেবতাদিগেরও দুর্লভ। যাহাদিগের অর্চ্চনা করিয়া যক্ষেশ্বর ত্রিভুবনের অধিপতি হইয়াছেন এবং যাঁহাদের আরাধনাতে রাজত্ব লাভ হয়, তাহাদের সাধনপ্রণালী বলিব। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানসন্ধ্যাদি করিয়া হৌঁ এই মন্ত্রে আচমন করিবে। ওঁ সহস্রারং হুং ফট্, এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিয়া মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে। হ্রীঁ এই মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া অষ্টদল পদ্ম লিখিবে, ঐ পদ্মমধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পীঠপূজাপূর্ব্বক দেবীর ধ্যান করিবে। দেবী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আভাবিশিষ্টা এবং বিচিত্র বস্ত্র পরিধায়িনী, দেবীর স্তনদ্বয় স্থূল ও তুঙ্গ, ইনি সর্ব্বজ্ঞা ও বরাভয়প্রদা। এইপ্রকার রূপ চিন্তাকরতঃ ধ্যান করিবে। এইরূপে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে পাদ্যাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পুনর্ব্বার মূলমন্ত্রে ধূপ নিবেদন করিয়া নৈবেদ্য প্রদান করিবে। তৎপরে গন্ধ, চন্দন ও কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বূলপ্রদান করিবে॥

প্রণবান্তে ভুবনেশি আগচ্ছ সুরসুন্দরি। বহ্নের্জায়া জপেন্মন্ত্রং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ দিনে দিনে। সহস্রৈকপ্রমাণেন ধ্যাত্বা দেবীং সদা বুধঃ। মাসান্তদিবসং প্রাপ্য বলিপূজাং সুশোভনম্। কৃত্বা চ প্রজপেন্মন্ত্রং নিশীথে যাতি সুন্দরী। সুদৃঢ়ং সাধকং জ্ঞাত্বা যাতি সা সাধকালয়ে। সুপ্রিয়া সাধকাগ্রে সা সদা স্মেরমুখী ততঃ। দৃষ্ট্বা দেবীং সাধকেন্দ্রো দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং শুভং। স চন্দনং সুমনসো দত্ত্বাভিলষিতং বদেৎ। মাতরং ভগিনীং বাথ ভার্য্যাং বা ভক্তিভাবতঃ। যদি মাতা তদা বিত্তং দ্রব্যঞ্চ সুমনোহরম্। নৃপতিত্বং প্রার্থিতং যত্তদ্দদাতি দিনে দিনে। পুত্রবৎ পালয়েল্লোকে সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতম্। স্বসা দদাতি দ্রব্যঞ্চ দিব্যং বস্ত্রং তথৈব চ। দিব্যকন্যাং সমানীয় নাগকন্যাং দিনে দিনে। যদ্যদ্বর্ত্তি ভূতঞ্চ ভবিষ্যতীতি তৎ পুনঃ। তৎসর্ব্বং সাধকেন্দ্রায় নিবেদয়তি নিশ্চিতম্। যদ্যৎ প্রার্থয়তে সর্ব্বং দদাতি সা দিনে দিনে। ভ্রাতৃবৎ পালিতং লোকে কামনাভির্ম্মনোগতৈঃ। ভার্য্যা বা যদি সা দেবী সাধকস্য মনোহরা। রাজেন্দ্রঃ সর্ব্বরাজানাং সংসারে সাধকোত্তমঃ। স্বর্গলোকে চ পাতালে গতিঃ সর্ব্বত্র নিশ্চিতা। যদ্যদ্দদাতি সা দেবী কথিতুং নৈব শক্যতে। তয়া সার্দ্ধং সম্ভোগং করোতি সাধকোত্তমঃ। অন্যস্ত্রীগমনং ত্যাজ্যমন্যথা নশ্যতি ধ্রুবম্॥

ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ সুরসুন্দরি স্বাহা, এই মূল মন্ত্র প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা দেবীর ধ্যান করিয়া এক সহস্র করিয়া জপ করিবে। এইরূপ একমাসপর্য্যন্ত জপকরিয়া মাসান্ত দিবসে পূজাকরিয়া বলিপ্রদান করিবে। তৎপরে একচিত্তে জপ করিতে থকিবে। নিশীথ সময়ে দেবী সাধককে দৃঢ় ভক্তিযুক্ত জানিয়া তাহার নিকটে আগমন করিয়া থাকেন। এবং দেবী সদা হাস্যমুখী ও প্রেমবিশিষ্টা হইয়া সাধকের নিকটে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তখন সাধক দেবীকে দেখিয়া পাদ্যাদি প্রদান করিবে। তৎপরে সচন্দন পুষ্প প্রদান করিয়া মনোগত অভিলাষ প্রকাশ করিয়া বলিবে। অর্থাৎ সাধক দেবীকে মাতা, ভগিনী, অথবা ভার্য্যা বলিয়া সম্বোধন করিবে। যদি সাধক দেবীকে মাতৃসম্বোধন করে, তাহা হইলে দেবী বিত্ত, উত্তম দ্রব্য, রাজত্ব এবং যাহা যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই দেবী প্রদান করিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন। ভগিনী সম্বোধন করিলে নানাবিধ দ্রব্য ও দিব্যবস্ত্র প্রদান করিয়া দিব্য কন্যা আনিয়া দেন। সাধক এই সাধনবলে ভূতভবিষ্যৎ বলিতে পারে। এবং যাহা প্রার্থনা করে, দেবী তৎসমুদায় প্রতিদিবস প্রদান করিয়া থাকেন। যদি দেবী সাধকের ভার্য্যা হন, তবে সাধক সর্ব্বরাজপ্রধান হয়। এবং স্বর্গে ও পাতালে গমন করিতে পারে। এই সাধনে দেবী যে যে দ্রব্য প্রদান করেন, তাহা বর্ণন করিবার শক্তি নাই। অন্য স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া এই দেবীর সহিত সম্ভোগ করিতে হয়। অন্য স্ত্রী সম্ভোগ করিলে ক্রোধরাজ তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকেন॥ ক্রমশঃ—

অষ্টশ্মশানবাসিনীমধ্যে ঘোরমুখীসিদ্ধিপ্রকরণ।

বিষং প্রাথমিকং কালবীজং দ্বিগুণমীরিতং। প্রালেয়মথ ভূতেশ বীজং কটুদ্বয়ং পুনঃ। ততঃ সর্ব্বভূতিনীনাং পদং ভগবতঃ পদং। বজ্রধরস্য সময়মনুপালয় সংলিখেৎ। হনবধাক্রমপদং সমুদ্ধৃত্য দ্বয়ং দ্বয়ং। ভোভো রাত্রাবিতি পদাৎ শ্মশানবাসিনীপদম্। আগচ্ছ শীঘ্রং কূর্চ্চাস্ত্র ভূতিন্যাহ্বানকৃন্মনুঃ॥

ওঁ হ্রীঁ হুঁ হুঁ ওঁ হ্রীঁ কটু কটু সর্ব্বভূতিনীনাং ভগবতো বজ্রধরস্য সময় মনুপালয় হন হন বধ বধ আক্রম আক্রম ভো ভো রাত্রৌ শ্মশানবাসিনী আগচ্ছ শীঘ্রং হুঁ ফট্, এই মন্ত্র ভূতিনীর আবাহন কারক॥

তারং জ্বলযুগং পশ্চাদ্বিধুনৈব চলদ্বয়ম্। চালয়প্রবিশৌ প্রাগ্বজ্জ্বল তিষ্ঠ দ্বয়ং দ্বয়ং। সময়মনুপালয় পদং ভোভো রাত্রাবুদীরয়েৎ। শ্মশানবাসিনী কালবরাদস্ত্রদ্বয়ান্বিতঃ। অসৌ শ্মশানবাসিন্যা মনুঃ সময়সংজ্ঞকঃ। শ্মশানবাসিনীমন্ত্রমতো বক্ষ্যে যথাক্রমং॥

ওঁ জ্বল জ্বল বিধুন চল চল চালয় চালয় প্রবিশ প্রবিশ জ্বল জ্বল তিষ্ঠ তিষ্ঠ সময় মনুপালয় ভো ভো রাত্রৌ শ্মশানবাসিনী হুঁ হুঁ কট্ কট্ স্বাহা এই শ্মশানবাসিনীর সময়সংজ্ঞক মন্ত্র কথিত হইল॥

পঞ্চরশ্মিঃ সমুদ্ধৃত্য চলদ্বয় পঠদ্বয়ং। মহাপদমতো দেয়াং ভূতিনীং সাধয়েতি। কুলে প্রিয়ে স্ফুরযুগং তদবিস্ফুর কটু চ। ততঃ প্রতিহতপদং জয়বিজয়যুগ্মকং। তর্জ্জযুগ্মং কালযুগ্মং ফট্যুগ্ম প্রথদ্বয়ং। বিষমাগ্নিপ্রিয়ান্তেয়ং প্রোক্তা দংষ্ট্রাকরালিনী॥

ওঁ চল চল পঠ পঠ মহাভূতিনীং সাধয় কুলে প্রিয়ে স্ফুর স্ফুর, বিস্ফুর বিস্ফুর কটু কটু প্রতিহত জয় জয় বিজয় বিজয় তর্জ্জ তর্জ্জ হুঁ হুঁ ফট্ ফট্ প্রথ প্রথ ওঁ স্বাহা। এই মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদ॥

প্রাণের প্রথমং সৃষ্ট্বা ততো ঘোরমুখীপদং। শ্মশানবাসিনীশব্দাৎ সাধকানুপদান্ততঃ। কুলেঽপ্রতিহতপদং সিদ্ধিদায়ক ইত্যপি। অবাদিসৃষ্টিত্রিতয়ং নতিজ্বলনবল্লভা। ইদং ঘোরমুখীমন্ত্র মুহুর্মিষ্টার্থসাধকম্॥

ওঁ ঘোরমুখী, শ্মশানবাসিনী সাধকানুকুলে অপ্রতিহতসিদ্ধিদায়িকে ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ নমঃস্বাহা। এই মন্ত্র সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদান করে। এবং এই ঘোরমুখীমন্ত্রে ইষ্টার্থ সাধন হয়॥

ক্রমশঃ—

চেটিকাভূতিনীসাধন।

হালাহলং সমুদ্ধৃত্য রৌদ্রবীজমতঃপরং। কালবীজ দ্বিধা কটুদ্বয়ং হালাহলং পুনঃ। অমুকঞ্চ দ্বিধা ক্রোধবীজং তারং কলান্বিতং। অনেন সহিতং মন্ত্রং জপেদষ্টসহস্রকং। ভূতিন্যো দাসতাং যান্তি শীঘ্রমাগত্য নান্যথা। অক্ষি মূর্দ্ধি স্ফুটত্যাশু কুর্ব্বন্তি যদি নান্যথা। নশ্যন্তি সকলান্ ঘোরান্ ক্রোধরাজস্য জাপতঃ॥ ৩॥ গোরোচনেন সংলিখ্য ভূতিনীপ্রতিমাং শুভাং। আক্রম্য বামপাদেন জপেদষ্টসহস্রকং। হাহা হীহী মহাশব্দেনাগত্যাপি চ ভাষতে। ভোভোঃ কিমাজ্ঞাপয়সি চেটী ত্বং ভব সাধকঃ। চেটীকর্ম্ম করোত্যেবং যাবজ্জীবঞ্চ ভূতিনী॥ ৪॥ গোরোচনেন সংলিখ্য ভূতিনীপ্রতিমামিমাং। আক্রম্য বামপাদেন জপেদষ্টসহস্রকং। কথাদেব সমায়াতি ধনিনায়াতি সম্মুখে। সর্ষপৈস্তাড়য়েদুচ্চৈর্মন্ত্রমেনমুদীরয়েৎ। তারং ভূতেশ্বরীবীজং ক্রোধবীজ দ্বয়ং ততঃ। মম শত্রূনিতিপদং মারয়দ্বয়মীরয়েৎ। বীজং প্রাথমিকং কূর্চবীজমাদায় সংযুতং। এবমুচ্চারিতে তীব্রজবেনাক্রমিতা সতী। ম্রিয়তে ভূতিনী জীবেৎ মৃতা ক্ষৌদ্রাভিষেচনাৎ। এবং সা জীবিতা দদ্যাদ্বস্ত্রালঙ্কারভোজনং। দাসীকর্ম্ম করোত্যেবং বজ্রপাণিপ্রসাদতঃ॥ ৫॥ বিহারদ্বারমাগত্য জপেদষ্টসহস্রকং। যামিন্যাং কুণ্ডলবতী ভূতিন্যায়াতি তোষিতা। বলিদানৈস্তদেব্যৎস কিমাজ্ঞাপয়সি স্ফুটং। সাধকেনাপি বক্তব্যং মাতৃবৎ পরিপালয়। অনোপম্যানি বস্ত্রাণি ভোজ্যানি ভূষণানি চ। দদাতি কুণ্ডলবতী ম্রিয়তে শুষ্যতেঽন্যথা॥

ওঁ হৌঁ ক্রুঁ ক্রুঁ ক্রুঁ কটু কটু ওঁ অমুকং ক্রুঁ ক্রুঁ ক্রুঁ ওঁ অঃ এই মন্ত্র অষ্ট সহস্র জপ করিলে ভূতিনীগণ দাসী হইয়া শীঘ্র আগমন করেন। আগমন না করিলে ভূতিনীগণের চক্ষু ও মস্তক স্ফুটিত হয়। ক্রোধরাজের মন্ত্র জপকরিলে সকল শত্রু বিনাশ হইয়া থাকে॥ ৩॥ গোরোচনা দ্বারা ভূতিনীর প্রতিমূর্ত্তি করিয়া বামপাদে আক্রমণ করিয়া অষ্ট সহস্র জপ করিবে। ইহাতে ভূতিনীগণ হাহা হীহী ইত্যাদি মহাশব্দ করত আগমনকরেন, এবং সাধককে বলেন, ওহে! তোমার কি কার্য্য করিতে হইবে? আজ্ঞা কর। তখন সাধক বলিবে, তোমরা আমার দাসী হইয়া যাবজ্জীবন আমার নিটক থাক॥ ৪॥ গোরোচনা দ্বারা ভূতিনীর প্রতিমা অঙ্কিত করিয়া বামপাদ দ্বারা আক্রমণ পূর্ব্বক অষ্টসহস্র মন্ত্র জপকরিবে। এইরূপ জপকরিলে তৎক্ষণাৎ ভূতিনী সাধকের নিকট আগমন করেন। যদি উক্তরূপ জপে আগমন না করেন, তবে ওঁ হ্রীঁ কৃঁ কৃঁ কৃঁ মম শত্রূন্ মারয় মারয় হ্রীঁ হুঁ অঃ, এই মন্ত্রে শ্বেত সর্ষপ দ্বারা ভূতিনীকে তাড়ন করিবে। ইহাতে ভূতিনী অতি দ্রুতবেগে আগমন করেন। যদি উক্ত তাড়নাতে ভূতিনীর মৃত্যু হয়, তবে মধুদ্বারা তাহার গাত্র সিঞ্চনকরিবে, তাহাতে ভূতিনী জীবিত হইয়া সাধকের দাসীকর্ম্ম করেন॥ ৫॥ বিহারগৃহের দ্বারদেশে গমন করিয়া অষ্টসহস্র জপকরিবে। এইরূপ সাধনকরিলে রাত্রিতে ভূতিনী হৃদয়ারোহণে আগমন করেন। তখন সাধক বলিদানাদি প্রদানকরিবে, ইহাতে ভূতিনী তুষ্টা হইয়া বলিবেন, তোমার কি কার্য্য করিতে হইবে? স্পষ্ট করিয়া বল, সাধক বলিবে, আমাকে মাতৃবৎ পালন কর। ইহাতে ভূতিনী সাধককে অনুপম বস্ত্র, বিবিধভোজন ও নানাপ্রকার ভূষণাদি প্রদানকরেন। ইহার অন্যথা হইলে ভূতিনীর মৃত্যু অথবা দেহ শুষ্ক হয়॥ ৬॥

ঐ অষ্টভূতিনীমধ্যে কুণ্ডলধারিণী সিদ্ধিপ্রকরণ।

চম্পাবৃক্ষতলে রাত্রৌ জপেদষ্টসহস্রকং। দিনানি ত্রীণি জপান্তে উদারাং পূজয়েত্ততঃ। ধূপঞ্চ গুগ্গুলুং দত্ত্বা পুনারাত্রৌ জপেন্মনুং। অর্দ্ধরাত্রিগতে দেবী সমায়াতি ভূতিনী। দত্বা চন্দনতোয়েনার্ঘং তুষ্টা মাত্রাদিকা ভবেৎ। মাতেত্যষ্টশতানাং বস্ত্রালঙ্কারভোজনং। ভগিনী চেদ্দূরা নারীং দূরাদাকৃষ্য সুন্দরীং। রসং রসায়নং দিব্যং দিব্যানঞ্চ প্রযচ্ছতি। ভার্য্যা চ পৃষ্ঠমারোপ্য স্বর্গং নয়তি কামিতা। দীনারাণাং সহস্রাণি নিত্যাং রসরসায়নং। ভোজনং কামিকং দেবী সাধকায় প্রযচ্ছতি॥ ৪॥ রাত্রৌ গত্বা শ্মশানে চ জপেদষ্টসহস্রকং। জপান্তে কুণ্ডলবতী সমাগচ্ছতি সন্নিধিং। রুধিরার্ঘেণ সন্তুষ্টা মাতৃবৎ পালয়ত্যপি। পঞ্চবিংশতি দীনারং দদাতি ম্রিয়তেঽন্যথা॥ ৫॥

রাত্রিকালে চম্পাবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া অষ্ট সহস্র ভূতিনীমন্ত্র জপকরিবে। এইরূপ তিন দিবস জপকরিয়া মহাপূজা করিবে। তৎপরে গুগ্গুলু দ্বারা ধূপ প্রদান করত পুনর্ব্বার মন্ত্রজপ আরম্ভকরিতে হইবে। অর্দ্ধরাত্রি গত হইলে ভূতিনী দেবী আগমন করেন। ঐ সময় চন্দনোদক দ্বারা অর্ঘ প্রদান করিবে। ইহাতে ভূতিনীদেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের ইচ্ছানুসারে মাতা, ভগিনী অথবা ভার্য্যা হইয়া থাকেন। মাতা হইলে অষ্টশত বস্ত্রঅলঙ্কার ও ভোজন প্রদানকরেন। ভগিনী হইলে দূর হইতে সুন্দরী কামিনী আনয়নকরিয়া সাধককে অর্পণকরেন এবং নানাবিধ রসায়ন ভোজ্যবস্তু প্রদানকরেন। ভার্য্যা হইলে সাধককে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া স্বর্গপুরে লইয়া যান এবং প্রতিদিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও নানাবিধ রসান্বিত অভিলষিত ভোজনদ্রব্য প্রদানকরিয়া থাকেন॥ ৪॥ রাত্রিকালে শ্মশানে গমনকরিয়া অষ্টসহস্র জপকরিবে। জপান্তে কুণ্ডলবতী ভূতিনী সাধকের নিকট আগমনকরেন। তৎকালে সাধক রুধির দ্বারা অর্ঘ্য প্রদানকরিবে। ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া মাতার ন্যায় সাধককে প্রতিপালনকরেন এবং পঞ্চবিংশতি স্বর্ণমুদ্রা অর্পণকরিয়া থাকেন॥ ৫॥

ক্রমশঃ—

অপ্সরাগণমধ্যে উর্ব্বশীসিদ্ধিপ্রকরণ।

উর্ব্বশীর মন্ত্র। ওঁ শ্রীঁ উর্ব্বশী স্বাহা।

রাত্রৌ দেবগৃহং গত্বা চন্দনেন চ মণ্ডলং। কৃত্বা ধূপং ততোদত্ত্বাযুতং মাসং জপেন্মনুং। মাসান্তে মহতীং পূজাং কৃত্বা রাত্রৌ জপেদ্বরং। নিশান্তে সমায়াতি প্রদদ্যাৎ কুসুমাসনং। তুষ্টে চ স্বাগতে প্রশ্নে কিমিচ্ছসি চ ভাষতে। সাধকঃ প্রাহ ভার্য্যা ত্বং ভব যচ্ছ রসায়নং। পাতি বর্ষসহস্রাণি অপ্সরাঃ বশমুর্ব্বশী। পরস্ত্রীং বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বামন্যথা ম্রিয়তে ধ্রুবং॥

রাত্রিকালে কোন দেবালয়ে গমনানন্তর চন্দন দ্বারা মণ্ডল করিয়া ধূপ প্রদান পূর্ব্বক ওঁ শ্রীঁ উর্ব্বশী স্বাহা, এই মন্ত্র দশ সহস্র জপকরিবে। এইরূপে এক মাসপর্য্যন্ত জপকরিয়া মাসান্তে মহতী পূজা পূর্ব্বক রাত্রিতে জপকরিবে। সমস্ত রাত্রি এই রূপে জপকরিলে রাত্রিশেষে দেবী আগমনকরিয়া থাকেন। তখন সাধক পুষ্পাসন প্রদান করিবে। ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া সাধকের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিবেন, তুমি কি অভিলাষ করিতেছ? তখন সাধক বলিবে, হে দেবি! তুমি আমার ভার্য্যা হও এবং বিবিধ রসবিশিষ্ট ভোজ্য দ্রব্য আমাকে অর্পণকর। এই প্রকারে মন্ত্রসিদ্ধি হইলে উর্ব্বশী অপ্সরা সাধককে সহস্র বর্ষ পালন করিয়া থাকেন। এই দেবতা সিদ্ধ হইলে সাধকের অন্য স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে হইবে, নচেৎ সাধকের মৃত্যু হইয়া থাকে॥

ক্রমশঃ—

যক্ষিণীগণমধ্যে কামেশ্বরীসিদ্ধিপ্রকরণ।

কামেশ্বরীমন্ত্র। ওঁ মাতঙ্গাগচ্ছ কামেশ্বরী স্বাহা।

গোরোচনেন প্রতিমাং ভূর্জ্জপত্রে বিধায় চ। শয্যামারুহ্য একাকী সহস্রং প্রজপেন্মনুং। মাসান্তে মহতীং পূজাং কৃত্বা রাত্রৌ পুনর্জ্জপেৎ। ততোঽর্দ্ধরাত্রে আয়াতি ভার্য্যা ভবতি কামিকা।

দিব্যালঙ্কারং ত্যক্ত্বা শয়নে প্রত্যহং ব্রজেৎ। পরস্ত্রীগমনত্যাগোহন্যথা মৃত্যুরধ্রুবঃ। ইয়ং কামেশ্বরী দেবী বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী। চিন্তয়েত্তাং স্বর্ণবর্ণাং দিব্যালঙ্কারভূষিতাং। সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাং শক্তিং সর্ব্বজ্ঞানতরপ্রদাং। জাতীপ্রভৃতিভিঃ পুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য ঘৃতোৎপলাঃ। এবং প্রসাধিতে মন্ত্রে মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥

ভূর্জ্জপত্রে গোরোচনাদ্বারা প্রতিমা অঙ্কিত করিয়া রাত্রিকালে একাকী শয্যাতে বসিয়া পূর্ব্ব কথিত কামেশ্বরীমন্ত্র সহস্রবার জপকরিবে। এই প্রকার এক মাস মন্ত্র জপকরিয়া মাসান্তে দেবীর পূজা করিয়া রাত্রিতে পুনর্ব্বার মন্ত্রজপ আরম্ভ করিবে। ইহাতে অর্দ্ধরাত্রিসময়ে কামেশ্বরী আগমনকরিয়া সাধকের ভার্য্যা হইয়া থাকেন, এবং সাধকের সহিত রাত্রি জাপন করিয়া শয্যাতে দিব্য অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করেন। এই দেবতা সিদ্ধ হইলে অন্য স্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করিতে হয়, অন্যথা শীঘ্রই সাধকের মৃত্যু হইয়া থাকে। এই রূপে কামেশ্বরীর আরাধনা করিলে দেবী সিদ্ধা হইয়া সাধকের বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করেন॥ ৭॥

যক্ষিণীমুদ্রা।

মুষ্টিমন্যোন্যমাশ্বায় কনিষ্ঠে বেষ্টয়েদ্ধস্তে। প্রসার্য্যাকুঞ্চয়েত্তর্জ্জন্যৌ কার্য্যৌ তাবঙ্কুশাকৃতী। ইয়ং ক্রোধাঙ্কুশী মুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণক্ষমা॥

অনন্তর যক্ষিণীমুদ্রা কথিত হইতেছে। উভয় হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয় পরস্পর বেষ্টন করিবে। তৎপরে তর্জনীদ্বয় প্রসারিত করিয়া অঙ্কুশাকৃতী করিবে। ইহার নাম ক্রোধাঙ্কুশীমুদ্রা, এই মুদ্রাদ্বারা ত্রিভুবন আকর্ষণ করিতে পারা যায়॥

পাণী সমৌ বিধায়াথ বিপরীতমধ্যমাদ্বয়ং। কৃত্বা তির্য্যগনামান্তে বাহ্যতঃ স্থাপয়েদ্ধ্রুবঃ। তর্জ্জন্যাভিনিবিষ্টেন কনিষ্ঠা গর্ভসংস্থিতা। জ্যেষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেনাহ্বয়েদ্‌যক্ষিণীঃ সর্ব্বাং হি মুদ্রয়া॥

যক্ষিণীর মুদ্রান্তর কথিত হইতেছে। হস্তদ্বয় সমান করিয়া বিপরীত মধ্যমাদ্বয় তির্য্যক্‌ভাবে অনামিকার প্রান্তে স্থাপন করিবে। তৎপরে তর্জ্জনীদ্বারা আকৃষ্ট কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয়কে হস্ত গর্ভে রাখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা আহ্বান করিবে॥

বিষবীজং সমুদ্ধৃত্য বীজং প্রাথমিকং ততঃ। আভাষ্য তামসীং গচ্ছ সংযুক্তাং দ্বিঃ সমুদ্ধরেৎ। যক্ষিণ্যাগ্নিপ্রিয়ান্তোহয়ং যক্ষিণ্যাহ্বানকৃন্মনুঃ। আহ্বানমুদ্রয়া বামাঙ্গুষ্ঠেনাপি বিসর্জ্জয়েৎ। যক্ষিণীমনুনানেন বক্ষ্যমাণেন পূজিতা। প্রালেয়ঃ রৌদ্রীয়ঃ বীজং গচ্ছদ্বয়সমন্বিতং। অমুকযক্ষিণ্যুদ্ধৃত্য পুনরাগমনায় চ। দ্বিঠান্তমুদ্ধরেন্মন্ত্রং যক্ষিণীনাং বিসর্জ্জয়েৎ॥

ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছাগচ্ছ অমুকযক্ষিণি স্বাহা, এই মন্ত্রে যক্ষিণীর আহ্বান করিবে। আহ্বানমুদ্রা কিম্বা বামাঙ্গুষ্ঠদ্বারা ওঁ হ্রীঁ গচ্ছ গচ্ছ অমুক যক্ষিণী পুনরাগমনায় স্বাহা, এই মন্ত্রে যক্ষিণীকে বিসর্জ্জন করিবে॥

কৃত্বান্যোন্যমুক্তে মুষ্টি প্রসার্য্য মধ্যমাদ্বয়ং। সম্মুখীকরণী মুদ্রা যক্ষিণীনাং প্রদর্শয়েৎ। বিষং মহাযক্ষিণীতি উদ্ধরেন্মৈথুনপ্রিয়ে। বহ্নিজায়াং তথোক্তোয়ং সম্মুখীকরণো মনুঃ॥

উভয় হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় প্রসারিত করিবে, ইহার নাম সম্মুখীকরণ মুদ্রা। যক্ষিণীর আবাহন করিয়া এই সম্মুখীকরণমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ওঁ মহাযক্ষিণি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা। সম্মুখীকরণে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়॥

অন্যোন্য মুষ্টিমাশ্বায় প্রসার্য্যাকুঞ্চয়েদ্ধস্তে। কনিষ্ঠে চাপি মুদ্রেয়ং সান্নিধ্যকারিণী স্মৃতা। বিষং কামপদাদ্ভোগেশ্বরী স্বাহেতি সংযুতা॥

উভয় হস্তে পরস্পর মুষ্টিবন্ধন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় প্রসারিত করিয়া আকুঞ্চিত করিবে। ইহার নাম সান্নিধ্যকারিণীমুদ্রা, ওঁ কামভোগেশ্বরি স্বাহা, এই মন্ত্র সান্নিধ্যকরণে প্রশস্ত॥

কৃত্বা মুষ্টিং তথান্যোন্যং সাধকানাং হৃদি ন্যসেৎ। বক্ষ্যমাণেন মনুনা মুদ্রাস্থাপনকর্ম্মণি। বিষং বীজং সমুদ্ধৃত্য ত্রৈলোক্যগ্রসনাত্মকং সংযুক্তং ধূম্রভৈরব্যা নাদবিন্দুসমন্বিতং। হৃদয়ায় শিরোন্তোহয়ং হৃদি সংস্থাপয়েন্মনুং॥

উভয়হস্তে পরস্পর মুষ্টিবন্ধন করিয়া ওঁ ক্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ, এই মন্ত্রে ঐ মুষ্টিদ্বয় বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিবে। যক্ষিণীর এই মন্ত্র ও মুদ্রা ত্রিভুবন গ্রাস করিতে পারে॥

কৃত্বা মুষ্টিং তথান্যোন্যং তর্জ্জনীমপি মধ্যমাং। প্রসার্য্য প্রমুখীদেব্যা মুদ্রা মন্ত্রসমন্বিতঃ। বিষং সর্ব্বমনোহারিণীং দ্বিঠান্তং সমুদ্ধরেৎ। পঞ্চোপচারমুদ্রয়া মনুরেষ উদাহৃতঃ॥

উভয় হস্তে পরস্পর মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীকে প্রসারিত করিবে। ইহার নাম প্রমুখীমুদ্রা, এই মুদ্রাদ্বারা ওঁ সর্ব্বমনোহারিণি স্বাহা, এই মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচারে যক্ষিণীর পূজা করিবে॥

ক্রমশঃ—

নাগিনীসাধন।

অষ্টনাগিনীর অষ্টপ্রকার মন্ত্র।

পঞ্চরশ্মেঃ পুন্মনুনা প্রোক্তোনন্তমুখীমনুঃ। বিষবীজাৎ পুঃ কর্কোটমুখীপ্রোক্তো মহামনুঃ। প্রালেয়াৎ পদ্মিনীপুঃ স্বাৎ পদ্মিনীমনুরীরিতঃ। প্রালেয়াৎ কালজিহ্বাপুশ্চতুর্থো মনুরীরিতঃ। বিষান্মহাপদ্মিনো পুরুক্তেয়ং পদ্মিনী পুরা। প্রালেয়াদ্বাসুকী প্রোক্তো মুখী পূর্ব্বমুখী মুখী। তারাং কূর্চ্চদ্বয়াদ্ধৃপ মুখী পূর্ব্বপরো মনুঃ। প্রালেয়াৎ শঙ্খিনীং গৃহ্য ততো বায়ুমুখীপদং। কূর্চ্চদ্বয়মুদ্ধৃত্য শঙ্খিনীমনুরীরিতঃ॥

অনন্তর অষ্টনাগিনীর অষ্টপ্রকার মন্ত্র কথিত হইতেছে। ওঁ পুঃ অনন্তমুখী স্বাহা, এই মন্ত্রে অনন্তমুখী নাগিনীর আরাধনা করিবে। ওঁ পুঃ কর্কোটমুখী স্বাহা, এই মন্ত্রে কর্কোটমুখী নাগিনীর পূজাদি করিতে হয়। ওঁ পুঃ পদ্মিনীমুখী স্বাহা, পদ্মিনীমুখী নাগিনীর এই মন্ত্র। ওঁ কালজিহ্বা পুঃ স্বাহা, এই মন্ত্রে তক্ষকমুখী নাগিনীর আরাধনা করিবে। ওঁ মহাপদ্মিনী স্বাহা, এই মন্ত্রে মহাপদ্মমুখী নাগিনীর পূজাদি করিতে হয়। ওঁ বাসুকীমুখী স্বাহা, এই মন্ত্রে বাসুকীমুখী নাগিনীর উপাসনা করা কর্ত্তব্য। ওঁ হূঁ হূঁ পূর্ব্বভূপমুখী স্বাহা, কুলীরমুখী নাগিনীর এই মন্ত্র। ওঁ শঙ্খিনী বায়ুমুখী হূঁ হূঁ, এই মন্ত্রে শঙ্খিনী নাগিনীর আরাধনাদি করিবে। সাধনপ্রণালী পরে বিবৃত হইবে॥ ক্রমশঃ—

অষ্টকিন্নরীমধ্যে সুরতপ্রিয়া সাধনপ্রকরণ।

সুরতপ্রিয়ার মন্ত্র। ওঁ সুরতপ্রিয়ে স্বাহা।

নীচগাসঙ্গমে রাত্রৌ জপেদষ্টসহস্রকম্। জপান্তে শীঘ্রমায়াতি চাত্মানঃ দর্শয়ত্যপি। স্থিত্বা পুরো দ্বিতীয়েহহ্নি বচনং ভাষিতং পুনঃ। তৃতীয়ে দিবসে প্রাপ্তে ভার্য্যা ভবতি কামিতা। দদ্যাত্তস্যৈ দীনারাণি প্রত্যহং দিব্যবাসসী॥

এইক্ষণ সুরতপ্রিয়াসাধন কথিত হইতেছে,—সাধক রাত্রিযোগে নদীর সঙ্গমস্থলে গমনপূর্ব্বক ওঁ সুরতপ্রিয়ে স্বাহা, এই মন্ত্র আটহাজারবার জপ করিবে। প্রথম দিবসে জপশেষে এই সুরতপ্রিয়ানাম্নী কিন্নরী শীঘ্র আসিয়া আপনার দিব্যমূর্ত্তি দর্শন দিয়া থাকেন, দ্বিতীয় দিবসে ঐরূপ সাধকের জপশেষসময়ে কিন্নরী পুনর্ব্বার আগমনপূর্ব্বক সম্মুখে থাকিয়া কথা কহেন এবং তৃতীয় দিবসে ঐরূপ জপশেষে আসিয়া ভার্য্যা হয়েন। অনন্তর প্রতিদিন দিব্যবস্ত্র ও অষ্টসুবর্ণমুদ্রা প্রদান করেন॥

ক্রমশঃ—

অপরাজিতসাধন।

বিষং ভূতেশ্বরীবীজং বাতমাদরসংযুতম্। অপরাজিতমাখ্যাতং ভূতানামধিদৈবতম্। অনাদিবীজং ভূতেশং গৃহ্যতারকলান্বিতম্। পবনোহসৌ সমাখ্যাতো বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কঃ। বিষং নিরঞ্জনং বায়ুং সাদরং পাশমুদ্ধরেৎ। প্রণবঞ্চ ততো বাতং কলয়া সমলঙ্কৃতম্। অন্যান্যবিপদের্মন্ত্রঃ ক্রোধরাজেন ভাষিতম্। প্রালেয়াজ্জ্বালিনীং গৃহ্য বঃ কুলেশ্বর ঈরিতঃ। বিষাদমন্ত্র সকলো বায়ুর্ভৈরবঃ স্মৃতঃ। সৃষ্টৈরমন্ত্রঃ সকলতারাত্মকিন্নরোত্তমঃ॥

ওঁ হূঁ যং, এই অপরাজিতমন্ত্র, ভূতদিগের দেবতাস্বরূপ। ওঁ হূঁ ওঁ এই মন্ত্র বাঞ্ছিতার্থপ্রদ। ওঁ হূঁ যং ওঁ এই মন্ত্র ক্রোধরাজ বলিয়াছেন। ওঁ হ্রীঁ হূঁ যং, এই সকল মন্ত্রের সাধন পরে কথিত হইবে॥

মন্ত্রস্য পুরতঃ স্থিত্বা জপেল্লক্ষং পুরস্কৃতঃ। অথান্তঃ পৌর্ণমাস্যাঞ্চ সমভ্যর্চ্চ্য যথা বলিং। সিতোদনং ঘৃতং ক্ষীরমৈক্ষবং পায়সং পুনঃ। ধূপয়েদ্ গুগ্‌গুলুং ধূপং সকর্পূরং যামিনীং জপেৎ

প্রভাতেঽহ্নিকমারাতি বদেবাক্যং প্রযচ্ছ মে। সাধকেনাপি বক্তব্যং ভব ত্বং কিঙ্করো মম। ততোঽসৌ কিঙ্করো ভূত্বা রাজ্যং যচ্ছতি কামিকম্। করোতি নিগ্রহং শত্রোর্নারীমানীয় গচ্ছতি। সাধকঃ সপ্তকল্পানি জীবত্যেব ন সংশয়ঃ। যথেষ্টং লভতে মন্ত্রী সাধয়িত্বাঽপরাজিতং। এবমন্যোঽপি সাধ্যস্তে পৰমাত্মাষ্টসিদ্ধয়ঃ॥

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সকলের সাধনপ্রণালী কথিত হইতেছে। প্রথমত পুরশ্চরণ করিয়া এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে পূর্ণিমার রাত্রিতে যথাবিধি পূজা করিয়া বলিপ্রদান করিবে। তৎপরে শিত তণ্ডুল, ঘৃত, দুগ্ধ ও ইক্ষুপায়স নিবেদন করিয়া গুগ্গুলুদ্বারা ধূপ দিবে এবং সকল রাত্রি মন্ত্র জপকরিবে। প্রভাতকালে দেব আগমন করিয়া সাধককে বলেন, তুমি কি আজ্ঞা কর। তখন সাধক বলিবে, তুমি আমার ভৃত্য হইয়া থাক। তৎপরে অপরাজিত দেব সাধকের ভৃত্য হইয়া রাজ্যপ্রদান করিয়া থাকেন এবং সাধকের শত্রু বিনাশ করিয়া অভিলষিত কামিনী আনিয়া সাধককে অর্পণ করেন। এইরূপ সাধন করিয়া সিদ্ধি হইলে সাধক সপ্তকল্প জীবিত থাকে। অপরাজিত সাধনে অভিলষিত দ্রব্যলাভ হয়॥

গুরুবরচরণসরোজাজ্জ্ঞাপ্যমন্ত্রঞ্চ রূপং মুখকুহরদৃশা বাপ্যাকৃতিলক্ষ্য সম্যক্। যদি নিগদিতদেশধ্যানমুদ্রাবিধিজ্ঞো জপতি ফলতি সিদ্ধির্নান্যথা ক্রোধবাক্যম্॥

সাধক গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া একচিত্তে লক্ষসংখ্যক মন্ত্র জপকরিবে। ধ্যান, মুদ্রা ও পূজাবিধি জানিয়া জপ করিলে নিশ্চয় মন্ত্রসিদ্ধি হয়, ইহার অন্যথা হয় না। এইটী ক্রোধরাজের বাক্য॥

তপসোগ্রেণ তুষ্টেন তস্মা ক্রোধনৃপেণ যৎ। গদিতং শাম্ভবং জ্ঞানং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্। কষ্টেন মহতা লব্ধং তদহং ভৈরবাননে। বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু প্রকাশ্যেঽপ্রকাশিতম্। কিঙ্করাস্ত্রিদশা যেন দাস্য এষাং বরাঙ্গনাঃ। মোক্ষপ্রভৃতয়ো যেন লভ্যন্তে ত্রিষু দুর্লভাঃ। ভব স্থিতিলয়া যেন ত্রিদশানাং নৃণামপি। পূজ্যন্তে ত্রিষু লোকেষু নশ্যন্তে নারকং তমঃ। ন মৃতে বিষয়ো দেয়ো মৃতে বাসো গরীয়সী। * * হপি ত্বয়া দেয়ো * * ষাসোদরায় মে॥

ক্রোধরাজ কোন সাধকের উগ্রতপস্যাতে সন্তুষ্ট হইয়া এই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ শাম্ভব বিজ্ঞান বলিয়াছেন। এই সাধন ত্রিলোকবিখ্যাত, এই সাধনবলে দেবগণ ভৃত্য ও দেবীগণ দাসী হইয়া থাকেন এবং এই সাধনপ্রসাদে ত্রিলোকদুর্লভ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ইহার বলে দেবতা ও মনুষ্যের সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় হয়॥

অষ্ট কাত্যায়নী মধ্যে মহাকাত্যায়নী সাধন প্রণালী।

অথ মহাকাত্যায়নীমন্ত্র। ওঁ হুঁ জ্বালা হুঁ ফট্।

ইয়ং কাত্যায়নী বিদ্যা স্মৃতা সিদ্ধিপ্রদায়িনী। অস্যা মুদ্রাবিধিং বক্ষ্যে ভূতিনীসিদ্ধিদায়কং॥

এই কাত্যায়নী বিদ্যা কথিত হইল। এই বিদ্যা সাধকের সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি প্রদান করেন। অনন্তর এই কত্যায়নী বিদ্যার মুদ্রাবিধি বলিতেছি। এই মুদ্রায় ভূতিনীর সিদ্ধি হয়॥

মুষ্টিমন্যোন্যমাহায্যাঙ্গুলীনাবেষ্ট্য ততঃ পরং। প্রসার্য্যাকুঞ্চয়েত্তত্র তর্জ্জনীঃ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ। দেহে মন্ত্রে চ সিদ্ধে চ মনাবাকর্ষকর্ম্মণি। ভূতিনীমাকর্ষয়েৎ ক্রোধমন্ত্রযোগসহস্রকং। মুদ্রয়াবদ্ধতাং যাতি ভূতিনী নাত্র সংশয়ঃ। শ্রদ্ধাভক্তিযুতোঽনেন মন্ত্রেণাবাহয়েদমূং। সুরকাত্যায়নীমুদ্রা অসাধ্যার্থপ্রদায়িনী॥

উভয়হস্তে মুষ্টি সংযুক্ত করিয়া পরস্পর অঙ্গুলি সকল বেষ্টন করিবে, তৎপর তর্জ্জনীদ্বয় প্রসারিত করিয়া কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত করিবে। এই মুদ্রায় সিদ্ধিলাভ হয়। দেহশোধন, মন্ত্রসিদ্ধি ও আকর্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে এই মুদ্রা প্রশস্ত। ক্রোধমন্ত্র সহস্র জপ করিয়া এই মুদ্রা প্রদর্শন করিলে ভূতিনীর আকর্ষণ সিদ্ধি হয়। তৎপরে হোমাদি করিলে ভূতিনী বশীভূতা হন। ভক্তিশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ক্রোধমন্ত্রে ভূতিনীর আবাহন করিতে হইবে। এই সুরকাত্যায়নী মুদ্রায় অসাধ্যার্থ সাধন হয়॥

মুষ্টিং বিধায় চান্যোন্যং কুঞ্চয়েত্তর্জ্জনীদ্বয়ং। ইয়ং কাত্যায়নীমুদ্রা ভূতিনী সর্ব্বসিদ্ধিদা॥

উভয়হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় আকুঞ্চিত করিয়া রাখিবে, ইহার নাম কাত্যায়নী মুদ্রা, এই মুদ্রায় ভূতিনী সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করেন॥

অস্যা এব তু মুদ্রায়া মধ্যমে মুখসংহতে। কনিষ্ঠে যে বিবেকাখ্যে নিষিদ্ধে সাধকপ্রিয়ে। কুলভূতেশ্বরীমুদ্রা ভূতিনী কুলবাসিনী। অনয়া বদ্ধয়া শীঘ্রং সিদ্ধিং যচ্ছতি ভূতিনী।

উক্ত কাত্যায়নীমুদ্রাতে মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় সংযুক্ত করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় নিবিষ্ট করিয়া রাখিবে। এই মুদ্রা সাধকের অতিশয় প্রিয়কার্য্য সাধন করে। ইহার নাম কুলভূতেশ্বরীমুদ্রা, এই মুদ্রা বন্ধন করিলে কুলবাসিনী ভূতিনী শীঘ্র সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন॥

মুষ্টিদ্বয়ং পৃথক্ কৃত্বা তর্জ্জনীকে প্রসারয়েৎ। বজ্রকাত্যায়নীমুদ্রা অভিপ্রেতপ্রদায়িনী॥

উভয় হস্তে পৃথক্ পৃথক্ মুষ্টি বন্ধন করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় প্রসারিত করিবে। বজ্রকাত্যায়নী মুদ্রা সাধকের অভিলষিতসিদ্ধি প্রদান করে॥

উভে মুষ্টী বিধায়াথ বেষ্টয়েত্তর্জ্জনীদ্বয়ং। কুলকাত্যায়নীমুদ্রা ভূতিনীরক্ষণক্ষমা। খ্যাতেয়ং চণ্ডপূজায়া অসমুখার্থসাধিনী। দ্রাবিণী কুলগোত্রাণাং সর্ব্বভূতভয়ঙ্করী॥

উভয় হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় পরস্পর বেষ্টন করিবে। ইহার নাম কুলকাত্যায়নীমুদ্রা এই মুদ্রায় ভূতিনী রক্ষা করেন। চণ্ডকাত্যায়নীসাধনেও এই মুদ্রা প্রশস্ত। এই মুদ্রা সর্ব্বপ্রকার কুলগোত্রাদির বিদ্রাবণ ও সর্ব্বভূতের ভয় বর্দ্ধন করেন॥

বদ্ধা মুষ্টী ততোঽন্যোন্যং কনিষ্ঠে বেষ্টয়েদ্যুতে। প্রসার্য্যোক্তে চ তর্জ্জন্যৌ প্রকুর্য্যাৎ কুণ্ডলাকৃতী। ত্রৈলোক্যাকর্ষণীমুদ্রা সা কথ্যব্রহ্মসাধিনী। কিং পুনঃ সর্ব্বভূতিন্যাঃ সিদ্ধিদাত্রীঃ প্রসাদতঃ। শুভকাত্যায়নীমুদ্রা প্রোক্তেয়ং বজ্রপাণিনা। পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্মৎস্যমাংসাদিভিস্তথা। সিদ্ধাঃ যাঃ স্যুর্ভূতিন্যো দাস্যতাং যান্তি তৎক্ষণাৎ॥

উভয় হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া পরস্পর কনিষ্ঠাদ্বয় বেষ্টন করিবে, তৎপরে তর্জ্জনীদ্বয় প্রসারিত করিয়া কুণ্ডলাকৃতি করিবে। এই মুদ্রায় ত্রিভুবন আকর্ষণ করিতে পারে। এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব পর্য্যন্ত সিদ্ধ হন। এই মুদ্রাপ্রসাদে ভূতিনী সিদ্ধি হইয়া থাকে, ইহার নাম শুভকাত্যায়নীমুদ্রা, এই মুদ্রা দেবরাজ বজ্রপাণি বলিয়াছেন। এই মুদ্রাদ্বারা গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, মৎস্য ও মাংসাদি উপহারে পূজা করিলে তৎক্ষণাৎ ভূতিনী সিদ্ধ হইয়া দাস্যত্ব স্বীকার করেন॥

অথ বক্ষ্যে দরিদ্রাণাং হিতায় ক্রোধভূপতিঃ। ভূতকাত্যায়নীসিদ্ধিসাধনং পরমাদ্ভুতং। পিতৃভূমৌ ত্র্যহং স্থিত্বা জপেদষ্টসহস্রকং। ভূতকাত্যায়নী দেবী শীঘ্রমায়াতি সন্নিধিং। রক্তপূর্ণকপালেন ভক্তিতোঽর্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ। কিঙ্করোমি বদেত্তুষ্টা তব যাচেতি সাধকঃ। রাজ্যং দদাতি ভোগ্যঞ্চ সর্ব্বাশাঃ পূরয়ত্যপি। পালয়েন্মাতৃবৎ পঞ্চসহস্রাব্দানি জীবতি। মৃতে রাজকুলে জন্ম নান্যথা ক্রোধভাষিতং॥

অনন্তর দরিদ্রদিগের হিতসাধনের নিমিত্তে ভূতকাত্যায়নীর পরমাদ্ভুত সিদ্ধি সাধন বলিতেছি। শ্মশানস্থানে তিন দিবস বাস করিয়া অষ্টসহস্র মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিলে দেবী ভূতকাত্যায়নী শীঘ্র সাধকের নিকট আগমন করেন। তৎপর সাধক রক্তপূর্ণ মনুষ্যমস্তকে অর্ঘ প্রদান করিবে। ইহাতে দেবী তুষ্টা হইয়া সাধককে বলেন, তোমার কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা বল। তখন সাধক বলিবে—দেবি! আমাকে রাজ্য ও ভোগ্য প্রদান কর এবং আমার সমস্ত আশা পরিপূর্ণ হউক। এইরূপে সিদ্ধি হইলে দেবী সাধককে মাতৃবৎ প্রতিপালন করেন এবং সাধক পঞ্চসহস্রবৎসর জীবিত থাকে। তৎপরে মরণানন্তর রাজকুলে সাধকের জন্ম হয়, ইহার অন্যথা হয় না, ই[illegible] ক্রোধ[illegible]

[illegible] কুবের অভিলষিত

[illegible] অষ্টোত্তরশত অভিমন্ত্রিত

দেব্যাযাচ। ক্রতব সাধনং পুণ্যং যক্ষিণীনাং [illegible] সাধক সৌভাগ্য লাভ করে। [illegible]

কেন বা প্রভো। অত্রাধিকারিণঃ কেবা সমাসেন বদ[illegible] স্থিতকরিয়া বাহায় গৃহমধ্যে [illegible]

হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ। সদা ধ্যানপরো ভূত্বা তদর্শ[illegible] থাকে। উক্ত দীপক কোন [illegible]

রূপে বিশেষতঃ। হ্যাসেবেকতমং প্রাপ্য সাধয়েৎ [illegible] প্রকারে ব্যবসায় হয় না। গৌভি[illegible]

ব্যক্তি ন সংশয়ঃ। দেব্যাক সেবকাঃ সর্ব্বে [illegible] এই গৃহস্থিত দ্রব্য বিক্রয় হইয়া যায় [illegible]

বিদ্যাপ্যাধিকারিণঃ॥

ভৈরবী বলিলেন, পূর্ব্বে যক্ষিণীসাধন শুনিয়াছি, ঐ সকল সাধন কোন সময়ে এবং কিবিধানে করিতে হইবে ও কিরূপ ব্যক্তি এই সাধন কার্য্যের যথার্থ অধিকারী, তাহা আমার নিকট বল। ভৈরবী বলিতেছেন, হে দেবি! ধীমান্ সাধক হবিষ্যাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বসন্তকালে এই সাধন করিবে। সদাকাল ধ্যানপরায়ণ ও দেবীর দর্শনে সমুৎসুক হইয়া চত্বর, প্রান্তর অথবা কামরূপ ইহার কোন একস্থানে সংযত হইয়া এই সাধন করিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে কার্য্য করিলে নিশ্চয় দেবীর, সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। যাহারা দেবীর সেবক তাহারাই এই কার্য্যের অধিকারী। যাহারা পরংব্রহ্মের উপাসক, তাহাদের এই সাধনাতে অধিকার নাই।

অথ কর্ণপিশাচীসিদ্ধিপ্রকরণ।

উক্তং তন্ত্রান্তরে—কর্ণান্তেজপলোহিতোরকগতোনষ্টশ্চিকায়োবদাতীতানাগতশব্দযুক্তভুবনেশী বহ্নিজায়ান্বিতা। তারাদ্যোমনুরেষ লক্ষজপতো ব্যাসেন সংসেবিতঃ সার্ব্বজ্ঞং লভতেহচিরেণ নিয়তঃ পৈশাচিকীভক্তিতঃ। কহযুগ্মং কালিকে চ গৃহ্নযুগ্মং তথৈব চ। পিণ্ডং পিশাচি স্বাহেতি বৃণার্ণঃ কথিতঃ প্রিয়ে। ধ্যানং যথা—কৃষ্ণাং রক্তবিলোচনাং ত্রিনয়নাং খর্ব্বাঞ্চ লম্বোদরীং বন্ধূকারুণজিহ্বিকাং বরকরাভীযুক্করামুন্মুখীং। ধূম্রার্চ্চির্জটিলাং কপালবিলসৎপাণিদ্বয়াং চঞ্চলাং সর্ব্বজ্ঞাং শবহৃৎকৃতাধিবসতীং পৈশাচিকীং তাং স্মুমঃ॥

অনন্তর কর্ণপিশাচীমন্ত্র কথিত হইতেছে। তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে ওঁ কর্ণপিশাচি বদাতীতানাগতং হ্রীঁ স্বাহা। এই মন্ত্র একলক্ষ জপকরিয়া বেদব্যাস অচিরকালে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। কর্ণপিশাচীর অন্য মন্ত্র এই—কহ কহ কালিকে গৃহ্ন গৃহ্ন পিণ্ডং পিশাচি স্বাহা। কর্ণপিশাচীর আকার এইরূপ—দেবীর দেহ কৃষ্ণবর্ণ, লোচনত্রয় রক্তাভ, আকার খর্ব্ব, উদর বৃহৎ এবং জিহ্বা বন্ধূকপুষ্পের ন্যায় অরুণবর্ণ। দেবীর চারি হস্ত, এক হস্তে বরমুদ্রা, দ্বিতীয় হস্তে অভয়মুদ্রা এবং অপর হস্তদ্বয়ে দুইটী নরকপাল আছে। শরীর হইতে ধূম্রবর্ণ জ্বালা বহির্গত হইতেছে, ইনি উর্দ্ধবদনা, জটাভারমণ্ডিতা ও চঞ্চলপ্রকৃতি। কর্ণপিশাচীদেবী সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞা ও শবহৃদয়ে বাস করিতেছেন। এইরূপ আকৃতিবিশিষ্টা দেবীকে নমস্কার করি॥

অথ পূজা।—নিশায়ামর্দ্ধরাত্রৌ চ হৃদি ধ্যাত্বা পিশাচিকীং। দগ্ধমীনং বলিং দত্ত্বা রাত্রৌ সম্পূজ্য সংজপেৎ। ওঁ কর্ণপিশাচি দগ্ধমীনবলিং গৃহ্ন গৃহ্ন মম সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহেতি দগ্ধমীনবলিং দদ্যাৎ। রক্তচন্দনবন্ধূকজবাপুষ্পাদিকঞ্চ যৎ। অমৃতং কুরু দেবেশি স্বাহেতি প্রোক্ষয়েজ্জলৈঃ। পূর্ব্বাহ্ণে কিঞ্চিজ্জপ্ত্বা মধ্যাহ্নে একভক্তং নিরামিষং ভুক্ত্বা রাত্রাবপি তৎসংখ্যং জপেৎ। অন্যৎ কিঞ্চিন্ন ভোক্তব্যং তাম্বূলকাদিকং বিনা। জপস্য দশাংশং তর্পণং। ওঁ কর্ণপিশাচীং তর্পয়ামি স্বাহা। এবং ক্রমেণ লক্ষমেকং পুরশ্চরণং কৃত্বা দশাংশং হোময়েৎ। তদভাবে দশাংশং তর্পণং কৃত্বা বরং প্রার্থয়েৎ। মূলং রক্তচন্দনেন লিখিত্বা যন্ত্রোপরি ইষ্টদেবতাং পূজয়েৎ॥

অনন্তর উক্ত দেবতার পূজাপদ্ধতি কথিত হইতেছে। সাধক অর্দ্ধরাত্রিসময়ে পিশাচীকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া দগ্ধ মৎস্য বলিপ্রদানপূর্ব্বক পূজা করিবে। ওঁ কর্ণপিশাচী ইত্যাদি মন্ত্রে বলিপ্রদান করিতে হইবে। রক্তচন্দন, বন্ধূকপুষ্প, জবাপুষ্প প্রভৃতি পূজার উপকরণ দ্রব্যসকল, ওঁ অমৃতং কুরু স্বাহা, এই মন্ত্রে জলদ্বারা প্রোক্ষণ করিবে। দিবসের পূর্ব্বাহ্নে কিঞ্চিৎ জপকরিয়া মধ্যাহ্নকালে নিরামিষ একভক্ত ভোজনপূর্ব্বক রাত্রিকালেও পূর্ব্ববৎ জপকরিবে। তাম্বূলাদি ব্যতীত অন্য কিছু আহার করিবে না। প্রতিদিন যতসংখ্যক জপ করিবে, তাহার দশাংশ সংখ্যায় ওঁ কর্ণপিশাচীং তর্পয়ামি স্বাহা, এই মন্ত্রে তর্পণ করিবে, এইরূপে লক্ষ জপকরিয়া দশাংশসংখ্যায় হোম করিলে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। হোমকার্য্যে অশক্ত হইলে দশাংশ তর্পণ করিয়া বরপ্রার্থনা করিবে। পরে রক্তচন্দনদ্বারা মূলমন্ত্র লিখিয়া যন্ত্রোপরি ইষ্টদেবতার পূজা করিবে॥

অথ সিদ্ধিলক্ষণমুচ্যতে।—গগনে হুঁকারাদিশ্রবণদীর্ঘাগ্নিশিখারূপসন্দর্শনাৎ সিদ্ধির্ভবিষ্যতীতি জ্ঞাত্বা তথাবিধমাচরেৎ। মন্ত্রান্তরং—প্রণবং মায়া কর্ণপিশাচি মে কর্ণে কথয় হুঁ ফট্ স্বাহেতি। প্রদীপতৈলং পাদয়োর্দত্ত্বা রাত্রৌ লক্ষং জপেৎ। ততঃ সর্ব্বজ্ঞো ভবতি। নাত্র পূজা ধ্যানং। তথা—তারং কামবীজং জয়াদেবী স্বাহা। অত্রাপি ঋষ্যাদিন্যাসাদেরভাবঃ পূর্ব্বং লক্ষং জপ্ত্বা গৃহগোধিকাং নিপাত্য তদুপরি জয়াদেবীং যথাশক্তি সংপূজ্য তাবজ্জপেদ্ যাবৎ সা জীবতি ততঃ সিধ্যতি। সিদ্ধস্য যাবদাদিপ্রশ্নে কৃতে সা আগত্য উত্তরদাতা পৃষ্ঠে সর্ব্বং ভূতভবিষ্যাদিকং পশ্যতি।

মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ কথিত হইতেছে—পূর্ব্বোক্তপ্রকারে পুরশ্চরণ করিলে যদি আকাশে হুঁকারধ্বনি শুনিতে পায় এবং দীর্ঘাকার অগ্নিশিখা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে, নিশ্চয় করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবে। কর্ণপিশাচীর অন্য মন্ত্র এই—ওঁ হ্রীং কর্ণপিশাচি মে কর্ণে কথয় হুঁ ফট্ স্বাহা। রাত্রিকালে প্রদীপের তৈল পদে মর্দ্দনকরিয়া উক্ত মন্ত্র এক লক্ষ জপকরিবে। এইরূপ করিলেই উক্ত মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। এই মন্ত্র সিদ্ধিতে জপ, পূজা ও ধ্যানাদির প্রয়োজন নাই। কর্ণপিশাচীর মন্ত্রান্তর এই—ওঁ ক্লীং জয়াদেবি স্বাহা। এই মন্ত্রেরও ঋষ্যাদিন্যাস করিতে হয় না। প্রথমতঃ উক্ত মন্ত্র একলক্ষ জপ করিয়া একটি গৃহগোধিকা মারিয়া তাহার উপর জয়াদেবীকে যথাশক্তি পূজা করিবে। এবং যতকাল সেই গৃহগোধিকা জীবিত না হয়, ততকাল জপ করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে, সেই গৃহগোধিকা জীবিত হইয়াছে, তখন মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে জানিবে। এই মন্ত্র সিদ্ধি হইলে সাধক যখন মনে মনে কোন প্রশ্ন করে, তৎক্ষণাৎ দেবী সাক্ষাৎ আসিয়া সেই প্রশ্নের যথার্থ উত্তরপ্রদান করিয়া থাকেন এবং সাধক তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয় সকল, বর্ত্তমানবৎ দর্শন করিতে পারে॥

অথ কর্ণপিশাচিনীপ্রয়োগঃ। তত্র মন্ত্রঃ ওঁ হ্রীঁ কর্ণপিশাচিনী অমোঘা সত্যবাদিনী মম কর্ণে অবতর অবতর অতীতানাগতবর্ত্তমানং দর্শয় হ্রীঁ কর্ণপিশাচিনী স্বাহা। অস্য বিধানং। মূত্রপুরীষোৎসর্জন সময়ে জলপান সময়ে চ একবিংশতিবারং জপেৎ। এবং চতুরশীতি দিন পর্য্যন্তং অখণ্ডিতং প্রত্যহং জপেৎ। তেন সিদ্ধির্ভবতি। ততঃ প্রশ্ন কথন সময়ে কর্ণে হস্তং নিধায় বদেদ্বাচা সিদ্ধির্ভবতি॥

প্রকারান্তরং ওঁ হ্রীঁ কর্ণপিশাচিনী মে কর্ণে কথয় কথয় হুঁ ফট্ স্বাহা। প্রদীপতৈলং পাদয়োর্দত্ত্বা রাত্রৌ লক্ষং জপেত্ততঃ সর্ব্বজ্ঞো ভবতি॥

অনন্তর কর্ণপিশাচিনী-সাধন-প্রণালী কথিত হইতেছে। মূত্র ও মলত্যাগ কালে ও জলপানসময়ে ওঁ হ্রীঁ কর্ণপিশাচিনী ইত্যাদি মন্ত্র একবিংশতিবার জপকরিবে। এইরূপে চতুরশীতি দিন অর্থাৎ দুই মাস চব্বিশ দিন জপ করিতে হইবে। প্রতিদিন জপ আরম্ভের পর শেষ না হইলে বিরাম করিবেনা। এইরূপ জপ করিলে কর্ণপিশাচিনী সিদ্ধি হইয়া থাকে। তৎপর যখন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবে, তখন কর্ণে হস্ত দিয়া বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি কর্ণপিশাচী সিদ্ধি করিতে পারে তাহার বাক্য সিদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রকারান্তরে কর্ণপিশাচী সাধন প্রণালী এই—রাত্রিকালে পাদদ্বয়ে প্রদীপ তৈল মাখিয়া ওঁ হ্রীঁ কর্ণপিশাচিনী ইত্যাদি মন্ত্র একলক্ষ জপ করিবে। এই জপ শেষ হইলে কর্ণপিশাচী বশীভূতা হইয়া সাধকের কর্ণে প্রশ্নোত্তর বলিয়াদেন। ইতি কর্ণপিশাচীসিদ্ধিপ্রকরণ॥

অথ উচ্ছিষ্টগণপতিসিদ্ধিপ্রকরণ।

ওঁ হস্তিপিশাচিনি খে ঠদ্বয়ং। তন্ত্রান্তরে—হস্তিপদং সমুচ্চার্য্য পিশাচিনি পদং ততঃ। দেবরাজং সনেত্রঞ্চ কান্তবীজদ্বয়ান্বিতং। বহ্নিজায়াবধির্মন্ত্রস্তারাদ্যঃ সর্ব্বকামদঃ। প্রণবস্থানে গমিতি কেচিৎ। হস্তিপিশাচিনি খেহগ্নিবনিতা গং তদাদিত ইতি তন্ত্রবোধাৎ। তথা—সারভূতমিমং মন্ত্রং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ। গুহ্যং সর্ব্বাগমেষেব হিতবুদ্ধ্যা প্রকাশিতং। তথা—ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং নোপবাসো বিধীয়তে। যথেষ্টচিন্তয়া মন্ত্রঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥

উচ্ছিষ্টগণেশের মন্ত্র ও পূজাপ্রণালী এই—ওঁ হস্তিপিশাচিনি খে স্বাহা। এইটি উচ্ছিষ্টগণেশের মন্ত্র। এই মন্ত্রোদ্ধারের যে সকল প্রমাণ অন্যান্য তন্ত্রে লিখিত আছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত আছে। কেহ কেহ বলেন, গং হস্তিপিশাচিনি খে স্বাহা, ইহাই উচ্ছিষ্টগণেশের মন্ত্র। সর্ব্বমন্ত্রের সারভূত এই উচ্ছিষ্টগণেশমন্ত্র সাধারণ

লোককে প্রদান করিবে না। সর্ব্বতন্ত্রে এই মন্ত্র গুপ্ত আছে, জগতের হিতকামনায় প্রকাশিত হইল। এই দেবতার আরাধনায় তিথিবারাদির কোন নিয়ম নাই এবং উপবাসাদিও করিতে হয় না। যে ব্যক্তি যে যে কামনায় এই দেবতার আরাধনা করে, তাহার সেই সেই মনোরথ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে॥

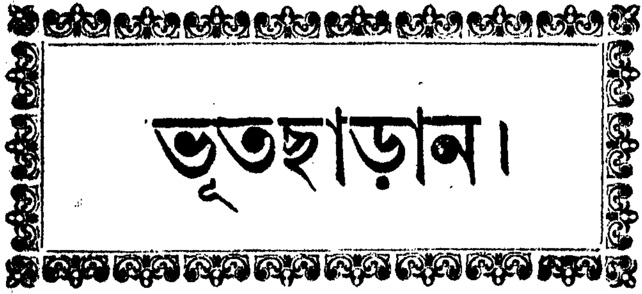
অথ প্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। শিরসি ঋষীরশ্বরে নমঃ মুখে বিবিড়্গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ হৃদি উচ্ছিষ্টগণপতয়ে নমঃ। ততঃ প্রণবেন করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা ধ্যায়েৎ। রক্তমূর্ত্তিং গণেশঞ্চ সর্ব্বাভরণভূষিতং। রক্তবস্ত্রং ত্রিনেত্রঞ্চ রক্তপদ্মাসনে স্থিতং। চতুর্ভুজং মহাকায়ং দ্বিদন্তং সস্মিতাননং। ইষ্টঞ্চ দক্ষিণে হস্তে দন্তঞ্চ তদধঃকরে। পাশাঙ্কুশৌ চ হস্তাভ্যাং জটামণ্ডলবেষ্টিতং। ললাটচন্দ্ররেখাঢ্যং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতং। এবং ধ্যাত্বা করস্থপুষ্পেণ স্বশিরসি সংপূজ্য বহিঃ পূজামারভেৎ। অষ্টদলপদ্মং লিখিত্বা পূজয়েৎ। তত্র প্রথমং মূলেনার্ঘ্যং সংস্থাপ্য দশধা মূলং প্রজপ্য তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণকাড্ভ্যক্ষ্য পুনর্ধ্যাত্বা অষ্টদলপদ্মমধ্যে স্থাপয়েৎ। ততঃ পঞ্চোপচারৈঃ সংপূজ্য পত্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ বক্রতুণ্ডায় স্বাহা। এবং একদন্তায় স্বাহা লম্বোদরায় বিকটায় বিঘ্নেশায় গজবক্ত্রায় বিনায়কায় গণপতয়ে মধ্যে হস্তিমুখায়। সর্ব্বত্র স্বাহান্তং। পুনর্দ্দেবং ত্রিঃ সংপূজ্য যথাশক্তি জপং কৃত্বা সমর্প্য বলিরূপনৈবেদ্যমুপনীয় ওঁ উচ্ছিষ্টগণেশায় মহাকালায় এষ বলির্নমঃ ইতি বলিং দত্ত্বা আচমনীয়াদিক দদ্যাৎ। বিশেষফলকাঙ্ক্ষিভিঃ পুনঃ হুঁ হ্রীঁ হ্রৈঁ হুঁ ফট্ স্বাহা ইত্যনেন বলিং দদ্যাৎ। ততঃ পুষ্পমেকং দক্ষিণদিশি ক্ষিপ্ত্বা ক্ষমস্বেতি বিসর্জ্জয়েৎ। অস্য পুরশ্চরণং ষোড়শসহস্রজপঃ। কথাচ—কৃষ্ণাং চতুর্থীমারভ্য যাবৎ শুক্লচতুর্থিকা। সহস্রং হি জপেন্নিত্যং যোষিন্নিয়মপূর্ব্বকং। স্নাপয়েন্মধুনা নিত্যং নৈবেদ্যং গুড়পায়সং। ভুক্তোচ্ছিষ্টো জপেন্নিত্যং গণেশোহহং সদা প্রিয়ঃ। শ্বেতার্কেণাকৃতিং কৃত্বা রক্তচন্দনকেন বা। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য দ্বিজাগ্নিগুরুসন্নিধৌ। জপ্ত্বা ষোড়শসাহস্রাং সিদ্ধমন্ত্রো ভবেদ্ধ্রুবং। যোষিদিতি যোষিদুপগমনে নিয়মপুরঃসরমিত্যর্থঃ নতু ত্যাগনিয়মঃ। অপ্রসন্নাদনৌচিত্যাদনাচার ইতি দর্শনাৎ। উচ্ছিষ্টশ্চাশুচির্ভূত্বা জপপূজনমাচরেৎ। অনুচ্ছিষ্টেন সিধ্যেত তস্মাদেবং সমাচরেৎ। ইতি তন্ত্রান্তরবচনাচ্চ। কেষাঞ্চিন্মতে পূজা নাস্তি মনসা জপেৎ। কেষাঞ্চিন্মতে করাঙ্গন্যাসৌ ন স্তঃ গণেশোহহমিতি পূর্ব্বোক্তং চিন্তয়েৎ। গর্গমতে বিজনে বনে স্থিত্বা রক্তচন্দনানুলিপ্ততাম্বূলমুখোচ্ছিষ্টমুখো জপেৎ। কেষাঞ্চিন্মতে সর্ব্বালঙ্কারভূষিতঃ সর্ব্বাবস্থাসু জপেৎ। অন্যমতে সংপূজ্য মোদকং চর্ব্বয়ন্ ভৃগুমতে ফলমশ্নন্। বিভীষণমতে মাসনৈবেদ্যং দত্ত্বা তদেব খাদয়ন্॥

উচ্ছিষ্টগণেশের পূজাপ্রণালী এই—প্রথমতঃ সামান্যবিধি অনুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্ত কর্ত্তব্য কার্য্যকলাপ সমাপন করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে, ঋষ্যাদিন্যাসের মন্ত্র ও প্রণালী মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই বোধগম্য হইবে। তৎপরে ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ওঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ওঁ মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ অনামিকাভ্যাং হুঁ, ওঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ এবং ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ওঁ শিরসে স্বাহা ওঁ শিখায়ৈ বষট্ ওঁ কবচায় হুঁ ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ওঁ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এইরূপে করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। উচ্ছিষ্টগণেশের মূর্ত্তি রক্তবর্ণ, সর্ব্বপ্রকার আভরণে বিভূষিত, পরিধেয়বস্ত্র রক্তবর্ণ, নয়ন তিনটি। ইনি রক্তপদ্মাসনে অবস্থিত আছেন, এই দেবতার চারিহস্ত, শরীর বৃহৎ, দুইটি দন্ত এবং বদন সর্ব্বদা হাস্যযুক্ত। দক্ষিণভাগের উপরিতন হস্তে বরমুদ্রা এবং অধোহস্তে একটি দন্ত রহিয়াছে। বামভাগের উপরিহস্তে পাশ এবং অধোহস্তে অঙ্কুশ আছে। এই দেবতার মস্তক জটামণ্ডলে পরিবেষ্টিত। ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজমান। এইপ্রকারে দেবতার রূপ চিন্তা করিয়া করস্থিত পুষ্প স্বীয় মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক আবাহন করিতে হইবে। প্রথমতঃ মূলমন্ত্রে অর্ঘ্যস্থাপনপূর্ব্বক সেই অর্ঘ্যের উপরি মূলমন্ত্র দশবার জপকরিয়া সেই অর্ঘ্য জলদ্বারা পূজার উপকরণদ্রব্য ও স্বীয় শরীরে অভ্যুক্ষণ করিবে এবং পুনর্ব্বার দেবতায় ধ্যানকরিয়া অষ্টদলপদ্মমধ্যে স্থাপন করিতে হইবে। তৎপরে পঞ্চোপচারে দেবতার অর্চ্চনা করিয়া অষ্টদলপদ্মের পূর্ব্বাদিপত্রে ওঁ বক্রতুণ্ডায় স্বাহা, ইত্যাদি মূলের লিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। অনন্তর পদ্মমধ্যে ওঁ হস্তিমুখায় স্বাহা, এই মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। পুনর্ব্বার তিনবার মূলদেবতার পূজা করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র দেবতাকে জপ সমর্পণ করিবে। পরে বলিরূপ নৈবেদ্য আনয়ন করিয়া ওঁ উচ্ছিষ্টগণেশায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে বলি নিবেদন করিতে হইবে। তৎপরে আচমনীয় জল নিবেদন করিবে। বিশেষ ফলাভিলাষী ব্যক্তি পুনর্ব্বার হুঁ হ্রীঁ হ্রৈঁ হুঁ ফট্ স্বাহা, এই মন্ত্রে বলিপ্রদান করিবে। অনন্তর একটি পুষ্প দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিয়া "ক্ষমস্ব" এই বলিয়া বিসর্জ্জন করিতে হইবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ষোড়শসহস্র জপ করিতে হয়। তাহার বিশেষ নিয়ম এই—কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্লপক্ষের চতুর্থীপর্য্যন্ত স্ত্রীসহযোগে প্রতিদিন একসহস্র করিয়া জপকরা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন দেবতাকে মধুদ্বারা স্নান করাইয়া গুড়পায়স নৈবেদ্যপ্রদান করিবে। ভোজনের পর আচমন না করিয়া উচ্ছিষ্টমুখেই এই দেবতার মন্ত্র জপ করিবে। শ্বেতআকন্দ অথবা রক্তচন্দনদ্বারা অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ উচ্ছিষ্টগণেশের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণকরিয়া সেই মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও গুরুসন্নিধানে ষোড়শসহস্র মন্ত্র জপকরিলে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। উচ্ছিষ্টমুখে ও অশুচি হইয়া এই দেবতার মন্ত্র জপ ও পূজাদিকার্য্য করিবে। তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, অনুচ্ছিষ্টমুখে এই দেবতার জপ পূজাদি করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। কোন কোন তন্ত্রমতে এই দেবতার আরাধনাতে পূজা করিতে হয় না, কেবল মানসিক জপ করিবে। অন্যান্য তন্ত্রমতে করাঙ্গন্যাস করিবে না, আমিই স্বীয় গণেশস্বরূপ এইরূপ চিন্তাকরিয়া জপকরিবে। গর্গমুনি বলেন যে, নির্জ্জনবনে উপবেশনকরিয়া রক্তচন্দনলিপ্ত তাম্বূল ভক্ষণ করিতে করিতে জপ করিবে। অন্যান্য তন্ত্রে লিখিত আছে যে, সাধক সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা জপ করিবে। অন্যকোন তন্ত্রমতে দেবতার অর্চ্চনাকরিয়া মোদক চর্ব্বণকরিতে করিতে জপ করিবে। ভৃগুমুনির এই মত যে, উচ্ছিষ্টগণেশের আরাধনাতে ফল ভক্ষণকরতঃ জপ করিবে। বিভীষণ বলেন, মাসংদ্বারা নৈবেদ্য প্রদানকরিয়া সেই নৈবিদ্য ভোজনকরিতে করিতে জপ করিবে॥

অথাত্র প্রয়োগঃ। রাজদ্বারে তথারণ্যে সভায়াং গোত্রসংসদি। বিবাদে ব্যবহারে চ সংগ্রামে শত্রুসঙ্কটে। নৌকায়াং বিপিনে বাপি দ্যূতে চ ব্যসনে তথা। গ্রামদাহে চৌরবিঘ্নে সিংহব্যাঘ্রাদি সঙ্কটে। স্মরণাদেব দেবস্য সর্ব্বং বৈ বিক্রান্তং ভবেৎ। তৎসর্ব্বং নশ্যতি ক্ষিপ্রং পূর্ব্বোদিতেব তমো যথা। তথা—সদ্যোচ্ছিষ্টগণেশানো যক্ষরাজেন ধীমতা। আরাধিতঃ সোপহারৈঃ সদাপিষ্টফলপ্রদঃ। এবং কৃত্বা বাবস্থাস্তু তদ্ধনেশ্বরতাং গতঃ। অপামার্গসমিদ্ধোমে সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবং। অষ্টোত্তরশতৈর্ম্মন্ত্রী মূলমন্ত্রাভিমন্ত্রিতং। তথা—বানরাস্থিসমুদ্ভূতং কীলিতং মন্ত্রমন্ত্রিতং। নিখনেন্মন্দিরে যস্য ভবেদুচ্চাটনঃ পরঃ। অথ বীথ্যাং খনেদ্যস্য ক্রয়বিক্রয়ণং হরেৎ। নিখনেচ্ছৌণ্ডিকাগারে তন্মদ্যং বৈকৃতং ভবেৎ। বেশ্যাগৃহে তু নিখনেদ্ গ্রাহকং লভতে ন সা। কন্যাগৃহে তু নিখেন্ন বিবাহো ভবেদ্ ধ্রুবং। মানুষাস্থিসমুদ্ভূতং কীলকঞ্চাভিমন্ত্রিতং। নিখনেন্মন্দিরে যস্য মরণং তস্য নিশ্চিতং। উদ্ধৃতে তু ভবেৎ স্বাস্থ্যমিতি সর্ব্বস্য সম্মতং। যস্য নাম্না জপেন্মন্ত্রং সহস্রং স বশো ভবেৎ। পঞ্চসহস্রহোমেন উদ্বহেত বরাঃ স্ত্রিয়ঃ। সহস্রদশহোমেন রাজা বশ্যো ভবেৎ। লক্ষজাপেন রাজেব স্বিলক্ষে রাজপংক্তয়ঃ। দশলক্ষেণ তস্যাষ্টৈ ঋদ্ধং তস্য চ সর্ব্বদা অণিমাদিমহাসিদ্ধিঃ কোটিহোমান্ন সংশয়ঃ। খেচরত্বং ভবেত্তস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং জায়তে। যন্ত্রং লিখিত্বা শিরসি কণ্ঠে বা ধারয়েদ্যদি। সৌভাগ্যং সর্ব্বরক্ষা চ ভবেত্তস্য সুনিশ্চিতং॥

উচ্ছিষ্টগণেশের বিশেষ প্রয়োগ এই—রাজদ্বারে, অরণ্যে, সভাতে, গোত্রসমাজে, বিবাদে, ব্যবহারে, যুদ্ধে, শত্রুসঙ্কটে, নৌকাতে, কাননে, দ্যূতকার্য্যে, বিপৎসময়ে, গ্রামদাহে, চৌরভয়ে ও সিংহব্যাঘ্রাদিভয়ে এই দেবতার মন্ত্র স্মরণ করিলে সকল বিঘ্নবিনাশ পায়। ধীমান্ যক্ষরাজ কুবের সর্ব্বদা বিবিধ উপহারদ্বারা এই উচ্ছিষ্টগণেশের আরাধনা করিতেন, সেই আরাধনার বলে কুবের অভিলষিত ফল লাভকরিয়া ধনেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। মূলমন্ত্রে অষ্টোত্তরশত অভিমন্ত্রিত করিয়া অপামার্গ সমিধদ্বারা এই দেবতার হোমকরিলে সাধক সৌভাগ্য লাভ করে। বানরাস্থিনির্ম্মিত কীলক উচ্ছিষ্টগণেশমন্ত্রে অভিমন্ত্রিতকরিয়া যাহার গৃহমধ্যে প্রোথিত করা যায়, সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হইয়া থাকে। উক্ত কীলক কোন পণ্যশালায় পুঁতিয়া রাখিলে সেই গৃহে ক্রয় বিক্রয়াদি ব্যবসায় হয় না। শৌণ্ডিকের আলয়ে উক্ত কীলক প্রোথিতকরিলে সেই গৃহস্থিত সুরা বিকৃত হইয়া যায়।

কোন বেশ্যার গৃহে উক্ত কীলক নিখননকরিলে, সেই বেশ্যাকে কেহ আদর করে না। কোন অবিবাহিত কন্তার মন্দিরে ঐ কীলক পুঁতিয়া রাখিলে সেই কন্তার বিবাহ হয় না। মনুষ্যাস্থিনির্ম্মিত কীলক উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিতকরিয়া, যাহার গৃহে প্রোথিত করিবে, নিশ্চয় সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। উক্ত কীলক উদ্ধৃতকরিয়া ফেলিলে দোষসকলের শান্তি হয়। যাহার নাম উল্লেখকরিয়া উক্ত মন্ত্র এক সহস্র জপ করিবে, অবশ্য সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে। বিবাহকামী ব্যক্তি পঞ্চসহস্র মন্ত্র জপকরিলে উত্তমা স্ত্রী লাভকরিতে পারে। এই মন্ত্রে দশসহস্র হোমকরিলে তৎক্ষণাৎ রাজা বশীভূত হয়। উচ্ছিষ্টগণেশমন্ত্র এক লক্ষ জপকরিলে রাজা, দুইলক্ষ জপে রাজবর্গ ও দশলক্ষ জপকরিলে রাজার সমস্ত রাজ্য বশীভূত হয়। উক্ত মন্ত্র এককোটি জপকরিলে সাধকের অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়, শূন্তগমনে শক্তি জন্মে এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাপ্তি হয়। এই মন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া কণ্ঠে কিম্বা মস্তকে ধারণকরিলে নিশ্চয় সাধকের সৌভাগ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ইতি উচ্ছিষ্টগণপতিসিদ্ধিপ্রকরণ॥



পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অপদানবাদিদূরীকরণ জলপড়া।—ওঁ আং ক্রীঁ হূঁ মার হস্তগাং হ্রীংকারে সমস্তদোষান্ হর হর বিগর বিগর হুং ফট্ স্বাহা। যাহাকে দানবদৈত্যাদিতে পাইবে, তাহাকে এই মন্ত্রদ্বারা জল পড়িয়া খাওয়াইবে ও গাত্রে দিবে এবং কাঁচা বিল্বপত্রের ধূম প্রদান করিবে। তাহাহইলে দানবদৈত্যাদি তাহাকে ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে।

অথ ভূতের সর্ষপতৈলপড়া মন্ত্র ও ভূতছাড়ানমন্ত্র।—তেলিনীর তেল পসার চৌরাশীসহস্র ডাকিনীর হেল, এতেলের ভার মুই তেলপড়িয়া দেম, অমুকার অঙ্গে অমুকারে ভার, আড়দলশূলে যক্ষা যক্ষিণী দৈত্যা দৈত্যানী ভূতা ভূতী প্রেতা প্রেতী দানবা দানবী নিশাচৌরা শুচিমুখা গাভূরডলনম্ বারভাইয়া লাড়ি ভোগাই চামী পিশাচী অমুকার অঙ্গে ঘা, কালজটার মাথা খা, হ্রীঁ ফট্ স্বাহা, সিদ্ধিগুরুর চরণ রাঢ়ের কালিকাচণ্ডীর আজ্ঞা। এই মন্ত্রে সর্ষপতৈল পড়িয়া গাত্রে দিলে ভূত ছাড়িবে।

অথ ভূতছাড়ানচক্র। প্রথমে ভূতছাড়ানচক্র অঙ্কিত করিয়া ভূতেপাওয়া রোগিকে ঐ চক্রের উপরে বসাইবে। হুঁ ভেদ ভেদ স্বাহা। এই মন্ত্রদ্বারা কর্ণে হুঁ দিবে। হুঁ এই মন্ত্র জপ করিবে! ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ হূঁ ফট্ স্বাহা।

অথ সর্ব্বভূতডাকিনীদমনমন্ত্র। ওঁ অঘোরে অঘোরেশ্বরি ঘোরমুখি চামুণ্ডে ঊর্দ্ধকেশি হ্রীং ক্ষীং ফট্ হুঁ স্বাহা। এই মন্ত্র জপকরিলে সকল ভূত দমন হয়। ১। ওঁ ভগবতে রুদ্রায় চণ্ডেশ্বরায় হূঁ হূঁ হূঁ ফট্ ফট্ স্বাহা। এই মন্ত্রপাঠ করিয়া সর্ষপপ্রহার করিবে। ইহাদ্বারা সকল ভূত, প্রেত, ডাকিনী প্রভৃতি দমন হয়। ২।

অথ শাকিনীদমনমন্ত্র।—ওঁ নমোভগবতে মহানীলাপলনলজাম্বুবৎবালিসুগ্রীবাঙ্গদহনুমন্তসহিতায় বজ্রহস্তেন শাকিনীনাং হন হন দম দম মারয় মারয় ভেদয় ভেদয় ছেদয় ছেদয় সর্ব্বদোষানাকর্ষয় আকর্ষয় ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হূঁ ফট্ স্বাহা। এই মন্ত্রপাঠ করিলে শাকিনীদমন হয়॥

অথ রাক্ষসডাকিন্যাদিদমন প্রকরণ।—ওঁ হ্রীঁ কুরুকুল্লে স্বাহা। এই মন্ত্র স্মরণ করিলে রাক্ষস ডাকিনী প্রভৃতি দমন হয়।

অথ পরীছাড়ান কবচ।—ওঁ লং শ্রীং কাপালিকং ঝং ঝং তিষ্ঠতি মহিষং চং চং চর্ব্ব শং হংসঃ। পরীর দৃষ্টি হইলে সারচন্দনদ্বারা ভূর্জ্জপত্রে এই মন্ত্র লিখিয়া ধারণ করিলে পরী ছাড়িবে।

অথ ব্রহ্মদৈত্যছাড়ানকবচ।—ক্লীং চর্চ্চ হুং হুং ঝং শাঃ। এই মন্ত্র পারুলপত্রে লিখিয়া ব্রহ্মদৈত্য পাওয়া রোগীর মস্তকে কবচ করিয়া ধারণকরাইলে, ব্রহ্মদৈত্য তাহাকে ছাড়িয়া পলায়।

অথ ডাকিনীরক্ষণ।—ওঁ রক্ত জয় জয় রক্ত ফট্ রক্তাম্বরধারিণীং উৎকটবেশবতীং স্বাহা। এই মন্ত্রজপদ্বারা ডাকিনীভয় হইতে রক্ষা করা যায়।

অথ ডাকিনীবন্ধনপ্রকরণম্।—হুঁ হুঁ অগ্নিনিয়া মঞ্জিবন্ধানাম্ নাগপতে নমনিকং স্বাহা। এই মন্ত্রদ্বারা ডাকিনীকে বন্ধন করা যায়। ওঁ মরালং সরালং করে ওঁ স্বাহা। এই মন্ত্রদ্বারা ডাকিনীর মুণ্ডবন্ধন করা যায়।

অথ পিশাচ গ্রহণ ও তন্নিবারণ।—ও টং টাং টিং টীং টুং টূং টেং টৈং টোং টৌং টং টঃ। অমুকং গৃহ্ণ গৃহ্ণ পিশাচ স্বাহা। শাখোটবৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা নয়অঙ্গুলিপরিমিত কীলক নির্ম্মিত করিয়া এই মন্ত্রদ্বারা সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার নাম করিয়া চৌমাত্রা পথের মধ্যে পুঁতিয়া রাখিবে এবং সেইস্থলে পিশাচকে মাষকলায়, মাংস, রক্তবর্ণপুষ্পাদিযুক্ত অন্ন নিবেদন করিয়া দিবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ পিশাচে পাইবে। কাহারো নামে যদি কেহ এইরূপ প্রক্রিয়া করে, তাহা হইলে সেই অভিমন্ত্রিত কীলক চৌমাত্রা পথমধ্যহইতে তুলিয়া ফেলিলে, সেই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া পিশাচ পলাইয়া যায়।

অথ ডাকিনীগ্রহণ ও তৎশান্তিকরণ।—ওঁ ডং ডাং ডিং ডীং ডুং ডূং ডেং ডৈং ডোং ডৌং ডং ডঃ অমুকং গৃহ্ণ গৃহ্ণ ডাকিনি স্বাহা। মনুষ্যের অস্থিদ্বারা ছয় অঙ্গুলপরিমিত কীলক প্রস্তুত করিয়া এই মন্ত্রদ্বারা সহস্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার নাম করিয়া শ্মশানের মধ্যে পুতিবে, তাহাকে ডাকিনীতে পাইবে এবং ঐ কীলক গৃহমধ্যে পুতিলে, সমস্ত পরিবারকেই ডাকিনীতে পাইবে। যদি কেহ কাহাকে বা কাহার সমস্ত পরিবারকে এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা ডাকিনী পাওয়াইয়া থাকে, তাহা হইলে ওঁ সং সাং হাং অমুকং শান্তির্ভবতু স্বাহা। এই মন্ত্রদ্বারা ঘৃতলিপ্ত সর্ষপে সহস্রবার হোম করিলে, ডকিনী ছাড়িয়া পলাইবে।

অথ বন্ধনমন্ত্র।—ওঁ অহঙ্গ ক্লীং পুরু পুরু সিদ্ধেশ্বরি অবতর অবতর স্বাহা। ১। ওঁ দশাঙ্গুলি ডীন্দলি বিরুণ্ডহারি ভৈরুণ্ড ভৈরবী বিষারাণী রোগাবন্ধ মুষ্টিবন্ধ বাণবন্ধ কৃত্যবন্ধ রুদ্রবন্ধ নৈথবন্ধ গ্রহবন্ধ প্রেতবন্ধ ভূতবন্ধ রাক্ষসবন্ধ কংকালবন্ধ বেতালবন্ধ পাতালবন্ধ আকাশবন্ধ পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সর্ব্বদিশাবন্ধ বেআচ বেআচ কহ কহ হস হস অবতর অবতর অবতর দশাবিপ্রারাণী দশাঙ্গুলী শতাস্ত্রবন্ধিনী বন্ধাসি হুঁ ফট্ স্বাহা।

এই সকল মন্ত্রদ্বারা চতুর্দ্দিকে রেখা অঙ্কিত করিয়া গণ্ডী দিয়া তন্মধ্যে যে অবস্থিতি করে, তাহার কদাপি ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানব, দৈত্য, রাক্ষস, ব্রহ্মদৈত্য, শাকিনী, ডাকিনী, যোগিনী, যক্ষিণী, রাক্ষসী, হাকিনী, পিশাচী, প্রেতিনী, পরী, দানবী, দৈত্যা, ভূতিনী প্রভৃতির ভয় থাকে না।

অথ ডাকিন্যাদিভয়বিনাশযন্ত্র ও জীববৎসাযন্ত্রঞ্চ।

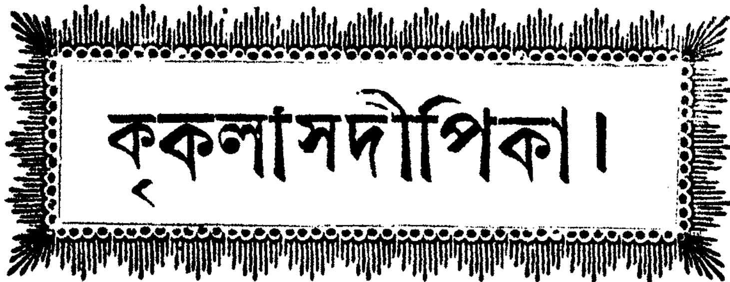
বৃত্তযুগ্মং লিখেত্তত্র মায়াবীজচতুষ্টয়ম্। চতুষ্কোনদ্বয়ং বাহ্যে লিখিত্বা ধারয়েদ্যদি। নাশয়েৎ ক্ষণমাত্রেণ ডাকিন্যাদিবিনাশনম্। মৃতবৎসা যদি ভবেন্নারী দুঃখপরায়ণা। ধারয়েৎ পরমং পরং জীববৎসা ততো ভবেৎ॥

দীর্ঘরেখাদ্বয়ং দত্বা তদ্গাত্রেঽষ্টদলং লিখেৎ। ওঁ হ্রীঁ দেবদত্ত হ্রীঁ ওঁ রেখামধ্যে লিখেচ্ছিবে। রেখাগাত্রদলে ওঁ হূঁ রেখাদ্যন্তদলে চ ওঁ লিখেৎ। গোরোচনাকুঙ্কুমেন তথৈবালক্তকে তথা। যস্ত নামার্থং সংলিখ্য স্থাপয়েৎ পরমেশ্বরি। পঞ্চামৃতেন দেবেশি জীববৎসা ভবেদ্ধি সা। তৎসুতস্যাকালমৃত্যুর্নাস্তথা জায়তে প্রিয়ে। উক্তরূপে তথা পূজা লক্ষমন্ত্রং জপেচ্ছিবে॥

ডাকিনীপ্রকৃতির ভয় বিনাশ ও মৃতবৎসাদোষের শান্তির নিমিত্ত প্রক্রিয়া করিতে হইলে একটি যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া কার্য্য করিতে হয়, অতএব সেই যন্ত্রাঙ্কণপ্রণালী বিবৃত হইতেছে। দুইটি বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে চারিটি মায়াবীজ (হ্রীঁ) লিখিবে এবং তাহার বহির্ভাগে দুইটি চতুষ্কোণ লিখিয়া এই যন্ত্রটি ধারণ করিলে তৎক্ষণাৎ ডাকিনীপ্রভৃতির ভয় বিনাশ পায় এবং মৃতবৎসাদোষের শান্তি হইয়া সেই নারী জীববৎসা হয়॥

প্রকারান্তরে, দুইটি দীর্ঘরেখা অঙ্কিত করিয়া তাহার গাত্রে অষ্টদল লিখিবে। তৎপরে "ওঁ হ্রীঁ দেবদত্ত হ্রীঁ ওঁ" এই মন্ত্র লিখিতে হইবে। পরে রেখার গাত্রস্থিত দলে ওঁ হুঁ এই বীজ লিখিয়া আদি ও অন্ত দলে ওঁ এই বীজ লিখিবে। গোরোচনা, কুঙ্কুম ও অলক্তদ্বারা এই যন্ত্র লিখিতে হইবে। যাহার নামকরিয়া এই যন্ত্র পঞ্চামৃত মধ্যে স্থাপন করিবে, সেই নারী জীববৎসা হয়। তাহার সন্তানের কদাচ অকালমৃত্যু হয় না। এইরূপ যন্ত্র স্থাপনকরিয়া পূজা ও এক লক্ষ মন্ত্র জপকরিবে। তাহা হইলেই মৃতবৎসাদোষের শান্তি হয়॥

ক্রমশঃ—



পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অথ মার্জ্জারসাধন।

অথ বক্ষ্যে মহেশানি মার্জ্জারশব্দমুত্তমম্। পৌষে বা শ্রাবণে বাপি হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ। ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈ রক্তচন্দনপুষ্পকৈঃ। পূজয়িত্বা প্রযত্নেন বিকটাক্ষাং মহোৎকটাম্। বিভ্রতীং কঙ্কটীং ধ্যায়েন্মার্জ্জারোপরিসংস্থিতাম্। তারং মায়াং কঙ্কটীঞ্চ চতুর্থ্যন্তামুদীরয়েৎ। স্বাহান্তা কথিতা বিদ্যা জপেত্তামযুতত্রয়ম্। এবং সপ্তদিনং রাত্রৌ শ্মশানে সাধকোত্তমঃ। কুর্য্যাৎ সিদ্ধোহথ মার্জ্জারশব্দং বুধ্যতি নান্যথা। অতীতানাগতাং বার্ত্তাং স ব্রূতে পরমেশ্বরি॥

মহেশ্বরি! অনন্তর মার্জ্জার-শব্দজ্ঞান বলিতেছি। পৌষমাসে কি শ্রাবণমাসে জিতেন্দ্রিয় সাধক হবিষ্যাশী হইয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প ইত্যাদি উপকরণদ্বারা যত্নপূর্ব্বক বিকটনেত্রা, বর্ম্মধারিণী, ভীষণা, মার্জ্জারবাহিনী কঙ্কটার ধ্যান করিয়া অর্চ্চনা করিবে। "ওঁ হ্রীং কঙ্কটায়ৈ স্বাহা"—এই মন্ত্র ত্রিংশৎ সহস্রবার জপকরিবে। এইরূপে সপ্তাহপর্য্যন্ত রাত্রিকালে শ্মশানে বসিয়া জপ করিতে হইবে। এইপ্রকার কার্য্য করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। ইহাতে বিড়ালের ডাক বুঝিতে পারিবে এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ জানিতে পারে॥

অথ ছাগলশব্দজ্ঞান।

কেবলং ছাগদুগ্ধেন পরমান্নন্ত পাচয়েৎ। তদেব ভক্ষয়েদ্দেবি জপেদেনামনন্যধীঃ। জপেচ্চ কোঙ্কণাং বিদ্যাং সপ্তাযুতমতন্দ্রিতঃ। ত্বৎপ্রসাদান্মহেশানি ছাগানাং শব্দবিদ্ভবেৎ॥

কেবল ছাগলের দুগ্ধে পরমান্ন পাককরিয়া ভক্ষণকরিবে। দেবি! আলস্যবিহীন ও অবিচলিতচিত্ত হইয়া এই "কোঙ্কণা" বিদ্যা (মন্ত্রবিশেষ) সপ্ততিসহস্রবার জপকরিবে। মহাদেবি! এই মন্ত্রসাধনপ্রভাবেই ছাগলের ডাক বুঝিতে পারা যাইবে॥

অথ শশকশব্দজ্ঞান।

হবিষ্যাশী দিবাভাগে জপেদেনাং হি সাধকঃ। ষট্‌সহস্রপ্রমাণেন ষড়্‌দিনং যাবদেব হি। ততঃ শশকানাং বৈ শব্দং বুধ্যতি নান্যথা॥

ছয়দিনপর্য্যন্ত সাধক হবিষ্যান্ন ভোজনকরিয়া ছয় হাজারবার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র (কোঙ্কণাবিদ্যা) রাত্রিতে জপকরিবে। তাহা হইলে শশকের (খরগোসের) ডাক বুঝিতে পারিবে॥

অথ বানরশব্দজ্ঞান।

অনেনৈব বিধানেন ধুতুরমূললতাং স্পৃশন্। অযুতৈকপ্রমাণেন সন্ধ্যায়াং প্রজপেন্মনুম্। তৎপ্রসাদেন কপীনাং শব্দবিদ্ভবেৎ॥

ধুতুমূল লতা স্পর্শকরতঃ সন্ধ্যাকালে দশসহস্রবার এই (কোঙ্কণা) মন্ত্র জপ করিলে বানরের শব্দ বুঝিতে পারিবে॥

অথ বনবিড়ালশব্দজ্ঞান।

অনেনৈব বিধানেন জপেদ্ যদি দিবাবধি। ততো বনবিড়ালানাং শব্দং বুধ্যতি নান্যথা॥

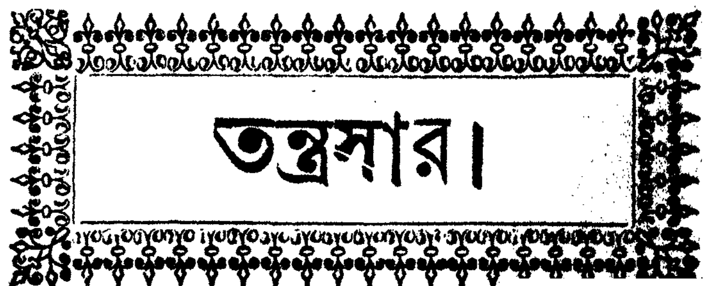
পূর্ব্বোক্তবিধানে যদি সমস্ত দিন ধরিয়া মন্ত্র জপকরে, তাহা হইলে বনবিড়ালের ডাক বুঝিতে পারিবে, ইহার অন্যথা হয় না॥

অথ ঋক্ষাদিশব্দজ্ঞান।

তারং মায়ারমাযুগ্মং বিশালাং ঙেযুতাং তথা। অগ্নিজায়াং মহাবিদ্যা স্বাহান্তাপি স্মৃতে। বিশালাং ঘোরবদনাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাং। যৌবনোদ্ভিন্নবক্ষোজাং সরোজাক্ষীং হসন্মুখীম্। খড্গখট্বাঙ্গপদ্মাদীন্ বিভ্রতীং পরমেশ্বরীম্। এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রমুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। নিশাভাগে হবিষ্যাশী জপেন্মন্ত্রং জিতেন্দ্রিয়ঃ। পূজয়িত্বা প্রযত্নেন রক্তচন্দনপুষ্পকৈঃ। দশাংশং জুহুয়াদ্বহ্নৌ নিম্বকাষ্ঠৈর্বরাননে। ততঃ সিধ্যতি দেবেশি ঋক্ষাণাং শব্দবিদ্ভবেৎ। বিবাদে শকটে যুদ্ধে জয়ী ভবতি নান্যথা। কেবলং স্মৃতিমাত্রেণ ঋক্ষ আয়াতি তৎপরম্। যুদ্ধে বাপি বিবাদে বা রিপুং হন্ত্যাচ্ছতাযুতম্। বিপুলঞ্চ বলং দদ্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। গজেন্দ্রমদসম্ভূতদ্রবেণ তিলকং যদি। তদাজ্ঞাবহো ঋক্ষ রিপুসৈন্যং শতাযুতম্। বিপুলঞ্চ বলং দদ্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

"ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ বিশালায়ৈ স্বাহা।" ইহাই ঋক্ষশব্দজ্ঞানের মন্ত্র। সাধক "বিপুলা, ভীষণবদনা, আলুলায়িতকেশা, নগ্না, যৌবনজাতপীনপয়োধরা, কমলনয়না, হাস্যবদনা, খড্গ, খট্বাঙ্গ, পদ্ম ও অসিধারিণী পরমেশ্বরী।"—এইরূপ দেবীর ধ্যান করিবে। চারুবদনে! উক্তপ্রকারে দেবীর ধ্যান করিয়া জিতেন্দ্রিয় সাধক হবিষ্যান্ন ভোজনপূর্ব্বক রজনীযোগে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপকরিবে, এবং রক্তচন্দন, ও পুষ্পাদিদ্বারা যত্নপূর্ব্বক দেবীর পূজা করিয়া, নিম্বকাষ্ঠসমিধদ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে। তাহা হইলেই সিদ্ধি হইবে এবং সাধক ভল্লুকের ডাক বুঝিতে পারিবে এবং সেই ব্যক্তি বিবাদে, শকটস্থলে ও যুদ্ধে জয়ী হইবে; ইহার কোন অন্যথা নাই। উক্ত দেবতার স্মরণমাত্রেই ভল্লুক আসিয়া থাকে, যুদ্ধে বা বিবাদে শত শত অযুত অযুত শত্রুকে বধ করিয়া যায় এবং যথেষ্ট শক্তি প্রদান করে, ইহা সত্য, কোন সন্দেহ নাই। মত্ত হস্তীর মদরসে তিলক করিয়া যদি সাধন করা যায়, তাহা হইলে ভল্লুক নিশ্চয়ই সাধকের আদেশচর দশলক্ষ শত্রুসেনা ধ্বংস করিবে এবং বিপুল সামর্থ্য প্রদান করিবে।

ক্রমশঃ—



পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

তত্রাপ্যনুকূলং মন্ত্রং দীক্ষয়েৎ। মননাত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তথাচ সতারাশিকোষ্ঠানামনুকূলান্ ভজেন্ মনূন্। সিদ্ধসারস্বতে। তত্র চ নৃসিংহার্কবরাহাণাং প্রাসাদপ্রণবস্য চ। সপিণ্ডাক্ষরমন্ত্রাণাং সিদ্ধাদীনৈব শোধয়েৎ। বারাহীতন্ত্রে—তারাচক্রং রাশিচক্রং নামচক্রবৈব চ। অত্র চেৎ সকলো মন্ত্রো যাতচক্রং বিচিন্তয়েৎ। ইতি দু ধনাবস্থা দোষয়োঃ।

[illegible] স্মৃতিমার্গক ভবেৎ চ। ইত্যাদি বর্ণমাত্রচক্রবিচারভাবশ্যকত্বাৎ প্রথমং [illegible]। অথলতে ক্রিয়া বক্তে মালামন্ত্রে চ ত্র্যক্ষরে। বৈদিকেষু চ সর্বেষু সিদ্ধাদী নৈব শোধয়েৎ। মালামন্ত্রস্য বারাহীয়ে। বিংশত্যর্ণাধিকা মন্ত্রা মালামন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। নপুংসকস্য মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ। হংসপ্রাষ্টাক্ষরস্যাপি তথা পঞ্চাক্ষরস্য চ। একদ্বিত্র্যাদি [illegible] সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ। তথা একাক্ষরস্য মন্ত্রস্য মালামন্ত্রস্য পার্ব্বতি। বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ। পুংমন্ত্রা হুঁফড়ন্তাঃ স্যুর্দ্বিঠান্তাশ্চ স্ত্রিয়োমতাঃ। নপুংসকা নমোহন্তাঃ স্যুরিত্যুক্তা মনবস্ত্রিধা। এতৎ শুক্তা মহাবিদ্যা মহাশব্দেন গীয়তে। মালিনীবিজয়ে। অথ বক্ষ্যাম্যহং যা যা মহাবিদ্যা মহীতলে। যোষপ্রাবৈনসংস্পৃষ্টাস্তাঃ সর্ব্বা হি কলৌ সহ। কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তিকা। বাগ্বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ। কামাখ্যাবাসিনী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী। ইত্যাদ্যাঃ সকলাদেবাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ। সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবা পরিশ্রমঃ। তথাচৈতা মহাবিদ্যাঃ কলিদোষাস্পর্শিতাঃ। তথাচ মুণ্ডমালাতন্ত্রে—কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা। বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নক্ষত্রাদিবিচারণা। কালাদিশোধনং নাস্তি নাস্তিমিত্রাদিদূষণং। সিদ্ধবিদ্যাতয়া নাত্র যুগসেবা পরিশ্রমঃ। নাস্তি কিঞ্চিন্মহাদেবি দুঃখসাধ্যং কদাচন। ইত্যাদি বচনাদেষু বিচারো নাস্তি। বস্তুতস্তু ইদং প্রশংসাপরং। সর্ব্বত্র বিচারস্যাবশ্যকত্বং দুরদৃষ্টবশাৎ কদাচিদ্বৈরিমন্ত্রস্য স্বপ্নাদৌ প্রাপ্ত্যা তদ্দোষস্য দৃষ্টত্বাদিতি সাম্প্রদায়িকাঃ॥

মন্ত্রগ্রহণে যাহা অবশ্য বিবেচনীয়, তাহা বলিতেছেন। সকলেরই অনুকূল মন্ত্র গ্রহণকরাকর্ত্তব্য। যাহাকে স্মরণকরিবামাত্র পরিত্রাণ করে, তাহাই মন্ত্র, অতএব মন্ত্র এই সার্থক নাম মুনিগণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। তারাচক্র ও রাশিচক্র বিচারে যে মন্ত্র স্বীয় রাশ্যাদির অনুকূল হইবে, সেই মন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সিদ্ধসারস্বতে বলিয়াছেন, নৃসিংহ, সূর্য্য ও বরাহ, ইহাদিগের মন্ত্র, প্রাসাদবীজ, (হৌঁ) প্রণব ও কূটমন্ত্র, ইহাদিগের সিদ্ধাদি শোধনের আবশ্যক নাই। বরাহীতন্ত্রে বলিয়াছেন, তারাচক্র, রাশিচক্র ও নামচক্র এই সকল চক্র বিচারে সগুণ হইলেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে, অন্য চক্র বিচারকরিতে হইবে না। বরাহীতন্ত্রের এই বচনের তাৎপর্য্য এই যে, তারাচক্র, রাশিচক্র ও নামচক্র বিচার অবশ্যই করিবে, অন্য ঋণিধনী প্রভৃতি চক্রদ্বারা যে বিচার করিবে না, এইরূপ নহে। তাহা না হইলে ধনী মন্ত্র গ্রহণকরিবে না, ইত্যাদি শাস্ত্র বিফল হয়, সুতরাং তারাচক্রাদি বিচার প্রধান ও অন্যান্য চক্রাদি বিচারও কর্ত্তব্য, এইরূপ মীমাংসা করিতে হইবে। ধনী ও অকুল মন্ত্র গ্রহণকরিবে না, ইত্যাদি বচনানুসারে অগ্রেই কুলাকুলাদি চক্র বিচার কথিত হইয়াছে। স্বপ্নলব্ধ, স্ত্রীগুরুপ্রদত্ত, মালামন্ত্র, ত্র্যক্ষরী মন্ত্র ও বেদোক্ত মন্ত্র, এই সকল মন্ত্র গ্রহণে সিদ্ধাদি শোধন প্রয়োজন নাই। বারাহীতন্ত্রে মালামন্ত্র নির্ণয় করিয়াছেন যথা—বিংশতি অক্ষরের অধিক বর্ণঘটিত যে মন্ত্র তাহাকে মালামন্ত্র বলে। নপুংসকমন্ত্র, সূর্য্যের অষ্টাক্ষরী, পঞ্চাক্ষরী, প্রভৃতি মন্ত্রে এবং সর্ব্বপ্রকার বৈদিকমন্ত্রে সিদ্ধাদি শোধন করিতে হইবে না। যে মন্ত্রের অন্তে হুঁ ফট্ আছে, তাহাকে পুংমন্ত্র, যাহার অন্তে স্বাহা আছে, তাহাকে স্ত্রীমন্ত্র এবং যে মন্ত্রের পরে নম আছে, তাহাকে নপুংসক মন্ত্র বলে। মালিনীতন্ত্রে মহাবিদ্যার যে নিরূপণ আছে, তাহা এই স্থলে বলিতেছেন। কালী, তারা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী, শৈলবাসিনী, এই সকল দেবতা কলিকালে পূর্ণফল প্রদান করেন। এই সকল দেবতার উপাসনার যুগাদি নিয়ম নাই, অর্থাৎ "কলৌ সংখ্যা চতুর্গুণা" এই সকল শাস্ত্রানুসারে যে কলিযুগে চতুর্গুণ জপ, পূজাদির বিধান উক্ত আছে, উক্ত দেবতাগণের আরাধনায় তাহা করিতে হয় না। উক্ত দেবীগণ কলিদোষে দূষিতা নহেন। মুণ্ডমালাতন্ত্রে কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ দেবতা মহাবিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। এই সকল দেবতার মন্ত্র গ্রহণে সিদ্ধাদি শোধন, নক্ষত্রাদি বিচার, কালাদি শুদ্ধি ও অরিমিত্রাদি বিচার করিতে হয় না। এবং এই সকল দেবতা সিদ্ধবিদ্যা, এই হেতু যুগাদি নিয়ম প্রতিপালনের আবশ্যক নাই। এবং এই সকল দেবতার আরাধনা করিলে কোন কার্য্যই দুঃসাধ্য হয় না। এই সকল বচনানুসারে জানা গেল যে, কালীতারাদি মহাবিদ্যার মন্ত্র গ্রহণে কোন বিচার করিতে হইবে না। বাস্তবিক এই সকল বচন প্রশংসাপর, কিন্তু সকল মন্ত্র গ্রহণেই বিচারের আবশ্যকতা আছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ কদাচিৎ স্বপ্নাদিতে বৈরিমন্ত্র লাভে দোষ দৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ—

দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি নিরূপণ।

অথ দশবিদ্যানিরূপণং। চামুণ্ডাতন্ত্রে—কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা। বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতা দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

চামুণ্ডাতন্ত্রে যে দশ মহাবিদ্যা নির্ণয় আছে, তাহা বলা যাইতেছে। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশ দেবতাকে দশ মহাবিদ্যা বলা যায়। ইহার বিশেষ এই, দশদেবতার মহাবিদ্যা উপাধি থাকা সত্ত্বেও কালী তারা শব্দের পর পুনর্ব্বার মহাবিদ্যা পদ প্রয়োগ থাকাতে উক্ত দুই দেবতাই মহাবিদ্যা বলিয়া বিখ্যাত এবং বগলাদেবী ঝটিতি সিদ্ধিপ্রদান করেন, অতএব তাঁহাকে সিদ্ধবিদ্যা বলা যায়। অবশিষ্ট সপ্ত দেবতার কেবল বিদ্যোপাধি তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত আছে॥

অথ মহাবিদ্যানাং মাহাত্ম্যং। কুব্জিকাতন্ত্রে—কলৌ কৃষ্ণত্বমাসাদ্য শুক্লাপি নীলরূপিণী। লীলয়া বাক্প্রদা চেতি তেন নীলসরস্বতী। তারকত্বাৎ সদা তারা তারিণী চ প্রকীর্ত্তিতা। ভুবনানাং পালকত্বাদ্ভুবনেশী প্রকীর্ত্তিতা। সৃষ্টিস্থিতিকরী দেবী ভুবনেশী প্রকীর্ত্তিতা। শ্রীদাত্রী চ সদা বিদ্যা শ্রীবিদ্যা চ প্রকীর্ত্তিতা। নির্গুণা চ মহাদেবী ষোড়শী পরিকীর্ত্তিতা। ভৈরবী দুঃখসংহর্ত্রী যমদুঃখবিনাশিনী। কালভৈরবভার্য্যা চ ভৈরবী পরিকীর্ত্তিতা। ত্রিশক্তিকলনা দেবি ছিন্না চৈব সুরেশ্বরী। ত্রিগুণা চ মহাদেবি মোহিনী মোক্ষদা ধ্রুবং। ধূমাবতী মহামায়া ধূম্রাসুরনিসূদনী। ধূম্ররূপা মহাদেবী চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী। জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী জগতামুপকারিণী। বকারে বারুণী দেবী গকারে সিদ্ধিদা স্মৃতা। লকারে পৃথিবী চৈব চৈতন্যা মে প্রকীর্ত্তিতা। মাতঙ্গী মদশীলত্বান্মতঙ্গাসুরনাশিনী। সর্ব্বাপত্তারিণী দেবী মাতঙ্গী পরিকীর্ত্তিতা। বৈকুণ্ঠবাসিনী দেবী কমলা চ প্রকীর্ত্তিতা। পাতালবাসিনী দেবী লক্ষ্মীরূপা চ সুন্দরী। এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধিবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ধর্ম্মার্থমোক্ষদা নিত্যা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদাঃ। যেন তেন প্রকারেণ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ। নির্দ্ধনে কৃপণে চৈব বিশেষাৎ পরযোনিষু। পাষণ্ডে চ শঠে চৈব নিন্দকে চৈব নির্গুণে। অভক্তেষু চ পুত্রেষু আত্মহীনে চ সুন্দরি। ন প্রকাশ্যমিদং তন্ত্রে শপথং মে ধ্রুবং সদা। সর্ব্বলক্ষণযুক্তায় দদ্যাচ্চৈব মহেশ্বরি। আসাঞ্চৈব সমানা হি নাস্তি ত্রিভুবনে ধ্রুবং। একোচ্চারণমাত্রেণ সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে। স্মরণেনৈব দেবেশি মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ॥

অনন্তর কুব্জিকাতন্ত্রে যে মহাবিদ্যার মাহাত্ম্য লিখিত আছে, তাহা কথিত হইতেছে। কলিকালে শুক্লবর্ণা দেবী নীলরূপ ধারণ করিয়াছেন এবং ইনি অবলীলাক্রমে বাক্শক্তি প্রদান করেন এই জন্য ইহাঁর নীলসরস্বতী নাম হইয়াছে। অন্তকালে সাধকদিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, এই হেতু তারা অথবা তারিণী এই নাম বিখ্যাত হইয়াছে। ত্রিভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন করেন, এই হেতু ভুবনেশী অর্থাৎ ভুবনের ঈশ্বরী এবং সাধকের শ্রীপ্রদান করেন বিধায় তাঁহাকে শ্রীবিদ্যা বলা যায়। ভৈরবী দেবী ইহকালে দুঃখ ও পরকালে যমভয় নিবারণ করেন এবং ইনি কালভৈরবভার্য্যা, অতএব ইহার নাম ভৈরবী হইয়াছে। ধূমাবতী দেবী ধূম্রবর্ণা ও ধূম্রনামক অসুরকে বিনাশ করিয়াছেন, এই হেতু তন্ত্রে ইহাঁর নাম ধূমাবতী হইয়াছে। বকারের অর্থ বারুণীদেবী, গকারে সিদ্ধিপ্রদা এবং লকারে পৃথিবী, সুতরাং বারুণীশক্তি সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকেন, অতএব বগলা বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে ইহাঁর অভিধান আছে। মাতঙ্গী দেবী অতিশয় মদশীলা, মতঙ্গাসুরবিনাশকারিণী এবং সর্ব্বাপত্রাণকর্ত্রী, অতএব ইহাঁর নাম মাতঙ্গী হইয়াছে। কমলাদেবী বৈকুণ্ঠবাসিনী, পাতালবাসিনী এবং লক্ষ্মীরূপা, অতএব তাঁহার নাম কমলাত্মিকা হইয়াছে। এই দশ মহাবিদ্যা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাত্মক চতুর্ব্বর্গ প্রদান করেন। কলিযুগে এই সকল দেবতাকে যে কোনরূপে আরাধনা করিলেই সংপূর্ণ ফল-

প্রদান করিবে। নির্দ্দয়, কৃপণ, পাষণ্ড, শঠ, নিন্দক, নির্গুণ, অভক্ত ও যাহাদের বিশ্বাস নাই, এই সকল ব্যক্তির নিকটে উক্ত দেবতাসকল প্রকাশ করিবে না। সর্ব্বগুণান্বিত ভক্ত ব্যক্তির নিকট বলিবে। এই দশ মহাবিদ্যার তুল্য দেবতা ত্রিভুবনে নাই। এই সকল দেবতার নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং একবার উক্ত দেবতাগণের নাম স্মরণ করিলে সাধক ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়॥

অথ মহাবিদ্যাদীনাং ভৈরবনিরূপণং। তোড়লতন্ত্রে—শিব উবাচ। শৃণু চার্ব্বঙ্গি সুভগে কালিকায়াশ্চ ভৈরবং। মহাকালং দক্ষিণায়া দক্ষভাগে প্রপূজয়েৎ। মহাকালেন বৈ সার্দ্ধং দক্ষিণা রমতে সদা। তারায়া দক্ষিণে ভাগে অক্ষোভ্যং পরিপূজয়েৎ। সমুদ্রমথনে দেবি কালকূটং সমুত্থিতং। সর্ব্বে দেবাঃ সদারাশ্চ মহাক্ষোভমবাপ্নুয়ুঃ। ক্ষোভাদিরহিতং যস্মাৎ পীতং হালাহলং বিষং। অতএব মহেশানি অক্ষোভ্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। তেন সার্দ্ধং মহামায়া তারিণী রমতে সদা। মহাত্রিপুরসুন্দর্য্যা দক্ষিণে পূজয়েৎ শিবং। পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রঞ্চ প্রতিবক্ত্রে সুরেশ্বরি। তেন সার্দ্ধং মহাদেবী সদা কামকুতূহলা। অতএব মহেশানি পঞ্চমীতি প্রকীর্ত্তিতা। শ্রীমদ্ভুবনসুন্দর্য্যা দক্ষিণে ত্র্যম্বকং যজেৎ। স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে যা চাদ্যা ভুবনেশ্বরী। এতয়া রমতে তেন ত্র্যম্বকং তেন কথ্যতে। সশক্তিশ্চ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বতন্ত্রপ্রপূজিতঃ। ভৈরব্যা দক্ষিণে ভাগে দক্ষিণামূর্ত্তিসংজ্ঞকং। যজেৎ পরমযত্নেন পঞ্চবক্ত্রং তমেব হি। ছিন্নমস্তা দক্ষিণাংশে কবন্ধং পূজয়েৎ শিবং। কবন্ধপূজনাদ্দেবি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। ধূমাবতী মহাবিদ্যা বিধবারূপধারিণী। বগলায়া দক্ষভাগে একবক্ত্রং প্রপূজয়েৎ। মহারুদ্রেতি বিখ্যাতং জগৎসংহারকারকং। মাতঙ্গীদক্ষিণাংশে চ মতঙ্গং পূজয়েৎ শিবং। তথৈব দক্ষিণামূর্ত্তিং জগদানন্দকারকং। কমলায়া দক্ষিণাংশে বিষ্ণুরূপং সদাশিবং। পূজয়েৎ পরমেশানি স সিদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ। পূজয়েদন্নপূর্ণায়া দক্ষিণাংশে চ রূপকং। মহামোক্ষপ্রদং দেবং দশবক্ত্রং মহেশ্বরং। দুর্গায়া দক্ষিণে দেশে নারদং পরিপূজয়েৎ। নকারঃ সৃষ্টিকর্ত্তা চ দকারঃ পালকঃ সদা। রেফঃ সংহাররূপত্বান্নারদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। স এব তস্য ভর্ত্তা চ দক্ষভাগে চ পূজয়েৎ॥

অনন্তর মহাবিদ্যাদির ভৈরবনিরূপণ কথিত হইতেছে। তোড়ল তন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন, কালীর ভৈরব মহাকাল, ইহাঁকে দক্ষিণকালিকার দক্ষিণ ভাগে পূজা করিবে। দক্ষিণা দেবী সর্ব্বদা মহাকাল ভৈরবের সহিত থাকেন। তারাবিদ্যার ভৈরব অক্ষোভ্য। ইহাঁকে তারাদেবীর দক্ষিণ ভাগে অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্বকালে সমুদ্রমথন সময়ে যে কালকূট উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার প্রভাবে সকল দেবই ক্ষোভিত হইয়াছিলেন। ইনি সেই সময়ে উক্ত কালকূট পান করিয়া সকল দেবতার ক্ষোভ নিবারণ করিয়াছিলেন; অতএব ইহাঁর নাম অক্ষোভ্য হইয়াছে। ইহাঁর সহিত মহামায়া তারাদেবী থাকেন। মহাত্রিপুরসুন্দরী দেবীর ভৈরব পঞ্চবক্ত্রশিব। ইহাঁর প্রতিবদনে তিন তিন নেত্র আছে। ইহাঁকে ত্রিপুরা দেবীর দক্ষিণ ভাগে অর্চ্চনা করিবে। পঞ্চবক্ত্রভৈরবের সহিত ত্রিপুরাদেবী কুতূহলে কালকর্ত্তন করেন, এজন্য ইহাঁকে পঞ্চমী বলিয়া থাকে। ভুবনেশ্বরী দেবীর ভৈরব ত্র্যম্বক। ইহাঁকে ভুবনসুন্দরীর দক্ষিণ ভাগে অর্চ্চনা করিবে। ভুবনেশ্বরীকে সর্ব্বত্র আদ্যা বিদ্যা বলে। এই ভৈরব ভুবনেশ্বরীর সহিত স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল এই তিনস্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, এই জন্য ইহাঁকে ত্র্যম্বক বলে। ভৈরবী দেবীর ভৈরব দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি। ইহাঁকে ভৈরবীর দক্ষিণাংশে পরম যত্নে অর্চ্চনা করিবে। ইনিও পঞ্চবক্ত্র। ছিন্নমস্তার ভৈরব কবন্ধ, ছিন্নমস্তাদেবীর দক্ষিণভাগে কবন্ধ ঋষির পূজা করিলে সাধক সর্ব্বসিদ্ধীশ্বর হয়। ধূমাবতীদেবী বিধবারূপধারিণী। বগলার ভৈরব একবক্ত্র। ইনি জগৎসংহারকারক এবং মহারুদ্র নামে প্রসিদ্ধ। মাতঙ্গী দেবীর ভৈরব মতঙ্গ। ইহাঁকে মাতঙ্গীর দক্ষিণভাগে অর্চ্চনা করিবে। কমলা দেবীর ভৈরব বিষ্ণুরূপী সদাশিব। ইহাঁকে কমলার দক্ষিণভাগে পূজা করিবে। ইহাঁর পূজা করিলে সাধক সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। অন্নপূর্ণাদেবীর ভৈরব দশবক্ত্র মহেশ্বর। ইহাঁকে অন্নপূর্ণার দক্ষিণ অংশে পূজা করিবে। দুর্গা দেবীর ভৈরব নারদ। ইহাঁকে দুর্গা দেবীর দক্ষিণভাগে পূজা করিবে।

অথ মহাবিদ্যাদীনামাবির্ভাবকালনিরূপণার্থং মহারাত্র্যাদি কথ্যতে। ফাল্গুনে চ মহারাত্রিঃ কৃষ্ণৈকাদশিকা তিথিঃ। জ্যৈষ্ঠে যা দশমী শুক্লা দেবি বারযুতা ভৃগোঃ। রাত্রাবেকাদশী চেৎ স্যাদ্দিবারাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা। অমাভৌমে সংক্রমশ্চ কুলর্ক্ষগ্রহণং যদি। তারারাত্রিশ্চ সংপ্রোক্তা ভাগ্যাদেব তু লভ্যতে। সিদ্ধরাত্রিরষ্টমী স্যাচ্চৈত্রসংক্রমণান্বিতা। তৃতীয়া মাধবে শুক্লা কুলর্ক্ষে দারুণা তিথিঃ। দীপোৎসবচতুর্দ্দশ্যা ময়া যোগ এব চ। কালরাত্রির্বরেশানি তারা কালী প্রিয়ঙ্করি। কৃষ্ণজন্মাষ্টমী দেবি মোহরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা। চৈত্রশুক্লনবম্যাস্তু ক্রোধরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা। ঘোররাত্রির্মার্গশীর্ষে কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহেশ্বরি। চতুর্দ্দশী ভৌমযুক্তা মকরে যা সমর্পিতা। কুলঋক্ষসমাযুক্তা বীররাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥

অনন্তর মহাবিদ্যাদির আবির্ভাবকালনিরূপণার্থ মহারাত্র্যাদি নিরূপণ কথিত হইতেছে। ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিকে মহারাত্রি বলে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে যদি শুক্রবার হয়, অথবা যদি রাত্রিতে একাদশী হয়, তবে ঐ রাত্রি দিবারাত্রি শব্দবাচ্য হইয়া থাকে। মঙ্গলবার অমাবস্যা তিথিতে রবিসংক্রমণ হইলে তাহাতে যদি কুল নক্ষত্র যোগ থাকে, তবে তাহাকে তাররাত্রি বলে। এইরূপ সময় কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। চৈত্র সংক্রমণ দিনে অষ্টমী তিথি হইলে তাহাকে সিদ্ধরাত্রি বলে। বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে কুলনক্ষত্র যোগ হইলে তাহাকে দারুণা তিথি বলে। দীপান্বিতার পূর্ব্বচতুর্দ্দশী দিনে অমাবস্যার যোগ হইলে তাহাকে কালরাত্রি বলে। এই কালরাত্রি তারা ও কালীর অতি প্রিয়ঙ্করী। কৃষ্ণজন্মাষ্টমী রাত্রিকে মোহরাত্রি বলে। চৈত্রমাসীয় শুক্লা নবমীকে ক্রোধরাত্রি বলে। অগ্রহায়ণমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীকে ঘোররাত্রি বলিয়া থাকে। মাঘমাসের চতুর্দ্দশী যদি মঙ্গলবারে হয় ও তাহাতে যদি কুলনক্ষত্রের যোগ থাকে, তাহা হইলে ঐ তিথিকে বীররাত্রি বলা যায়॥

অথ বিদ্যোৎপত্তিঃ। নারদপঞ্চরাত্রে—ব্রহ্মোবাচ। দক্ষগৃহে সমুদ্ভূতা যা সতী লোকবিশ্রুতা। কুপিতা দক্ষরাজর্ষিঃ সতী ত্যক্ত্বা কলেবরং। অনুগ্রহ চ মেনায়াং জাতা তস্যাস্তু সা তদা। কালী নাম্নেতি বিখ্যাতা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা। স্বতন্ত্রে—মহারাত্রিদিনেশস্যাং অবন্ত্যাং জাতমেব তৎ। কালীরূপং মহেশানি সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়কং॥

নারদপঞ্চরাত্রে যে বিদ্যোৎপত্তি লিখিত আছে, তাহা কথিত হইতেছে। ব্রহ্মা বলিয়াছেন—পূর্ব্বকালে দক্ষরাজগৃহে যে সতী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি পিতা দক্ষরাজের প্রতি কুপিত হইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মেনকাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর নাম কালী, সর্ব্বশাস্ত্রে এইটী কীর্ত্তিত আছে স্বতন্ত্র তন্ত্রে লিখিত আছে যে, মহারাত্রি দিনে অবন্তীনগরীতে কৈবল্যপ্রদ কালীরূপ সমুৎপন্ন হয়।

ক্রমশঃ—

কালী।

দশ মহাবিদ্যার মধ্যে প্রথম মহাবিদ্যা কালী, কালিকাদেবীর আকৃতি নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

তদ্যথা কালীতন্ত্রে—করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং। সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধঃপাণিকাং। মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং। কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাং। কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাং। ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং। শবানাং করসঙ্ঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং। সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাং। ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং। বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাং। দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি মুক্তালম্বিকচোচ্চয়াং। শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতাং। শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাং। মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং। সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাং। এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকামসমৃদ্ধিদাং। শবযুক্তেতি ঘোররাবাযুতংমেতি প্রেতকর্ণাবতংসেতি চ। শবকুণপকসংযুক্তবাণকর্ণবিভূষিতাং। বিগতাসুকিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীমিতি দর্পণায়ুতমেব পাঠঃ॥



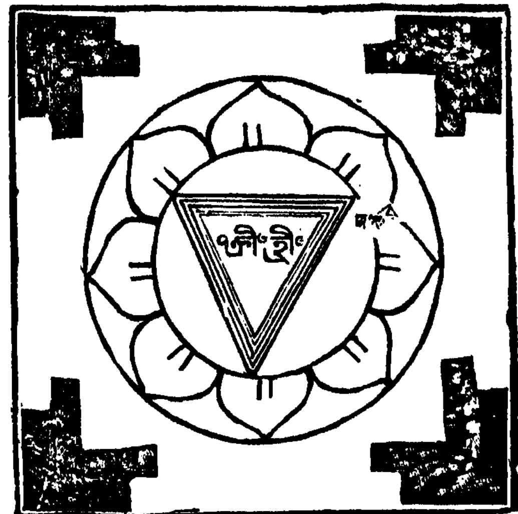
কালীর আকার এইরূপ।—দক্ষিণকালিকাদেবী করালবদনা, ভয়ঙ্করাকৃতি, আলুলায়িতকেশা এবং চতুর্ভুজা। তাঁহার গলে মুণ্ডমালা এবং বামভাগের অধোহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড ও ঊর্দ্ধহস্তে খড়্গ, দক্ষিণভাগের অধোহস্তে অভয় ও ঊর্দ্ধহস্তে বরমুদ্রা আছে। দেবী প্রগাঢ়মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা ও দিগম্বরী অর্থাৎ নগ্না। দেবীর গলদেশে যে মুণ্ডমালা আছে, তাহাহইতে বিগলিতরুধিরধারায় সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত; কর্ণেতে দুইটি শবশিশু ভূষণরূপে বিরাজমান আছে, ইহাতে দেবীর আকৃতি অতি ভয়ানক হইয়াছে; দন্তশ্রেণী অতিভীষণ; স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত এবং শবহস্তনির্ম্মিতকাঞ্চী কটিদেশে বিরাজমান আছে। কালিকাদেবী হাস্যমুখী। তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয়হইতে বিগলিতরুধিরধারায় বদনমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়াছে। দেবীর শব্দ অতিশয় গভীর। ইনি সর্ব্বদা শ্মশানে বাস করিয়া থাকেন। ইহার নেত্রত্রয় নবোদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় সমুজ্জ্বল, দন্তশ্রেণী উন্নত ও বহির্গত এবং কেশকলাপ দক্ষিণব্যাপী ও আলুলায়িত। মহাদেব শবরূপে পতিত আছেন; দেবী তাহার হৃদয়োপরি অবস্থিতা। তাঁহার চতুর্দ্দিকে শিবাগণ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে। ইনি মহাকালের সহিত বিপরীতভাবে রহিয়াছেন। দেবীর মুখপদ্ম সুপ্রসন্ন ও হাস্যযুক্ত। এই প্রকারে রূপ চিন্তা করিলে দেবী সর্ব্বসমৃদ্ধি প্রদান করেন॥

ধ্যানান্তরং স্বতন্ত্রে—অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং করালবদনাং শিবাং। মুণ্ডমালাবলীকীর্ণাং মুক্তকেশীং স্মিতাননাং। মহাকালহৃদম্ভোজস্থিতাং পীনপয়োধরাং। বিপরীতরতাসক্তাং ঘোরদংষ্ট্রাং শিবৈঃ সহ। নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাং। সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং। মৃতহস্তসহস্রৈস্তু বদ্ধকাঞ্চীং দিগংশুকাং। শিবাকোটিসহস্রৈস্তু যোগিনীভির্ব্বিরাজিতাং। রক্তপূর্ণমুখাম্ভোজাং মদ্যপানপ্রমত্তিকাং। বহ্ন্যর্কশশিনেত্রাঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতাননাং। বিগতাসুকিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীং। কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাং। শ্মশানবহ্নিমধ্যস্থাং ব্রহ্মকেশববন্দিতাং। সদ্যঃকৃত্তশিরঃখড়্গবরাভীতিকরাম্বুজাং। এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ॥

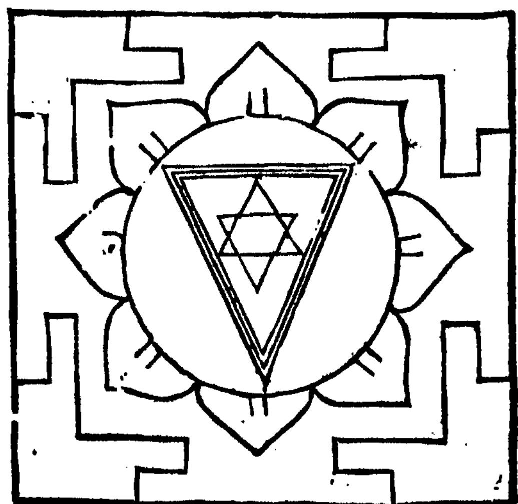
স্বতন্ত্রতন্ত্রে যে অন্যপ্রকার ধ্যান লিখিত আছে, তাহাতে দেবীর আকার এইরূপ,—কালিকাদেবী অঞ্জন পর্ব্বতের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, তাঁহর বদন বিস্তৃত, গলদেশে মুণ্ডমালা, কেশ আলুলায়িত, মুখমণ্ডল হাস্যযুক্ত, স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত। ইনি মহাকালের হৃদয়পদ্মোপরি আছেন। ও সর্পনির্ম্মিতযজ্ঞোপবীতধারিণী। ইঁহার দন্ত অতি ভয়ঙ্কর ও কপালে অর্দ্ধচন্দ্র আছে। দেবী সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার ও মুণ্ডমালাতে বিভূষিতা। দেবী সহস্র শবহস্তদ্বারা কটিদেশে কাঞ্চী বন্ধন করিয়াছেন। কোটি শিবা ও সহস্র যোগিনীগণকর্ত্তৃক সেব্যমানা ও নগ্না। ইঁহার মুখপদ্ম রক্তদ্বারা পরিপূর্ণ; দেবী মদ্যপানে প্রমত্তা। অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্ররূপ নেত্রত্রয় এবং রুধিরধারায় বক্ত্র সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। দেবী দুইটি মৃতশিশুদ্বারা কর্ণাভরণ করিয়াছেন। কণ্ঠদেশে যে মুণ্ডমালা লম্বমান আছে, তাহাহইতে বিগলিতরুধিরধারায় সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত। ইনি সর্ব্বদা শ্মশানবহ্নিমধ্যে অবস্থিতি করেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ইঁহার আরাধনা করিতেছেন। ইহার হস্তচতুষ্টয়ে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড, খড়্গ, বর ও অভয়-মুদ্রা বিদ্যমান আছে। এই প্রকারে রূপ চিন্তাকরতঃ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপন করিবে॥

অস্যাঃ পূজাযন্ত্রং—আদৌ বিন্দুং স্ববীজং ভুবনেশীঞ্চ বিলিখ্য ততস্ত্রিকোণং তদ্বাহ্যে ত্রিকোণচতুষ্টয়ং বৃত্তমষ্টদলং পদ্মং পুনর্বৃত্তং চতুর্দ্বারাত্মকং ভূগৃহং লিখেৎ। তদুক্তং কালীতন্ত্রে—আদৌ ত্রিকোণমালিখ্য ত্রিকোণং তদ্বহির্লিখেৎ। ততো বৈ বিলিখেন্মন্ত্রী ত্রিকোণত্রয়মুত্তমং। ততো বৃত্তং সমালিখ্য লিখেদষ্টদলং ততঃ। বৃত্তং বিলিখ্য বিধিবল্লিখেদ্ভূপুরমেককং। কুমারীকল্পে—মধ্যে তু বৈন্দবং চক্রং বীজমায়াবিভূষিতমিতি। অত্র বিশেষাধারো মুণ্ডমালায়াং—তাম্রপাত্রে কপালে বা শ্মশানকাষ্ঠনির্ম্মিতে। শনিভৌমদিনে বাপি শরীরে মৃতসম্ভবে। স্বর্ণে রৌপ্যে লৌহে বা চক্রং কার্য্যং বিধানতঃ। যন্ত্রান্তরমাহ তন্ত্রে—শক্তাগ্নিত্র্যাক্ষ ষট্‌কোণং শক্তিভিন্ন নবাত্মকং। পদ্মে বসুদলে ভূমিপূণ্চতুর্দ্বারসংযুতেতি॥

শ্যামা যন্ত্রং।



শ্যামা যন্ত্রং।

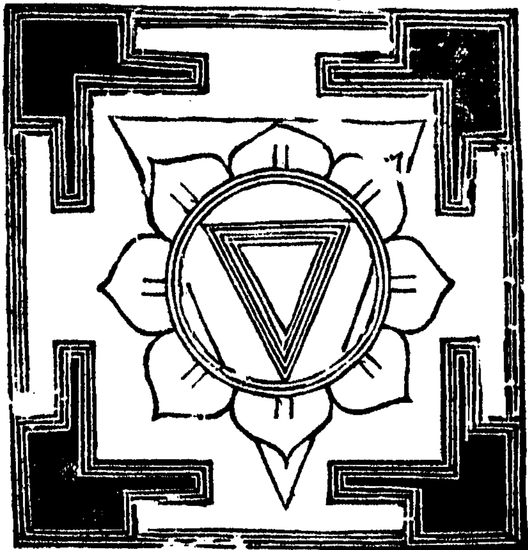


অনন্তর পূজাযন্ত্র কথিত হইতেছে,—প্রথমতঃ বিন্দু, তৎপরে নিজবীজ (ক্রীঁ) অনন্তর ভুবনেশ্বরীবীজ (হ্রীঁ), লিখিয়া তদ্বাহে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। তৎ-

দিগ্দেশে ত্রিকোণচতুষ্টয় অঙ্কিত করিয়া বৃত্ত, অষ্টদলপদ্ম ও পুনর্ব্বার বৃত্ত অঙ্কিত করিতে হইবে। তদ্বাহে চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। এই যন্ত্র-বিষয়ে কালীতন্ত্রে ও কুমারীকল্পে যে সকল প্রমাণ লিখিত আছে, সেই সকল বচন এই স্থলে উদ্ধৃত আছে। তাম্রপাত্রে, মনুষ্যকপালাস্থিতে, শ্মশানকাষ্ঠে, শনি ও মঙ্গলবারে মৃত মনুষ্যের শরীরে, স্বর্ণপাত্রে, রৌপ্যপাত্রে, কিম্বা লৌহপাত্রে বিধান-ক্রমে যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। অন্যপ্রকার যন্ত্র এই,—অগ্রে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহে ত্রিকোণত্রয় অঙ্কিত করিবে, তদ্বাহে বৃত্ত, অষ্টদলপদ্ম ও চতুর্দ্বার লিখিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইবে।

কালীর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও নামানুসারে পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র ও পূজা ব্যবস্থা হই-য়াছে, ঐ সকল নাম নিম্নে কথিত হইতেছে, যথা—গুহ্যকালী, শ্মশানকালী, ভদ্র-কালী, মহাকালী ইত্যাদি। এই সকল নামের পূজাপ্রণালী পৃথক্, কিন্তু একটি যন্ত্রদ্বারাই পূজাকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে॥

গু° কালী শ্মশানকালী ভদ্রকালী মহাকালীনাং যন্ত্রমিদং



যন্ত্রস্তু। ত্রিকোণমেব ষট্‌কোণং নবকোণং মনোহরং। ত্রিবৃত্তং সাষ্টপত্রঞ্চ সকিঞ্জল্কসমন্বিতং। ভূপুরত্রিতয়ারূঢ়ং যোনিমণ্ডলমণ্ডিতং। ত্রিপকারমিদং প্রোক্তং সর্ব্বতন্ত্রে প্রকীর্ত্তিতং। ত্রিকোণং ত্রিকোণাকারমিত্যর্থঃ। ধ্যানন্তু। মহামেঘপ্রভাং দেবীং কৃষ্ণবস্ত্রপিধায়িনীং। লল-জ্জিহ্বাং ঘোরদংষ্ট্রাং কোটরাক্ষীং হসন্মুখীং। নাগহারলতোপেতাং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাং। দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং লেলিহানাসবং স্বয়ং। নাগযজ্ঞোপবীতাঙ্গীং নাগশয্যানিষেদুষীং। পঞ্চা-শন্মুণ্ডসংযুক্তবনমালাং মহোদরীং। সহস্রফণসংযুক্ত-মনন্তং শিরসোপরি। চতুর্দ্দিক্ষু নাগফণা-বেষ্টিতাং গুহ্যকালিকাং। তক্ষকসর্পরাজেন বামকঙ্কণভূষিতাং। অনন্তনাগরাজেন কৃতদক্ষিণ-কঙ্কণাং। নাগেন রসনাহারকল্পিতাং রত্নমূপুরাং। বামে শিবস্বরূপন্তু কল্পিতং বৎসরূপকং। দ্বিভুজাং চিন্তয়েদ্দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং। নরদেহসমাবদ্ধকুণ্ডলশ্রুতিমণ্ডিতাং। প্রসন্ন-বদনাং সৌম্যাং নবরত্নবিভূষিতাং। নারদাদ্যৈর্ম্মুনিগণৈঃ সেবিতাং শিবমোহিনীং। অট্টহাসাং মহাভীমাং সাধকাভীষ্টদায়িনীং। দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং ইতি ধারয়ন্তীমিতি শেষঃ। অনন্তং শিরসোপরি দধতীমিতি শেষঃ। গুহ্যেত্যুপলক্ষণং॥

এক প্রকার যন্ত্রেই গুহ্যকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী ও মহাকালী এই দেবতাচতুষ্টয়ের পূজা করিবে। ইহাঁদিগের যন্ত্রগত কোন প্রকারভেদ নাই। এই যন্ত্রের অঙ্কণপ্রক্রিয়া এইরূপ—প্রথমে ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ ও নবকোণ অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহে বৃত্তত্রয় ও সকেশর অষ্টদলসংযুক্ত পদ্ম অঙ্কিত করিয়া ভূপুরত্রিতয়াত্মক চতুর্দ্বারসংযুক্ত যোনিমণ্ডল স্বরূপ যন্ত্র অঙ্কিত করিতে হইবে। এই ত্রিপ-কারযন্ত্র সর্ব্বতন্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। উক্তপ্রকারে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া পূজন করিবে। দেবতার আকার এইরূপ—দেবী নিবিড়মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, তাঁহার পরিধান কৃষ্ণবস্ত্র, জিহ্বা লোল, দন্ত অতিভয়ঙ্কর, চক্ষুর্দ্বয় কোটরমধ্যগত, বদন হাস্যপূর্ণ, গলদেশে নাগহার, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র ও মস্তকে আকাশগামিনী জটা আছে। ইনি আসবপানে আসক্তা, নাগময় যজ্ঞোপবীত ধারণকরিয়া নাগনির্ম্মিত শয্যাতে উপবিষ্টা আছেন। ইহাঁর গলদেশে পঞ্চাশন্মুণ্ডসংযুক্ত বনমালা, উদর অতিস্থূল এবং মস্তকোপরি সহস্রফণাবিশিষ্ট অনন্তনাগ আছে। গুহ্যকালিকাদেবী চতুর্দ্দিকে নাগফণাবেষ্টিতা, তক্ষকনাগদ্বারা বামকঙ্কণ, অনন্তনাগদ্বারা দক্ষিণ-কঙ্কণ, নাগনির্ম্মিত কাঞ্চী ও রত্ননূপুর ধারণ করিয়াছেন। বামভাগে শিব-স্বরূপ কল্পিত বৎস রহিয়াছে। দেবীর দুই হস্ত, শ্রুতিযুগল নরদেহসংযুক্ত কুণ্ডল-দ্বয়ে মণ্ডিত, বদন প্রসন্ন, আকৃতি সৌম্য। নবর... বিভূষিতা শিবমোহিনী দেবীকে নারদাদিমুনিগণ সেবা করিতেছেন। অট্টহাসা ও মহাভয়ঙ্করা দেবী সাধকের অভীষ্টফল প্রদানকরেন। এই ধ্যানে গুহ্য এই পদটি উপলক্ষণমাত্র। ভদ্রকালী প্রভৃতিরও এই ধ্যানে পূজা করিবে। ক্রমশঃ।

শ্মশানকালীর পৃথক্ যন্ত্র আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্মশানকালী যন্ত্রং।



কালী ও শ্মশানকালী প্রভৃতির পূজাপ্রণালী ও মন্ত্র ইত্যাদি পরে বিবৃত হইবে॥

ক্রমশঃ—

শবসাধন।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অথ পূজাসামগ্রীং সমীপে দূরে চোত্তরসাধকং সংস্থাপ্য মূলান্তে হ্রীঁ ফট্ শবাসনায় নমঃ ইতি শবং সংপূজ্য হ্রীঁ ফড়ন্তমূলমুচ্চার্য্য অশ্বারোহণক্রমেণ শবোপর্য্যুপবিশ্য বগলক্রমে কুশান্ দত্ত্বা শবকেশান্ প্রসার্য্য জূটিকাং বদ্ধ্বা গুরুং গণপতিং দেবীঞ্চ নমস্কৃত্য প্রাণায়ামঋষ্যাদিন্যাসৌ কৃত্বা পূর্ব্ববৎ বীরার্দ্দনমন্ত্রেণ দশদিক্ষু লোষ্ট্রান্ নিক্ষিপ্য সংকল্পং কুর্য্যাৎ। অদ্যেত্যাদি অমুকদেবতায়াঃ সন্দর্শনকামঃ অমুকমন্ত্রস্যামুকসংখ্যাজপমহং করিষ্যে। ইতি সংকল্প্য হ্রীঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইত্যাসনং সংপূজ্য যথামতঃ শবসমীপে অর্ঘ্যপাত্রাদিকং সংস্থাপ্য শবমুষ্টিকায়াং পীঠপূজাং কৃত্বা ষোড়শোপচারৈর্দশোপচারৈঃ পঞ্চোপচারৈর্ব্বা দেবীং সংপূজ্য শবমুখে দেবীং গন্ধাদিনা সন্তর্পয়েৎ। ততঃ শবাস্যস্য সম্মুখে গত্বা মন্ত্রং পঠেৎ ওঁ বশো মে ভব দেবেশ মম বীরসিদ্ধিং দেহি দেহি মহাভাগ কৃতাশ্রয়পরায়ণ। ততঃ শবচরণৌ পট্টসূত্রেণ বদ্ধ্বা মূলেন দৃঢ়ং বন্ধয়েৎ। ওঁ

বরদোহহং দেবেশ বীরসিদ্ধিপ্রদায়ক। ভীমভীরুভয়াভাবভবমোচনকারক। ত্রাহি মাং দেবদেবেশ সুরাসুরাধিপাধিপ। ইত্যানেন শবস্য পাদমূলে ত্রিকোণং যন্ত্র লিখেৎ। ততঃ শবোপর্য্যুপবিশ্য হস্তদ্বয়ং পার্শ্বয়োঃ প্রসার্য্য তদুপরি কুশান্ দত্ত্বা তত্র স্বপাদৌ নিধায় পুনঃ প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা শিরসি গুরুং হৃদয়ে দেবীং ধ্যাত্বা ওষ্ঠৌ সংপুটৌ কৃত্বা বিহিতমালয়া মৌনী ভূত্বা নির্ভয়শ্চিত্তো জপেৎ। অত্র শ্মশানসাধনক্রমেণ জপঃ কার্য্যঃ। যদ্যর্দ্ধরাত্রপর্য্যন্তং কিঞ্চিন্ন দৃশ্যতে তদা পূর্ব্ববৎ সর্ষপতিলবিকিরণং সপ্তপদগমনঞ্চ কৃত্বা জপং কুর্য্যাৎ। ভয়ে জাতে, শান্ত এবং পঠেৎ। চলাত্বাত্বরং বাচি ভয়ে জাতে বদেত্ততঃ। যৎ প্রার্থ্য বলিমেব দাতব্যং কুঞ্জরাদিকং। দিনান্তরে চ দাস্যামি স্বনাম কথয়স্ব মে। ইত্যুক্ত্বা সংস্কৃতেনৈব নির্ভয়শ্চ পুনর্জ্জপেৎ। ততঃ স্বেচ্ছয়া যদি বক্তব্যং মধুরং ততঃ। ততঃ সত্যং কারয়িত্বা বরঞ্চ প্রার্থয়েত্ততঃ। যদি সত্যং ন কুরুতে বরং বা ন প্রযচ্ছতি তদা পুনর্জ্জপেদ্ধীমানেকাগ্রমানসস্তথা। অস্যার্থঃ। যদি জপকালে আকাশবক্ত্যা কুঞ্জরাদিকং প্রার্থয়তে তদা দিনান্তরে দাস্যামি মম স্থানে স্বনাম কথয় ইত্যুক্ত্বা পুনর্জ্জপেৎ। যদি স্বনাম মধুরং কথয়তি তদা ত্বং অমুক ইতি সত্যং কুরু। কৃতে সত্যে [illegible]য়েৎ। যদি কদাচিদপি সত্যং ন করোতি বরং বা ন প্রযচ্ছতি তদা পুনর্জ্জপেৎ। [illegible]তো কৃতে বরং লব্ধ্বা সন্ত্যজেচ্চ জপাদিকং। ফলং প্রাপ্তমিতি জ্ঞাত্বা ঝুটিকাং মোচয়েত্ততঃ। শবং প্রক্ষাল্য সংস্থাপ্য মোচয়েৎ পাদবন্ধনং। পাদচক্রং মোচয়িত্বা পূজাদ্রব্যং জলে ক্ষিপেৎ। শবং জলে তু গর্ত্তে বা নিক্ষিপ্য স্নানমাচরেৎ। ততস্তু স্বগৃহং গত্বা বলিং দদ্যাদ্দিনান্তরে। বলিমন্ত্রস্তু—অগ্রিমরাত্রৌ যেষাং যজমানোহহং তে গৃহ্নন্তিমং। অথ যেষাং চ তানস্বান্ নরকুঞ্জরশূকরান্। দত্ত্বা পিষ্টময়ানন্তে কর্ত্তব্যং সমুপোষণং। ততঃ পরেহহ্নি নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা পঞ্চগব্যং পিবেৎ। পঞ্চবিংশতিসংখ্যকানপি ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ। সপ্তপঞ্চবিহীনান্ বা দশৈব দশাবধি। ততঃ স্নাত্বা চ ভুক্ত্বা চ নিবসেদুত্তমঃ স্থলং। যদি ন স্যাদ্বিপ্রভোজ্যং তদা নির্দ্ধনতাং ব্রজেৎ। তেন চেন্নির্দ্ধনত্বং স্যাত্তদা দেবী প্রকুপ্যতি। ত্রিরাত্রং বা ষড্রাত্রং নবরাত্রন্তু গোপয়েৎ। স্ত্রীশয্যাং যদি গচ্ছেত্তু তদা ব্যাধিং বিনির্দ্দিশেৎ। গীতং শ্রুত্বা চ বধিরো নিশ্চক্ষুর্নৃত্যদর্শনাৎ। যদি বক্তি দিনে বাক্যং তদাস্তু মূকতা ভবেৎ। পঞ্চদশদিনং যাবদ্দেহে দেবস্য সংস্থিতিঃ। ন বাহ্যকার্য্যে গন্ধপুষ্পে বহির্যাতি যদা তদা। তদা বস্ত্রং পরিত্যজ্য গৃহ্নীয়াদ্বসনান্তরং। গোব্রাহ্মণনিন্দাঞ্চ ন কুর্য্যাচ্চ কদাচন। দুর্জ্জনং পতিতং ক্লীবং ন স্পৃশেচ্চ কদাচন। দেবগোব্রাহ্মণাদীংশ্চ প্রত্যহং সংস্পৃশেচ্ছুচিঃ। প্রাতর্নিত্যক্রিয়ান্তে চ বিল্বপত্রোদকং পিবেৎ। ততঃ স্নাত্বা তু গঙ্গায়াং প্রাপ্তে ষোড়শবাসরে। স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য তর্পণান্তে নমঃ পদং। এবং শতত্রয়াদূর্দ্ধং দেবান্ সন্তর্পয়েজ্জলৈঃ। স্নানতর্পণশূন্যস্য ন স্যাদ্দেবস্য তর্পণং। ইত্যানেন বিধানেন সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি সাধকঃ। ইহ ভুক্ত্বা বরান্ ভোগানন্তে যাতি হরেঃ পদং। ততো দক্ষিণাং দত্ত্বাচ্ছিদ্রাবধারণং কুর্য্যাৎ। ইতি শবসাধনং॥

অনন্তর সাধক আপনসমীপে পূজাসামগ্রী ও কিঞ্চিৎ দূরে উত্তরসাধককে সংস্থাপন করিয়া আদিতে মূলমন্ত্র, পরে হ্রীঁ ফট্ শবাসনায় নমঃ, এই মন্ত্রে শবের অর্চ্চনা করিবে। পরে অগ্রে মূলমন্ত্র, পশ্চাৎ হ্রীঁ ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অশ্বারোহণক্রমে শবপৃষ্ঠোপরি উপবেশনকরিয়া স্বীয় পাদতলে কতিপয় কুশা নিক্ষেপকরিবে এবং শবকেশ প্রসারণপূর্ব্বক ঝুটিকা বন্ধনকরিয়া গুরু, গণপতি ও দেবীকে নমস্কারকরিবে। পরে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া পূর্ব্বোক্ত বীরার্দ্দনমন্ত্রে দশ দিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপকরিবে। পরে মূলের লিখিত বাক্যানুসারে সঙ্কল্পকরিয়া হ্রীঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ, এই মন্ত্রে আসনের অর্চ্চনা করিবে। পরে স্বীয় বামভাগে শবসমীপে অর্ঘস্থাপন করিয়া শবঝুটিকাতে পূজাপদ্ধতির লিখিত প্রণালীতে পীঠপূজা করিবে। অনন্তর সাধক স্বীয় বিভবানুসারে ষোড়শোপচার, দশোপচার কিম্বা পঞ্চোপচারে ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া শবমুখে সুগন্ধি জলদ্বারা দেবীর তর্পণ করিবে। অনন্তর শবহইতে উঠিয়া শবসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মন্ত্রপাঠ করিবে।—হে দেবেশ! তুমি আমার বশীভূত হইয়া সিদ্ধি প্রদানকর। হে মহাভাগ! যে তোমার আশ্রয় গ্রহণকরে, তুমি তাহার প্রতি অনুরক্ত থাক। তৎপর পট্টসূত্রদ্বারা শবের চরণদ্বয় বন্ধন করিয়া মূলমন্ত্রে শবশরীর দৃঢ়রূপে বন্ধনকরিবে। হে দেবেশ! তুমি আমার বশীভূত হও। তুমি বীরসাধনকার্য্যের প্রধান আশ্রয়, ভয়ঙ্করাকৃতি, ভীরুজনের ভয়নিবারক ও মঙ্গলপ্রদ; তুমি সাধকের সংসারাবৃত্তি মোচনকর। হে দেবদেবেশ! হে সুরগণের অদ্বিতীয় অধীশ্বর! আমাকে ত্রাণকর। এই সকল বাক্যে শবের পাদমূলে ত্রিকোণযন্ত্র লিখিবে। পরে শবোপরি উপবেশনপূর্ব্বক শবের হস্তদ্বয় উভয় পার্শ্বে প্রসারণকরিয়া তদুপরি কুশাস্তরণ করিবে। সাধক সেই আস্তৃতকুশোপরি স্বীয় পাদদ্বয় স্থাপনকরিয়া পুনর্ব্বার প্রাণায়ামত্রয়করিয়া শিরঃস্থিত পদ্মে গুরুদেবকে ও স্বহৃদয়ে দেবীকে চিন্তাকরিতে করিতে ওষ্ঠদ্বয় সংপুটবৎ করিয়া বিহিত মালাদ্বারা নির্ভয়চিত্তে মৌনী হইয়া শ্মশানসাধনক্রমানুসারে জপ করিবে। এইরূপ জপকরিলেও যদি অর্দ্ধরাত্রিপর্য্যন্ত কিছু দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ সর্ষপ ও তিল বিকিরণকরিয়া অধিষ্ঠিত স্থানহইতে সপ্তপদ গমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার জপ আরম্ভকরিবে। যদি জপকালে কোনপ্রকার ভয়, উপস্থিত হয়, অর্থাৎ আকাশহইতে যদি কেহ বলি প্রার্থনাকরে, তাহা হইলে তাহাকে এইরূপ বলিবে—আমি দিনান্তরে তোমাকে কুঞ্জরাদি বলিপ্রদান করিব, তুমি কে এবং তোমার কি নাম? তাহা আমার নিকট বল। এই উত্তর প্রদানকরিয়া পুনর্ব্বার জপ আরম্ভকরিবে। পরে যদি মধুর বাক্যে স্বীয় নাম বলে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার সাধক বলিবে,—তুমি আমাকে বর প্রদানকরিবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞাকর। এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া সাধক বর প্রার্থনাকরিবে। যদি প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ না হয় ও বরপ্রদান না করে, তবে পুনর্ব্বার একচিত্তে জপ আরম্ভকরিবে। কিন্তু যদি প্রতিজ্ঞাকরিয়া বরপ্রদানে সম্মত হয়, তাহা হইলে আর জপকরিবে না। পরে অভিলষিত বর গ্রহণকরিয়া আমার কার্যসিদ্ধি হইল, এইরূপ জ্ঞানকরিয়া শবের ঝুটিকা মোচনপূর্ব্বক শব প্রক্ষালন ও শবকে স্থানান্তরে সংস্থাপন করিয়া শবের পাদবন্ধন মোচনকরিবে এবং পূজাদ্রব্য জলে নিক্ষেপকরিয়া শবকে জলে কিম্বা ভূগর্ত্তে নিক্ষেপকরিয়া স্নানকরিবে। পরে সাধক স্বগৃহে গমনকরিয়া দিনান্তরে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত কুঞ্জরাদি বলি প্রদানকরিবে। বলিমন্ত্র মূলে লিখিত আছে। যদি কোন দেবতা কুঞ্জর, অশ্ব, নর কিম্বা শূকর বলি প্রার্থনাকরে, তাহা হইলে দেবতার প্রার্থনানুসারে পিষ্টকনির্ম্মিত স্ব-স্ব-অভিলষিত বলি প্রদানকরিয়া সাধক উপবাসী থাকিবে। পরদিবস সাধক প্রাতঃকৃত্যাদি নিত্যকর্ত্তব্য ক্রিয়া সমাপনকরিয়া পঞ্চগব্য পানকরিবে এবং পঞ্চবিংশতিসংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভোজনকরাইবে। অশক্তিতে ঐ পঞ্চবিংশতির সপ্ত কিম্বা পঞ্চ বিহীন করিয়া স্বীয়শক্তি-অনুসারে দশপর্য্যন্ত ব্রাহ্মণসংখ্যা হইলেও দোষ হয় না। তৎপরে স্নান ও ভোজন করিয়া উত্তম স্থানে বাসকরিবে। যদি ব্রাহ্মণভোজন না হয়, তাহা হইলে সাধক নির্ধন হয়, বিশেষতঃ দেবীও প্রকুপিতা হইয়া থাকেন॥ এইরূপে মন্ত্রসিদ্ধি হইলে, ত্রিরাত্রি অথবা নবরাত্রি-পর্য্যন্ত গোপনকরিয়া রাখিবে। কোনরূপেও মন্ত্রসিদ্ধির বিষয় প্রকাশকরিবে না। মন্ত্রসিদ্ধি হইলে যদি সাধক স্ত্রীশয্যায় গমনকরে, তাহা হইলে সাধকের ব্যাধি হইয়া থাকে; যদি গীত শ্রবণকরে, তবে বধির এবং নৃত্য দর্শনকরিলে, অন্ধ হয়। আর যদি দিবাভাগে কাহার সহিত কথা বলে, তাহা হইলে সাধক মূক হইয়া থাকে। পঞ্চদশদিবসপর্য্যন্ত এইরূপ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগকরিয়া থাকিবে। কারণ, সাধকের শরীরে পঞ্চদশদিনপর্য্যন্ত দেবীর অবস্থান থাকে। উক্ত কতিপয় দিবসপর্য্যন্ত সাধক গন্ধ কিম্বা পুষ্প গ্রহণকরিবে না এবং যে সময়ে বাহিরে গমন করিবে, তখন তাহাকে পরিধেয়বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক বসনান্তর পরিধানকরিতে হইবে। কদাচ গো অথবা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিবে না; দুর্জ্জন, পতিত ও ক্লীব মনুষ্যকে স্পর্শকরিবে না; প্রতিদিন শুদ্ধদেহ হইয়া দেবতা গো, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি স্পর্শকরিবে; প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক বিল্বপত্রোদক পানকরিবে; মন্ত্রসিদ্ধির ষোড়শদিবসে গঙ্গাতে স্নানকরিয়া স্বাহান্ত মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক, অমুকদেবতাং তর্পয়ামি নমঃ, এই মন্ত্রে দেবীর তর্পণ করিবে। এইরূপে তিনশত বারের অধিক দেবীর তর্পণ করিয়া জলদ্বারা দেবতর্পণ করিতে হইবে। স্নান ও দেবীর তর্পণ না করিয়া দেবতর্পণ করিবে না। এইরূপে যে সাধক সিদ্ধিলাভকরিতে পারে, সে বিবিধ দ্রব্য ভোগকরিয়া অন্তকালে হরির পদ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে দক্ষিণা প্রদানকরিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হইবে।
ইতি শবসাধন॥

প্রেততত্ত্ব।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

২। ভারি বস্তু উত্তোলন অথবা স্থানান্তরিত করার মিডিয়ম। ইহাতে টেবেল কোন কারণ ব্যতীত চতুর্দ্দিকে নড়িতে নড়িতে যাহারা ঐ মেজের চতুর্দ্দিক বসিয়াছিল, তাহাদিগকে বল প্রয়োগ পূর্ব্বক ঠেলিয়া দেয় এবং তাহারা সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় স্বীয় বসিবার স্থান হইতে দূরে গিয়া বসিয়া থাকে, কিম্বা উহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে কি কোন বস্তুকে শূন্যে উত্তোলন করে।

৩। কাইৎ করিবার মিডিয়ম। ইহার আশ্রয়ে টেবেল অর্থাৎ মেজ নড়িয়া নড়িয়া কাইৎ হইয়া থাকে।

৪। কোন শ্লেট, পেন্‌শীল কিম্বা উড্‌পেনশীল ও কাগজাদি দ্বারা যে কোন ভাষার প্রশ্নের যে উত্তর লিখিয়া দেয় তাহার নাম লিখিবার মিডিয়ম।

৫। বাক্য উৎপাদন করিবার মিডিয়ম। কোন যন্ত্র সহকারে কিম্বা তাহা ব্যতীত বাক্য কিম্বা আপন আপন স্বর ব্যক্তকরা এই মিডিয়মের কার্য্য।

৬। বাদ্য করিবার মিডিয়ম। ইহার আশ্রয়ে কোন ঘরে একটি টেবেলের উপর গিটার, তাম্বুরিণ, কথা কহিবার তুরী, ঘণ্টা এবং নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র রাখিয়া মিডিয়মগণের হস্ত ও পদ দৃঢ় রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিয়া ঐ ঘরের আলো নির্ব্বাপিত করিবামাত্র ঐ সকল বাদ্য যন্ত্র বাজিয়া উঠিবে। এমন কি কখন কখন ঐ সকল যন্ত্র শূন্যমার্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সভাস্থ ব্যক্তিগণের মস্তকোপরি বাজিতে থাকে। এবং কখন কখন ঐ সকল লোকের গাত্র স্পর্শ করিয়া বাজে। এবং বাক্য কহিবার তুরীদ্বারা প্রেতাত্মা বাক্য কহিয়া থাকে। পরে ঐ ঘরের মধ্যে পুনর্ব্বার আলো আনিলে দেখিতে পাইবে যে, মিডিয়মগণ সেইরূপ রজ্জুতে বদ্ধ রহিয়াছে।

৭। কম্পিত করিবার মিডিয়ম। ঐ মিডিয়মের সাহায্যে শরীর কোন কোন উপদেবতাদ্বারা কম্পিত, দূরে নিক্ষিপ্ত কিম্বা বিকৃত হয়।

৮। নিদ্রাবস্থার মিডিয়ম। প্রেত আত্মা কর্ত্তৃক মিডিয়মকে বক্তা করিয়া তাহার অভিপ্রেত বিষয় সকল ব্যক্ত হওয়া ইহার কার্য্য।

৯। স্পর্শকারী মিডিয়ম। প্রেত আত্মা কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তির হস্ত হইতে রুমাল আনায়ন কিম্বা পুষ্প উত্তোলন করিয়া কোন ব্যক্তির গাত্রে নিক্ষেপ করা, হস্ত ধারণ করা কি শরীর স্পর্শ করা ইত্যাদি এই মিডিয়মের কার্য্য।

১০। রূপধারী মিডিয়ম। ইহাদ্বারা প্রেত আত্মার জীবিতাবস্থায় যেরূপ ভাষা, স্বর ও মুখভঙ্গী ইত্যাদি ছিল, সেইরূপ, ভাষা, স্বর, মুখভঙ্গী ও রূপাদির অবিকল বর্ণন করা হয়।

১১। আরোগ্যকারী মিডিয়ম। রোগ নিরূপণ করিয়া, ঔষধাদির ব্যবস্থা করা এবং রোগীর শরীরে হাত বুলাইয়া তাহাকে রোগ হইতে বিমুক্ত করা এই মিডিয়মের কার্য্য॥

১২। চিত্রকারী মিডিয়ম। ইহার সাহায্যে কোন জীবিত কি মৃত ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া দেওয়া যায়॥

ক্রমশঃ—

যোগশাস্ত্র।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অথ মূলশোধন।

অপানক্রূরতা তাবদ্যাবন্মূলং ন শোধয়েৎ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মূলশোধনমাচরেৎ॥

যেকালপর্য্যন্ত মূলশোধন অর্থাৎ গুহ্যদেশ প্রক্ষালন করা না হয়, সেপর্য্যন্ত অপান অর্থাৎ গুহ্যদেশস্থ বায়ুর কুটিলতা থাকে। অতএব এই অপানবায়ুর ক্রূরতা বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত অতিযত্নের সহিত মূলশোধনধৌতি আচরণ করিবে॥

পীতমূলস্য দণ্ডেন মধ্যমাঙ্গুলিনাপি বা। যত্নেন ক্ষালয়েদ্‌গুহ্যং বারিণা চ পুনঃ পুনঃ॥

হরিদ্রার মূল কিম্বা মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারা যত্নপূর্ব্বক জল দিয়া বারম্বার গুহ্যদেশ ধৌত করিবে॥

বারয়েৎ কোষ্ঠকাঠিন্যমামাজীর্ণং নিবারয়েৎ। কারণং কান্তিপুষ্ট্যোশ্চ দীপনং বহ্নিমণ্ডলম্॥

এই মূলশোধনক্রিয়াদ্বারা কোষ্ঠের কঠিনতা ও আমজনিত অজীর্ণতাদোষ নিবারিত হয়, শরীরের কান্তি ও পুষ্টি জন্মে এবং উদরাগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে॥

অথ বস্তিপ্রকরণম্।

জলবস্তিঃ শুষ্কবস্তির্বস্তিঃ স্যাদ্দ্বিবিধা স্মৃতা। জলবস্তিং জলে কুর্য্যাচ্ছুষ্কবস্তিং সদা ক্ষিতৌ॥

বস্তি দুইপ্রকার—জলবস্তি আর স্থলবস্তি। জলবস্তি জলে আর শুষ্কবস্তি স্থলে করিবে॥

অথ জলবস্তিঃ।

নাভিমগ্নজলে পায়ুং ন্যস্তনালোৎকটাসনম্। আকুঞ্চনং প্রসারঞ্চ জলবস্তিং সমাচরেৎ॥

জলে নাভিপর্য্যন্ত ডুবাইয়া উৎকটাসন করিয়া উপবেশনপূর্ব্বক গুহ্যদেশ আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিবে, ইহার নাম জলবস্তি॥

প্রমেহঞ্চ উদাবর্ত্তং ক্রূরবায়ুং নিবারয়েৎ। ভবেৎ স্বচ্ছন্দদেহশ্চ কামদেবসমো ভবেৎ॥

জলবস্তিদ্বারা মেহ, উদাবর্ত্ত ও ক্রূরবায়ু, নিবারিত হয় এবং স্বচ্ছন্দশরীর ও কামদেবের সমান সুন্দরমূর্ত্তি হইয়া থাকে॥

প্রকারান্তর গ্রন্থান্তরে যথা—নাভিনিমগ্নজলে পায়ুং ন্যস্তনালোৎকটাসনম্। আধারাকুঞ্চনং কুর্য্যাৎ ক্ষালনং বস্তিকর্ম্ম তৎ॥

নদী ইত্যাদি জলে নাভিদেশ পর্য্যন্ত মগ্নকরিয়া উৎকটাসনে বসিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রবেশযোগ্য ছয় অঙ্গুল পরিমিত একটী বাঁশের নল গুহ্যদ্বার দিয়া চারিঅঙ্গুল উদরমধ্যে প্রবেশিত করিয়া দুই অঙ্গুল মাত্র বাহিরে রাখিবে এবং উদর সঙ্কোচকরিয়া উদরমধ্যে জল প্রবেশ করাইবে এবং নৌলীকর্ম্মদ্বারা সেই জলকে পরিচালিত করিয়া সেই বংশনলদ্বারা বাহির করিয়া দিবে। এইরূপ কর্ম্মকরার নাম বস্তিকর্ম্ম। এই বস্তিকর্ম্ম ভোজনের অগ্রে করিবে এবং ঐ কর্ম্মকরার পরেই ভোজন করিবে, বিলম্ব করিবে না॥

ন্যস্তনালোৎকটাসনম্।—উৎকটে হস্তং যথা শারদবৃহদং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। অস্য ফলং যথা—গুল্মপ্লীহোদরীরোগা বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ। বস্তিকর্ম্মপ্রভাবেন সর্ব্বরোগক্ষয়ো ভবেৎ। ধাত্বিন্দ্রিয়ান্তঃকরণপ্রসাদম্ দদ্যাচ্চ কান্তিং দহনপ্রদীপ্তিম্। অশেষদোষোপচয়ং নিহন্যাদভ্যস্যমানং জলবস্তিকর্ম্ম॥

এই বস্তিকর্ম্মের প্রভাবে গুল্ম, প্লীহা, উদরী, বাত, পিত্ত ও কফজনিত পীড়া এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ নষ্ট হয়। এই জলবস্তি অভ্যাসদ্বারা ধাতু, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃ-

করিবে। ইহাকেই কপালভাতি বলা যায়, এই কপালভাতি সাধকের শারীরিক কফদোষ বিনাশকরে॥

অথ বাতক্রমকপালভাতিঃ।

ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং রেচয়েৎ পিঙ্গলা পুনঃ। পিঙ্গলয়া পূরয়িত্বা পুনশ্চন্দ্রেণ রেচয়েৎ। পূরকং রেচকং কৃত্বা বেগেন নতু চালয়েৎ। এবমভ্যাসযোগেন কফদোষং নিবারয়েৎ। (পূরকং রেচকং কুর্য্যাদ্বেগেন নতু ধারয়েৎ। ইতি দ্বিপাঠঃ)॥

বামনাসাপুট দিয়া বায়ু পূরণ করিয়া দক্ষিণনাসারন্ধ্র দিয়া ঐ বায়ু বহির্গত করিবে এবং দক্ষিণনাসাপুটদ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া বামনাসারন্ধ্র দ্বারা তাহা রেচন করিবে। পূরক ও রেচক করিবার কালে বেগে বায়ুচালন করিবে না এবং বায়ু অধিককাল ধারণও করিবে না। এই যোগ অভ্যাসদ্বারা কফদোষ নিবারিত হয়॥

প্রকারান্তরং দত্তাত্রেয়সংহিতায়াম্। যথা—ততো দক্ষিণহস্তস্যাঙ্গুষ্ঠেন তু পিঙ্গলাম্। নিরুধ্য পূরয়েদ্বায়ুমীড়য়া তু শনৈঃ শনৈঃ। ততস্ত্যজেৎ পিঙ্গলয়া শনৈরেব ন বেগতঃ। পুনঃ পিঙ্গলয়া কৃত্বা পূরয়েৎ পবনং শনৈঃ। পূরয়িত্বা যথাশক্তি রেচয়েদ্বারুতং শনৈঃ॥

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণনাসাপুট রোধ করিয়া বামনাসাপুট দিয়া ক্রমে ক্রমে বায়ু পূরণ করিবে, তার পর দক্ষিণনাসাপুট দিয়া ঐ বায়ু ক্রমশঃ বেগে রেচন করিবে। পুনর্ব্বার দক্ষিণনাসাপুট দিয়া বায়ু আকর্ষণ করিয়া পূরণপূর্ব্বক ক্রমে রেচন করিবে।

প্রকারান্তরং গ্রহযামলে ত্রয়োদশপটলে। যথা—বদ্ধপদ্মাসনো যোগী প্রাণং চন্দ্রেণ পূরয়েৎ। পূরকঞ্চ তথা কৃত্বা পুনঃ সূর্য্যেণ রেচয়েৎ। প্রাণং সূর্য্যেণ চাকৃষ্য পুনশ্চন্দ্রেণ রেচয়েৎ। যেন ত্যজেচ্চ তেনৈব পূরয়েদনিরোধতঃ। রেচয়েচ্চ ততোঽন্যেন রেচয়েচ্চ ন বেগতঃ॥

বদ্ধপদ্মাসন করিয়া উপবেশনপূর্ব্বক বামনাসাপুটদ্বারা বায়ু পূরণ করিবে, ও দক্ষিণনাসাপুটদ্বারা রেচন করিবে, এবং দক্ষিণনাসাপুটদ্বারা বায়ু পূরণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বামনাসাপুটদিয়া রেচন করিবে। যে নাসাপুটদ্বারা রেচন করিবে, সেই নাসাপুটদ্বারা অবিরোধে পূরণ করিবে ও তাহার অন্য নাসাপুটদ্বারা রেচন করিবে, কিন্তু বেগে নহে॥

প্রকারান্তরং যথা—প্রাণং চেদিড়য়া পিবেন্নিয়মিতং ভূয়োঽন্যথা রেচয়েৎ পীত্বা পিঙ্গলয়া সমীরণমথো ভূয়স্ত্যজেদ্বাময়া। সূর্য্যাচন্দ্রমসোরনেন বিধিনা বিন্দুদ্বয়ং ধারতঃ শুদ্ধা নাড়ীগণা ভবন্তি যমিনো মাসত্রয়াদূর্দ্ধতঃ॥

ইড়া অর্থাৎ বামনাসারন্ধ্রে বায়ু আকর্ষণ করিয়া অন্য অর্থাৎ দক্ষিণনাসারন্ধ্রে রেচন করিবে এবং পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণনাসারন্ধ্রে বায়ু আকর্ষণ করিয়া বামনাসারন্ধ্রে ত্যাগ করিবে। তিন মাস এইরূপ সাধনের পর নাড়ীসমূহ শুদ্ধ হইয়া থাকে।

অথ ব্যুৎক্রমকপালভাতিঃ।

নাসাভ্যাং জলমাকৃষ্য পুনর্ব্বক্ত্রেণ রেচয়েৎ। পায়ং পায়ং ব্যুৎক্রমেণ শ্লেষ্মাদোষং নিবারয়েৎ॥ (নাসাভ্যাং বারি সংকৃষ্য ইতি দ্বিপাঠো দৃশ্যতে)॥

নাসাযুগদ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া মুখদ্বারা রেচন করিবে ও মুখদ্বারা জল গ্রহণ করিয়া নাসাযুগদ্বারা রেচন করিবে, এইরূপ পুনঃপুনঃ করিবে। ইহাদ্বারা শ্লেষ্মদোষ নিবারিত হয়॥

অথ শীৎক্রমকপালভাতিঃ।

শীৎকৃত্য পীত্বা বক্ত্রেণ নাসানালৈর্বিরেচয়েৎ। এবমভ্যাসযোগেন কামদেবসমো ভবেৎ। ন জায়তে বার্দ্ধক্যঞ্চ জরা নৈব প্রজায়তে। ভবেৎ স্বচ্ছন্দদেহশ্চ কফদোষং নিবারয়েৎ॥

মুখদ্বারা শীৎকার অর্থাৎ শোষণ করিয়া জলগ্রহণপূর্ব্বক নাসারন্ধ্র দিয়া রেচন করিবে। এই যোগ অভ্যাসদ্বারা কামদেবের তুল্য রূপসম্পন্ন হওয়া যায়। ইহাতে বার্দ্ধক্য ও জরা জন্মে না, শরীর স্বচ্ছন্দ হয় ও কফদোষ নিবারিত হইয়া থাকে॥

অথ গজকরণীযোগঃ।

উদরগতপদার্থমুদ্বমন্তি পবনমপানমুদীর্য্য কণ্ঠনালে। ক্রমপরিচয়বশ্যনাড়িচক্রা গজকরণীতি নিগদ্যতে হঠজ্ঞৈঃ॥

অনন্তর গজকরণীযোগ কথিত হইতেছে,—যোগিগণ যে ক্রিয়াদ্বারা অপানবায়ুকে কণ্ঠনালে উৎক্ষিপ্ত করিয়া উদরগত ভুক্ত অন্ন ও পীতজল উদ্বমন করিতে পারেন, তাহাকেই হঠযোগাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ গজকরণী যোগ বলিয়া থাকেন, এই যোগ ক্রমত অভ্যাস করিলে নাড়ীসকল বশীভূত হইয়া থাকে॥ ক্রমশঃ—

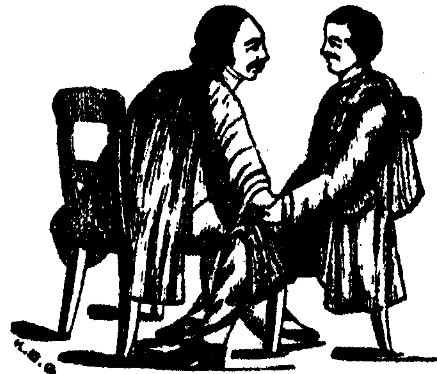
বশ্যতন্ত্র-মেস্‌মেরিজম্।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অন্য প্রকার।—নিদ্রাকারক (মেস্‌মেরিজার) এবং নিদ্রাভাজন উভয়ে সম্মুখা-সম্মুখী হইয়া দুইখানি চেয়ারের উপরে উপবেশন করিবেন। পরে নিদ্রাকারক তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা নিদ্রাভাজনের বৃদ্ধাঙ্গুলী দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিবে এবং সেই সময়ে নিদ্রাভাজনের চক্ষুর উপরে নিদ্রাকারককে একদৃষ্টে নিরীক্ষণকরিয়া থাকিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীদ্বারা নিদ্রাভাজনের মিশ্‌মেরিজ্ নামক নিদ্রায় অবস্থা প্রাপ্তি হইবে।

অস্মদ্দেশে মন্ত্রাদিদ্বারা বাতঝাড়া প্রভৃতি কার্য্য প্রচলিত আছে। বিনা মন্ত্রে মিস্‌মেরিজমের শক্তিদ্বারা ঐ সকল রোগ অতি সহজে আরোগ্য হইয়া থাকে। যথা—শরীরের যে স্থান বাত ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়, সেই স্থানে ক্রমে ক্রমে মৃদু শ্বাস ত্যাগকরিলে রোগের শান্তি হইয়া থাকে। বিশেষ বেদনাস্থানের দক্ষিণ কোণ দিয়া ঝাড়িলে এতাদৃশ ফললাভ হইবে যেন ঐ স্থানের বেদনা একেবারে তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হইল বলিয়া বোধ হইবে।

অন্যপ্রকারে মেস্‌মেরিজাম করিবার বিবরণ।



মেস্‌মেরিজার নিদ্রাভাজনের অল্‌নার শিরা (Ulnar nerve) বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা পরিমিত বলপূর্ব্বক চাপিয়া ধরিয়া পরস্পর পরস্পরের চক্ষুর উপরে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিলে নিদ্রাভাজনের মিস্‌মেরিজম্ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এই বিষয় ডাক্তার জে, বোভিডড্‌স্ সাহেব্ (Doctor J. Bovee Dods) যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা উক্ত মিষ্টার বোভিডড্‌স্ সাহেবের ফিলজাফী অব্ মিস্‌মেরিজম্ নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাহার সারাংশ বঙ্গভাষায় এবং মূল ইংরাজী নিম্নে লিখিত হইল।

অল্‌নার্ নার্ভ্।—মনুষ্যের বাহুমূলহইতে কণুইপর্য্যন্ত একখানি অস্থি আছে। ঐ কণুইহইতে মণিবন্ধপর্য্যন্ত দুই খানি অস্থি আছে। ঐ দুই খানি অস্থির যেখানি কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দিকে স্থিত আছে, তাহার নাম অল্‌নার অস্থি। ঐ অল্‌নার অস্থির

উপরি দিয়া যে শিরা গমন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীর ও অনামিকার মধ্যভাগে আসিয়া শাখা প্রশাখা আদি বিস্তৃত করিয়া আছে, তাহার নাম অল্‌নার শিরা।

মিস্‌মেরিজম্ করিবার সময়ে নিদ্রাকারক নিদ্রাভাজনের কনিষ্ঠাঙ্গুলী ও অনামিকার মূলের এক ইঞ্চ উর্দ্ধে ঐ অল্‌নার শিরা ও তাহার শাখা প্রশাখাদি এমত রূপে চাপিয়া ধরিবে, যেন ঐ অল্‌নার শিরা সমস্ত শাখা প্রশাখার সহিত ঐ চাপে আবৃত হইয়া পড়ে। ঐ চাপ এমত দৃঢ়রূপে দিতে হইবে, যাহাতে নিদ্রাভাজনের ঐ স্থানে কোন বেদনা বা অসুখের কারণ উপস্থিত না হয়। তৎপর নিদ্রাভাজন ও নিদ্রাকারক উভয়ে একদৃষ্টে পরস্পরের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে। এইরূপে অর্দ্ধমিনিট কিম্বা একমিনিট পর্য্যন্ত অল্‌নার শিরা চাপিয়া ধরিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে হইবে। পরে নিদ্রাভাজনের নয়ন মুদিত করাইয়া নিদ্রাকারক তাহার অঙ্গুলীদ্বারা নিদ্রাভাজনের চক্ষুর পাতার উপরে অতিশয় মৃদু ও কোমলরূপে ঐ পাতার উপর হইতে নিম্নে বারম্বার মর্দ্দন করিবে। তৎকালে নিদ্রাভাজন তাহার নয়ন নিমীলিত করিয়া রাখিবে, কদাপি উন্মীলিত করিবে না। নিদ্রাকারককে অতীব দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত একার্য্য করিতে হইবে। তৎপর নিদ্রাকারক নিদ্রাভাজনের মস্তকের উপরে অর্থাৎ মূর্দ্ধাদেশে সহস্রারপদ্মে হস্ত রাখিয়া আজ্ঞাচক্র অর্থাৎ ভ্রূযুগলের মধ্যস্থানে অপেক্ষাকৃত নিম্নে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিবে এবং অন্য হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা ঐ শাখাদি সমেত অল্‌নার শিরা যেরূপে ধারণ করা হইয়াছে, সেইরূপেই ধৃত থাকিবে, অর্থাৎ উহা ছাড়িয়া দিয়া কার্য্য করিবে না। এইরূপ করিলেই মিস্‌মেরেজ করা হইবে। মিস্‌মেরিজম হওয়ার লক্ষণ এই যে, নিদ্রাভাজন তাহার চক্ষুঃ উন্মীলিত করিতে অশক্ত হইলে, মিস্‌মেরেজ হইয়াছে ইহা বোধ করিতে হইবে এবং তদন্যথায় মিস্‌মেরিজম্ হয় নাই। এমত অবস্থায় ঐরূপ প্রক্রিয়া দুই তিনবার করিলেই মিস্‌মেরেজ হইবে। নিতান্ত না হইলে জানা যাইবে যে, নিদ্রাকারক ও নিদ্রাভাজনের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সমতাপ্রযুক্ত মিস্‌মেরেজ হইতে পারিতেছে না।

—"There are certain other methods of producing the mesmeric coma, the most common of which may be called "the thumb-pressure and staring process," employed by Monsieur Lafontaine, a well-known French mesmeriser, who came to this country many years ago on a lecturing tour. He seated himself opposite the patient, and taking his hands, pressed the tips of his thumbs with his own, at the same time gazing fixedly into the patient's eyes, a method which frequently produced a powerful effect. Mr. Braid, a surgeon then practising at Manchester, having observed the effects produced by Monsieur Lafontaine, tried a series of experiments, the success of which led him to believe that he had discovered the secret of mesmerism."

—"Mr. Braid found that by fixing the patient's gaze upon an object above the level of vision, a pencil case held up, or a cork fixed on the mid-forehead, he could induce a peculiar condition which he called "hypnotic, or nervous sleep." During this state he elicited many wonderful phenomena, and had great success in the treatment of disease."

—"Thus, a patient who could not hear the ticking of a watch beyond three feet when awake, could do so when hypnotised at the distance of thirty-five feet, and walk to it in a direct line without difficulty or hesitation. Smell in like manner is so wonderfully exalted, that a patient has been able to trace a rose through the air when held forty-six feet from her. Now, every experienced mesmeriser knows that during the true mesmeric sleep the functions of the different senses are, as a rule, temporarily suspended, and that the sensitive only smells, feels, and tastes in sympathy with or through his mesmeriser, and that in most cases he is completely deaf to all sounds save that of his mesmeriser's voice. Again, during the hypnotic state it is easy to infect the patient with any delusion the operator may wish, so that he may fancy a pocket-handkerchief to be either a child or a serpent."

—"During that phase of mesmeric sleep, called the sleep-waking state, such delusions could seldom if ever be produced, for during that condition the mind of the sensitive is remarkably acute; but, of course, if by touching the phrenological organs, or by other means, a state, of suggestive dreaming is induced, the sensitive may then be persuaded that the glass of water he is drinking is wine or brandy, and he will soon be as tipsy as if he had really imbibed so much strong alcoholic liquor."—J. James.

"—In cases of pain; Spasm &c. and other affections of a local character, slow breathing over the parts affected is a most useful treatment and "passes at right angles from the seat of pain are often excellent as if the operator were extracting the pain out of the part into the air."—

—"It is, however, certain, that no effect can be produced till you establish a thorough communication between yourself and the subject through the nervous force of the organ of Individuality that constitutes his personal identity. And as the centre or moving nerve of this organ has sympathy with all the voluntary nerves of the system, and as they reciprocally affect each other so you can establish a psychological communication by touching any part of the system where voluntary nerves are located, and particularly of those individuals who are very sensitive and impressible. But the most natural mode to get a good communication, and the one least liable to be detected by the audience, is to take the individual by the hand, and in the same manner as though you were going to shake hands. Press your thumb with moderate force upon the ULNAR NERVE which spreads its branches to the ring and little finger of the hand. The pressure should be nearly an inch above the knuckle, and in range of the ring finger. Lay the ball of the thumb flat and partially crosswise, so as to cover the minute branches of this nerve of motion and sensation. The pressure, though firm, should not be so great as to produce pain or the least uneasiness to the subject. When you first take him by the hand, request him to place his eyes upon yours, and to keep them fixed, so that he may see every emotion of your mind expressed in the countenance. Continue this position and also the pressure upon this *Cubital Nerve* for half a minute or more. Then request him to close his eyes, and with your fingers gently brush downward several times over the eyeilds, as though fastening them firmly together. Throughout the whole process feel within yourself a fixed determination to close them so as to express that determination fully in your countenance and manner. Having done this, place your hand on the top of his head and press your thumb firmly on the organ of Individuality, * bearing partially downward, and with the other thumb still pressing the ULNAR

* আজ্ঞাচক্র অর্থাৎ ভ্রূযুগলের মধ্যস্থান। "আজ্ঞাপদ্মং ভ্রুবোর্মধ্যং হক্ষোপেতং দ্বিপত্রকং। শুক্লাভং তন্মহাকালঃ সিদ্ধো দেব্যত্র হাকিনী। শরচ্চন্দ্রনিভং তত্রাক্ষরবীজং বিজৃম্ভিতং। পুমান্ পরমহংসোহয়ং যজ্জ্ঞাত্বা নাবসীদতি।—" শিবসংহিতা।

NERVE, tell him—*you cannot open your eyes!* Remember, that your manner, your expression of countenance, your motions, and your language must all be of the most positive character. If he succeed in opening his eyes, try it once or twice more, because impressions, whether physical or mental, continue to deepen by repetition. In case, however, that you cannot close his eyes, nor see any effect produced upon them, you should cease making any further efforts, because you have now fairly tested that his mind and body both stand in a positive relation to yours as it regards the doctrine of impressions. ক্রমশঃ—



পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

আসনে শয়নে বাপি পূর্ণাঙ্গে বিনিবেশিতাঃ। বশীভবন্তি কামিন্যো ন কর্ম্মনিয়মান্তরঃ॥

উপবেশনে, শয়নে কিম্বা কামিনীজন-বশীকরণে যে দিকের শ্বাস বহন হইবে, সেই দিকের বিধানমতে কার্য্য করিবে॥

অরিচৌরাধমাদ্যাশ্চ অন্যে উৎপাতবিগ্রহাঃ। কর্ত্তব্যাঃ খলু রিক্তাঙ্গে জয়লাভসুখার্থিভিঃ॥

শত্রু, চৌর, অধমপ্রভৃতি ও অপরের উপদ্রব, শান্তি, যুদ্ধ আদির জয় ও সুখ লাভ করিতে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে এই সকল কার্য্য যে নাসিকায় শ্বাস না বহিবে, সেই দিকের বিধানমতে করিবে॥

দূরদেশে বিধাতব্যং গমনং তুহিনদ্যুতৌ। অভ্যর্ণদেশে দীপ্তে তু তরণাবিতি কেচন॥

মতান্তরে—ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসা বহিবার সময়ে দূরদেশে এবং পিঙ্গলা-নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসা বহিবার সময়ে নিকটবর্ত্তী স্থানে যাত্রা করিবে॥

যৎকিঞ্চিৎ পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং লাভাদিসমরাগমঃ। তৎসর্ব্বং পূর্ণনাড়ীষু জায়তে নির্ব্বিকল্পকম্॥

লাভ, সমর, আগমনাদি সম্বন্ধীয় যে সকল কার্য্য পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সে সকল পূর্ণনাড়ীতে করিবে॥

শূন্যনাড্যাং রিপুঃ জেতুঃ যৎপূর্ব্বং প্রতিপাদিতং। জায়তে নান্যথা চৈব যথা সর্ব্বজ্ঞভাষিতং॥

শত্রুর পরাজয়প্রভৃতি কার্য্য পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা শূন্য নাড়ীর বিধান মতে করিবে। কোন অন্যথা নাই। ইহা ত্রিকালজ্ঞ ব্যক্তিরাই বলিয়াছেন।

ব্যবহারে খলোচ্চাটদ্বেষিবিদ্যাদিবঞ্চকাঃ। কুপিতস্বামিচৌরাদ্যাঃ পূর্ণস্থাঃ স্যুর্ভয়ঙ্করাঃ॥

উচ্চাটনকারী, বিদ্বেষী, বিদ্যাদিবঞ্চক, খল, কুপিত, স্বামী, চৌর প্রভৃতির সহিত ব্যবহার পূর্ণনাড়ীতে করিবে না, তাহাতে বিপরীত ফল হইবে॥

দূরাধ্বনি শুভশ্চন্দ্রো নির্ব্বিঘ্ন ইষ্টসিদ্ধিদঃ। প্রবেশঃ কার্য্যহেতুঃ স্যাৎ সূর্য্যঃ শীঘ্রং প্রশস্যতে॥

ইড়া অর্থাৎ বামনাসায় স্বরবহনকালে দূরপথে গমন করিবে, তাহা হইলে শুভ, নির্ব্বিঘ্নতা ও ইষ্টসিদ্ধি হইবে। পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণনাসায় শ্বাস প্রবেশ সময়ে কোন কার্য্য করিলে তাহা শীঘ্র সফল হইবে॥

অগ্রতোবামিকা শ্রেষ্ঠা পৃষ্ঠতো দক্ষিণা শুভা। বামে চ বামিকা প্রোক্তা দক্ষিণে দক্ষিণা স্মৃতা॥

বামনাসাপুটে বায়ু বহিবার সময়ে সম্মুখে থাকিয়া প্রশ্ন করিলে ও দক্ষিণনাসা-পুটে বায়ু বহিবার কালে পশ্চাৎ হইতে প্রশ্ন করিলে, শুভ বুঝাইবে। বামনাসা বহন সময়ে বামদিকে থাকিয়া এবং দক্ষিণনাসা বহনকালে দক্ষিণদিকে থাকিয়া প্রশ্ন করিলেও শুভ বুঝাইবে॥

চন্দ্রচারে বিষং হন্তি সূর্য্যো বালা বশং নয়েৎ। সুষুম্নায়াং ভবেন্মোক্ষ একোবায়ুস্ত্রিধা স্মৃতঃ॥

বামনাসাবহনকালে সর্পাদির বিষনাশ করিবে, দক্ষিণনাসাবহনকালে বালিকা বশ করিবে ও সুষুম্না বহনকালে রোগাদি হইতে মুক্তিলাভের কার্য্য করিবে। একই বায়ু ত্রিবিধপথে থাকিয়া তিন প্রকার ফল দিয়া থাকে।

অযোগ্যযোগ্যতা নাড়ী যোগাস্থানেঽপ্যযোগ্যতা। কার্য্যানুবন্ধতো জীবঃ যথাবুদ্ধং সমাচরেৎ। শুভাশুভানি কার্য্যাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং সদা। তদা কার্য্যানুরোধেন কার্য্যং নাড়ীপ্রচালনং॥

শুভ ও অশুভ কার্য্যের অনুরোধে দিবারাত্রি এইরূপে নাড়ীচালনপূর্ব্বক জীবকে যোগ্যস্থান হইতে অযোগ্যস্থানে এবং অযোগ্যস্থান হইতে যোগ্যস্থানে চালন করিবে, অর্থাৎ বামনাসাপুটে যে স্বর বহিতেছে, তাহাকে দক্ষিণনাসাপুটে চালন করিবে ও দক্ষিণনাসাবাহী বায়ুকে বামনাসায় চালন করিবে॥

অথ ইড়া।

স্থিরকর্ম্মণালঙ্কারে দূরাধ্বগমনে তথা। আশ্রমে হর্ম্ম্যপ্রাসাদে বস্তূনাং সংগ্রহেঽপি চ। বাপী কূপতড়াগাদিপ্রতিষ্ঠাস্তম্ভদেবয়োঃ। যাত্রাদানে বিবাহে চ বস্ত্রালঙ্কারভূষণে। শান্তিকং পৌষ্টিকং চৈব দিব্যৌষধিরসায়নে। স্বামিদর্শনমৈত্রে চ বাণিজ্যে ধনসংগ্রহে। গৃহপ্রবেশে সেবায়াং কৃষ্যাং বীজাদিবাপনে। শুভকর্ম্মণি সন্ধৌ চ নির্গমে চ শুভঃ শশী॥

বামনাসিকায় শ্বাসবহনকালে যে যে কার্য্য করিতে হইবে এবং করিলে ফল-প্রাপ্তি হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।—

স্থিরকার্য্যকরণ, অলঙ্কারধারণ, দূরপথগমন, আশ্রমে প্রবেশ, অট্টালিকা নির্ম্মাণ, রাজমন্দিরনির্ম্মাণ, দ্রব্যসংগ্রহ করা, কূপ-দীর্ঘিকাদি বৃহজ্জলাশয় ও দেবস্তম্ভাদির প্রতিষ্ঠা করা, যাত্রা, দানকরা, বিবাহ করা, বস্ত্রপরিধান, ভূষণধারণ, শান্তি ও পুষ্টি-জনক কার্য্য, মহৌষধিসেবন, রসায়নকরণ, স্বামিদর্শন, বন্ধুত্বকরণ, বাণিজ্যকরণ, ধনসংগ্রহ, গৃহপ্রবেশ, সেবাকার্য্য, কৃষিকর্ম্ম, বীজাদিবপন, শুভকর্ম্ম, সন্ধিস্থাপন ও বহির্গমন, এই সকল কার্য্য বামনাসাবহনকালে করিবে এবং করিলে শুভফল হইবে॥

বিদ্যারম্ভাদিকার্য্যেষু বান্ধবানাঞ্চ দর্শনে। জলমোক্ষেষু ধর্ম্মেষু দীক্ষায়াং মন্ত্রসাধনে। কাল-বিজ্ঞানসূত্রেণ চতুষ্পাদগৃহাগমে। কালব্যাধিচিকিৎসায়াং স্বামিসম্বোধনে তথা। গজাশ্বরোহণে ধন্বী গজাশ্বানাঞ্চ বন্ধনে। পরোপকরণে চৈব নিধীনাং স্থাপনে তথা। গীতবাদ্যেঽপি নৃত্যে চ গীতশাস্ত্রবিচারণে। পুরগ্রামপ্রবেশে চ তিলকে সূত্রধারণে। পুত্রশোকে বিষাদে চ জ্বরিতে মূর্চ্ছিতেঽপি বা। স্বজনস্বামিসম্বন্ধে ধান্যাদিদারুসংগ্রহে। স্ত্রীণাং দন্তাদিভূষায়াং কৃষেরাগমনে তথা। গুরুপূজা বিষাদীনাং চালনঞ্চ বরাননে। ইড়ায়াং সিদ্ধিদং প্রোক্তং যোগাভ্যাসাদিকর্ম্ম চ। তত্রাপি বর্জ্জয়েদ্বায়ুং তেজ-আকাশমেব চ। সর্ব্বকার্য্যাণি সিধ্যন্তি দিবারাত্রিগতান্যপি। সর্ব্বেষু শুভকার্য্যেষু চন্দ্রচারঃ প্রশস্যতে॥

বিদ্যারম্ভ প্রভৃতি কার্য্য, বন্ধুসন্দর্শন, জলদানাদি ধর্ম্মকার্য্য, দীক্ষাকার্য্য, মন্ত্রসিদ্ধি, চতুষ্পদ জন্তুদিগকে গৃহে আনয়ন, রোগের চিকিৎসা, প্রভুসম্বোধন, ধনুর্দ্ধর যোদ্ধার গজ ও অশ্বে আরোহণ, হস্তিঘোটকাদির বন্ধন, পরোপকার করা, ধনরত্নাদিসঞ্চয়, গীতবাদ্য ও নৃত্যকরণ, গীতশাস্ত্রের বিচার, নগর ও গ্রামে প্রবেশ, তিলক ও উপবীত ধারণ, পুত্রশোকাদির জন্য রোদন করা, বিষাদপ্রকাশকরণ, জ্বরগ্রস্ত ও মূর্চ্ছিত হওয়া, সুহৃদ্ ও স্বামীর সহিত সম্বন্ধ করা, ধান্য কাষ্ঠ ইত্যাদির সঞ্চয়, স্ত্রীলোকের দন্ত-অধরাদির ভূষাকরণ, কৃষিদ্রব্যাদি আনয়ন, গুরুপূজাকরণ, বিষাদিচালন এবং যোগাভ্যাসাদি কর্ম্ম বামনাসিকায় শ্বাসবহনকালে করিবে এবং করিলে সিদ্ধি হইবে। কিন্তু ইড়ানাড়ীতে অগ্নি, বায়ু ও আকাশতত্ত্বের উদয় সময়ে এই সকল কার্য্য করিবে না। এই তিন তত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবল জল ও পৃথিবীতত্ত্বের উদয়কালে এই সকল কার্য্য করিবে ও করিলে শুভ হইবে। ইহাতে দিবস ও রাত্রিকালের প্রভেদ নাই। ফলতঃ ইড়ানাড়ী বহনকালে সকল-প্রকার শুভকার্য্য করাই প্রশস্ত॥ ক্রমশঃ—

সামুদ্রিক।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

পুংঅঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিলক্ষণ।

দীর্ঘাসংসক্তাভির্দ্ধনিনঃ খণ্ডাভিরর্থপরিহীনাঃ। মধ্যবিনতভ্রুবো যে তে সক্তাঃ স্ত্রীষগম্যাসু॥

যাহার ভ্রূদ্বয় দীর্ঘ এবং পরস্পর সংযুক্ত, সেই ব্যক্তি ধনী এবং যাহার ভ্রূযুগল খণ্ডিত সে অর্থহীন হইবে। আর যাহাদিগের ভ্রূদ্বয় মধ্যভাগে অবনত সেই ব্যক্তি অগম্যা স্ত্রীতে আশক্ত হইয়া থাকে॥

উন্নতবিপুলৈঃ শঙ্খৈর্দ্ধন্যা নিম্নৈঃ সুতার্থসন্ত্যক্তাঃ। বিষমললাটা বিধনা ধনবন্তোঽর্দ্ধেন্দুসদৃশেন॥

যাহার শঙ্খ অর্থাৎ ললাটপার্শ্বাস্থি উন্নত ও বিপুল, সেই ব্যক্তি বিখ্যাত পুরুষ বলিয়া গণ্য হয়, যাহার ঐ স্থান নিম্ন, সেই পুরুষ পুত্র ও অর্থবিহীন হয়। আর যাহার ললাট বিষম অর্থাৎ কোন স্থান উচ্চ বা কোন স্থান নীচ হইলে সেই ব্যক্তি দরিদ্র এবং যাহার কপাল অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, সেই ব্যক্তি ধনী হইবে॥

শুক্তিবিশালৈরাচার্য্যতা শিরাসন্ততৈরধর্ম্মরতাঃ। উন্নতশিরাভিরাঢ্যাঃ স্বস্তিকবৎসংস্থিতাভিশ্চ॥

যাহার কপাল শুক্তির ন্যায় সেই ব্যক্তি আচার্য্য এবং যাহার ললাটে শিরা দেখা যায়, সেই ব্যক্তি অধার্ম্মিক হইবে। আর যদি কাহারও কপালের শিরাসকল উন্নত এবং ত্রিকোণের ন্যায় দেখা যায়, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি ধনাঢ্য হইবে॥

নিম্নললাটা বধবন্ধভাগিনঃ ক্রূরকর্ম্মনিরতাশ্চ। অভ্যুন্নতৈশ্চ ভূপাঃ কৃপণাঃ স্যুঃ সঙ্কটললাটাঃ॥

যদি কোন ব্যক্তির কপাল নিম্ন থাকে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি বধবন্ধভাগী এবং ক্রূরকর্ম্মে নিরত থাকিবে। আর যাহার ললাট উন্নত সেই ব্যক্তি রাজা এবং যাহার কপাল অতিসংকীর্ণ সেই ব্যক্তি কৃপণ হইবে॥

রুদিতমদীনমনশ্রু স্নিগ্ধঞ্চ চ শুভাবহং মনুষ্যাণাম্। রূক্ষং দীনং প্রচুরাশ্রু চৈব ন শুভপ্রদং পুংসাম্॥

যে রোদন স্নিগ্ধ বা দীনতাসূচক না হইয়া যদি সেই রোদনে অশ্রুপাত না হয়, তাহা হইলে সেই রোদন শুভজনক এবং যে রোদন রূক্ষ দীনতাসূচক এবং যাহাতে অধিক অশ্রুপাত হয়, সেই রোদন পুরুষের শুভপ্রদ নহে॥

হসিতং শুভদমকম্পং সনিমীলিতলোচনং চ পাপস্য। দুষ্টস্য হসিতমসকৃৎ সোন্মাদস্যাস-কৃৎপ্রান্তে॥

যে হাস্যে শরীর কম্পিত না হয়, সেই হাস্য পুরুষের শুভপ্রদ, যে ব্যক্তি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাসে, তাহাকে দুষ্টাশয় বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি বারম্বার হাসে তাহাকে সুখী এবং যে সকল কথার অন্তে হাসে সেই ব্যক্তি উন্মত্ত হইবে॥

তিস্রো রেখাঃ শতজীবিনাং ললাটায়তাঃ স্থিতা যদি তাঃ। চতসৃভিরবনীশত্বং নবতিশ্চায়ুঃ সপঞ্চাব্দা॥

যাহার কপালে তিনটি রেখা বিস্তৃত থাকে, সেই ব্যক্তি শতবৎসর জীবিত থাকিবে। যাহার কপালে ঐরূপ চারিটি রেখা দেখা যায়, সেই ব্যক্তি রাজা হইবে এবং ঐ ব্যক্তির পঞ্চনবতিবর্ষ আয়ু হয়॥

বিচ্ছিন্নাভিশ্চাগম্যাগামিনো নবতিরপারেখেণ। কেশান্তোপগতাভী রেখাভিরশীতিবর্ষায়ুঃ॥

যাহার কপালগত রেখাগুলি বিচ্ছিন্ন থাকে, সেই ব্যক্তি অগম্যাগামী হইবে, যাহার কপালে রেখা দৃষ্ট হয় না, সেই ব্যক্তি নবতিবৎসর জীবিত থাকিবে, আর যাহার কপালের রেখা কেশের সমীপস্থ, তাহার অশীতিবৎর আয়ু হয়॥

পঞ্চভিরায়ুঃ সপ্ততিরেকাগ্রাবস্থিতাভিরপি ষষ্টিঃ। বহুরেখেণ শতার্দ্ধং চত্বারিংশচ্চ বক্রাভিঃ।

কোন ব্যক্তির কপালে যদি পাঁচটি রেখা দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি সপ্ততিবৎসর বাঁচিবে। যাহার কপালের রেখাগুলি একাগ্রাবস্থিত সেই ব্যক্তি ষষ্টিবৎসর জীবিত থাকিবে। যাহার কপালে বহুরেখা দেখা যায়, তাহার পঞ্চাশ-বৎসর এবং যাহার কপালের রেখা বক্র দেখা যায় তাহার চল্লীশবৎসর আয়ু জানিবে॥

ত্রিংশদ্ভ্রূলগ্নাভির্বিংশতিকশ্চৈব বামবক্রাভিঃ। ক্ষুদ্রাভিঃ স্বল্পায়ুর্ন্যূনাভিশ্চান্তরে কল্প্যম্।

যাহার কপালের রেখা ভ্রূসংলগ্ন, তাহার ত্রিশবৎসর ও যাহার কপালের রেখা বামদিকে বক্র তাহার বিংশতিবৎসর আয়ু হইবে এবং যে ব্যক্তির কপালের রেখা অতিক্ষুদ্র সেই ব্যক্তিকে অল্পায়ু বলিয়া জানিবে। আর যদি কপালগত রেখা অসম্পুর্ণ হয়, তাহাহইলে সেই রেখাদৃষ্টে আয়ুর কল্পনা করিবে॥

পরিমণ্ডলৈর্গবাঢ্যাশ্ছত্রাকারৈঃ শিরোভিরবনীশাঃ। চিপিটৈঃ পিতৃমাতৃঘ্নাঃ করোটিশিরসাং চিরান্ মৃত্যুঃ॥

কোন ব্যক্তির মস্তক বর্ত্তুলাকার হইলে সেই ব্যক্তির অনেক গোধন হইবে। যে ব্যক্তির মস্তক ছত্রাকার সে রাজা হইয়া থাকে, যাহার মস্তক চেপ্টা সেই ব্যক্তির যৌবনকালে পিতৃ মাতৃবিয়োগ হইবে এবং যাহার মস্তক দীর্ঘ সে দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে॥

ঘটমূর্দ্ধা ধ্যানরুচির্দ্বিমস্তকঃ পাপকৃদ্ধনৈস্ত্যক্তঃ। নিম্নং তু শিরো মহতাং বহুনিম্নমনর্থদো ভবতি॥

যাহার মস্তক ঘটাকার, সেই ব্যক্তি ধ্যানতৎপর হইবে, যাহার মস্তক দ্বিমস্তকা-কার, সেই ব্যক্তি পাপকারী ও ধনবিহীন হইয়া থাকে, যাহার মস্তক নিম্ন, সেই মনুষ্যকে মহাত্মা বলিয়া জানা যায় এবং কোন ব্যক্তির মস্তক অতিশয় নিম্ন হইলে সেই ব্যক্তির সময় সময় বিপদ ঘটিয়া থাকে॥

একৈকভবৈঃ স্নিগ্ধৈঃ কৃষ্ণৈরাকুঞ্চিতৈরভিন্নাগ্রৈঃ। মৃদুভির্ন চাতিবহুভিঃ কেশৈঃ সুখভাগ নরেন্দ্রো বা॥

যাহার মস্তকের এক এক রোমকূপে এক একটি চুল থাকে এবং ঐ সকল কেশগুলি যদি স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ ও বক্র হয়, আর ঐ সকল চুলের অগ্রভাগ যদি অভিন্ন অথচ চুলগুলি যদি কোমল হয় এবং ঐ চুল যদি অতি বহুল না হয়, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি সুখী ও রাজা হইবে॥

বহুমূলবিষমকপিলাঃ স্থূলস্ফুটিতাগ্রপরুষহ্রস্বাশ্চ। অতিকুটিলাশ্চাতিঘনাশ্চ মূর্দ্ধজা বিত্তহীনানাম্॥

যাহার মস্তকে এক এক রোমকূপে বহু চুল থাকে এবং ঐ চুলগুলি যদি সমান না হয় অথচ পিঙ্গলবর্ণ, অগ্রভাগে স্থূল, স্ফুটিত, অতিকর্কশ, অতিখর্ব্ব, অতিকুটিল ও অতি ঘন হয়, তাহাহইলে সেই ব্যক্তিকে বিত্তবিহীন বলিয়া নিশ্চয় করিবে॥

যদ্যদ্গাত্রং রূক্ষং মাংসবিহীনং শিরাবন্ধনঞ্চ। তত্তদনিষ্টং প্রোক্তং বিপরীতমতঃ শুভং সর্ব্বম্॥

শরীরে যে যে অঙ্গ রূক্ষ, মাংসবিহীন ও ব্যক্তশিরাবিশিষ্ট, সেই সেই অঙ্গ অশুভজনক এবং যে যে অঙ্গ উহার বিপরীত অর্থাৎ স্নিগ্ধ, মাংসবিশিষ্ট, এবং অব্যক্তশিরাবিশিষ্ট, সেই সেই অঙ্গকে শুভসূচক বলিয়া জানিবে॥

ত্রিষু বিপুলো গম্ভীরস্ত্রিষ্বেব ষড়ুন্নতশ্চতুর্হ্রস্বঃ। সপ্তসু রক্তো রাজা পঞ্চসু দীর্ঘশ্চ সূক্ষ্মশ্চ॥

যে ব্যক্তির শরীরের তিনটি স্থান বিস্তৃত, তিনটি স্থান গম্ভীর, ছয়টি স্থান উন্নত, চারিটি স্থান হ্রস্ব, সাতটি স্থান রক্তবর্ণ, পঞ্চ স্থান দীর্ঘ এবং পঞ্চ স্থান সূক্ষ্ম, সেই ব্যক্তি রাজা হইবে। ইহার বিশেষ নিম্নে বিবৃত হইতেছে॥

নাভিঃ স্বরঃ সত্ত্বমিতি প্রদিষ্টং গম্ভীরমেতত্ত্রিতয়ং নরাণাম্। উরো ললাটং বদনঞ্চ পুংসাং বিস্তীর্ণমেতত্ত্রিতয়ং প্রশস্তম্॥

বক্ষঃস্থল, ললাট ও মুখ, পুরুষের এই স্থানত্রয় বিস্তৃত হইলে তাহা প্রশস্ত বলিয়া জানিতে হইবে। আর নাভি, স্বর ও শক্তি এই তিনটি গম্ভীর হইলেই ভাগ্যলক্ষণ জানা যায়॥

বক্ষোঽথ কক্ষা নখনাসিকাস্যং কৃকাটিকা চেতি ষডুন্নতানি। হ্রস্বানি চত্বারি চ লিঙ্গপৃষ্ঠং গ্রীবা চ জঙ্ঘে চ হিতপ্রদানি॥

বক্ষঃস্থল, কক্ষঃ (বগল) নখ, নাসিকা, মুখ ও ঘাড়ের গাইট, এই ছয়টি স্থান উন্নত হইলেই শুভপ্রদ জানিবে। আর লিঙ্গ, পৃষ্ঠ, গ্রীবা ও জঙ্ঘা, এই চারিটি হ্রস্ব হইলেই তাহা শুভ লক্ষণ জানা যায়॥

নেত্রান্তপাদকরতালধরোষ্ঠজিহ্বা রক্তা নখাশ্চ খলু সপ্ত সুখাবহানি। সূক্ষ্মাণি পঞ্চ দশনাঙ্গুলি-পর্ব্বকেশাঃ সাকং ত্বচা কররুহাশ্চ ন দুঃখিতানাম্॥

চক্ষুর কোণ, পাদতল, করতল, তালু, অধর, ওষ্ঠ ও জিহ্বা, এই সপ্ত স্থান রক্তবর্ণ হইলেই তাহা শুভাবহ হইবে। আর দন্ত, অঙ্গুলির পর্ব্ব, কেশ, চর্ম্ম ও নখ, এই সকল রক্তবর্ণ হইলে সেই ব্যক্তি সুখী হইবে॥

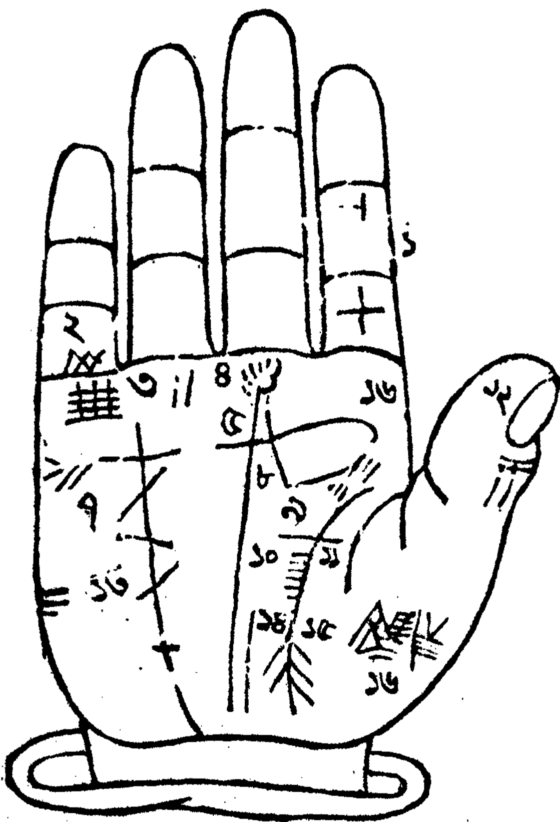
হনুলোচনবাহুনাসিকাঃ স্তনয়োরন্তরমত্র পঞ্চমম্। ইতি দীর্ঘমিদং তু পঞ্চকং ন ভবত্যেব নৃণামভূভৃতাম্॥

যাহার মুখ, লোচন, বাহু, নাসিকা ও স্তনদ্বয়ের মধ্য, এই পঞ্চ স্থান দীর্ঘ হইবে, সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে। রাজা ভিন্ন অন্য কাহারও উক্ত পঞ্চ স্থান রক্তবর্ণ থাকে না॥

ক্রমশঃ—

অন্যমতে কররেখার দৃষ্টান্তসহ ফল।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।



১। উপরিচিত্রিত হস্তপাঞ্জায় ১ অঙ্কের নিকট যেরূপ তর্জ্জনীর প্রথম এবং দ্বিতীয়পর্ব্ব মধ্যে তির্য্যগ্‌ভাবে কর্ত্তিত রেখা অঙ্কিত আছে, যাহার হস্তে ঐরূপ রেখা বৃহস্পতির অঙ্গুলিতে থাকিবে, প্রধান প্রধান লোকের সহিত সেই ব্যক্তির বন্ধুত্ব হইবে।

২। উপরিচিত্রিত হস্তপাঞ্জায় ২ অঙ্কের নিকট যেরূপ রেখাগুলি কর্ত্তিত হইয়াছে, ঐরূপ কর্ত্তিতরেখা যাহার হস্তে যতটি থাকিবে, তাহার ততটি সন্তান অকালে গর্ভস্রাব হইয়া বিনাশ পাইবে।

৩। উপরিচিত্রিত হস্তপাঞ্জায় ৩ অঙ্কের নিকট যেরূপ ঝাঁঝরা পাত্রের ন্যায় চিহ্ন অঙ্কিত আছে, ঐরূপ চিহ্ন যাহার হস্তে থাকিবে, সেই ব্যক্তি স্ত্রীলোককর্ত্তৃক দুঃখী এবং দরিদ্র হইবে।

৪। উপরিচিত্রিত হস্তপাঞ্জায় ৪ অঙ্কের নিকট যেরূপ রেখাদ্বয় সমান অঙ্কিত আছে, ঐরূপ দুইটি রেখা যাহার হস্তে থাকিবে, সেই ব্যক্তি স্ত্রীলোককর্ত্তৃক বহু ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

৫। উপরিচিত্রিত হস্তপাঞ্জায় ৫ অঙ্কের নিকট ঊর্দ্ধরেখার শেষভাগে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাগুলি একত্রিত অঙ্কিত আছে, ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা যাহার হস্তে থাকিবে, সেই ব্যক্তি কঠিন কষ্টের সহিত কারাগারে আবদ্ধ হইবে।

৬। উপরিচিত্রিত হস্তপাঞ্জায় ৬ অঙ্কের নিকট যেরূপ ভোগরেখা মতান্তরে আয়ুরেখার শেষভাগে কণ্টকবৎ রেখাগুলি অঙ্কিত আছে, ঐরূপ রেখা যে স্ত্রীলোকের হস্তে থাকিবে, সেই স্ত্রীলোক ভোগবিলাসিনী ও কুলটা হইবে।

৭। উপরিচিত্রিত হস্তপাঞ্জায় ৭ অঙ্কের নিকট যেরূপ ভোগরেখা ক্ষুদ্র ও ভগ্ন এবং তাহার শেষভাগে চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম রেখাগুলি অঙ্কিত আছে, ঐরূপ রেখা যাহার হস্তমধ্যে থাকিবে, তাহার সন্তানপ্রসবকালে অধিক যন্ত্রণা ও বিপদ ঘটিবে এবং সেই ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইবে।

৮। উপরিচিত্রিত হস্তপাঞ্জায় ৮ অঙ্কের নিকট যেরূপ মাতৃরেখা ক্ষুদ্র এবং ভোগরেখাভিমুখে গমন করিতেছে, ঐরূপ রেখা যাহার হস্তে থাকিবে, সেই ব্যক্তির যৌবনকালে সাজ্ঘাতিকরূপে মৃত্যু হইবে। যদি ঐ রেখা ভোগরেখাকে স্পর্শ না করে, তাহা হইলে মৃত্যু হইবে না, কিন্তু সেই ব্যক্তি পানাশক্ত হইবে।

৯। উপরিচিত্রিত হস্তপাঞ্জায় ৯ অঙ্কের নিকট যেরূপ প্রধান অযুক্ত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাবিশিষ্ট চিহ্ন অঙ্কিত আছে, ঐরূপ চিহ্ন যাহার হস্তে থাকিবে, সেই ব্যক্তি অবিশ্বাসী হইবে।

১০। উপরিচিত্রিত হস্তপাঞ্জায় ১০ অঙ্কের নিকট যেরূপ পিতৃরেখা মতান্তরে আয়ুরেখা হইতে একটী রেখা উদ্ভূত হইয়া হস্তপাঞ্জার নিম্নস্থানে গমন করিয়াছে, ঐরূপ রেখা যাহার হস্তমধ্যে থাকিবে, সেই ব্যক্তি লম্পট এবং দুর্ভাগ্যান্বিত হইবে।

১১। উপরিচিত্রিত হস্তপাঞ্জায় ১১ অঙ্কের নিকট যেরূপ চিহ্নগুলি পিতৃরেখা মতান্তরে আয়ুরেখার মধ্যে অঙ্কিত আছে, ঐরূপ চিহ্ন যাহার হস্তমধ্যে থাকিবে, সেই ব্যক্তি গভীর চিন্তায় অভিভূত থাকায় কার্য্যাদিতে তাহার ঔদাস্য হইবে।

১২। উপরিচিত্রিত হস্তপাঞ্জায় ১২ অঙ্কের নিকট যেরূপ বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরিভাগে স্থূল এবং পরস্পর নিকটবর্ত্তী দুইটি রেখা চিত্রিত আছে, ঐরূপ রেখা যাহার হস্তে থাকিবে, সেই ব্যক্তি চোর এবং অবিশ্বাসী হইবে।

১৩। উপরিচিত্রিত প্রতিকৃতির ১৩ অঙ্কের নিকট যেরূপ রেখা মণিবন্ধ হইতে উদ্ভূত হইয়া অন্যান্য রেখাকর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলিপর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, ঐরূপ রেখা যাহার হস্তে থাকিবে, সেই ব্যক্তি স্ত্রীসম্পর্কে মন্দভাগ্য হইবে।

১৪। উপরিচিত্রিত হস্তপাঞ্জায় ১৪ অঙ্কের নিকট যেরূপ ঊর্দ্ধরেখা পিতৃরেখা মতান্তরে আয়ুরেখার সহিত যুক্ত না হইয়া হস্তের নিম্নস্থানে শেষ হইয়াছে, ঐরূপ রেখা যাহার হস্তে থাকিবে, সেই ব্যক্তি অবিশ্বাসী হইবে।

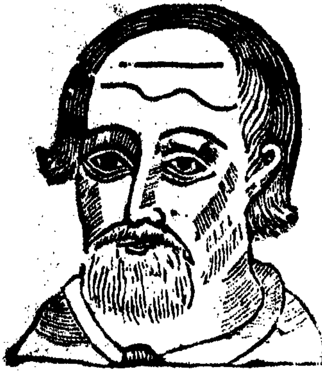
১৫। উপরিচিত্রিত হস্তপাঞ্জায় ১৫ অঙ্কের নিকট যেরূপ আয়ুরেখা মতান্তরে পিতৃরেখার আরম্ভে এবং শেষে শাখা প্রশাখা অঙ্কিত আছে, ঐরূপ রেখা যাহার হস্তমধ্যে থাকিবে, সেই ব্যক্তির মস্তিকের পরিবর্ত্তন হইয়া অস্থির হইবে, অর্থাৎ তাহার বুদ্ধির স্থিরতা থাকিবে না।

১৬। উপরিচিত্রিত হস্তপাঞ্জায় ১৬ অঙ্কের নিকট যেরূপ বৃদ্ধাঙ্গুলির উচ্চস্থানে গ্রন্থিযুক্ত রেখাগুলি অঙ্কিত আছে, ঐরূপ রেখা যাহার হস্তে থাকিবে, সেই ব্যক্তি প্রবঞ্চক হইবে।

ক্রমশঃ—

বিনা গুরূপদেশে কপালরেখাজ্ঞান।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

৭ নং  ৮ নং 

৭। উপরিলিখিত প্রতিকৃতির ললাটে যেরূপ রেখা অঙ্কিত আছে, যাহার কপালে বৃহস্পতির রেখা ঐরূপ দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি প্রবঞ্চনা ও বলপূর্ব্বক ধন উপার্জ্জন করিবে।

৮। উপরিস্থ মুণ্ডের ললাটদেশের ন্যায় যাহার কপালে রেখা দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি দুর্ভাগ্যশালী হয় এবং তাহার দেহের নানাস্থান ক্লেশকর আঘাতে চিহ্নিত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ—

অথ অশ্বলক্ষণ।

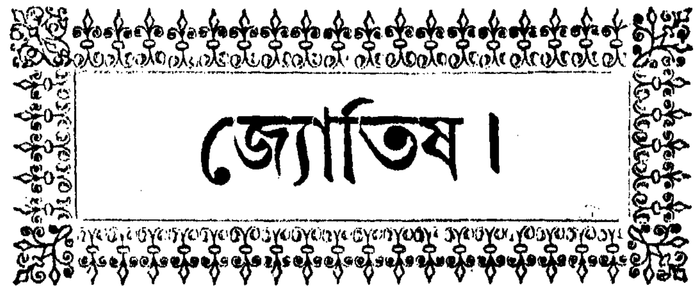
পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

অথাশ্বপরীক্ষা।—সপক্ষা বাজিনঃ পূর্ব্বং সংজাতা ব্যোমচারিণঃ। গন্ধর্ব্বেভ্যো যথাকামঃ গচ্ছন্তি চ সমন্বিতাঃ। ইন্দ্রাদেশাচ্ছালিহোত্রস্তেষাং পক্ষমথাচ্ছিনৎ। ততঃ প্রভৃতি নিষ্পক্ষাস্তুরগা ধরণীং গতাঃ। উত্তমা মধ্যমা নীচাঃ কনীয়াংসস্তথাপরে। চতুর্দ্ধা বাজিনো ভূমৌ জায়ন্তে দেশসংশ্রয়াৎ। তাজিতাঃ খুরশাণাশ্চ তুষারাশ্চোত্তমা হয়াঃ। গোজিকাণাশ্চ কেকাণাঃ প্রৌঢ়াহারাশ্চ মধ্যমাঃ। তাড়জা উত্তমাশাশ্চ বাজশূলাশ্চ মধ্যমাঃ। গহ্বরাঃ সাধ্যবাসাশ্চ সিন্ধুদারাঃ কনীয়সঃ। অন্যদেশোদ্ভবা যে চ তে বৈ নীচাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। বাজিনোঃ জলজাঃ কেচিদ্বহ্নিজাতাস্তথা পরে। সমীরপ্রভবাশ্চান্যে তুরগা মৃগজাঃ পরে। জলোদ্ভবা দ্বিজা জ্ঞেয়াঃ ক্ষত্রিয়া বহ্নিসম্ভবাঃ। প্রভঞ্জনভবা বৈশ্যা মৃগজাঃ শূদ্রজাতয়ঃ। পুষ্পগন্ধির্ভবেদ্বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়োঽগুরুগন্ধিকঃ। ঘৃতগন্ধো ভবেদ্বৈশ্যো মীনামোদী চ শূদ্রকঃ। বিবেকী সঘৃণো বিপ্রস্তেজস্বী ক্ষত্রিয়ো বলী। কোষ্ণভাবো ভবেদ্বৈশ্যঃ শূদ্রো নিঃসত্ত্বকো ভবেৎ। বিপ্রাদ্যা বাহনাঃ সর্ব্বে ত্রয়ো ভূমিপতেঃ সদা। শূদ্রজাতিং তুরঙ্গন্তু ন স্পৃশন্তি নরেশ্বরাঃ॥ ইত্যুৎপত্তিঃ।

পূর্ব্বকালে অশ্বগণ পক্ষযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিত, সুতরাং তাহারা সেই পক্ষপ্রভাবে আকাশমার্গে চলিতে পরিত। ঐ সকল অশ্ব আপন ইচ্ছানুসারে গন্ধর্ব্বগণের সহিত গমন করিতে লাগিল। অনন্তর ইন্দ্র শালিহোত্র নাক কোন ব্যক্তিকে অশ্বদিগের পক্ষ ছেদনকরিতে আদেশ করিলে শালিহোত্র দেবরাজের আজ্ঞাক্রমে ঘোটকসকলের পক্ষ ছেদনকরিয়া দিলেন। তদবধি তুরঙ্গগণ পক্ষবিহীন হইয়া ধরণীমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে। উত্তম, মধ্যম, নীচ ও কনিষ্ঠ এই চতুর্ব্বিধ অশ্ব দেশবিশেষে উৎপন্ন হয়। সকল অশ্বই উক্ত চতুর্ব্বিধ অশ্বের অন্তর্গত। তাজিত, খুরসান ও তুষার এই ত্রিবিধ ঘোটকই উত্তম ঘোটক বলিয়া পরিগণিত হয়। গোজিকাণ, কেকাণ ও প্রৌঢ়াহার, ইহাদিগকে মধ্যম অশ্ব বলা যায়। তাড়জ, উত্তমাশ, বাজশূল, মধ্যম, গহ্বর, সাধ্যবাসা ও সিন্ধুদার, এই ষড়্বিধ অশ্ব কনিষ্ঠসংজ্ঞক জানিবে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেশজাত ঘোটক সকল নীচ ঘোটক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। কোন কোন অশ্ব জলজাত, অপর কতিপয় বহ্নিপ্রভব, অন্য বিধ ঘোটক বায়ুজন্ত, অপর কতকগুলি মৃগসম্ভূত। জলজাত অশ্ব সকলকে বিপ্র এবং বহ্নিপ্রভব ঘোটককে ক্ষত্রিয়জাতি বলিয়া জানিবে। যে সকল অশ্ব বায়ুজন্ত, তাহারা বৈশ্যজাতি, আর যাহারা মৃগসম্ভূত, তাহারা শূদ্রজাতি বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যে সকল অশ্বের গাত্রে পুষ্পগন্ধ অনুভূত হয়, তাহারা বিপ্রজাতি, যাহাদিগের শরীরে অগুরুগন্ধ আছে, তাহারা ক্ষত্রিয় জাতি, যাহারা ঘৃতগন্ধবিশিষ্ট, তাহারা বৈশ্যজাতি এবং যে সকল ঘোটক মীনগন্ধশালী তাহদিগকে শূদ্রজাতি বলিয়া জানিবে। বিপ্রজাতীয় অশ্ব বিবেকী ও সদয়, ক্ষত্রিয়জাতি অশ্ব তেজস্বী ও বলবান, বৈশ্যজাতীয় অশ্ব ঈষৎ উষ্ণভাবাপন্ন এবং শূদ্রজাতীয় অশ্ব সারবিহীন। বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতীয় অশ্বই রাজবর্গের বাহন হইয়া থাকে। কিন্তু রাজগণ কদাচ শূদ্রজাতীয় ঘোটক স্পর্শ করিবে না॥

অথাঙ্গুল্যাঙ্গবিভাগঃ।—সপ্তবিংশত্যাঙ্গুলিভির্মুখমানং বিধীয়তে। কর্ণৌ ষড়ঙ্গুলৌ প্রোক্তৌ ভালকং চতুরঙ্গুলং। চত্বারিংশচ্চ সপ্তাঢ্যাঃ স্কন্ধঃ সংপরিকীর্ত্তিতঃ। পৃষ্ঠঞ্চ চতুর্ব্বিংশঃ সপ্তবিংশা তথা কটী। ইতি সূক্ষ্মঃ তথা নিম্নঃ প্রতিপুচ্ছদ্বয়াধিকং। লিঙ্গং হস্তপ্রমাণন্তু তথাণ্ডৌ চতুরঙ্গুলৌ। মধ্যস্থানং চতুর্ব্বিংশং হৃদয়ং ষোড়শাত্মকং। কটিকুক্ষ্যন্তরং প্রোক্তং চত্বারিংশৎপ্রমাণতঃ। মণিবন্ধদ্বয়ঞ্চৈব খুরাশ্চ চতুরঙ্গুলাঃ। অশীত্যঙ্গুলিকাঃ পাদা দীর্ঘা বিংশাধিকা মতাঃ॥ ইত্যঙ্গুলিবিভাগঃ।

অনন্তর অঙ্গুলিপ্রমাণে অশ্বগণের অঙ্গবিভাগ কথিতকইতেছে। অশ্বের মুখপরিমাণ সপ্তবিংশতি অঙ্গুলি, কর্ণদ্বয় প্রত্যেকে ষড়ঙ্গুলিপরিমাণ এবং কপালপরিমাণ চতুরঙ্গুল জানিবে। অশ্বের স্কন্ধপরিমাণ সপ্তচত্বারিংশৎ অঙ্গুল, পৃষ্ঠপরিমাণ চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুল, কটির পরিমাণ সপ্তবিংতি অঙ্গুল। অশ্বগণের পুচ্ছসকল সূক্ষ্ম এবং নিম্ন। প্রতি পুচ্ছেই দুইয়ের অধিক কেশ আছে। অশ্বের লিঙ্গ হস্তপ্রাণ এবং অণ্ডদ্বয় প্রত্যেকে চারি অঙ্গুলপ্রমাণ। ঘোটকের মধ্যস্থান চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুল এবং হৃদয় ষোড়শাঙ্গুল। অশ্বের কটী ও কুক্ষির মধ্যভাগের পরিমাণ চত্বারিংশৎ অঙ্গুল নির্দ্দিষ্ট আছে। মণিবন্ধদ্বয় ও খুরসকল প্রত্যেকে চারি অঙ্গুল প্রমাণ জানিবে। ঘোটকের পাদসকল প্রত্যেকে এক শত অঙ্গুলি দীর্ঘ॥ ক্রমশঃ—



জ্যোতিষ।

লগ্ননির্ণয়, গ্রহস্ফুট, গ্রহদিগের বল, দৃষ্টিপ্রভৃতি গণনা করিতে না পারিলে কোষ্ঠী, ঠিকুজী, ঝর, বৃষ্টি, রাষ্ট্রবিপ্লব, রোগ, মৃত্যু, ত্রিকালের গণনা, যাত্রা, বিবাহ, বৎসরের ফলাফল, দুর্ভিক্ষ, গ্রহণ, ভূমিকম্পের ও শুভ বা অশুভ কর্ম্মের ফলাফল বলাযায় না, এই নিমিত্ত অগ্রে কিরূপে লগ্ন নিরূপণ করিতে হয়, এবং লগ্নই বা কাহাকে বলে, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।

লগ্নকথন।

যত্র লগ্নমপমণ্ডলং কুজে তদ্‌গৃহাদ্যমিহ লগ্নমুচ্যতে। প্রাচি পশ্চিমকুজে হস্তলগ্নকং মধ্যলগ্নমিতি দক্ষিণোত্তরে। ইতি ভাস্করাচার্য্যঃ।

যে কোন সময়ে পূর্ব্বদিকে রবিমার্গের যে স্থান চক্রবালের সহিত মিলিত দৃষ্ট হয়, তাহারই নাম লগ্ন। সায়ন মেষরাশির আরম্ভ হইতে অংশ কলাদি করিয়া এই লগ্ন গণিত হইয়া থাকে। পশ্চিমদিকে ঐ রবিমার্গে চক্রবালের যে স্থান দৃষ্ট হয়, তাহার নাম অস্ত লগ্ন, এবং মধ্যস্থলে অর্থাৎ আমাদিগের মস্তকোপরি রবিমার্গের যে স্থান দৃষ্ট হয়, তাহাকে মধ্যলগ্ন বা দশম লগ্ন কহে।

লগ্ন—Ascendant—"That point of the ecliptic which is (at any time) on the eastern horizon is called the lagna or horoscope, this is expressed in signs and degrees &c. reckoned from the first

point of stellar Aries. That point which is on the western horizon is called the Asta Lagna or setting horoscope. The point of the ecliptic on the meridian is called the Madhya-Lagna middle horoscope (culminating point of the ecliptic—")

প্রকারান্তরে।

The degree or point of the heavens rising above the eastern point of the horizon at any given time when a prediction is to be made of a future event ; as, the fortune of a person then born, the success of a design then laid, the weather &c.

এইক্ষণ চক্রবাল কাহাকে বলে তাহা কথিত হইতেছে।

চক্রবাল—যখন আমরা কোন বৃহৎ নদী, বৃহৎ ময়দান কিম্বা কোন উচ্চস্থান হইতে পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্ব দৃষ্টিকরি, তখন আমাদিগের বোধ হয় যেন নভোমণ্ডল পৃথিবীর সহিত বৃত্তাকারে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, ঐ বৃত্তের নাম চক্রবাল।

চক্রবাল—Horizon—is a great circle of the sphere, dividing the world into two parts or hemispheres ; the one upper and visible, the other lower and hid. Horizon is either rational or sensible. Sensible Horizon divides the visible part of the sphere from the unvisible. Its poles, two are the zenith and nadir.—The sensible Horizon is divided into eastern and western. The eastern or ortive horizon is that part of the horizon wherein the heavenly bodies rise. The western or ocidental horizon, is that wherein the stars set.

লগ্ন এবং চক্রবাল কাহাকে বলে, তাহা উক্ত হইল, এইক্ষণ ঐ লগ্ন কিরূপ গণনা করিতে হয়, তাহা বলার অগ্রে কোষ্ঠী, রবিমার্গ, সায়ন, নিরয়ন এবং রবিভুক্তি ইত্যাদি কাহাকে বলে তাহা পাঠক বর্গের বিদিতার্থে কথিত হইতেছে।

কোষ্ঠী। রাশিচক্রের মধ্যে মেষাদি করিয়া যে দ্বাদশ রাশি ব্যক্ত আছে, জন্ম কিম্বা প্রশ্নকালে ঐ দ্বাদশ রাশির অনুরূপ একটি কোষ্ঠ বা কুণ্ডলী অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে ঐ দ্বাদশ রাশি বা দ্বাদশ ঘরে গ্রহস্ফুট গণনা দ্বারা গ্রহগণ ঐ দ্বাদশরাশির যে যে অংশ, কলা ও বিকলাতে অবস্থিতি করিতেছে জানা যায়, তাহা ঐ কোষ্ঠ বা কুণ্ডলীর দ্বাদশ ঘরে যথা যথা স্থানে অঙ্কিত করিয়া ফলাফল গণনা করিতে হয়। এই কোষ্ঠ বা কুণ্ডলীর নাম কোষ্ঠী।

Horoscope—The word is composed of hora "hour" and scope means spect to or consider. Horoscope is also used for a scheme or figure of the twelve houses ; that is, the twelve signs of the zodiac, wherein is marked the disposition of the heavens for any given time. Thus we say, to draw a horoscope, construct a horoscope &c. We call it, more peculiarly calculating a nativity, when the life and fortune of a person are the subject of the prediction and also we can draw horoscope of cities, great enterprises &c.

প্রকারান্তরে।

HOROSCOPE,-কোষ্ঠী-is a figure or scheme of the twelve houses of heaven wherein the planets and positions of the heavens are collected for any given time, either for the purpose of calculating nativities, or answering horary questions. It also signifies the degree or point of the heavens rising above the eastern point of the horizon, at any given time when a prediction is to be made of any future event ! but this is now most commonly distinguished by the name of *the ascendant.*

That the reader may form a competent idea of what is meant by the twelve houses of heaven, let us suppose the whole celestial globe, or sphere of heavens, divided into four equal parts, by the horizon and meridional line, and each of these into four quadrants, and each quadrant into three eqnal parts, by lines drawn from point of sections in different parts of the horizon and meridian, equi-distant from each other. By this operation, the whole globe or sphere will be apportioned into twelve equal parts, which constitute what we call, *the twelve houses of heaven.* And these houses, as observation and experience abundantly shew, make up that great wheel of nature, whereon depends the various fortunes contingent to all sublunary matters and things.

এইক্ষণ রবিমার্গ কাহাকে বলে তাহা কথিত হইতেছে।

অচল নক্ষত্রগণের মধ্যদিয়া যে বৃহৎ বৃত্তে রবির বাৎসরিক পরিভ্রমণ হইয়া থাকে। তাহাকে রবিমার্গ কহে। এই রবিমার্গের উভয় পার্শ্বস্থ ৮ অংশ পরিমিত খগোলকের স্থানকে রাশিচক্র কহে। এই চক্রমধ্যদিয়া সমুদায় গ্রহ ভ্রমণ করিয়া থাকে, রবিমার্গ ও রাশিচক্র সমান দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত, এই সকল ভাগকে রাশি বলাযায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক রাশি ৩০ অংশে বিভক্ত, রবি প্রত্যহ ইহার এক এক অংশের কিঞ্চিন্ন্যন গমন করিয়া থাকেন, ইহাকে রবিভুক্তি কহে।

রবিমার্গ—Ecliptic is a great circle in which the sun makes his apparent annual progress among the fixed stars or is the real path of the earth round the sun ; and cuts the equinoctial in an angle of 23 degress and 28 minutes, the points of intersection are called the equinoctial points. The ecliptic is situated in the middle of the zodiac.

বিষুবরেখা।

জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুকে সমান দূরে রাখিয়া পৃথিবীর মধ্য দিয়া একটী রেখা কল্পনাপূর্ব্বক পৃথিবীকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, উহাকে মধ্যরেখা বা মধ্যরেখাভূমি কহে। ঐ মধ্যরেখা হইতে পৃথিবীর সকল স্থানের অক্ষগণনা আরম্ভ হইয়া থাকে। ঐ মধ্যরেখার ঊর্দ্ধে সমসূত্রপাতে যে রেখা কল্পনা করা যায় তাহার নাম বিষুবরেখা যখন সূর্য্য ঐ রেখাতে উপস্থিত হন, তখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিন ও রাত্রিমান সমান হইয়া থাকে ; অর্থাৎ ৩০ দণ্ড বা ১২ ঘণ্টা দিবা এবং ৩০ দণ্ড বা ১২ ঘণ্টা রাত্রি হয়। তৎকালে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মধ্যরেখার উপর ছায়ামাত্রও পতিত হয় না। এই জন্য ইহাকে নিরক্ষবৃত্ত কহে। ঐ দিবস সমতল মৃত্তিকার উপরে দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত কাঠীর (শঙ্কুর) মূলদেশ দুই অঙ্গুলি স্থূল করিয়া অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূচির ন্যায় সূক্ষ্ম করত প্রোথিত করিলে মধ্যাহ্নসময়ে ঐ কাঠীর ছায়া পতন হয় না॥

বিষুবরেখা—Equator—Equator when referred to the heavens is called the equinoctial, because when the sun appears in it, the days and night are equal all over the world viz. 12 hours each. The declination of the sun, stars and planets counted from the equinoctial northward and southward, and their right ascensions are reckoned upon it eastward round the celetial globe from 0 to 360 degrees.

রাশি কাহাকে বলে।

সপ্তবিংশতিভৈর্জ্যোতিশ্চক্রং স্তিমিত বায়ুগং। তদর্কাংশো ভবেদ্রাশির্নবর্ক্ষচরণাঙ্কিতঃ।

জ্যোতিষ চক্র সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে গণিত হইয়া বায়ুর উপর অবস্থিত আছে, এই জ্যোতিষ চক্র দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত এবং নয় নয় পাদ নক্ষত্রে সঙ্ঘটিত হইয়া রাশি নামে পরিচিত হইয়াছে।

সায়ন ও নিরয়ন।

জ্যোতিষ গণনায় প্রথম আরম্ভ কালে নক্ষত্র ঘটিত রাশিচক্রের মধ্যে যে স্থান বিষুব রেখার সহিত মিলিত হইয়া চিহ্নিতরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছিল, (অর্থাৎ রেবতী নক্ষত্রের শেষ এবং অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রারম্ভ) এই চিহ্নিত মিলিত স্থান রাশিচক্র সহিত ঐ বিষুব রেখা হইতে প্রতি বৎসর হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণের মতে ৫৪ বিকলা করিয়া সরিয়া সরিয়া যাইতেছে। এইরূপ গমনের নাম অয়ন। বিষুব রেখা হইতে ঐ চিহ্নিত স্থান প্রতিবৎসর যতদূর সরিয়া যাউক না কেন, ঐ চিহ্নিত স্থানের আরম্ভ হইতে প্রতি বৎসর যে গ্রহস্ফুট ও লগ্নস্ফুট ইত্যাদি গণিত হয়, তাহার নাম নিরয়ন। আর প্রতিবৎসর বিষুব রেখা হইতে যে গ্রহস্ফুট ও লগ্নস্ফুট ইত্যাদি গণিত হয়, তাহার নাম সায়ন, এই উভয়বিধ মতমধ্যে অস্মদ্দেশে এইক্ষণ নিরয়ন মতে স্ফুট ও কোষ্ঠী গণনাদি এবং ক্রিয়াকলাপ হইয়া থাকে।

বৃহজ্জাতকের ইংরাজি তরজমাকারক বিষুবরেখা হইতে রাশিচক্র প্রতিবৎসর কিছু কিছু সরিয়া যাওয়া সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে কথিত হইল।

"It has a retrograde Motion at the rate of about 50″ a year. But the Hindu first point of Aries is the fixed star Revati (the Yogatara of the group) which is stated to be on the ecliptic. This star is at present about 20° to the East of the Vernal Equinox. Planetary places from this star are known as the *Nirayana Sphutam,* and places from the Vernal Equinox are known as the *Sayana Sphutam.* The little bit of increasing space between the two points is known as *Ayanamsa.* Now Hindu astrology rests on the Nirayana Sphutam of the planets, and modern tables give us the correct Sayana Sphutam; so that if the length of the Ayanamsa is correctly known, it may be subtracted from the Sayana Sphutam, and the remainder will be the Nirayana Sphutam required. But the exact length of the Ayanamsa is not known, and it canot be ascertained by direct observation, because the star Revati has disappeared."

ত্রিংশৎকৃত্বো যুগে ভানাং চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে। তদ্গুণাদ্ভূদিনৈর্ভক্তাদ্দ্যুগণাদ্ যদবাপ্যতে। তদ্দোস্ত্রিঘ্না দশাপ্তাংশা বিজ্ঞেয়া অয়নাভিধাঃ। তৎসংস্কৃতাদ্ গ্রহাৎ ক্রান্তিচ্ছায়াচরদলাদিকম্।

এক মহাযুগে ভচক্র পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে ৬০০ ছয়শত বার গমনাগমন করিয়া থাকে; অর্থাৎ রাশিচক্র বিষুবরেখা হইতে পশ্চিমদিকে ২৭ অংশ গমন করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করত বিষুবরেখোপরি স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং তৎস্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঐরূপ ২৭ অংপর্য্যন্ত গমন করিয়া পুনরায় স্বীয় স্থানে প্রত্যাগমন করে। এইরূপে এক মহাযুগে ছয়শত বার গমনাগমন করিয়া থাকে, অতএব এক কল্পে ছয়লক্ষবার গতায়াত করে। ইহাই অয়ন নামে অভিহিত হয় এবং ইহারই অংশকে অয়নাংশ কহে।

অয়ন ও অয়নাংশ—"Precession of the equinoxes—The circle of Asterisms librates 600 times in a great yuga (that is to say, all the Asterisms, at first, move westward 27 degrees. Then returning from that limit they reach their former places. Then from those places they move eastward the same number of degrees; and returning thence come again to their own places.) Thus they complete one libration or revolution, as it is called. In this way the Number of revolutions in a yuga is 600 which answers to 600 000 in a Kalpa—Precession is a slow motion which the equinoctial points have from east to west contrary to the order of signs which is from west to east."

ইংরাজিমতে।

The Precession of the Equinoxes (or more properly the recession of the equinoxes) is a slow motion which the equinoctial points have from east to west, contrary to the order of the signs, which is from west to east.

This motion, from the best observations, is about 50 seconds in a year, so that it would require, 25791 years for the equinoctial points to perform an entire revolution westward round the globe.

In the time of Hipparchus and the oldest astronomers, the equinoctial points were fixed in Aries and Libra; but the signs which were then in conjunction with the sun, when he was in the equinox, are now a whole sign, or 30 degrees eastward of it; so that Aries is now in Taurus, Taurus in gemini, & as may be seen on the celestial globe. Hence also the stars, which rose and set at any particular season of the year in the time of Hesiod. Eudoxus Pliny, &c. do not answer to the description given by those writers.

সায়ন ও নিরয়ন যে উল্লিখিত হইল, এই উভয়ের মধ্যে কোন্ মত প্রসিদ্ধ, ইহার মীমাংসা বশিষ্ঠ ও পুলস্ত্য ঋষির বচনে এবং রোমক সিদ্ধান্তে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার কোন কোন বচন উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে লিখিত হইল।

বশিষ্ঠবচনং।

ইত্থং মাণ্ডব্য সংক্ষেপাদুক্তং শাস্ত্রং ময়োদিতং। বিস্তরী রবিচন্দ্রাদৈর্ভবিষ্যতি যুগে যুগে॥

বশিষ্ঠ মাণ্ডব্যকে কহিলেন, হে মাণ্ডব্য! ময়াসুর যেরূপ কহিয়াছেন, আমি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। যুগে যুগে চন্দ্রসূর্য্যাদির গতির যে অন্তর হইবে, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক; বর্ত্তমানকালে যেরূপ গ্রহদিগের গতির স্থিরতা দৃষ্টিগোচর হইবে, তদনুসারে গণিত করিয়া স্থির করিতে হইবে॥

যস্মিন্ পক্ষে যত্র কালে যেন দৃগ্গণিতৈক্যকং। দৃশ্যতে তেন পক্ষেণ কুর্য্যাত্তিথ্যাদিনির্ণয়ং॥

যে পক্ষে ও যে কালে গণিতদ্বারা গ্রহদিগের গতির প্রত্যক্ষের স্থিরতা হইবে, সেই পক্ষে সেই সময়ে তিথি নক্ষত্রাদির নিশ্চয় করিবে॥ ক্রমশঃ—

সংশোধন।

৯৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে সর্পবিষচিকিৎসার অমৃতডোরবন্ধনের মন্ত্র ভ্রমক্রমে ধবলি ধবলি ধার "ইত্যাদিরূপ লিখিত হইয়াছে, উহা" "ধবলি ধবলি ধবলি সার, ধবলি ধরিতে বিষ নাই আর। হাড়ে মাংসে ধরিলে খাটে, ধবলি ধরিতে বিষ না উঠে"। এইরূপ হইবে।



এই অরুণোদয়নামক মাসিকপত্রিকা কলিকাতা ৫নং শিমলাষ্ট্রীট্ জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয় হইতে প্রতিমাসে রয়েল চারিপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশ হইতেছে। গ্রাহকমহোদয়গণের পক্ষে বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ৩৲ তিন টাকা, ডাকমাশুল ৸৹ বার আনা। যাণ্মাসিক ২৲ দুই টাকা, ডাকমাশুল ।৵৹ ছয় আনা। ত্রৈমাসিক ১।৹ এক টাকা চারি আনা। নগদমূল্য প্রতিখণ্ড ॥৹ আট আনা ও ডাকমাশুল ⁄৹ এক আনা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ উপরি উক্ত ৫নং শিমলাষ্ট্রীট্ শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল পাঠাইলে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

অরুণোদয়

মাসিক পত্রিকা।

চতুর্থখণ্ড, অগ্রহায়ণমাস। বঙ্গাব্দ ১২৯৭। খৃষ্টাব্দ ১৮৯০।

যোগ, জ্যোতিষ, কোষ্ঠী ও প্রশ্নগণনাদি, তন্ত্র, মন্ত্র, পুরাণ, বৈদ্যক, বেদ, ন্যায়দর্শন, স্মৃতি, ষড় দর্শন, সঙ্গীতশাস্ত্র, দায়ভাগ, মনু ও পরাশরমতে ব্যবস্থা, তন্ত্রোক্ত ষটকর্ম্ম, নানাদেবতাসাধন, ঐন্দ্রজালিক কৌতুক, মিস্‌মেরিজম্, প্রেততত্ত্ব, সামুদ্রিক, অদ্ভুত কার্য্যের তন্ত্রাদি, সাংসারিক ব্যবহারের লেখা পড়ার ফারম্, এবং মিশ্রশাস্ত্র অর্থাৎ কৌলীন্যবিষয় ইত্যাদি লিখিত হইতেছে।

জ্যোতিষ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

চলসংস্কৃততিগ্মাংশোঃ সংক্রমো যঃ স সংক্রমঃ। অজাগলস্তন ইব রাশিসংক্রান্তিরুচ্যতে॥

অয়নাংশসংযুক্ত রবিসংক্রান্তিকেই প্রকৃত সংক্রান্তি বলে। রাশিসংক্রান্তি ছাগলের গলার স্তনের ন্যায় নিষ্ফল। যেরূপ উক্ত স্তনেতে দুগ্ধ হয় না, সেইরূপ রাশিসংক্রান্তি অনুসারে গণনাদ্বারা তিথি নক্ষত্রাদি স্থির করিয়া কার্য্য করিলে সেই সকল কার্য্য কোন পুণ্যজনক হইতে পারে না॥

পুণ্যদাং রাশিসংক্রান্তিং কেচিদাহুর্ম্মনীষিণঃ। নৈতন্মম মতং যস্মান্ন স্পৃশেৎ ক্রান্তিকক্ষয়া॥

প্রায় অনেক পণ্ডিত রাশিসংক্রান্তিকেই পুণ্যপ্রদা কহেন, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে। যেহেতু ক্রান্তিবৃত্তের সহিত সমভাবে স্পর্শ হয় না॥

অয়নাংশসংস্কৃতোভানুর্গোলে চরতি সর্ব্বদা। অন্যথা রাশিসংক্রান্তিস্তুল্যঃ কালবিধিস্তয়োঃ॥

এবিষয়ে পুলস্ত্যমুনি কহিতেছেন, সূর্য্য সর্ব্বদা খগোলে ভ্রমণ করিতেছেন, অর্থাৎ সূর্য্য উত্তরায়ণে এবং দক্ষিণায়নে গমন করিতেছেন, সূর্য্যের উক্ত গতি হইতেই সংক্রান্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং অয়নসংক্রান্তিই প্রধান ও রাশিসংক্রান্তি অপ্রধান। কিন্তু উভয়কালের গণনাপ্রণালী একপ্রকার॥

স্নান-দান-জপ-শ্রাদ্ধ-ব্রত হোমাদিকর্ম্মভিঃ। সুকৃতং চলসংক্রান্তাবক্ষয়ং পুরুষোহশ্নুতে॥

যে পুরুষ অয়নসংক্রান্তিতে স্নান, দান, জপ, হোম ও শ্রাদ্ধাদি করে, সে তাহার অক্ষয় ফলভোগ করিতে পারে॥

রোমকসিদ্ধান্তবচনং।

দিনরাত্রিপ্রমাণানাং নির্ণয়ো ন ভসংক্রমাৎ। যতঃ সকলকর্ম্মাণি পুণ্যানিচলসংক্রমঃ॥

দিনমানাদি নির্ণয় রাশিসংক্রান্তিমতে হয় না; তাহা অয়নসংক্রান্তি অনুসারে হইয়া থাকে, অতএব অয়নসংক্রান্তিকেই পুণ্যপ্রদ বলা যায়॥

ক্রান্তি।

বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে যে ২৩ অংশ ২৮ কলা পর্য্যন্ত পৃথিবীর বক্রগমন হয়, তাহার নাম ক্রান্তি। এই ক্রান্তির উভয়পার্শ্বের সীমা ৪৬ অংশ ৫৬ কলা; তন্মধ্যে যে খগোলাকৃতি স্থান আছে, সেই স্থানেই রাশিচক্র অবস্থিতি করিতেছে।

Declination of the sun, of a star, or planet, is its distance from the equinoctial, northward or southward. When the sun is in the equinoctial he has no declination, and enlightens half the globe from pole to pole. As he increases in north declination he gradually shines farther over the north pole, and leaves the south pole in darkness : in a similar manner, when he has south declination, he shines over the south pole, and leaves the north pole in darkness. The greatest declination the sun can have is 23° 28′ ; the greatest declination a star can have is 90°, and that of a planet 30° 28′ north or south.

সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে অয়নাংশগণনা।

যুগে ষট্‌শতকৃত্বো হি ভচক্রং প্রাক্‌বিলম্বতে।

যুগের অহর্গণ অর্থাৎ দিনবৃন্দকে ৬০০ দ্বারা গুণ করিয়া যুগের ভূদিন (সৌরদিন) দিয়া ভাগ করিলে যাহা (ভগণাদি) লব্ধ হইবে, পূর্ব্বনিয়মানুসারে তাহার ভগণ পরিত্যাগ করিয়া রাশিকে ভুজা করিবে এবং ঐ ভুজাকে ৩ দিয়া গুণ করত ১০ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই অয়নাংশ।

"Multiplying the AHARGANA (or the number of elapsed days) by the said revolutions and dividing by the number of terrestrial days in a KALPA; the quotient is the elapsed revolutions, signs, degrees, &c.

(Rejecting the revolutions), find the BHUJA of the rest (i. e. signs, degrees &c. as mentioned in SLOKA 30th of the 2nd Chapter). The BHUJA (just found) multiplied by 3 and divided by 10 gives the degrees &c. called the AYANA (this is the same with the amount of the precession of the equinoxes).

Surya shidhanta

অন্যপ্রকার অয়নাংশানয়ন।

শাকমেকাব্ধিবেদোনং দ্বিঃ কৃত্বা দশভির্হরেৎ। লব্ধং হীনঞ্চ তত্রৈব ষষ্ট্যাপ্তাশ্চায়নাংশকাঃ॥

যে শকাব্দার অয়নাংশ আনয়ন করিতে হইবে, সেই শকাব্দার অঙ্ক হইতে ৪২১ চারিশত একবিংশতি বিয়োগ করিয়া যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দুই স্থানে স্থাপিত করিবে। পরে ঐ প্রথম স্থানস্থাপিত অঙ্ককে ১০ দ্বারা হরণকরিয়া যে অঙ্ক লব্ধ হইবে তাহা ঐ দ্বিতীয় স্থান স্থাপিত অঙ্ক হইতে বিয়োগ করিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ৬০ ষষ্টিদ্বারা বিভক্ত করিবে, ভাগলব্ধ অঙ্ক যাহা হইবে, তাহাই অয়নাংশ স্থির হইবে॥

উদাহরণ যথা—১৮০৯ শকাব্দার অয়নাংশ আনয়ন করিতে হইলে, ১৮০৯ হইতে ৪২১ বিয়োগ করিলে ১৩৮৮ হইল। ইহাকে দুই স্থানে স্থাপিত করত প্রথমস্থান স্থাপিত ১৩৮৮ কে ১০ দ্বারা হরণকরিয়া ১৩৮ লব্ধ হইল এবং ৮ আট অবশিষ্ট রহিল, ঐ ৮ কে ৬০ দ্বারা পূরণকরিয়া ১০ দিয়া হরণকরিলে ৪৮ লব্ধ হয়। ঐ সমস্ত লব্ধাঙ্ক ১৩৮।৪৮ ঐ দ্বিতীয়স্থান স্থাপিত ১৩৮৮ হইতে বিয়োগ করিয়া ১২৪৯।১২ অবশিষ্ট অঙ্ক হইল। ইহাকে ৬০ ষষ্টিদ্বারা হরণকরিয়া ২০ লব্ধ হইল এবং ৪৯ অবশিষ্ট রহিল, উহাকে ৬০ দিয়া পূরণ করিয়া ১২ যোগ করিলে ২৯৫২ হইল। ইহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে ৪৯ লব্ধ হইল এবং ১২ অবশিষ্ট থাকিল। হাতে সমস্ত লব্ধাঙ্ক ২০ অংশ ৪৯ কলা ১২ বিকলা অয়নাংশ নির্ণীত হইল॥

সহজে অয়নাংশ আনিবার সঙ্কেত একটি চক্রের সহিত নিম্নে দেওয়া হইল।

হিন্দুজ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের মতে প্রতিবৎসর রাশিচক্র ৫৪ চুয়ান্ন বিকলা, প্রতিমাসে ০।০।৪।৩০ সাড়ে চারি বিকলা এবং প্রতিদিনে ০।০।০।৯ অনুকলা সরিয়া থাকে। ৬৬ বৎসর ৮ মাসে রাশিচক্র বিষুবরেখা হইতে এক অংশ করিয়া সরিতেছে। এইরূপে রাশিচক্র বিষুবরেখা হইতে সরিয়া সরিয়া কালে কালে উক্ত বিষুবরেখার স্থানে মিলিত হইয়া থাকে। ৪২২ শক হইতে রাশিচক্র বিষুবরেখা হইতে ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে; অতএব কোন শকাব্দার অগ্রের কিম্বা পশ্চাতের অয়নাংশ কত? তাহা অতি সহজে আমার কৃত নিম্নলিখিত চক্র দৃষ্টে অবগত হইতে পারিবেন।

মাসিক অয়নাংশভুক্তি।

মাসসংখ্যা	বিকলা	অনুকলা	মাসসংখ্যা	বিকলা	অনুকলা
১	৪	৩০	৭	৩১	৩০
২	৯	০	৮	৩৬	০
৩	১৩	৩০	৯	৪০	৩০
৪	১৮	০	১০	৪৫	০
৫	২২	৩০	১১	৪৯	৩০
৬	২৭	০	১২	৫৪	০

দৈনিক অয়নাংশভুক্তি।

দিনসংখ্যা	বিকলা	অনুকলা	দিনসংখ্যা	বিকলা	অনুকলা
১	০	৯	১৬	২	২৪
২	০	১৮	১৭	২	৩৩
৩	০	২৭	১৮	২	৪২
৪		৩৬	১৯	২	৫১
৫	০	৪৫	২০	৩	০
৬	০	৫৪	২১	৩	৯
৭	১	৩	২২	৩	১৮
৮	১	১২	২৩	৩	২৭
৯	১	২১	২৪	৩	৩৬
১০	১	৩০	২৫	৩	৪৫
১১	১	৩৯	২৬	৩	৫৪
১২	১	৪৮	২৭	৪	৩
১৩	১	৫৭	২৮	৪	১২
১৪	২	৬	২৯	৪	২১
১৫	২	১৫	৩০	৪	৩০

বাৎসরিক অয়নাংশভুক্তি।

বৎসর	অংশ	কলা	বিকলা	বৎসর	অংশ	কলা	বিকলা
১	০	০	৫৪	৮০	১	১২	০
২	০	১	৪৮	৯০	১	২১	০
৩	০	২	৪২	১০০	১	৩০	০
৪	০	৩	৩৬	২০০	৩	০	০
৫	০	৪	৩০	৩০০	৪	৩০	০
৬	০	৫	২৪	৪০০	৬	০	০
৭	০	৬	১৮	৫০০	৭	৩০	০
৮	০	৭	১২	৬০০	৯	০	০
৯	০	৮	৬	৭০০	১০	৩০	০
১০	০	৯	০	৮০০	১২	০	০
২০	০	১৮	০	৯০০	১৩	৩০	০
৩০	০	২৭	০	১০০০	১৫	০	০
৪০	০	৩৬	০	১১০০	১৬	৩০	০
৫০	০	৪৫	০	১২০০	১৮	০	০
৬০	০	৫৪	০	১৩০০	১৯	৩০	০
৭০	১	৩	০	১৪০০	২১	০	০

এই চক্র দ্বারা যেরূপে অয়নাংশ জানিতে হইবে, তাহা বলা হইতেছে। যে শকাব্দার অয়নাংশ জানিতে হইবে, ঐ শকাঙ্ক হইতে ৪২১ বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্কে যত বৎসর হইবে, তত বৎসর উপরের চক্রের লিখিত বৎসরের স্থলে অংশ কলা বিকলা গ্রহণ করিলেই অয়নাংশ জানিতে পারিবেন। যথা—

১৮০৯ শকাঙ্ক হইতে ৪২১ বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট অঙ্ক ১৩৮৮ হইল। এক্ষণে এই চক্রে দেখা যাইতেছে যে, ১৩০০ বৎসরে ১৯ অংশ ৩০ কলা ও ৮০ বৎসরে ১ অংশ ১২ কলা এবং ৮ বৎসরে ৭ কলা ১২ বিকলা হয়। এই সমুদায় অঙ্ক যোগ করিয়া সমষ্টি ১৩৮৮ বৎসরে ২০ অংশ ৪৯ কলা ১২ বিকলা হয়। অতএব ১৮০৯ শকের অয়নাংশ ২০ অংশ ৪৯ কলা ১২ বিকলা নির্ণীত হইল; অর্থাৎ জানাগেল যে, বিষুবরেখা হইতে অশ্বিনী নক্ষত্র ২০ অংশ ৪৯ কলা ১২ বিকলা সরিয়া গিয়াছে।

অয়নাংশ অনুসারে অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র বিষুবরেখা হইতে গত কিম্বা আগামী সময় কতদূর সরিয়া গিয়াছে ও যাইবে, তাহার গণনার প্রণালী ইংরাজি গ্রন্থ হইতে চক্রসহ উদ্ধৃত করা হইল।

"The fixed stars increase their longitude every year about 50 seconds. Thus moving through one degree of the zodiac in seventy-two years, and are two thousand one hundred and sixty years in

passing through one sign in the heavens, which, doubtless, may naturally be expected to cause important revolutions, and manifest changes in terrestrial affairs.

Raphael's Manual of Astrology.

TABLE, shewing the Places of the Fixed Stars, at any Time past, or to come.

Years.	Deg.	Min.	Second	Years.	Deg.	Min.	Second
1	0	0	50	40	0	33	20
2	0	1	40	50	0	41	40
3	0	2	30	60	0	50	0
4	0	3	20	70	0	58	20
5	0	4	10	80	1	6	40
6	0	5	0	90	1	15	0
7	0	5	50	100	1	23	20
8	0	6	40	200	2	46	40
9	0	7	30	300	4	10	0
10	0	8	20	400	5	33	20
20	0	16	40	500	6	56	40
30	0	25	0	600	8	19	0

Now suppose it were required to know the situation of *Aldebaran* twenty years ago ; I refer to the table of fixed stars, and find him in six degrees forty five minutes of Gemini, in this present year ; I then enter the column of years in the above table, at No. 20, and even with it in the following columns stand o. 16. 40, which shews that Aldebaran has moved sixteen minutes and forty seconds in twenty years, and this sum being deducted from six degrees forty-five minutes, his present place in Gemini, shews that twenty years ago he was posited in six degrees eighteen minutes and twenty seconds of this sign. This rule will hold good for any other star, or for any number of years ; only observing, that if it be required to know the stars's place twenty years hence, then the sixteen minutes and forty seconds must be added ; and so in proportion for any other length of time.

কোন স্থানের পূর্ব্বোক্ত লগ্নমানের অয়নাংশ শোধন করিতে হইলে প্রথমতঃ সেই স্থানের অক্ষাংশ অথবা অক্ষচ্ছায়া (ইহার অন্য নাম পলভা) স্থির করিতে হইবে। ঐ অক্ষচ্ছায়া শঙ্কুদ্বারা জানিতে হয়।

শঙ্কু, অক্ষচ্ছায়া, পলভা এবং অক্ষাংশ কাহাকে বলে তাহা বলা হইতেছে।

শঙ্কু।

দীপসূর্য্যয়োঃ পরিমাণার্থং কাষ্ঠাদিনির্ম্মিতঃ। ক্রমেণ সূক্ষ্মাগ্রদ্বাদশাঙ্গুলপরিমিতঃ কীলকঃ।

দীপ এবং সূর্য্যের ছায়া পরিমাণের নিমিত্ত কাষ্ঠাদি দ্বারা নির্ম্মিত ক্রমশঃ সূক্ষ্মাগ্র দ্বাদশাঙ্গুলিপরিমিত কীলকের (কাটীর) নাম শঙ্কু।

অর্কাঙ্গুলা তু সূচ্যগ্রা কাষ্ঠী দ্ব্যঙ্গুলমূলিকা। শঙ্কুসংজ্ঞা ভবেচ্চৈব তচ্ছায়াং পরিকল্পয়েৎ॥

দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত কাটীর মূলদেশ দুই অঙ্গুলী স্থূল করিয়া অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূচীর ন্যায় সূক্ষ্ম করিতে হইবে ; ইহার নাম শঙ্কু।

অক্ষচ্ছায়া বা পলভা।

মেষাদিগে সায়নভাগসূর্য্যে দিনার্দ্ধভা পলভা ভবেৎ সা।

বিষুবদিনে অর্থাৎ যে দিন দিবা ও রাত্রিমান সমান হইবে, সেই দিনে অভীষ্ট স্থানের সমতল ভূমির উপর উপরোক্ত দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত শঙ্কু সরলভাবে ধারণ করিলে তাহার যে ছায়া পড়িবে, সেই ছায়ার পরিমাণ যত অঙ্গুলি, অভীষ্ট স্থানের পলভা বা অক্ষচ্ছায়ার পরিমাণও তত অঙ্গুলি হইবে।

"At a given place, when the Sun comes to the equinoctial, the shadow (of the Gnomon of 12 digit) cast on the Meridian Line at noon is called the Palabha or the eqninoctial shadow (for that place).

Suraya shidhanta

অক্ষাংশ।

—তথাক্ষচ্ছায়েষুঘ্নাকভাবাঃ কৃতিদশলবোনা যথাপলাংশাঃ।

পলভা অর্থাৎ শঙ্কুচ্ছায়ার পরিমাণ যত অঙ্গুলি হইবে, সেই অঙ্ককে পৃথক দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানের অঙ্ককে ৫ পাঁচ দিয়া গুণ করত গুণফলকে একস্থানে স্থাপিত করিবে। পরে অন্যস্থানের পলভাঙ্ককে বর্গ করিয়া যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে দশ দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগলব্ধ অঙ্ক পূর্ব্বোক্ত পঞ্চগুণিত পলভাঙ্ক হইতে বিয়োগ করিবে। ঐ বিয়োগাবশিষ্ট অঙ্কই অভীষ্ট স্থানের অক্ষাংশ। ছায়া অষ্টাঙ্গুলির অধিক হইলে অন্যপ্রকার প্রণালীতে অক্ষাংশ গণনা করিতে হয়।

দ্বাদশরাশির নাম, আকার ও চিহ্ন।

Aries.



মেষ।

♈

Taurus.



বৃষ।

♉

Gemini.



মিথুন।

♊

Cancer.



কর্কট।

♋

Leo.



সিংহ।

♌

Virgo.



কন্যা।

♍

Libra.



তুলা।

♎

Scorpio.



বৃশ্চিক।

♏

Sagittary.



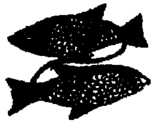
ধনু।

♐

Capricornus. Aquarius. Pisces.







মকর। কুম্ভ। মীন।

♑ ♒ ♓

রাশি চক্র একটি গোলাকার বৃত্ত এবং ঐ চক্রে গ্রহগণ অবিশ্রান্তরূপে ভ্রমণ করিতেছে, সুতরাং উহার আদি বা অন্ত নাই, অতএব গ্রহস্ফুট, লগ্নস্ফুট ও দিবা-মান নিরূপণ করিবার নিমিত্ত ঐ চক্রের কোন্ রাশিকে আরম্ভ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে ? তাহা কথিত হইতেছে।

রাশিচক্রের বা রবিমার্গের যে স্থানে অর্থাৎ বিষুবরেখায় রবির আগমনে দিবা ও রাত্রিমান সমান হইয়া দিবামান দিন দিন বৃদ্ধি দেখা যায়, এই একটি স্থান। তৎপরে ঐ স্থান হইতে রবির গমনে দিনমান ক্রমে বৃদ্ধি হইতে হইতে যে স্থানে আসিলে আর দিনমান বৃদ্ধি হইতে পারে না, (অর্থাৎ সায়ন কর্কটরাশিতে রবি প্রবেশ করিলে যেস্থানে রাশিচক্রের সহিত উত্তর ক্রান্তিরেখার মিলন হয় এবং সূর্য্য আর উত্তরদিকে গমন করে না) এই একটি স্থান। তৎপর ঐ বৃদ্ধিস্থান হইতে রবির গমনে ক্রমে দিনমানের বৃদ্ধির হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়া ঐ রবিমার্গের যে স্থানে রবির আগমনে যে পরিমাণে দিনমান বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার হ্রাস হইয়া পুনর্ব্বার সমান হয়, অর্থাৎ তুলারাশিতে বিষুবরেখায় সূর্য্যের আগমন হয় এই একটি স্থান। তৎপরে ঐ স্থান হইতে রবির গমনে ক্রমে দিনমানের হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়া যেস্থানে রবির আগমনে দিনমান আর কমিতে পারিল না, অর্থাৎ মকররাশিতে সূর্য্যের প্রবেশকালে যে অংশে রাশিচক্রের সহিত দক্ষিণ ক্রান্তি রেখার মিলন হইয়াছে, এই স্থানে রবি আসিলে আর দক্ষিণাভিমুখে গমন করে না, এই এক স্থান। ঐ স্থান হইতে রবি পুনর্ব্বার বিষুবরেখাভিমুখে গমন করেন। অতএব এই চারিটি স্থানের কোন একটি স্থান হইতে একটি রাশি গ্রহণ করিয়া গ্রহ-স্ফুটাদির গণনা আরম্ভ করা যাইতে পারে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, বিষুবরেখার যে স্থানে রবির আগমনে অর্থাৎ মেষরাশির আরম্ভে রবির আগমনে দিনমান ও রাত্রিমান সমান হয়, তৎকালে রবির প্রখরতর তেজ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বৃক্ষ লতাদির নূতন পল্লবাদি উদ্গম হইতে দেখা যায়, বসুন্ধরা শস্যাদিতে পরিপূর্ণ ও বৃক্ষাদি ফলবান হয়, তৎকালে বোধ হয় যেন সমস্ত মৃত বস্তুর দেহ পুনর্জীবিত হইতেছে। বিশেষত এই সময় বসন্ত ঋতুর উদয়ে সকল বস্তু তেজোয়ান্ ও শক্তিমান হয়। এবং এই সময়ে চিররোগী ব্যক্তিও আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত মেষরাশিকে রাশিচক্রের আরম্ভ বলা হইয়াছে। অপর রাশিচক্র মধ্যে মেষ রাশিকে অগ্রে গ্রহণ করার পক্ষে কেহ কেহ বলেন যে, বিষুব রেখা কর্ত্তৃক রাশিচক্র সমান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাতে ঐ রাশিচক্রে মেষ হইতে কন্যা পর্য্যন্ত ছয়টি রাশি উহার উত্তর, এবং তুলা হইতে মীন পর্য্যন্ত ছয়টি রাশি দক্ষিণ। এই দুই ভাগের উত্তর দিকের ছয়টি রাশির মধ্যে প্রথম রাশি মেষ, এবং দক্ষিণদিকের ছয়টি রাশির মধ্যে প্রথম রাশি তুলা, এই উভয়ের মধ্যে উত্তরদিগের রাশি অধিক বলবান, তেজীয়মান্, ফলবান এবং শুভদায়ক, এই নিমিত্ত উত্তর দিকের ছয়টি রাশির মধ্যে প্রথম রাশি মেষকে রাশিচক্রের আরম্ভ বলা হইয়াছে।

"The beginning of the whole zodiacal circle, (which in its nature as a circle can have no other beginning, nor end, capable of being determined,) is therefore assumed to be the sign of Aries, which commences at the vernal equinox ; since the moisture of spring forms a primary beginning in the zodiac, analogous to the beginning of all animal life ; which, in its first age of existence, abounds principally in moisture : the spring too, like the first age of animal life, is soft and tender ; it is therefore suitably placed as the opening of the year, and is followed by the other seasons in appropriate succession. The summer comes second, and, in its vigour and heat, agrees with the second age of animals ; the prime of life, and the period most abounding in heat. Again, the age when the prime of life has passed away, and in which decay prepares to advance, is chiefly abundant in dryness, and corresponds to the autumn. And the final period of old age, hastening to dissolution, is principally cold, like the winter." Ptolemy

"The Ancients began to number the signs from *Aries*, for that when the *Sun* enters into *Aries*, all things increase and multiply ; the days increase in length, the trees flourish, the earth brings forth fruit, and all things are as it were revived or raised from death, being to outward appearance (as it were) by the preceding Winter barren and dead ; also when *Sol* enters *Aries*, it is the beginning or chief *Principium* of the seasons, causing every thing to receive vigour and strength, resembling youth, which is the prime and most pleasant time, and beginning of life, &c. which are the reasons why the Ancients have named *Aries* the first of the signs.

Because the Equator cutteth and divideth the Circle of the Zodiac in the beginning of *Aries*, and also the opposite sign *Libra*, so that six signs are Northern, and six Southern ; but the reason why the beginning is from *Aries*, and not from *Libra*, is for that part which is Northern is stronger and of more force, efficacy and power, and is more noble than that which is Southern ; and *Aries* is the first Northern sign, and so are all to the latter end of *Virgo* ; the rest are Southern, or declining Southward ; wherefore since by all in general, the Northern signs are accounted stronger, and more noble than the Southern, did the Ancients appoint *Aries* the first of the signs, it being the first of them."

Ramesey

লগ্ননিরূপণার্থ রাশিচক্রের বিশেষ বিবরণ।

যখন আমরা পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করি, তখন আমাদের বোধ হয় যেন, নভোমণ্ডল পৃথিবীর সহিত বৃত্তাকারে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ ঐ বৃত্তের নাম চক্রবাল (Horizon) রাখিয়াছেন। ঐ চক্রবালের পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমাভিমুখে রবিমার্গে রবি প্রভৃতি গ্রহ ও রাশি এবং নক্ষত্র-গণের উদয় ও অস্ত হইতেছে, (রাশিগণের উদয়কে লগ্ন কহে)। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ঐ বৃত্তে ২৭ সাতাইশটী নক্ষত্র কল্পনা করিয়া তাহাদের নাম ১ অশ্বিনী, ২ ভরণী, ৩ কৃত্তিকা, ৪ রোহিণী, ৫ মৃগশিরা, ৬ আর্দ্রা, ৭ পুনর্ব্বসু, ৮ পুষ্যা, ৯ অশ্লেষা, ১০ মঘা, ১১ পূর্ব্বফল্গুনী, ১২ উত্তরফল্গুনী, ১৩ হস্তা, ১৪ চিত্রা, ১৫ স্বাতী, ১৬ বিশাখা, ১৭ অনুরাধা, ১৮ জ্যেষ্ঠা, ১৯ মূলা, ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া, ২১ উত্তরাষাঢ়া, ২২ শ্রবণা, ২৩ ধনিষ্ঠা, ২৪ শতভিষা, ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ, ২৬ উত্তরভাদ্রপদ এবং ২৭ রেবতী, রাখিয়াছেন। এই যে সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের উল্লেখ হইল, ইহারা এক স্থানে এবং সকল সময়েই পরস্পর সমদূরে অবস্থিত আছে, এজন্য ইহাদিগকে অচলনক্ষত্র (Fixed stars) বলাযায়। এই সকল অচল নক্ষত্রের নিকট দিয়া সচল নক্ষত্র অর্থাৎ গ্রহগণ (Planets) ভ্রমণ করিয়া থাকেন, এই জন্যই জ্যোতিঃশাস্ত্রে সাতাইশটী নক্ষত্রের নাম উল্লেখ আছে। আর রবির সঞ্চারিত

বৃত্তকে রবিমার্গ (Ecliptic) বা রাশিচক্র (Zodiac) কহে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গণনা করিয়া গ্রহনক্ষত্রাদির গতি ও স্থিতি নিরূপণার্থ রবির গমনীয় বৃত্তকে ৩৬০ তিন শত বাইট অংশে বিভক্ত করিয়া ঐ ৩৬০ অংশকে পুনরায় ১২ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করেন, সুতরাং তাহার এক এক ভাগে ৩০ অংশ নিয়োজিত হয়। ঐ সকল ভাগের বিশেষ পরিচয়ের নিমিত্ত সায়নমতে ঐ বৃত্তের যে স্থানে রবির আগমনে দিবা ও রাত্রিমান সমান হয়, সেই স্থান হইতে প্রথম ৩০ অংশের নাম মেষ, দ্বিতীয় ৩০ অংশের নাম বৃষ, তৃতীয় ৩০ অংশের নাম মিথুন, চতুর্থ ৩০ অংশের নাম কর্কট, পঞ্চম ৩০ অংশের নাম সিংহ, ষষ্ঠ ৩০ অংশের নাম কন্যা, সপ্তম ৩০ অংশের নাম তুলা, অষ্টম ৩০ অংশের নাম বৃশ্চিক, নবম ৩০ অংশের নাম ধনুঃ, দশম ৩০ অংশের নাম মকর, একাদশ ৩০ অংশের নাম কুম্ভ এবং দ্বাদশ ৩০ অংশের নাম মীন রাখিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সপ্তবিংশতি নক্ষত্রও দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়া দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত হইয়াছে।

অশ্বিনী নক্ষত্রের চারি পাদ আর ভরণী নক্ষত্রের চারি পাদ এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রের এক পাদ, এই নয় পাদে মেষরাশির সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কৃত্তিকার শেষ তিন পাদ, রোহিণীর চারি পাদ এবং মৃগশিরার প্রথম অর্দ্ধেক, অর্থাৎ দুই পাদে বৃষ রাশি। মৃগশিরার শেষ অর্দ্ধেক, আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসুর প্রথম তিন পাদে মিথুন রাশি। পুনর্ব্বসুর শেষ পাদে এবং পুষ্যা ও অশ্লেষাতে কর্কট রাশি। মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী এবং উত্তরফল্গুনীর প্রথম পাদে সিংহ রাশির সীমা হয়। উত্তরফল্গুনীর শেষ তিন পাদ, হস্তা ও চিত্রার অর্দ্ধেকে কন্যা রাশির সীমা হয়। চিত্রার শেষ অর্দ্ধেক আর স্বাতী এবং বিশাখার তিন পাদে তুলা রাশির সীমা হয়। বিশাখার শেষ পাদ, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের শেষ পর্য্যন্ত বৃশ্চিক রাশির সীমা। মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ার এক পাদ পর্য্যন্ত ধনু রাশির সীমা। উত্তরাষাঢ়ার শেষ তিন পাদ, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার অর্দ্ধেকে মকর রাশির সীমা। ধনিষ্ঠার শেষ অর্দ্ধেক, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের তিন পাদে কুম্ভ রাশির সীমা। পূর্ব্বভাদ্রপদের শেষ পাদ এবং উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতীর শেষ পাদ পর্য্যন্ত মীনরাশির সীমা হয়।

এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকে জ্ঞাত আছেন যে, অশ্বিনী অবধি রেবতী পর্য্যন্ত কেবল গণিত ২৭টী নক্ষত্র; ফলতঃ তাহা নহে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিখ্যাত খগোলবেত্তাদিগের মতে অশ্বিনী প্রভৃতি এক একটি নক্ষত্র নহে; তাহারা কেহ কেহ একটী ও কেহ বা ততোধিক নক্ষত্রে বিরচিত যথা।—

১ম অশ্বিনী—ইহা ৩টী নক্ষত্রে বিরচিত, এই নক্ষত্রপুঞ্জের নক্ষত্রগুলির অবস্থানের ভাব অশ্বের মস্তকের ন্যায়, এই নিমিত্ত ইহার নাম অশ্বিনী। ২য় ভরণী—৩টী নক্ষত্রসমষ্টি, এই নক্ষত্রের ভাব ত্রিকোণাকার। ৩য় কৃত্তিকা—৬টী নক্ষত্রে বিরচিত, ইহার আকার খড়ুরাঘরের ন্যায়। চর্থ রোহিণী—৫টী নক্ষত্রবিশিষ্ট, ইহা শকটাকার। ৫ম মৃগশিরা—৩টী নক্ষত্রযুক্ত, ইহার আকার হরিণের মস্তকের মত। ৬ষ্ঠ আর্দ্রা—একটী নক্ষত্রমাত্র, ইহার আকার রত্নের ন্যায়। ৭ম পুনর্ব্বসু—৬টী নক্ষত্রযুক্ত, গৃহাকার। ৮ম পুষ্যা—২টী নক্ষত্রযুক্ত, ইহার আকার চক্রাকার। ৯ম অশ্লেষা—৫টী নক্ষত্রবিশিষ্ট, কুলালচক্রাকার। ১০ম মঘা—৫টী নক্ষত্রযুক্ত, বাড়ীর মত আকার। ১১শ পূর্ব্বফল্গুনী—২টী নক্ষত্রযুক্ত, ইহার আকার খট্টার ন্যায়। ১২শ উত্তরফল্গুনী—২টী নক্ষত্রযুক্ত, শয্যাকার। ১৩শ হস্তা—৭টী নক্ষত্রযুক্ত, হস্তের মত। ১৪শ চিত্রা—কেবল ১টী নক্ষত্রমাত্র, ইহার আকার মুক্তাসদৃশ। ১৫শ স্বাতী—১টী নক্ষত্র, প্রবালাকার। ১৬শ বিশাখা—৬টী নক্ষত্রযুক্ত, পুষ্পমালাকার। ১৭শ অনুরাধা—৭টী নক্ষত্রযুক্ত, ইহার আকার জলধারার ন্যায়। ১৮শ জ্যেষ্ঠা—৩টী নক্ষত্রযুক্ত, ইহার আকার কর্ণকুণ্ডলসদৃশ। ১৯শ মূলা—১১টী নক্ষত্রযুক্ত, ইহার আকার সিংহের লাঙ্গুলের মত। ২০শ পূর্ব্বাষাঢ়া—৪টী নক্ষত্রযুক্ত, হস্তিদন্তাকার। ২১শ উত্তরাষাঢ়া—৪টী নক্ষত্রযুক্ত, শয্যাকার। ২২শ শ্রবণা—৩টী নক্ষত্রযুক্ত, ত্রিশূলাকার। ২৩শ ধনিষ্ঠা—৫টী নক্ষত্রযুক্ত, চক্রাকার। ২৪শ শতভিষা—১০০টী নক্ষত্রযুক্ত, মণ্ডলাকার। ২৫শ পূর্ব্বভাদ্রপদ—২টী নক্ষত্রযুক্ত, ঘণ্টাকার। ২৬শ উত্তরভাদ্রপদ—২টী নক্ষত্রযুক্ত, ইহা দুই মস্তকযুক্ত মনুষ্যের মত। ২৭শ রেবতী—৩২টী নক্ষত্রযুক্ত, মৃদঙ্গাকার।

নক্ষত্রগণের ইংরাজি নাম।

অশ্বিনী, Arietis। ভরণী, Musca। কৃত্তিকা, Tauri, Pleiades। রোহিণী, Tauri Aldebaran। মৃগশিরা, Orionis। আর্দ্রা, Orionis। পুনর্ব্বসু, Geminorum। পুষ্যা, Cancri। অশ্লেষা, I and 2 Cancri। মঘা, Leonis, Regulus। পূর্ব্বফল্গুনী, Leoins। উত্তরফল্গুনী, Leoins। হস্তা, Corvi। চিত্রা, Virginis Spica। স্বাতি, Bootis Arcturus। বিশাখা, Libra। অনুরাধা, Scorpionis। জ্যেষ্ঠা, Scorpionis Antares। মূলা, Scorpionis। পূর্ব্বাষাঢ়া, Sagittarii। উত্তরাষাঢ়া, Sagitarii। অভিজিৎ Lyri। শ্রবণা, Aquilæ। ধনিষ্ঠা, Delphini। শতভিষা, Aquarii। পূর্ব্বভাদ্রপদ, Pegasi। উত্তরভাদ্রপদ, Andromedo। রেবতী. Piscium।

অস্মদ্দেশে দুইপ্রকার প্রণালীতে লগ্নগণনা হইয়া থাকে; প্রথম দণ্ডপলাদি দ্বারা সাধিত, দ্বিতীয় অংশকলাদিঘটিত। এই দ্বিবিধ প্রণালীর মধ্যে দণ্ডপলাদি দ্বারা গণনা করিয়া যেরূপে লগ্ননিরূপণ করিতে হয়, প্রথমতঃ তাহাই কথিত হইতেছে।

কোন মতে বর্ণিত আছে যে, পূর্ব্বকালে যে সময়ে চিহ্নিত মেষ রাশির আরম্ভে দিনমান ও রাত্রিমান সমান হইয়াছিল, তৎকালে জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ ঐ সকল কল্পিত রাশির চক্রবালকে অতিক্রম করিতে যে সময় অতীত হয়, তাহা নিরূপণ করিয়া সেই সময়কে লগ্নমান বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

বিষুব রেখা ও চিহ্নিত মেষ রাশি যখন মিলিত ছিল, সেই সময়ের লগ্নমান।

রামোঽগবেদৈর্জ্জলধিত্র মৈত্রৈর্ব্বাণো রসৈঃ পঞ্চ খনাগরৈশ্চ। বাণঃ কুবেদৈর্ব্বিষয়োঽঙ্কপূর্ণৈঃ ক্রমোৎক্রমান্মেষতুলাদিমানম্॥

মেষলগ্নের মান ৩ দণ্ড ৪৭ পল, বৃষের ৪ দণ্ড ১৭ পল, মিথুনের ৫ দণ্ড ৬ পল, কর্কটের ৫ দণ্ড ৪০ পল, সিংহের ৫ দণ্ড ৪১ পল, কন্যার ৫ দণ্ড ২৯ পল, তুলার ৫ দণ্ড ২৯ পল, বৃশ্চিকের ৫ দণ্ড ৪১ পল, ধনুর ৫ দণ্ড ৪০ পল, মকরের ৫ দণ্ড ৬ পল, কুম্ভের ৪ দণ্ড ১৭ পল এবং মীনের ৩ দণ্ড ৪৭ পল মান জানিবে।

অয়নাংশ অনুসারে ঐ সকল লগ্নমানের ব্যতিক্রম হইতেছে, এজন্য কিরূপে অয়নাংশ শোধন করিয়া লগ্নমান গণনা করিতে হয়, তাহা বলা হইতেছে।

অয়নাংশশোধিত লগ্নমানগণনা।

লগ্নং লগ্নান্তরং কৃত্বা অয়নাংশৈঃ প্রপূরয়েৎ। খানলৈর্হরতে ভাগং মিশ্রয়িত্বা দিনে দিনে॥

প্রথমতঃ যে শকের যে লগ্নের অয়নাংশশোধিত লগ্নমান নির্ণয় করিতে হইবে, সেই লগ্নের প্রাচীন লগ্নমান ও তৎপরবর্ত্তী লগ্নমান, এই উভয়ের অন্তর করিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে বর্ত্তমান অয়নাংশ-অঙ্ক দ্বারা গুণ করিবে। পরে গুণফলকে ৩০ দ্বারা হরণ করিয়া যে অঙ্ক লব্ধ হইবে, ঐ অঙ্কের সহিত ইষ্টলগ্নের মানের পল যদি তাহার পরলগ্নের মান অপেক্ষা ন্যূন হয়, তাহা হইলে যোগ করিবে এবং অধিক হইলে বিয়োগ করিবে। যোগ বা বিয়োগফলই লগ্নমান নির্ণীত হইবে।

১৮০৯ শকের ২০।৪৯।১২ অয়নাংশের সময়ে মেষলগ্নমান জানিতে হইলে প্রথমত মেষরাশির প্রাচীন লগ্নমান ৩ দণ্ড ৪৭ পল ও তৎপররাশি বৃষের প্রাচীন লগ্নমান ৪ দণ্ড ১৭ পল এই উভয়ের অন্তর করিলে ০।৩০ অবশিষ্ট থাকিল, এই ০;৩০ কে অয়নাংশ ২০।৪৯।১২ দ্বারা গুণ করিলে ৬২৪।৩৬ হইবে। ইহাকে ৩০

দ্বিরংভাগ করিলে ২০।৪৯।১২ লব্ধ হয়। এইরূপ মেষরাশির প্রাচীন লগ্নমান ৩৫৭ পল বৃষরাশির মান ৪ দণ্ড ১৭ পল অপেক্ষা ন্যূন হওয়ায় এস্থলে ঐ মেষ-লগ্নমানের ৪৭ পলের সহিত ঐ ২০।৪৯।১২ যোগ করিতে হইবে। যোগফল ৪ দণ্ড, ৭ পল, ৪৯ বিপল, ১২ অনুপলই ১৮০৯ শকের অয়নাংশশোধিত মেষলগ্নের মান হইল। এইরূপে অন্যান্য লগ্নের অয়নাংশশোধিত লগ্নমান নিরূপণ করিতে হইবে।

লগ্ন পল।

মেষের লগ্নপল ২২৭ পল, বৃষের ২৫৭ পল, মিথুনের ৩০৬ পল, কর্কটের ৩৫০ পল, সিংহের ৩৪১ পল, কন্যার ৩২৯ পল, তুলার ৩২৯ পল, বৃশ্চিকের ৩৩১ পল, ধনুর ৩৪০ পল, মকরের ৩০৬ পল, কুম্ভের ২৫৭ পল এবং মীনের ২২৭ পল হয়।

ঘণ্টা, মিনিট অনুসারে লগ্নমান।

মেষলগ্নমান ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড, বৃষ ১ ঘণ্টা ৪২ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড, মিথুন ২ ঘণ্টা ২ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড, কর্কট ২ ঘণ্টা ১৬ মিনিট, সিংহ ২ ঘণ্টা ১৬ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড, কন্যা ২ ঘণ্টা ১১ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ড, তুলা ২ ঘণ্টা ১১ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ড, বৃশ্চিক ২ ঘণ্টা ১৬ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড, ধনু ২ ঘণ্টা ১৬ মিনিট, মকর ২ ঘণ্টা ২ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড, কুম্ভ ১ ঘণ্টা ৪২ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড এবং মীনলগ্নের মান ১ ঘণ্ডা ৩০ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড।

১৮০৯ শকের অয়নাংশশোধিত লগ্নমান।

মেষলগ্নমান ৪ দণ্ড ৭ পল ৪৯ বিপল ১২ অনুপল, বৃষ ৪ দণ্ড ৫১ পল ০ বিপল ২১ অনুপল ৩৬ প্রত্যনুপল, মিথুন ৫ দণ্ড ২৯ পল ৩৫ বিপল ৪৫ অনুপল ৩৬ প্রত্যনুপল, কর্কট ৫ দণ্ড ৪০ পল ৪১ বিপল ৩৮ অনুপল ২৪ প্রত্যনুপল, সিংহ ৫ দণ্ড ৩২ পল ৪০ বিপল ১৯ অনুপল ১২ প্রত্যনুপল, কন্যা ৫ দণ্ড ২৯ পল, তুলা ৫ দণ্ড ৩৭ পল ১৯ বিপল ৪০ অনুপল ৪৮ প্রত্যনুপল, বৃশ্চিক ৫ দণ্ড ৪০ পল ১৮ বিপল ২১ অনুপল ৩৬ প্রত্যনুপল, ধনু ৫ দণ্ড ১৬ পল ২৪ বিপল ১৪ অনুপল ২৪ প্রত্যনুপল, মকর ৪ দণ্ড ৩১ পল ৫৯ বিপল ৩৮ অনুপল ২৪ প্রত্যনুপল, কুম্ভ ৩ দণ্ড ৫৬ পল ১০ বিপল ৪৮ অনুপল, মীন ৩ দণ্ড ৪৭ পল।

অয়নাংশশোধিত লগ্নমানের ইংরাজি ঘণ্টা ও মিনিট।

মেষ ১ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট ৭ সেকেণ্ড ৪০ থার্ড ৪৮ ফোর্থ। বৃষ ১।৫৬।২৪।৮।৩৮।২৪। মিথুন ২।১১।৫০।১৮।১৪।২৪। কর্কট ২।১৬।১৬।৩৯।২১।৩৬। সিংহ ২।১৩।৪।৭।৪০।৪৮। কন্যা ২।১১।৩৬ সেকেণ্ড। তুলা ২।১৪।৫৫।৫২।১৯।১২। বৃশ্চিক ২।১৬।৭।২০।৩৮।২৪। ধনু ২।৬।৩৩।৪১।৪৫।৩৬। মকর ১।৪৮।৪৭।৫১।২১।৩৬। কুম্ভ ১।৩৪।২৮।১৯।১২ এবং মীনের ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড হয়।

অথ ষড়বর্গ।

ক্ষেত্রং হোরাথ দ্রেক্কাণো নবাংশো দ্বাদশাংশকঃ। ত্রিংশাংশকশ্চ ষড়্‌বর্গত্রাদিপ্রাপ্ত্যা ফলপ্রদঃ॥

ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ, ত্রিংশাংশ এই ছয়প্রকার ভাগের নাম ষড়্‌বর্গ॥

ক্ষেত্রকথন।

মেষ মঙ্গলের ক্ষেত্র, বৃষ শুক্রের ক্ষেত্র, মিথুন বুধের ক্ষেত্র, কর্কট চন্দ্রের ক্ষেত্র. সিংহ রবির ক্ষেত্র, কন্যা, বুধের ক্ষেত্র, তুলা শুক্রের ক্ষেত্র, বৃশ্চিক মঙ্গলের ক্ষেত্র, ধনু বৃহস্পতির ক্ষেত্র, মকর ও কুম্ভ শনির ক্ষেত্র এবং মীন রাশি বৃহস্পতির ক্ষেত্র।

হোরাকথন।

রাশির অর্দ্ধাংশের নাম হোরা। তন্মধ্যে বিষম রাশির প্রথম অর্দ্ধাংশে রবির হোরা, দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশে চন্দ্রের হোরা এবং সমরাশির প্রথম অর্দ্ধাংশে চন্দ্রের হোরা ও দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশে রবির হোরা জানিবে।

দ্রেক্কাণকথন।

রাশির তিন অংশের এক এক অংশকে দ্রেক্কাণ কহে। তন্মধ্যে যে গ্রহ যে যে রাশির অধিপতি, সেই গ্রহই সেই রাশির প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি। সেই রাশি হইতে গণনায় যে রাশি পঞ্চম হইবে, সেই রাশির অধিপতি গ্রহ দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি এবং যে গ্রহ তাহার নবম রাশির অধীশ্বর, সেই গ্রহই তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি।

সপ্তাংশকথন।

রাশির সপ্ত ভাগের এক এক ভাগের নাম সপ্তাংশ। মেষ রাশির পপ্তাংশ মেষ-রাশি হইতে, বৃষ রাশির বৃশ্চিক হইতে, মিথুনের মিথুন, কর্কটের মকর, সিংহের সিংহ, কন্যার মীন, তুলার তুলা, বৃশ্চিকের বৃষ, ধনুর ধনু, মকরের কর্কট, কুম্ভের কুম্ভ এবং মীনের কন্যারাশি হইতে সপ্তাংশ বিবেচনা করিবে।

স্পষ্টার্থ ;—মেষ রাশির সপ্তাংশ গণনা করিবার জন্য মেষ রাশির ত্রিশ অংশকে সাত ভাগ করিলে মেষ রাশির অধিপতি মঙ্গলই তাহার প্রথম সপ্তাংশের অধিপতি হন। ঐরূপ বৃষের অধিপতি শুক্র দ্বিতীয় সপ্তাংশের, মিথুনের অধিপতি বুধ তৃতীয় সপ্তাংশের, কর্কটের অধিপতি চন্দ্র চতুর্থ সপ্তাংশের, সিংহের অধিপতি রবি পঞ্চম সপ্তাংশের, কন্যার অধিপতি বুধ ষষ্ঠ সপ্তাংশের এবং তুলারাশির অধিপতি শুক্র সপ্তম সপ্তাংশের অধিপতি। ঐরূপ বৃষ রাশির সপ্তাংশ গণনা করিতে হইলে বৃষ রাশির ৩০ অংশকে সাত ভাগ করিলে বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল তাহার প্রথম সপ্তাংশের অধিপতি হন এবং ধনুর অধিপতি বৃহস্পতি দ্বিতীয় সপ্তাংশের, শনি তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাংশের, বৃহস্পতি পঞ্চম সপ্তাংশের, মঙ্গল ষষ্ঠ সপ্তাংশের ও শুক্র সপ্তম সপ্তাংশের অধিপতি। এইরূপে উপরের লিখিত নিয়মানুসারে অন্যান্য রাশির সপ্তাংশ স্থির করিতে হইবে।

নবাংশকথন।

রাশির নব ভাগের এক এক ভাগের নাম নবাংশ। মেষ, সিংহ, ধনু এই তিন রাশির মেষাবধি করিয়া নবাংশ গণনা করিবে অর্থাৎ ঐ তিন রাশির প্রথমনবাংশ মেষ এবং মেষের অধীশ্বর মঙ্গল, ঐ মঙ্গলই প্রথমনবাংশের অধীশ্বর হয়েন। দ্বিতীয়নবাংশ বৃষ, ঐ রাশির অধিপতি শুক্র, শুক্রই দ্বিতীয়নবাংশের অধিপতি হয়েন। তৃতীয়াংশ মিথুন, মিথুনের অধিপতি বুধ, এই বুধই তৃতীয়াংশের অধিপতি হয়েন। এই প্রকারে মেষাদি নয় রাশির অংশ ক্রমে যে যে রাশির যে যে গ্রহ অধিপতি হয়েন, তাহারা সেই সেই অংশের অধিপতি হন। এইরূপ মকর, বৃষ ও কন্যা এই তিন রাশির মকরাদি করিয়া ; তুলা, কুম্ভ ও মিথুন এই তিন রাশির তুলাবধি করিয়া কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন এই তিন রাশির কর্কটাবধি করিয়া নবাংশগণনা করিবে।

দ্বাদশাংশকথন।

রাশিকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম দ্বাদশাংশ। যে রাশির দ্বাদশাংশ নিরূপণ করিতে হইবে, যে গ্রহ সেই রাশির অধিপতি, সেই গ্রহই প্রথম দ্বাদশাংশের অধিপতি হইবে। আর যে গ্রহ সেই রাশির দ্বিতীয় রাশির অধিপতি, সেই গ্রহই দ্বিতীয় দ্বাদশাংশের অধিপতি হইবে, এইরূপে পর পর সমস্ত দ্বাদশাংশের অধিপতি নির্ণয় করিতে হইবে।

ত্রিংশাংশকথন।

রাশির ত্রিশ ভাগের এক এক ভাগকে ত্রিংশাংশ কহে। বিষম রাশির অর্থাৎ মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু এবং কুম্ভ এই ছয় রাশির প্রথম পাঁচ ত্রিশাংশের অধিপতি মঙ্গল। তাহার পর পঞ্চম অংশ পর্য্যন্ত শনির, তৎপরে অষ্ট অংশ বৃহস্পতির, তদনন্তর সপ্ত অংশ বুধের এবং তৎপরে পঞ্চ অংশ শুক্রের ত্রিংশাংশ। আর সম রাশিতে ঠিক উহার বিপরীতভাবে ত্রিংশাংশ বসিবে, অর্থাৎ সমরাশিতে প্রথম পঞ্চ অংশ শুক্রের, তাহার পর পঞ্চ ভাগ বুধের, তাহার পর অষ্ট অংশ বৃহস্পতির, তাহার পর সপ্ত ভাগ শনির এবং তদনন্তর পঞ্চ অংশ মঙ্গলের ত্রিংশাংশ হইবে।

ষড়্বর্গ ভাগ।

১৮০৯ শকের—মেষলগ্নমানের হোরাভাগ। মেষহোরা ২ দণ্ড ৩ পল ৫৪ বিপল ৩৬ অনুপল। দ্রেক্কাণ ১।২২।৩৬।২৪ অনুপল। নবাংশ ০।২৭।৩২।৮। দ্বাদশাংশ ০।২০।৩৯।৬। ত্রিংশাংশ ০।৮।১৫।৩৮।২৪।

ঐ শকের বৃষলগ্নমানের ষড়্বর্গ। হোরা—২।২৫।৩১।১০।৪৮। দ্রেক্কাণ ১।৩৭।০।৭।১২। নবাংশ ০।৩২।২০।২।২৪। দ্বাদশাংশ ০।২৪।১৫।১।৪৮। ত্রিংশাংশ ০।৯।৪২।০।৪৩।১২।

মিথুন—হোরা—২।৪৪।৪৭।৫২।৪৮। দ্রেক্কাণ ১।৪৯।৫১।৫৫।১২। নবাংশ ০।৩৬।৩৭।১৮।২৪। দ্বাদশাংশ ০।২৭।২৭।৫৮।৪৮। ত্রিংশাংশ ০।১০।৫৯।১১।৩১।১২।

কর্কট—হোরা ২।৫০।২০।৪৯।১২। দ্রেক্কাণ ১।৫৩।৩৩।৫২।৪৮। নবাংশ ০।৩৭।৫১।১৭।৩৬। দ্বাদশাংশ ০।২৮।২৩।২৮।১২। ত্রিংশাংশ ০।১১।২১।২৩।১৬।৪৮।

সিংহ—হোরা ২।৪৬।২০।৯।৩৬। দ্রেক্কাণ ১।৫০।৫৩।২৬।২৪। নবাংশ ০।৩৬।৫৭।৪৮।৪৮। দ্বাদশাংশ ০।২৭।৪৩।২১।৩৬। ত্রিংশাংশ ০।১১।৫।২০।৩৮।২৪।

কন্যা—হোরা ২।৪৪।৩০। দ্রেক্কাণ ১।৪৯।৪০। নবাংশ ০।৩৬।৩৩।২০। দ্বাদশাংশ ০।২৫।৪৫। ত্রিংশাংশ ০।১০।৫৮।

তুলা—হোরা ২।৪৮।৩৯।৫০।২৪। দ্রেক্কাণ ১।৫২।২৬।৩৩।৩৬। নবাংশ ০।৩৭।২৮।৫১।১২ দ্বাদশাংশ ০।২৮।৬।৩৮।২৪। ত্রিংশাংশ ০।১১।১৪।৩৯।২১।৩৬।

বৃশ্চিক—হোরা ২।৫০।৯।১০।৪৮। দ্রেক্কাণ ১।৫৩।২৬।৭।১২। নবাংশ ০।৩৭।৪৮।৪২।২৪। দ্বাদশাংশ ০।২৮।২১।৩১।৪৮। ত্রিংশাংশ ০।১১।২০।৩৬।৪৩।১২।

ধনু—হোরা ২।৩৮।১২।৭।১২। দ্রেক্কাণ ১।৪৫।২৮।৪।৪৮। নবাংশ ০।৩৫।৯।২১।৩৬। দ্বাদশাংশ ০।২৬।২২।১।১২। ত্রিংশাংশ ০।১০।৩২।৪৮।২৮।৪৮।

মকর—হোরা ২।১৫।৫৯।৪৯।১২। দ্রেক্কাণ ১।৩০।৩৯।৫২।১৮। নবাংশ ০।৩০।১৩।১৭।৩৬। দ্বাদশাংশ ০।২২।৩৯।৫৮।১২। ত্রিশাংশ ০।৯।৩।৫৯।১৬।৪৮।

কুম্ভ—হোরা ১।৫৮।৫।২৪। দ্রেক্কাণ ১।১৮।৪৩।৩৬। নবাংশ ০।২৬।১৪।৩২। দ্বাদশাংশ ০।১৯।৪০।৪৫। ত্রিংশাংশ ০।৭।৫২।২১।২৬।

মীন—হোরা ১।৫৩।৩০। দ্রেক্কাণ ১।১৫।৪০। নবাংশ ০।২৫।১৩।২০। দ্বাদশাংশ ০।১৮।৫৫। ত্রিংশাংশ ০।৭।৩৪।

ষড়বর্গের কোন্ কোন্ অংশে কোন্ কোন্ গ্রহের অধিপতি তাহা নিম্নাঙ্কিত চক্রে লিখিত হইতেছে।

ক্ষেত্র হইতে দ্বাদশাংশের চক্র।

	ক্ষেত্র।	হোরা। ১	হোরা। ২	দ্রেক্কাণ। ১	দ্রেক্কাণ। ২	দ্রেক্কাণ। ৩	নবাংশ। ১	নবাংশ। ২	নবাংশ। ৩	নবাংশ। ৪	নবাংশ। ৫	নবাংশ। ৬	নবাংশ। ৭	নবাংশ। ৮	নবাংশ। ৯	দ্বাদশাংশ। ১	দ্বাদশাংশ। ২	দ্বাদশাংশ। ৩	দ্বাদশাংশ। ৪	দ্বাদশাংশ। ৫	দ্বাদশাংশ। ৬	দ্বাদশাংশ। ৭	দ্বাদশাংশ। ৮	দ্বাদশাংশ। ৯	দ্বাদশাংশ। ১০	দ্বাদশাংশ। ১১	দ্বাদশাংশ। ১২
অংশ	৩০	১৫	৩০	১০	২০	৩০	৩।২০	৬।৪০	১০।০	১৩।২০	১৬।৪০	২০।০	২৩।২০	২৬।৪০	৩০।০	২।৩০	৫।০	৭।৩০	১০।০	১২।৩০	১৫।০	১৭।৩০	২০।০	২২।৩০	২৫।০	২৭।৩০	৩০।০
মেষ	ম	র	চ	ম	র	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ
বৃষ	শু	চ	র	শু	বৃ	শ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম
মিথুন	বু	র	চ	বু	শু	শ	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু
কর্কট	চ	চ	র	চ	ম	বৃ	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু
সিংহ	র	র	চ	র	বৃ	ম	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ
কন্যা	বু	চ	র	বু	শ	শু	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	বু	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র
তুলা	শু	র	চ	শু	শ	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু
বৃশ্চিক	ম	চ	র	ম	বৃ	চ	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু
ধনু	বৃ	র	চ	বৃ	ম	র	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম
মকর	শ	চ	র	শ	শু	বু	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ
কুম্ভ	শ	র	চ	শ	বু	শু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ
মীন	বৃ	চ	র	বৃ	চ	ম	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ

সপ্তাংশচক্র। ত্রিংশাংশচক্র।

রাশি	৪।১৭।৮।৩৪ ১ সপ্তাংশ।	৮।৩৪।১৭।৮ ২ ঐ	১২।৫১।২৫।৪২ ৩ ঐ	১৭।৮।৩৪।১৭ ৪ ঐ	২১।২৫।৪২।৫১ ৫ ঐ	২৫।৪২।৫১।২৫ ৬ ঐ	৩০।০।০।০ ৭ ঐ	ত্রিংশাংশ।	ত্রিংশাংশ।	ত্রিংশাংশ।	ত্রিংশাংশ।	ত্রিংশাংশ।
মেষ	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু	৫ ম	১০ শ	১৮ বৃ	২৫ বু	৩০ শু
বৃষ	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	৫ শু	১২ বু	২০ বৃ	২৫ শ	৩০ ম
মিথুন	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	৫ ম	১০ শ	১৮ বৃ	২৫ বু	৩০ শু
কর্কট	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	৫ শু	১২ বু	২০ বৃ	২৫ শ	৩০ ম
সিংহ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	৫ ম	১০ শ	১৮ বৃ	২৫ বু	৩০ শু
কন্যা	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু	৫ শু	১২ বু	২০ বৃ	২৫ শ	৩০ ম
তুলা	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	৫ ম	১০ শ	১৮ বৃ	২৫ বু	৩০ শু
বৃশ্চিক	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম	৫ শু	১২ বু	২০ বৃ	২৫ শ	৩০ ম
ধনু	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	৫ ম	১০ শ	১৮ বৃ	২৫ বু	৩০ শু
মকর	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	৫ শু	১২ বু	২০ বৃ	২৫ শ	৩০ ম
কুম্ভ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	৫ ম	১০ শ	১৮ বৃ	২৫ বু	৩০ শু
মীন	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	৫ শু	১২ বু	২০ বৃ	২৫ শ	৩০ ম

ক্ষেত্র হইতে দ্বাদশাংশের চক্রের বিবরণ।

এই চক্রের প্রথম কলমে দ্বাদশ রাশির নাম, দ্বিতীয় কলমে ঐ সকল রাশির অধিপতির নাম, ৩য় কলমে হোরাধিপতির নাম, চতুর্থ কলমে দ্রেক্কাণাধিপতির নাম, ৫ম কলমে নবাংশাধিপতির নাম এবং ৬ষ্ঠ কলমে ঐ সকল রাশির দ্বাদশাংশাধিপতির নাম বিন্যস্ত হইয়াছে। এই সকল অধিপতির নামের উপরিভাগে অংশাদির অঙ্ক লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টি করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে।

সপ্তাংশ ও ত্রিংশাংশ চক্রের বিবরণ।

সপ্তাংশ চক্রের ১ম কলমে মেষ হইতে মীন রাশির নাম, ২য় কলমে প্রথম সপ্তাংশের অধিপতি, ৩য় কলমে ২য় সপ্তাংশের অধিপতি, ৪র্থ কলমে ৩য় সপ্তাংশের, ৫ম কলমে ৪র্থ সপ্তাংশের, ৬ষ্ঠ কলমে ৫ম সপ্তাংশের, ৭ম কলমে ৬ষ্ঠ সপ্তাংশের এবং ৮ম কলমে সপ্তম সপ্তাংশের অধিপতি লিখিত হইয়াছে। ত্রিংশাংশ চক্র পঞ্চ কলমে বিভক্ত, ইহার প্রতিকলমেই প্রথমে অংশের অঙ্ক তাহার নিম্নে সেই অংশের অধিপতি গ্রহের নাম লিখিত আছে, অর্থাৎ মেষের এক হইতে ৫ অংশের অধিপতি মঙ্গল, পরে ১০ অংশপর্য্যন্ত শনি, পরে ১৮ পর্য্যন্ত বৃহস্পতি, পরে২৫ পর্য্যন্ত শুক্র অধিপতি। এইরূপ বৃষের ৫ অংশপর্য্যন্ত শুক্র, পরে ১২ পর্য্যন্ত বুধ, পরে ২০ পর্য্যন্ত বৃহস্পতি, পরে ২৫ পর্য্যন্ত শনি এবং পরে ৩০ অংশ পর্য্যন্ত মঙ্গল অধিপতি। চক্র দৃষ্টি করিলে বিশেষ জ্ঞাত হইবে।

বৃহৎ পরাশরীমতেষোড়ষবর্গমাহ।

বর্গান্ ষোড়শসংখ্যাতান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। তানহং সম্প্রবক্ষ্যামি মৈত্রেয় শ্রূয়তামিতি। ক্ষেত্রং হোরা দ্রেক্কাণস্তূর্য্যাংশঃ সপ্তমাংশকঃ। নবাংশো দশমাংশশ্চ সূর্য্যাংশঃ ষোড়শাংশকঃ। বিংশাংশো বেদবাহ্বংশো ভাংশস্ত্রিংশাংশকস্ততঃ। খবেদাংশোঽক্ষবেদাংশঃ ষষ্ট্যংশশ্চ ততঃপরং।

বৃহৎপরাশরহোরাগ্রন্থে ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, চতুর্থাংশ, সপ্তাংশ, নবাংশ, দশমাংশ, দ্বাদশাংশ, ষোড়শাংশ, বিংশাশ, চতুর্ব্বিংশাংশ, সপ্তবিংশাংশ, ত্রিংশাংশ, চত্বারিংশাংশ, পঞ্চচত্বারিংশাংশ ও ষষ্ট্যংশ এই ষোড়শবর্গ উক্ত আছে, তন্মধ্যে ইতিপূর্ব্বে এই খণ্ডে ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ এই ষড়্‌বর্গ ও সপ্তাংশ ইহাদিগের বিবরণ লিখিত হইতেছে, এইক্ষণ চতুর্থাংশ, দশমাংশ, ষোড়শাংশ, বিংশাংশ, চতুর্ব্বিংশাংশ, সপ্তবিংশাংশ, চত্বারিংশদংশ, পঞ্চচত্বারিংশদংশ ও ষষ্ট্যংশ এই ষোড়শবর্গের বিবরণ পশ্চাৎ লিখিত হইবে॥

নিলকণ্ঠোক্ত তাজকমতে দ্বাদশবর্গ বিবরণ।

ক্ষেত্রং হোরাত্র্যঙ্কি পঞ্চাঙ্গ সপ্ত বস্বঙ্কা শেশার্ক ভাগাঃ সুধীভিঃ। বিজ্ঞাতব্যা লগ্নসংস্থাঃ শুভানাং বর্গাঃ শ্রেষ্ঠা পাপবর্গা অনিষ্টাঃ॥

ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, চতুর্থংশ, পঞ্চমাংশ, ষষ্ঠাংশ, সপ্তমাংশ, অষ্টমাংশ, নবমাংশ, দশমাংশ, একাদশাংশ, ও দ্বাদশাংশ, ইহাদিগকে দ্বাদশবর্গ বলে। এই দ্বাদশ বর্গের অধিপতি পরশ্লোকে বিবৃত হইতেছে। শুভগ্রহের বর্গে শুভ ফল, ও অশুভ গ্রহের বর্গে অশুভ ফল হইবে॥

ইংরাজীমতে বর্গ বিবরণ।

The places and degrees of every planet.

The signs have been subdivided by some person into parts still more minute, which have been made places and degrees of dominion. Thus the twelfth part of a sign, or two degrees and a half, has been calld a place, and the dominion of it given to the signs next succeding. Other persons again, pursuing various modes of arrangement attribute to each plant certain degreess, as being aboriginally connected with it, in a manner somewhat similar to the Chaldaic arrangement of the terms. But all these imaginary attributes cannot be herein detailed, for they receive no confirmation from nature, are not capable of being rationally demonstrated, and are in fact, merely the offspring of scientific vanity.

The following observation, however, deserves attention, and must not be omitted.

The beginnings of the signs, and likewise those of the terms, are to be taken from the equinoctial and tropical points. This rule is not only clearly stated by writers on the subject, but it is also especially evident by the demonstration constantly afforded that their natures, influences,and familiarities, have no other origin than from the tropics and equinoxes as has been already plainly shewn. And, if other beginnings were allowed, it would either be necessary to exclude the natures of the signs from the theory of prognostication, or impossible to avoid error in then retaining and making use of them ; as the regularity of their spaces and distances, upon which their influence depends, would then be invaded and broken in upon.

রবির বাৎসরিক দৃশ্যমান গতি।

রাশিচক্রে মেষরাশির আরম্ভে অশ্বিনীনক্ষত্র হইতে পুনরায় ঐ স্থানে রবির প্রত্যাগমন করিতে যে সময় অতীত হয়, তাহাকে সম্বৎসর বা রবির বাৎসরিক দৃশ্যমান গতি কহে।

মেষ রাশির প্রারম্ভে অশ্বিনীনক্ষত্র হইতে মেষ রাশির শেষপর্য্যন্ত রবির গমন করিতে যে সময় অতীত হয়, তাহার নাম বৈশাখমাস। ঐরূপ বৃষরাশির প্রারম্ভ হইতে ঐ রাশির শেষপর্য্যন্ত রবির গমনে যে কাল অতীত হয়, তাহার নাম জ্যৈষ্ঠমাস। ঐরূপই মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক. ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন এই রাশিসকলের প্রত্যেকেরই আদিম ভাগ হইতে অন্তিম ভাগপর্য্যন্ত গমন করিতে রবির যে সময় গত হয়, তাহাই যথাক্রমে আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন এবং চৈত্রমাস নামে অভিহিত। এই দ্বাদশমাসেই এক বৎসর হয়।

প্রাচীন লগ্নমানের রবিভুক্তি।

রাশিচক্র ৩৬০ অংশে বিভক্ত এবং প্রতি রাশিতে ৩০ অংশ আছে। রবি প্রত্যহ ঐ রাশিসকলের এক এক অংশ করিয়া গমন করেন, তাহাতেই ঐ ৩০ অংশ গমনে এক এক মাস হয়। মেষরাশির প্রাচীন লগ্নমান ৩ দণ্ড ৪৭ পল। ঐ ৩ দণ্ড ৪৭ পলকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল ৭ পল ৩৪ বিপল হয়, ইহাই ঐ লগ্নের রবির এক দিনের গতির কাল। ইহাকেই রবিভুক্তি কহে। কোন্ লগ্নের কত রবিভুক্তি, তাহা নিম্নে লিখিত হইল, এতদ্দৃষ্টে সহজে পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন।

অন্যান্যমতে রবিভুক্তিক্রম।

লগ্নদণ্ডপলং দ্বিঘ্নং তৎসংখ্যং ক্রমতঃ পলং। বিপলঞ্চ রবের্ভোগ্যমেবং কল্পনমণ্ডকে॥

যে লগ্নের রবিভুক্তি গণনা করিতে হইবে, সেই লগ্নকে দ্বিগুণ করিলে যত অঙ্ক হইবে, তত সংখ্যক পল ও বিপলই সেই লগ্নের এক দিনের রবিভুক্তি। অন্তলগ্নেরও এইরূপ নিয়ম। যথা—মেষলগ্নের মান ৩ দণ্ড ৪৭ পলকে দ্বিগুণ করিলে ৭৷৩৪ হয় ; এই ৭ পল ৩৪ বিপলই রবির দৈনিকভুক্তি।

অন্যচ্চ। লগ্নঞ্চ দ্বিগুণং কৃত্বা গণনীয়দিনৈস্তথা। ষষ্টিভাগেন দণ্ডশ্চ শেষশ্চ পলমুচ্যতে॥

যে লগ্নের ভুক্তি গণনা করিতে হইবে, সেই লগ্নকে দ্বিগুণ করিয়া গুণফলকে গত দিনদ্বারা পূরণ করিবে, পূরিতাঙ্ককে ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে ভাগলব্ধ ফলই দণ্ড এবং অবশিষ্ট ভাগই পল অর্থাৎ তাহাই রবিভুক্তি। যথা—মেষলগ্নের ১০ দিনের রবিভুক্তি জানিতে হইলে লগ্নমান ৩ দণ্ড ৪৭ পলকে দ্বিগুণ করিলে ৭৷৩৪ হয়। ইহাকে ১০ দ্বারা গুণ করিলে ৭৫৷৪০ হয় ; পরে ঐ গুণফলকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিলে ১ দণ্ড ভাগফল এবং অবশিষ্ট ১৫ পল ৪০ বিপল হয়, ইহাই ঐ মেষলগ্নের ১০ দিনের রবিভুক্তি।

প্রাচীন লগ্নমানের দৈনিক রবিভুক্তি।

মেষ লগ্নমানের রবিভুক্তি ৭ পল, ৩৪ বিপল। বৃষ। ৮৷৩৪। মিথুন ১০৷১২ কর্কট ১১৷২০। সিংহ ১১৷২২। কন্যা ১০৷৫৮। তুলা ১০৷৫৮। বৃশ্চিক ১১৷১২। ধনু ১১৷২০। মকর ১০৷১২। কুম্ভ ৮৷৩৪ এবং মীন ৭ পল, ৩৪ বিপল।

অয়নাংশশোধিত লগ্নের দৈনিক ও মাসিক রবিভুক্তি।

	দৈনিক ভুক্তি	মাসিক ভুক্তি।
	পল, বি, অ, প্র, অ,	দ, প, বি, অ, প্র,
১ মেষ—	৮। ১৫। ৩৮। ২৪। ০	৪। ৭। ৪৯। ১২। ০
২ বৃষ—	৯। ৪২। ০। ৪৩। ১২	৪। ৫১। ০। ২১। ৩৬
৩ মিথুন—	১০। ৫৯। ১১। ৩১। ১২	৫। ১৯। ৩৫। ৪৫। ৩৬
৪ কর্কট—	১১। ২১। ২১। ১৬। ৪৮	৫। ৪০। ৪১। ৩৮। ২৪
৫ সিংহ—	১১। ৫। ২০। ৩৮। ২৪	৫। ৩২। ৪০। ১৯। ১২
৬ কন্যা—	১০। ৫৮	৫। ২৯
৭ তুলা—	১১। ১৪। ৩৯। ২১। ৩৬	৫। ৩৭। ১৯। ৪০। ৪৮
৮ বৃশ্চিক—	১১। ২০। ৩৬। ৪৩। ১২	৫। ৪০। ১৮। ২১। ৩৬
৯ ধনু—	১০। ৩২। ৪৮। ২৮। ৪৮	৫। ১৬। ২৪। ১৪। ২৪
১০ মকর—	৯। ৩। ১৯। ১৬। ৪৮	৪। ৩১। ৫৯। ৩৮। ২৪
১১ কুম্ভ—	৭। ৫২। ২১। ৩৬। ০	৩। ৫৬। ১০। ৪৮। ০
১২ মীন—	৭। ৩৪	৩। ৪৭

রবিভুক্তি কথিত হইল, এক্ষণে দ্বাদশ লগ্নের উদয়ের বিবরণ বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইতেছে।

এক নাক্ষত্রিক অহোরাত্রমধ্যে দ্বাদশরাশির উদয় হয়। রাশির প্রথম অংশ উদয়াবধি তাহার অন্তিম অংশ পর্যান্ত উদয় হইতে যে কাল অতীত হয়, ঐ কালকেই সেই রাশির লগ্নমান কহে। ভিন্ন ভিন্ন রাশির ভিন্ন ভিন্ন লগ্নমান হইয়া থাকে, কারণ রাশিচক্রের বক্রতা হেতু রাশিগণের স্বীয় স্বীয় অবস্থানের বক্রতানুসারে উদয়ের কাল ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং দেশভেদেও দর্শনের বক্রতা ও অবক্রতা হেতু লগ্নমানের ভেদ হইয়া থাকে, তাহার কারণ নিম্নে লিখিত হইল।

রাশিদিগের বক্রভাবে উদয় দৃষ্টহওয়ার কারণ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পণ্ডিতগণ পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুকে সমান দূরে রাখিয়া পৃথিবীর মধ্য দিয়া একটী রেখা কল্পনাপূর্ব্বক পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহার নাম নিরক্ষ বৃত্ত (Equator) এই নিরক্ষ বৃত্তের উপরে পৃথিবীর মধ্যস্থলে লঙ্কা তাহার পূর্ব্বদিকে যমকোটি, পশ্চিমে রোমক পত্তন এবং অধঃস্থলে সিদ্ধপুর। যৎকালে লঙ্কাতে সূর্য্য উদয় হয়, তখন যমকোটিতে দিবা দুই প্রহর, (৯০ অংশ দূরে) অধঃস্থান সিদ্ধপুরে তখন অস্ত কাল, এবং রোমকপুরে সেই সময় রাত্রি দুই প্রহর হয়। এই সকল স্থানে বিষুব দিনে মধ্যাহ্ন কালে অক্ষছায়া পড়ে না। যে সকল ব্যক্তি ঐ নিরক্ষবৃত্তে বাস করে তাহারা দেখিতে পায় যে, উত্তর এবং দক্ষিণ ধ্রুবতারা (Polar stars) চক্রবালকে স্পর্শ করিয়া আছে এবং কখনই ঐ ধ্রুবতারার উন্নতি কি অবনতি হয় না। আর ঐ নিরক্ষ বৃত্তবাসিগণ দেখিতে পায় যে, রাশি সকল উভয় ধ্রুবতারার মধ্যস্থলে থাকিয়া তাহাদিগের মস্তকের উপর শিরোবিন্দু (Zenith) দিয়া ঘূর্ণমান হইতেছে এবং লগ্নস্ফুট করিয়া ভাব গণনা কালে কোন রাশির লোপ হয় না, রাশিগণ যথাযথ পর পর উদয় হওয়াতে লগ্নস্ফুট করিয়া ভাব গণনায় গৃহ যথা নিয়মেই হইয়া থাকে।

"A man situated on the equator sees both the north and south poles touching [the north and south points of] the horizon, and the celestial sphere resting (as it were) upon the two poles as centres of motion and revolving vertically over his head in the heavens, as the Persian water-wheel. সিদ্ধান্তশিরোমণি"

যাহারা ঐ নিরক্ষ বৃত্তের উত্তরে কি দক্ষিনে বাস করে, তাহারা ঐ ধ্রুবতারাদ্বয় চক্রবালকে স্পর্শ করা দেখিতে, পায় না, বরং ঐ রেখা হইতে দূরতা অনুসারে ধ্রুবতারাদ্বয়কে উন্নতি কিম্বা অবনতি দেখিতে পায়, যথা,—যদি কোন ব্যক্তি ঐ নিরক্ষ বৃত্ত হইতে উত্তরদিকে গমন করে, তাহা হইলে দূরতানুসারে সে দেখিতে পায় যে, উত্তর ধ্রুবতারা চক্রবালকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে এবং আর দেখিতে পায় যে, সে যখন নিরক্ষবৃত্তের উপর ছিল, তৎকালে যে সকল রাশি তাহার মস্তকের উপর শিরোবিন্দু (Zenith) দিয়া ঘুরিতেছিল, সেই সকল রাশি শিরোবিন্দু ছাড়িয়া বক্রভাবে ঘুরিতেছে।

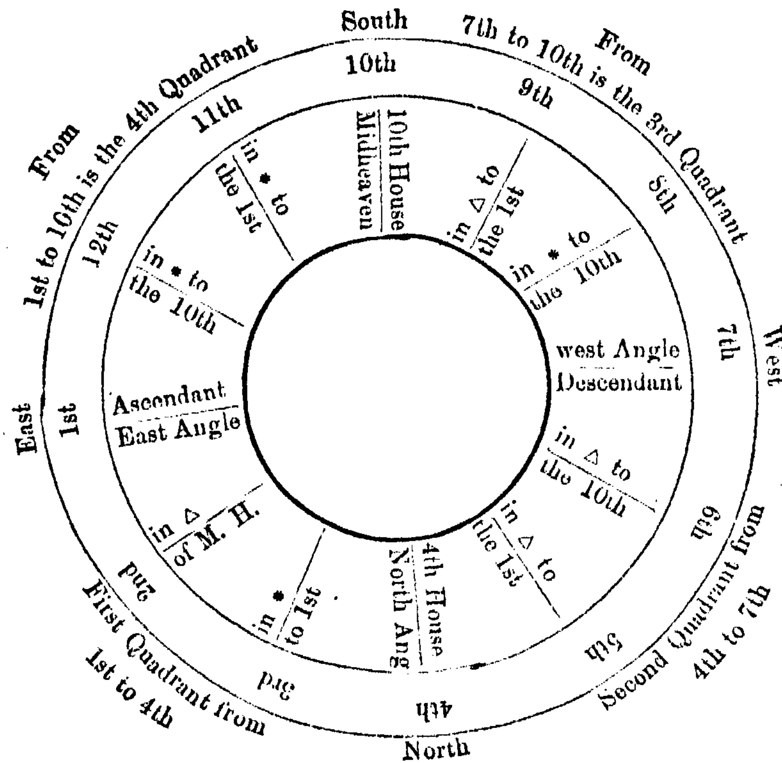
"As a man proceeds north from the equator, he observes the constellations [that revolve vertically over his head when seen from the eqqator] to revolve obliquely, being deflected from his vertical

point ; and the north pole elevated above his horizon. The degrees between the pole and the horizon are the degrees of latitude [at the place]. These degrees are caused by the YOJANAS [between the equator and the place]." সিদ্ধান্তশিরোমণি

উপরি উক্ত কারণ বশত যাহারা ঐ নিরক্ষ বৃত্ত হইতে পোনের, বিশ, ত্রিশ, চল্লীশ, পঞ্চাশ, কি ষাইট অংশ (Degree) দূরে বাস করে, তাহাদিগের নিকট একটি রাশি দুইটি গৃহমধ্যে এবং কোন স্থলে দুইটি রাশি একটি গৃহমধ্যে দেখিতে পায়।

পরমজ্যোতির্ব্বিৎ মিষ্টার আক্সিলি সাহেব তাহার "The gem of the astral sciences" নামক বিখ্যাত জ্যোতিষ প্লানিস্ফিয়ার (Planisphere) পুস্তকে নিরক্ষ বৃত্তরেখাবাসী ও তদুত্তর কিম্বা দক্ষিণস্থ লোকের দৃষ্টিতে রাশিচক্রের রাশি সকল কিরূপ দৃষ্ট হয়, ইত্যাদি উত্তমরূপে বিবৃত করিয়াছেন। এই বিষয় উক্ত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া একটি রাশি চক্রসহ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

FIGURE OF THE HEAVENS.



—"In the foregoing figure, let the circle and space in the middle represent the globe of the earth ; then may the outer circle serve to represent both the zodiac, and also that circle or sphere in which the planets appear to perform one revolution round the globe in the course of twenty-four hours ; and the straight lines tending towards the centre will serve to intersect or mark the degrees of the zodiac, which occupy the cusps or beginings of each of the twelve divisions or houses of the celestial figure ; and may be accepted instead of curve lines, as the representatives of the poles of the houses, which polar elevations do each correspond to a certain number of degrees of latitude on the globe of the earth ; and therefore, as the numbers 1, 2, 3, 4, &c. shew the cusps or beginnings of each house, it is clear that each house comprehends all the space between the beginning of that same house and the beginning of the next following house or division of heaven : thus, all the space between No. 1 and No. 2 is the first house, and a planet situated any where between these two lines would be in the first house ; the same must be understood of all the rest of the houses. But when we speak of the distance of any planet from a house or angle, that distance must be understood as being always reckoned from the cusp of the house named.

In this figure the signs of the zodiac are purposely omitted, because sometimes one sign and sometimes another sign of the zodiac, all of them in succession, occupy respectively each and all of the houses of the figure ; but to explain this more fully, we will suppose for a moment that we were living under the equator ; then, if we suppose the beginning of the sign Aries to be placed upon the first house or ascendant, then will the sign Taurus occupy the cusp of the second, and the sign Gemini will be upon the third house, and the sign Cancer will occupy the cusp of the fourth house, &c. ; so that the first sign of the zodiac would occupy the first house of the figure, and the second sign would be upon the second house of the figure, and so in succession unto the twelfth sign of the zodiac and the twelfth house of the celestial figure : this would be the position of the heavens to those persons who inhabit the countries situated under the equator, or very near it, and are said to live in a right sphere, or in a sphere of right ascension.

But to those persons who live in places far removed from the equater of the world, as under fifteen, twenty, thirty, forty, fifty, or sixty degrees of latitude, the signs of the zodiac will appear to move obliquely, and they will not be equally divided by the lines called the poles of elevation of the celestial houses, for then it

will sometimes happen that one sign of the zodiac will occupy the cusps of two houses ; and again, two signs of the zodiac will be found included in one house of the figure : all this can be clearly shewn by the celestial globe, or by my Planispheres ; but it is impossible to give a proper idea of this matter by absurd square figure in common use, from which cause this circumstance of intercepted signs has generally been found very perplexing to beginners in this science." *Oxley.*

নিরক্ষ বৃত্ত—The EQUATOR is a great circle of the earth, equidistant from the poles, and divides the globe into two hemispheres, northern and southern. The latitudes of places are counted *from* the equator, northward and southward, and the longitudes of places are reckoned *upon* it eastward and westward.

LATITUDE অক্ষ—OF A PLACE, on the terrestrial globe, is its distance from the equator in degrees, minutes, or geographical miles, &c. and is reckoned on the brass meridian, from the equator towards the north or south pole.

A RIGHT SPHERE is that position of the earth where the equinoctial passes through the zenith and the nadir, the poles being in the rational horizon. The inhabitants who have this position of the sphere live at the equator : it is called a right sphere, because the parallels of latitude cut the horizon at right angles. In a right sphere the parallels of latitude are divided into two equal parts by the horizon, and the days and night are of equal length. যে বৃত্তে দিবা ও রাত্রিমান সমান।

An OBLIQUE SPHERE is that position the earth has when the rational horizon, cuts the equator obliquely, and hence it derives its name. All inhabitants on the face of the earth (except those who live exactly at the poles or at the equator) have this position of the sphere. The days and nights are of unequal lengths, the parallels of latitude being divided into unequal parts by the rational horizon. যে বৃত্তে দিবা রাত্রিমান ন্যূনাধিক।

বৃত্ত—Circle—a plane figure comprehended by a single curve line called circumference to which right lines drawn from a point in the middle called the centre ; are equal to each other. যাহার সীমা এক রেখাতে বদ্ধ এবং যাহার ঠিক মধ্যস্থলে একটা বিন্দু আছে, সেই বিন্দুস্থান হইতে যত সরল রেখা সীমাপর্যান্ত টানা যাইবে, তাহা পরস্পর সমান হইবে। এই রেখাকে বৃত্ত কহে এবং এই বৃত্তের সীমার নাম পরিধি। (Circumference)

Cusp—The biggining of any house . Thus the eastern horizon is the cusp of the 1st house ; and the meridian, where the sun is at noon, is the biggining or cusp of the 10th house. উদিতাংশ—

POLAR ELEVATION OR POLE—The pole of a country is its latitude ; that of a body in the heavens is a certain elevation from the meridian towards the horizon. The word "pole" has caused some confusion ; it is merely an abbreviation for "polar elevation."

LONGITUDE OF A PLACE, on the terrestrial globe, is the distance of the meridian of that place from the first meridian, reckoned in degrees and parts of a degree on the equator. Longitude is either eastward or westward, according as the place is eastward or westward of the first meridian. The greatest longitude that a place can have is 180 degrees, or half the circumference of the globe.

দ্রাঘিমা—Longitude of a star, or planet, is reckoned on the ecliptic from the point aries, eastward, round the celestial globe. The longitude of the sun is what is called the sun's place on the terrestrial globe.

The RIGHT ASCENSION of the sun, or of a star, is that degree of the equinoctial which rises with the sun, or star, in a right sphere, and is reckoned from the equinoctial point Aries eastward round the globe. লঙ্কোদয় বা বিষুবরেখায় রবির উদয়।

OBLIQUE ASCENSION of the sun, or of a star, is that degree of the equinoctial which rises with the sun or star, in an oblique sphere, and is likewise counted from the point Aries eastward round the globe. বিষুবরেখা ভিন্ন রবির উদয়।

MERIDIANS, or Lines of Longitude, are *semicircles*, extending from the north to the south pole, and cutting the equator at right angles. Every place upon the globe ; is supposed to have a meridian passing through it.

The FIRST MERIDIAN is that from which geographers begin to count the longitudes of places.

এক্ষণ যে যে মাসে যে যে লগ্নের উদয় হইয়া তৎপরে যে যে লগ্নের উদয় হয়, তাহা বলা যাইতেছে। বৈশাখ মাসের প্রথম দিনহইতে ঐ মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয়কালে মেষলগ্নের উদয় হইয়া থাকে। ঐরূপ জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষলগ্ন, আষাঢ়মাসে মিথুনলগ্ন, শ্রাবণ মাসে কর্কটলগ্ন, ভাদ্র মাসে সিংহলগ্ন, আশ্বিন মাসে কন্যালগ্ন, কার্ত্তিক মাসে তুলালগ্ন, অগ্রহায়ণ মাসে বৃশ্চিকলগ্ন, পৌষ মাসে ধনুলগ্ন, মাঘ মাসে মকরলগ্ন, ফাল্গুন মাসে কুম্ভলগ্ন এবং চৈত্র মাসে মীনলগ্ন উদিত হইয়া থাকে। রবি যে লগ্নে উদিত হয়, তাহার সপ্তম লগ্নে অস্তমিত হয়।

অনেকেই বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, রবির সপ্তম লগ্নে অস্ত হওয়াতে যে লগ্নে রবির উদয় হয়, সেই লগ্নকে অতিক্রম করিয়া সপ্তম লগ্নে গমনকরিয়া থাকেন, বাস্তবিক তাহা নহে, রবি যে লগ্নে উদিত হয়, সমস্ত মাসই রবি সেই লগ্নে অবস্থান করেন এবং সেই লগ্নে থাকিয়াই পশ্চিমে অস্তমিত হন। সপ্তমে অস্তগমন করেন, ইহার অর্থ এই যে, অস্তকালে চক্রবালের পূর্ব্বদিকে যে লগ্নের উদয় হয়, সেই লগ্ন হইতে গণনা করিলে রবি যে লগ্নে থাকেন, তাহা সপ্তম হয় ; এই জন্যই সপ্তম লগ্নে অস্তমিত হয়, ইহা কথিত হইয়া থাকে।

বৈশাখ মাসের প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ রবি মেষলগ্নে থাকিয়া উদিত হয়, ঐ লগ্নের পর ক্রমে ক্রমে অহোরাত্রমধ্যে বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীনলগ্নের উদয় হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথমতঃ বৃষলগ্ন, পরে ক্রমে ক্রমে মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন ও মেষলগ্নের উদয় হয়। আষাঢ় মাসে প্রথমতঃ মিথুনের উদয় হয় ; পরে ক্রমে ক্রমে কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ ও বৃষলগ্ন উদিত হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসে ঐরূপ অগ্রে কর্কট, তৎপরে সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ ও মিথুনলগ্নের উদয় হয়। ভাদ্র মাসে অগ্রে সিংহলগ্ন, পশ্চাৎ পর পর সমস্ত লগ্নেরই উদয় হয়। ঐরূপ আশ্বিন মাসে প্রথমতঃ কন্যা তৎপরে বক্রী লগ্নসকলের উদয় হয়। কার্ত্তিক মাসে প্রথমতঃ তুলা, তৎপরে অবশিষ্ট এগারটী লগ্নই ক্রমে ক্রমে উদিত হয়। অগ্রহায়ণ মাসেও ঐরূপ প্রথমে বৃশ্চিকলগ্ন, পশ্চাৎ পর্য্যায়ক্রমে দ্বাদশটী লগ্নেরই উদয় হইয়া থাকে। পৌষ মাসে ধনু হইতে বৃশ্চিকপর্য্যন্ত দ্বাদশটী লগ্নেরই ক্রমে ক্রমে উদয় হয়। মাঘ মাসে ঐরূপ মকরলগ্ন হইতে পর্য্যায়ক্রমে ধনুর্লগ্নপর্য্যন্ত সমস্ত লগ্নেরই উদয় হয়। ফাল্গুন মাসে কুম্ভ হইতে মকর পর্য্যন্ত এবং চৈত্র মাসে মীন হইতে ক্রমে ক্রমে মেষ পর্য্যন্ত দ্বাদশটী লগ্নই উদিত হইয়া থাকে।

সময় নিরূপণ।

সময়নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমতঃ জন্ম কিম্বা প্রশ্নসময়ের কাল নিরূপণ

করিতে হয়। ঐ সময় যেরূপে নিরূপণ করিতে হইবে, তাহা প্রকটিত হইতেছে।

সময় নিরূপণ করিবার নিমিত্ত শঙ্কুচ্ছায়া, পাদচ্ছায়া, ঘটীযন্ত্র প্রভৃতি নানাবিধ উপায় আছে। সেই সকলের মধ্যে যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া সময় নিরূপণ করিবে। শঙ্কুচ্ছায়াদ্বারা যেরূপে সময় নিরূপণ করিতে হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত কাটীর মূলদেশ দুই অঙ্গুলি স্থূল করিয়া অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূচীর ন্যায় সূক্ষ্ম করিতে হইবে; ইহার নাম শঙ্কু। ইহার ছায়াদ্বারা সময় নিরূপণ করিতে হয়। এই শঙ্কুর ছায়া যত অঙ্গুলি-পরিমিত হইবে, তাহা হইতে সেই দিবসের মাধ্যাহ্নিক শঙ্কুচ্ছায়া বিয়োগ করিয়া তাহাতে দ্বাদশ যোগ করিয়া ঐ অঙ্ক হারকাঙ্ক স্বরূপ স্থাপন করিবে। পরে দিবাদণ্ডকে ৬ ছয় দ্বারা গুণ করিয়া উক্ত হারকাঙ্ক দ্বারা বিভক্ত করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই দণ্ডপলাদি; যদি পূর্ব্বাহ্নে সময় নিরূপণ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ লব্ধ দণ্ডাদি সূর্য্যোদয়কাল হইতে অতীত হইয়াছে, অর্থাৎ তখন তত দণ্ড ও তত পলঃবেলা হইয়াছে বিবেচনা করিবে। যদি অপরাহ্নে সময়-নিরূণ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ লব্ধ দণ্ডাদি দিবসের অবশিষ্ট আছে, অর্থাৎ তখন তত দণ্ডাদি বেলা আছে বিবেচনা করিবে।

আষাঢ় মাসের মাধ্যাহ্নিক ছায়া ०, শ্রাবণ মাসের মধ্যাহ্নিক ছায়া ১, ভাদ্র মাসের মধ্যাহ্নচ্ছায়া ৪, আশ্বিন মাসের ৫, কার্ত্তিক মাসের ৮, অগ্রহায়ণ মাসের ১০, পৌষ মাসের ১১, মাঘ মাসের ১০, ফাল্গুন মাসের ৮, চৈত্র মাসে ৫, বৈশাখ মাসের ৩, জ্যৈষ্ঠ মাসের ১, মাধ্যাহ্নিক শঙ্কুচ্ছায়া হইবে।

যে সমস্ত মধ্যাহ্নচ্ছায়া উক্ত হইল, ইহা অয়নাংশজনিত মাসের শেষ দিবসে অর্থাৎ শেষ সংক্রান্তি দিবসে ধরিতে হইবে। যে দিবস সূর্য্য এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন করেন, সেই দিনকেই সংক্রান্তি বলা যায়। এক্ষণে প্রতি মাসের নবম দিবসে অয়নসংক্রান্তি হইতেছে, পূর্ব্বে যে সমুদায় সংক্রান্তিদিবসীয় মাধ্যাহ্নিক ছায়া নিরূপিত হইয়াছে, তাহা এই সংক্রান্তিতে অর্থাৎ এক্ষণকার প্রত্যেক মাসের নবম দিবসেই ঘটিবে। অধুনাতন প্রচলিত পঞ্জিকায় যে দিবস সংক্রান্তি ব্যবহৃত হইতেছে, সে দিবস সংক্রান্তি ধরিলে গণনায় ব্যতিক্রম হইবে, কারণ, সে দিবস বস্তুতঃ সূর্য্যের অন্য রাশিতে সংক্রমণ হয় না। এক্ষণকার প্রতি মাসের নবম দিবসেই রবির সংক্রমণ হইতেছে।

এই সংক্রান্তি দিবস ব্যতীত অন্য দিবসে সময় নিরূপণ করিতে হইলে মাসের পূর্ব্বসংক্রান্তি ও পরসংক্রান্তি-দিবসীয় মাধ্যাহ্নিক ছায়া অবলম্বন করিয়া অনুপাতদ্বারা মধ্যবর্ত্তী দিনগণের মধ্যাহ্নচ্ছায়া নিরূপণ করিবে, অথবা পূর্ব্বসংক্রান্তি ও পরসংক্রান্তির মধ্যাহ্নচ্ছায়ার পরস্পর বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে সেই মাসের দিনসংখ্যা দ্বারা অর্থাৎ সংক্রান্তিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দিনসংখ্যা দ্বারা বিভাগ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহা যথাযথ প্রাত্যহিক বৃদ্ধি বা হ্রাস ধরিয়া যে দিবসে সময়-নিরূপণ করিতে হইবে, পূর্ব্বসংক্রান্তি হইতে গণনা করিয়া সেই দিবসের সংখ্যা যত হয়, তাহাকে গুণ করিলেই তদ্দিবসীয় মাধ্যাহ্নিক ছায়ার বৃদ্ধি বা হ্রাস জানিবে। উহার সহিত পূর্ব্ব সংক্রান্তির ছায়া যথাযথ যোগ বা বিয়োগ করিলে তদ্দিবসীয় মধ্যাহ্নচ্ছায়ার পরিমাণ আসিবে।

যথা—১৪ ই ভাদ্র মধ্যাহ্নে দ্বাদশ অঙ্গুলি শঙ্কুর ছায়া কত হইবে?

৯ই ভাদ্র, ভাদ্রমাসের শেষ সংক্রান্তি, ঐ দিবসের মধ্যাহ্নচ্ছায়া ৩ অঙ্গুলি। ৯ই আশ্বিন, আশ্বিন মাসের অন্ত্যসংক্রান্তি, ঐ দিবসের মধ্যাহ্নচ্ছায়া ৫ অঙ্গুলি, উভয়ের অন্তর ২। ইহাকে দিনসংখ্যা ৩০ দ্বারা ভাগ করিলে ১/১৫ অঙ্গুলি বা ৪ ব্যঙ্গুল হয়, ইহাই প্রাত্যহিক বৃদ্ধি, ইহাকে মাসের অতীত দিন ৫ দ্বারা গুণ করিলে ২০ ব্যঙ্গুল হয়, সুতরাং ১৪ই ভাদ্রের মধ্যাহ্নচ্ছায়া ৩।২০ তিন অঙ্গুলি কুড়ি ব্যঙ্গুল হইবে।

যে সময়ের লগ্ন নিরূপণ করিতে হইবে, সেই সময়ে রৌদ্রে দণ্ডায়মান হইলে নিজের পাদচ্ছায়া যত পাদপরিমিত হইবে, সেই সংখ্যাকে দ্বিগুণ করিয়া গুণফলের সহিত ১৪ চতুর্দ্দশ যোগ দিবে। পরে ঐ যোগজাঙ্ক দ্বারা ২৯২ দুই শত বিরানব্বইকে ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, পূর্ব্বাহ্নকালে তত দণ্ডাদি বেলা হইয়াছে জানিবে এবং অপরাহ্নসময়ে তত দণ্ড বেলা আছে জানিতে হইবে, অর্থাৎ অপরাহ্নকালে তত দণ্ড পরে সূর্য্য অস্তমিত হয়।

সূর্য্যের উদয়কাল অবধি অস্তকালের মধ্যে কোন বালক বা বালিকার জন্ম হইলে তাহাদের জন্মলগ্ন নিরূপণ করিবার নিমিত্ত শঙ্কুচ্ছায়া ও পাদচ্ছায়া প্রভৃতি অনেক উপায় অবধারিত আছে এবং ঐ সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া দিবসেই লগ্ননিরূপণ হয়; কিন্তু রাত্রিকালে লগ্ননিরূপণ করিবার ঐরূপ কোন উপায় নাই, কেবলমাত্র কতকগুলি নক্ষত্র দর্শন করিয়া তাহাদের গতি অনুসারে রাত্রিলগ্ন নিরূপিত হইয়া থাকে। এইক্ষণ কোন্ কোন্ নক্ষত্র দ্বারা কোন্ লগ্ন কিরূপে নিরূপিত হয়, তাহা কবিকুলতিলক মহাত্মা কালিদাস স্বীয় গ্রন্থ-মধ্যে যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

জ্যোতির্ব্বিদাভরণমতে রাত্রিলগ্ন নিরূণম্।

তারকাত্রয়মিতে শরাকৃতৌ কেশবে গগনমধ্যবর্ত্তিনি। মস্তবারণগতেঽজলগ্নতো নির্যায়ুর্গলমহীধ্রলিপ্তিকাঃ॥ মস্তকোপরি সমাগতে ধনে মর্দ্দলাকৃতিনি পঞ্চতারকে। যাতি কাস্তি মতি মেষলগ্নতঃ সারসাক্ষি রসখশ্রলিপ্তিকাঃ॥ মণ্ডলাভশততারকাকুলে মধ্যভাজি নভসঃ প্রচেতসি। বাণশৈলধরণীমিতাঃ কলাঃ শারদেন্দুমুখি তাবুরেষযুঃ॥ ভারমূর্ত্তিভৃতিকোপরিস্থিতে পূর্ব্বভাদ্রপদভে দ্বিতারকে। লিপ্তিকাঃ করিকরাক্ষিসম্মিতা নিঃসরন্তি বৃষভোদয়াৎ প্রিয়ে॥ উত্তরে সুমুখি ভারমূর্ত্তিভৃত্যুত্তমাঙ্গমিলিতে দ্বিতারকে। নীলচামরকচে নৃযুগ্মতো লোচনাচলকলাঃ পলান্বিতাঃ। দস্রসংখ্যভগণে ঝষাকৃতাবস্থাভে লসদনন্তমধ্যগে। কোমলাঙ্গি জিতুমোদয়াত্তদা কালখানলকলাঃ প্রিয়েঽচলন্॥ তদ্বি ঘোটকমুখাকৃতি ত্রিভে মস্তকোর্দ্ধপথভাজি বাজিনি। চারুচন্দ্রমুখি কর্কটোদয়াৎ নির্গতা গগননন্দলিপ্তিকাঃ॥ তারকাত্রয়যুতে ত্রিকোণকে মধ্যগে দিবিষদঙ্গনে যমে। পঙ্কজাক্ষি মিলিতাঃ কুলীরতঃ শায়কাক্ষিভুজসংখ্যলিপ্তিকাঃ॥ হব্যবাহনশিখাকৃতৌ স্থিতে মস্তকোপরি ষড়ঙ্ককেঽনলে। সিন্ধুসিন্ধুরমিতাঃ কলা গতাঃ কুন্দদন্তি মৃগনায়কোদয়াৎ। কম্বুকণ্ঠি শকটাকৃতৌ নভোমধ্যমাগতবতি প্রজাপতৌ। পঙ্কজে গজকুপক্ষলিপ্তিকা নিঃসৃতাঃ সুমুখি সিংহলগ্নতঃ॥ মূষিকাশনপদাকৃতৌ বিধৌ ব্যোমমধ্যমিলিতে ত্রিতারকে। শারদেন্দুমুখি কোঙ্গকোদয়াদীক্ষণানলকলাঃ কলাবতী॥ উজ্জ্বলৈকশতপত্রসুন্দরে শূলিনি ত্রিদশবর্ত্মমধ্যগে। নির্গতাঃ খচরখস্রলিপ্তিকাঃ পূর্ণচন্দ্রমুখি কন্যলগ্নতঃ॥ মধ্যবর্ত্তিনি শরাসনাকৃতিগুম্বরস্থ সুরমাতৃভে গতাঃ। লিপ্তিকাঃ সুমুখি পঞ্চতারকে পক্ষপাবকমিতা ঘটোদয়াৎ॥ রানপীঠকঠিনীরজঃপ্রভে মধ্যমৃচ্ছতি গিহায়সো গুরৌ। তৌলিনঃ পৃসতসারলোচনে লোচনাব্ধিকুমিতা গতাঃ কলাঃ॥ মৌলিগে ভুজগভে স্বপুচ্ছবত্তুঙ্গরাকৃতিনি পঞ্চতারকে। সারকেলিরসিকে তুলোদয়াত্তার্ব্জলবিধাক্ষিলিপ্তিকাঃ॥ লাঙ্গলাকৃতিনি পঞ্চতারকে চারুকেশি পিতৃভে শিরোগতে। নীলনীরজবিনিন্দ্রলোচনে বৃশ্চিকাদ্বিগলিতঃ কলাশতং। দক্ষিণোত্তরগতে দ্বিতারকে যোনিভে মিলতি মস্তকোপরি। কীটতঃ স্ফুটসরোরুহাননে নিঃসৃতা গজরসাক্ষিলিপ্তিকাঃ॥ অর্যমণ্যমরবর্ত্মমধ্যগে সৌম্যযাম্যমিলিতে দ্বিতারকে। চাপতঞ্চপললোচনাঞ্চলে কালপাবকমিতাঃ কলা গতাঃ॥ মস্তকোপরি করাকৃতৌ করে তিষ্ঠতীন্দুমুখি বাণতারকে। লিপ্তিকাঃ শরকুপক্ষসংখ্যকাঃ শায়কাসনবিলগ্নতো গতাঃ॥ একমৌক্তিকসমুজ্জ্বলপ্রভে ত্বষ্টরীন্দুবদনে খমধ্যগে। আক্ষিতো মৃগবিলগ্নমাদিশত্ব্যগ্নসন্মদনবাণলোচনে॥ কুঙ্কুমারুণতরৈকতারকে বায়ুভে সুদতি মধ্যমাগতে। শায়কাম্বরচরাধরাঃ কলাশ্চকলাক্ষি গজতুম্বগোদয়াৎ॥ তোরণাকৃতিনি পঞ্চতারকে তারকেশবদনে বিশাখভে। তদ্বি যাতি বিবুধাধ্বমধ্যগে কুম্ভতো রসভুজাঃ কলাঃ প্রিয়ে॥ পন্নাগাকৃতিনি সপ্ততারকে মিত্রভে সুদতি মধ্যগে দিবি। বহ্নিবায়ুপৃথিবীমিতাঃ কলা নির্গতা ঘটকুচে ঘটোদয়াৎ॥ তন্বি কোলরদনাকৃতৌ ত্রিভে বাসবে বসতি মস্তকোপরি। কালবাণবসুধাকলাশ্চলৎখঞ্জনাক্ষি কলসোদয়াদ্ যযুঃ॥ মৌলিভাজি নবতারকান্বিতে মূলভে সুদতি শঙ্খমূর্ত্তিনি। লিপ্তিকাষ্টকমরালকুন্তলে নির্জগাম পৃথুরোমলগ্নতঃ॥ শূর্পমূর্ত্তিনি শিরোগতে চতুস্তারকে করিকরোরু তোয়ভে। অব্ধ্যভাদমৃতবাণি নির্গতাঃ খেচরাম্বরশশাঙ্কলিপ্তিকাঃ॥ দীর্ঘতাক্ষি জতুষ্টারান্বিতে বিষভে তরুণি শূর্পকাকৃতৌ। অতিরক্তকমনোজ্ঞকার্দ্দকে যাতি কালশরচন্দ্রলিপ্তিকা ঝষাৎ॥

যৎকালে আকাশমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী তিনটি তারাসম্বলিত বাণের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট শ্রবণা নক্ষত্র মস্তকের উপরি ভাগে প্রকাশ পাইবে, তখন মেষলগ্নের একদণ্ড আঠার পল মাত্র গত হইবে। অর্থাৎ রাত্রিমান এই হইবে যে, ইহার পূর্ব্ব লগ্ন মীন গত হইয়া এক্ষণে মেষলগ্নের উপরি উক্ত ভাগমাত্র অতীত হইয়াছে॥ পঞ্চসংখ্যক তারাসম্বলিত ঢক্কার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ধনিষ্ঠা নক্ষত্র গগনমণ্ডলে মস্তকের উপরিভাগে প্রকাশ পাইলে, মেষলগ্নের দুই দণ্ড ছত্রিশ পলমাত্র অতীত হইবে। একশত তারকাসম্বলিত মণ্ডলাকার শতভিষা নক্ষত্র যখন নভোমণ্ডলে উদিত হইয়া মস্তকের উপরিভাগে অবস্থিতি করিবে, তৎকলে বৃষলগ্নের দুই দণ্ড পঞ্চার পলমাত্র গত হইয়াছে, ইহা বোধ করিতে হইবে। যখন দুইটি তারাসংঘটিত ভারের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পূর্ব্বভাদ্রপ্রদ নক্ষত্র আকাশে মস্তকের উপরিভাগে উদিত হইবে, তখন বৃষলগ্নের তিন দণ্ড আটচল্লীশ পল অতীত হইয়াছে বোধ করিতে হইবে। মস্তকসদৃশ দুইটি তারা-সম্বলিত ভারাকৃতি উত্তরভাদ্রপ্রদ নক্ষত্র যদি আকাশমার্গে মস্তকের উপর স্থিতি করে, তবে মিথুনলগ্নের এক দণ্ড বার পল গত হইয়াছে বোধ করিতে হইবে। যদি বত্রিশটি তারকাসম্বলিত মীনের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট রেবতী নক্ষত্র গগনে উদিত হইয়া মস্তকের উপরিভাগে স্থিতি করে, তাহা হইলে, মিথুনলগ্নের পাঁচদণ্ড ছয় পলমাত্র অতীত হইয়াছে বোধ করিতে হইবে। তিনটি তারকাসংঘটিত ঘোটকের মুখঃতুল্য আকৃতিবিশিষ্ট অশ্বিনী নক্ষত্র আকাশপথে মস্তকের উপরিভাগ আশ্রয় করিলে, কর্কটলগ্নের এক দণ্ড ত্রিশপলমাত্র অতীত হইয়াছে বোধ করিতে হইবে। তিনটি তারকাসম্বলিত ত্রিকোণাকৃতি ভরণীনক্ষত্র মস্তকের উপর অবস্থিতি করিলে, কর্কটলগ্নের তিন দণ্ড পঁয়তাল্লীশ পল গত হইয়াছে বোধ করিতে.হইবে। ছয়টি তারকাসম্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলনবিশিষ্ট কৃত্তিকানক্ষত্র মস্তকের উপরিদেশে আশ্রয় করিলে, সিংহলগ্নের এক দণ্ড চব্বিশপলমাত্র অতীত হইয়া থাকে। পাঁচটিমাত্র তারকাসংঘটিত শকটের সমান আকারবিশিষ্ট রোহিণীনক্ষত্র আকাশপথে মস্তকের উপরি প্রকাশিত হইলে, সিংহ লগ্নের তিন দণ্ড আটত্রিশ পল অতীত হইয়াছে জানিতে হইবে। তিনটি তারাসংঘটিত বিড়ালচরণের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট মৃগশিরা নক্ষত্র গগনে মস্তকের উপর সমাগত হইলে, কন্যালগ্নের বত্রিশপলমাত্র অতীত হয়। অত্যুজ্জ্বল একটি তারকাকার অর্দ্রা নক্ষত্র যদি মস্তকের উপরে দৃষ্ট হয়, তবে কন্যালগ্নের দুই দণ্ড উনচল্লীশ পল গত হয়। পাঁচটি তারকাসম্বলিত ধনুকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পুনর্ব্বসু নক্ষত্র গগনমার্গে উদিত হইয়া মস্তকের উপরি প্রকাশ পাইলে, তুলালগ্নের বত্রিশ-পলমাত্র অতীত হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবে। যদি শুভ্রবর্ণ একটি তারকাকার পুষ্যানক্ষত্র মস্তকের উপরিভাগে উদিত হয়, তবে তুলালগ্নের দুই দণ্ড বায়ান্ন পল গত হইয়া থাকে। পঞ্চসংখ্যক তারকাঘটিত কুক্কুরপুচ্ছের ন্যায় বক্রাকৃতিবিশিষ্ট অশ্লেষানক্ষত্র যদি গগনে মস্তকের উপরি দৃষ্ট হয়, তবে তুলালগ্নের তিন দণ্ড চব্বিশ পল অতীত হইয়া থাকে। পাঁচটি তারকাসম্বলিত লাঙ্গলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট মঘানক্ষত্র শূন্যমার্গে উদিত হইয়া মস্তকের উপরিদেশে প্রকাশ পাইলে, বৃশ্চিক-লগ্নের এক দণ্ড চব্বিশ পল অতীত হইয়াছে বোধ করিতে হইবে। দক্ষিণ ও উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী দুইটি তারকাপরিমিত পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র মস্তকের উপরি প্রকাশিত হইলে, বৃশ্চিকলগ্নের চারি দণ্ড আঠাশ পল অতীত হইয়া থাকে। দক্ষিণ ও উত্তর-দিক্‌বর্ত্তী দুইটিমাত্র নক্ষত্রবিশিষ্ট উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র মস্তকের উপরে দৃষ্ট হইলে, ধনুর্লগ্নের ছত্রিশ পল গত হইয়া থাকে। পাঁচটি তারকাপরিমিত হস্তসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট হস্তানক্ষত্র যখন মস্তকের উপরিভাগে সমুদিত হয়, তখন ধনুর্লগ্নের তিন দণ্ড পঁয়ত্রিশ পল বিগত হইয়া থাকে। মুক্তার ন্যায় সমুজ্জ্বল একটি তারা যাহা চিত্রানক্ষত্র বলিয়া বিখ্যাত, যদি ঐ নক্ষত্র মস্তকের উপরি দেখা যায়, তবে মকর লগ্নের প্রকাশমাত্র হয়। কুঙ্কুমের ন্যায় অরুণবর্ণ তারা যাহা স্বাতিনক্ষত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, যদি উহা মস্তকের উপরিভাগে প্রকাশ পায়, তবে মকরলগ্নের তিন দণ্ড পোনের পল গত হইয়া থাকে। পঞ্চসংখ্যক তারকাসম্বলিত তোরণের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বিশাখা নক্ষত্র আকাশে মস্তকের উপরি দৃষ্ট হইলে, কুম্ভলগ্নের ছাব্বিশ পলমাত্র অতীত হয়। সাতটি তারকাসংঘটিত সর্পের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অনুরাধা নক্ষত্র মস্তকের উপরি উদিত হইলে, কুম্ভলগ্নের দুই দণ্ড তিন পল অতীত হইবে। তিনটি তারকাসম্বলিত শূকরদন্তসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র মস্তকের উপরি উদিত হইলে, কুম্ভলগ্নের দুই দণ্ড ছত্রিশ পল গত হইয়া থাকে। নয়টি তারকাসংঘটিত শঙ্খের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট মূলানক্ষত্র মস্তকের উর্দ্ধে প্রকাশ পাইবামাত্র মীনলগ্নের আটপলমাত্র অতীত হয় জানা যায়। চারিটি তারকাসম্বলিত সূর্পের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র গগনমার্গে মস্ত-কের উপরি বিরাজিত হইলে, মীনলগ্নের এক দণ্ড উনপঞ্চাশৎ পল বিগত হয়। চারিটিমাত্র তারাসংঘটিত সূর্পসমান আকৃতিবিশিষ্ট উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র আকাশপথে মস্তকের উপরি উদিত হইলে, মীনলগ্নের দুই দণ্ড ছত্রিশপল অতীত হইবে।

ইংরাজি মিনিট হইতে বাঙ্গলা দণ্ড, পল, বিপলের টেবিল।

মিনিট।	দণ্ড।	পল।	বিপল।	মিনিট।	দণ্ড।	পল।	বিপল।
১	০	২	৩০	৩১	১	১৭	৩০
২	০	৫		৩২	১	২০	
৩	০	৭	৩০	৩৩	১	২২	৩০
৪	০	১০		৩৪	১	২৫	
৫	০	১২	৩০	৩৫	১	২৭	৩০
৬	০	১৫		৩৬	১	৩০	
৭	০	১৭	৩০	৩৭	১	৩২	৩০
৮	০	২০		৩৮	১	৩৫	
৯	০	২২	৩০	৩৯	১	৩৭	৩০
১০	০	২৫		৪০	১	৪০	
১১	০	২৭	৩০	৪১	১	৪২	৩০
১২	০	৩০		৪২	১	৪৫	
১৩	০	৩২	৩০	৪৩	১	৪৭	৩০
১৪	০	৩৫		৪৪	১	৫০	
১৫	০	৩৭	৩০	৪৫	১	৫২	৩০
১৬	০	৪০		৪৬	১	৫৫	
১৭	০	৪২	৩০	৪৭	১	৫৭	৩০
১৮	০	৪৫		৪৮	২		
১৯	০	৪৭	৩০	৪৯	২	২	৩০
২০	০	৫০		৫০	২	৫	৩০
২১	০	৫২	৩০	৫১	২	৭	৩০
২২	০	৫৫		৫২	২	১০	
২৩	০	৫৭	৩০	৫৩	২	১২	৩০
২৪	একদণ্ড	৬০		৫৪	২	১৫	
২৫	১	২	৩০	৫৫	২	১৭	৩০
২৬	১	৫		৫৬	২	২০	
২৭	১	৭	৩০	৫৭	২	২২	৩০
২৮	১	১০		৫৮	২	২৫	
২৯	১	১২	৩০	৫৯	২	২৭	৩০
৩০	১	১৫		৬০	২	৩০	

ইংরাজি ঘণ্টা হইতে বাঙ্গলা দণ্ড পলের টেবিল।

ঘণ্টা	দণ্ড	পল	ঘণ্টা	দণ্ড	পল
১	২	৩০	১৩	৩২	৩০
২	৫	০	১৪	৩৫	০
৩	৭	৩০	১৫	৩৭	৩০
৪	১০	০	১৬	৪০	০
৫	১২	৩০	১৭	৪২	৩০
৬	১৫	০	১৮	৪৫	০
৭	১৬	৩০	১৯	৪৭	৩০
৮	২০	০	২০	৫০	০
৯	২২	৩০	২১	৫২	৩০
১০	২৫	০	২২	৫৫	০
১১	২৭	৩০	২৩	৫৭	৩০
১২	৩০	০	২৪	৬০	০

বাঙ্গলা পল হইতে ইংরাজি মিনিটের টেবিল।

পল।	মিনিট।	সেকেণ্ড।	পল।	মিনিট।	সেকেণ্ড।
১	০	২৪	৩১	১২	১৪
২	০	৪৮	৩২	১২	৪৮
৩	১	১২	৩৩	১৩	১২
৪	১	৩৬	৩৪	১৩	৩৬
৫	২		৩৫	১৪	০
৬	২	২৪	৩৬	১৪	২৪
৭	২	৪৮	৩৭	১৪	৪৮
৮	৩	১২	৩৮	১৫	১২
৯	৩	৩৬	৩৯	১৫	৩৬
১০	৪	০	৪০	১৬	০
১১	৪	২৪	৪১	১৬	২৪
১২	৪	৪৮	৪২	১৬	৪৮
১৩	৫	১২	৪৩	১৭	১২
১৪	৫	৩৬	৪৪	১৭	৩৬
১৫	৬	০	৪৫	১৮	০
১৬	৬	২৪	৪৬	১৮	২৪
১৭	৬	৪৮	৪৭	১৮	৩৮
১৮	৭	১২	৪৮	১৯	১২
১৯	৭	৩৬	৪৯	১৯	৩৫
২০	৮	০	৫০	২০	০
২১	৮	২৪	৫১	২০	৪৮
২২	৮	৪৮	৫২	২০	৪৮
২৩	৯	১২	৫৩	২১	১২
২৪	৯	৩৬	৫৪	২১	৩৬
২৫	১০	০	৫৫	২২	০
২৬	১০	২৪	৫৬	২২	২৪
২৭	১০	৪৮	৫৭	২২	৪৮
২৮	১১	১২	৫৮	২৩	১২
২৯	১১	৩৬	৫৯	২৩	৩৬
৩০	১২	০	৬০	২৪	০

বাঙ্গলা দণ্ড পল হইতে ইংরাজি ঘণ্টা মিনিটের টেবিল।

দণ্ড	পল	ঘণ্টা	মিনিট	দণ্ড	পল	ঘণ্টা	মিনিট
১	০	০	২৪	২	০	০	৪৮
১	১৫	০	৩০	২	১৫	০	৫৪
১	৩০	০	৩৬	২	৩০	১	০
১	৪৫	০	৪২				

এতদ্দেশে প্রায় সর্ব্বসাধারণে লগ্নমানের দণ্ড পলাদি দ্বারা যেরূপে লগ্ন নির্ণয় করিয়া কোষ্ঠী, ঠিকুজী, বিবাহাদি শুভ কার্য্যের লগ্ন নিরূপণ করিয়া থাকেন, তাহাই অগ্রে কথিত হইতেছে।

লগ্নগণনার দৃষ্টান্ত।

কোন বালক জন্মগ্রহণ করিলে কোন্ লগ্নে, কোন্ হোরায়, কোন্ দ্রেক্কাণে, কোন্ নবাংশে, কোন্ দ্বাদশাংশে এবং কোন্ ত্রিংশাংশে তাহার জন্ম হইয়াছে? যেরূপে ইহা গণনা করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নে লিখিত হইতেছে।—

মনে কর, ১৮০৯ শকের ১লা বৈশাখ বেলা ২০ দণ্ড সময়ে কোন বালকের জন্ম হইয়াছে, তাহার লগ্নাদি গণনা করিতে হইবে। বৈশাখ মাসে রবি মেষ রাশিতে অবস্থিতি করেন; সুতরাং বৈশাখ মাসে প্রত্যহ সূর্য্যোদয়কালে মেষ-লগ্নের উদয় হইয়া থাকে। মেষলগ্নের মান ৪ দণ্ড ৭ পল ৪৯ বিপল ও ১২ অনুপল। মনে কর ১লা বৈশাখে ৪ পল ১৩ বিপল ২৩ অনুপল ও ১২ প্রত্যনুপল রবিভুক্তি। মেষলগ্নমান ৪।৭।৪৯।১২ দণ্ডাদি হইতে ঐ রবিভুক্তি বিয়োগ করিলে ৪ দণ্ড ৩ পল ৩৫ বিপল ২৮ অনুপল ৪৮ প্রত্যনুপল হয়; সুতরাং জানাগেল যে, ঐ কাল পর্য্যন্ত মেষলগ্ন স্থিত থাকিবে। তৎপরে বৃষলগ্নের উদয় হইবে। বৃষ-লগ্নের মান ৪ দণ্ড ৫১ পল ২১ অনুপল ৩৬ প্রত্যনুপলকে মেষলগ্নমান ৪ দণ্ড ৩ পল ৩৫ বিপল ২৮ অনুপল ৪৮ প্রত্যনুপলের সহিত যোগ করিলে ৮ দণ্ড ৫৪ পল ৩৫ বিপল ৫০ অনুপল ২৪ প্রত্যনুপল হয়; এই কাল পর্য্যন্তই বৃষলগ্নের স্থিতি জানিবে। তৎপরে মিথুনলগ্নের উদয় হয়, মিথুনলগ্নমান ৫ দণ্ড ২৯ পল ৩৫ বিপল ৪৫ অনুপল ৩৬ প্রত্যনুপলকে উক্ত বৃষলগ্নের স্থিতিকাল ৮ দণ্ড ৫৪ পল ৩৫ বিপল ৫০ অনুপল ২৪ প্রত্যনুপলের সহিত যোগ দিলে যে, ১৪ দণ্ড ২৪ পল ১১ বিপল ৩৬ অনুপল হয়, ইহাই মিথুনের স্থিতিকাল স্থিতি হইতেছে। অনন্তর কর্কটলগ্নের উদয় হইবে; কর্কটলগ্নমান ৫ দণ্ড ৪০ পল ৪১ বিপল ৩৮ অনুপল ২৪ প্রত্যনু-পলকে উক্ত মিথুনলগ্নের স্থিতিকাল ১৪ দণ্ড ২৪ পল ১১ বিপল ৩৬ অনুপলের সহিত যোগ করিলে যে ২০ দণ্ড ৪ পল ৫৩ বিপল ১৪ অনুপল ২৪ প্রত্যনুপল হয়, এই সময় পর্য্যন্তই কর্কটের স্থিতি জানিতে হইবে; সুতরাং জানা যাইতেছে যে, উক্ত বালক কর্কট লগ্নের ৪ পল ৫৩ বিপল ১৪ অনুপল ২৪ প্রত্যনুপল অবশিষ্ট থাকিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এইক্ষণ কর্কটলগ্নের কোন্ হোরাতে ঐ বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে? জানিতে হইলে কর্কটলগ্নমান ৫ দণ্ড, ৪০ পল ৪১ বিপল ৩৮ অনুপল ২৪ প্রত্যনুপলকে ২ দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। উহাকে দুই ভাগ করিলে প্রথম ভাগে ২ দণ্ড ৫০ পল ২০ বিপল ৪৯ অনুপল ১২ প্রত্যনুপল হয়; এক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, ২ দণ্ড ৫০ পল ২০ বিপল ৪৯ অনুপল ১২ প্রত্যনুপল পরে ঐ বালকের জন্ম হইয়াছে; সুতরাং জানা গেল যে, উক্ত বালক কর্কটলগ্নের দ্বিতীয় হোরাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এইক্ষণ কর্কটলগ্নের কোন্ দ্রেক্কাণে ঐ বালকের জন্ম হইয়াছে? তাহা জানিতে হইলে কর্কটলগ্নমান ৫ দণ্ড ৪০ পল ৪১ বিপল ৩৮ অনুপল ২৪ প্রত্যনুপলকে ৩

ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। উহাকে ৩ দ্বারা ভাগ করিলে প্রথম ভাগের মান ১ দণ্ড ৫৩ পল ৩৩ বিপল ৫২ অনুপল ৪৮ প্রত্যনুপল হয়। ইহার সহিত দ্বিতীয় ভাগের মান ১ দণ্ড ৫৩ পল ৩৩ বিপল ৫২ অনুপল ৪৮ প্রত্যনুপল যোগ করিলে ৩ দণ্ড ৪৭ পল ৭ বিপল ৪৫ অনুপল ৩৬ প্রত্যনুপল হয়। এক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, ঐ সময়ের পরে উক্ত বালকের জন্ম হইয়াছে, সুতরাং স্থির হইল যে, উক্ত বালক কর্কটলগ্নের তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এইক্ষণ কর্কটলগ্নের কোন্ নবাংশে ঐ বালকের জন্ম হইয়াছে? তাহা জানিতে হইলে কর্কটলগ্নমান ৫ দণ্ড ৪০ পল ৪১ বিপল ৩৮ অনুপল ২৪ প্রত্যনুপলকে ৯ দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। উহাকে নয় ভাগ করিলে প্রথম ভাগের মান ৩৭ পল ৫১ বিপল ১৭ অনুপল ৩৬ প্রত্যনুপল হয়। এই প্রথম ভাগের সহিত অষ্টম ভাগের মান পর্য্যন্ত যোগ করিলে ৫ দণ্ড ২ পল ৫০ বিপল ২০ অনুপল ৪৮ প্রত্যনুপল হইবে। এক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, ঐ সময়ের পরে বালকের জন্ম হইয়াছে, সুতরাং জানা যাইতেছে যে, ঐ বালক কর্কটলগ্নের নবম নবাংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এইক্ষণ কর্কটলগ্নের কোন্ দ্বাদশাংশে ঐ বালকের জন্ম হইয়াছে, তাহা জানিতে হইলে কর্কটলগ্নমান ৫ দণ্ড ৪০ পল ৪১ বিপল ২৮ অনুপল ২৪ প্রত্যনুপলকে ১২ দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। উহাকে বার ভাগ করিলে প্রথম দ্বাদশাংশে ২৮ পল ২৩ বিপল ২৮ অনুপল ১২ প্রত্যনুপল হয়। এই প্রথম দ্বাদশাংশের সহিত যথাক্রমে একাদশ দ্বাদশাংশমান যোগ করিলে ৫ দণ্ড ১২ পল ১৮ বিপল ১০ অনুপল ১২ প্রত্যনুপল হয়। এক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, এই সময়ের পরে ঐ বালকের জন্ম হইয়াছে, সুতরাং জানা গেল যে, ঐ বালক কর্কটলগ্নের শেষ দ্বাদশাংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

কর্কটলগ্নের কোন্ ত্রিংশাংশে উক্ত বালকের জন্ম হইয়াছে? তাহা জানিতে হইলে, কর্কটলগ্নমান ৫ দণ্ড ৪০ পল ৪১ বিপল ৩৮ অনুপল ২৪ প্রত্যনুপলকে ৩০ দ্বারা ভাগ করিলে প্রথম ত্রিংশাংশে ৫ পল ৪০ বিপল ৪১ অনুপল ৪৮ প্রত্যনুপল ২৪ অতি প্রত্যনুপল হয়। এই প্রথম ত্রিংশাংশের সহিত ২৯ ত্রিংশাংশ পর্য্যন্ত যোগ করিলে ৫ দণ্ড ২৯ পল ২০ বিপল ১৫ অনুপল ৭ প্রত্যনুপল ১২ অতিপ্রত্যনুপল হয়। এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, এই সময়ের পরে উক্ত বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে; সুতরাং জানা যাইতেছে যে, কর্কটলগ্নের শেষ ত্রিংশাংশে ঐ বালকের জন্ম হইয়াছে।

ইংরাজি ঘণ্টানুসারে কোন্ লগ্ন কতক্ষণ অবস্থিত থাকে, তাহা গণনার দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

১৮০৯ শকের ১লা বৈশাখ বেলা ১ ঘটিকার সময় কোন্ লগ্ন উদিতাবস্থায় আছে? তাহা জানিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, ১লা বৈশাখ মেষলগ্নে রবির উদয় হইয়াছে, ঐ লগ্নের মান ১ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট ৭ সেকেণ্ড ৪০ থার্ড ৪৮ ফোর্থ। মনে কর, ঐ দিবসের রবিভুক্তি ১ মিনিট ৪১ সেকেণ্ড ২১ থার্ড ১৬ ফোর্থ ৪৮ ফিপ্‌থ্। এই রবিভুক্তি মেষলগ্নমান হইতে বিয়োগ করিলে ১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২৬ সেকেণ্ড ১৯ থার্ড ৩১ ফোর্থ ১২ ফিপ্‌থ্ হয়। ঐ ১লা বৈশাখ সূর্য্য ৫ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ৪৯ সেকেণ্ড গতে উদয় হইবে। ঐ ৫ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ৪৯ সেকেণ্ডের সহিত রবিভুক্তিহীন মেষলগ্নমান ১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২৬ সেকেণ্ড ১৯ থার্ড ৩১ ফোর্থ ১২ ফিপ্‌থ্ যোগ করিলে ৭ ঘণ্টা ২৪ মিনিট ১৫ সেকেণ্ড ১৯ থার্ড ৩১ ফোর্থ ১২ ফিপ্‌থ্ হয়, অতএব জানা যাইতেছে যে, ঐ সময় পর্য্যন্ত মেষলগ্নের স্থিতি রহিয়াছে। পরে ঐ ৭ ঘণ্টা ২৪ মিনিট ১৫ সেকেণ্ড ১৯ থার্ড ৩১ ফোর্থ ১২ ফিপ্‌থের সহিত বৃষলগ্নমান ১ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড ৮ থার্ড ৩৮ ফোর্থ ২৪ ফিপ্‌থ্ যোগ করিলে যে ৯ ঘণ্টা ২০ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড ২৮ থার্ড ৯ ফোর্থ ৩৬ ফিপ্‌থ হয়, ঐ সময় পর্য্যন্তই বৃষলগ্নের স্থিতি জানিতে হইবে। পরে উহার সহিত মিথুনলগ্নমান ২ ঘণ্টা ১১ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড ১৮ থার্ড ১৪ ফোর্থ ২৪ ফিপ্‌থ যোগ করিয়া ১১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট ২৯ সেকেণ্ড ৪৬ থার্ড ৩৪ ফোর্থ হয়, সুতরাং জানা যাইতেছে যে, ঐ সময় পর্য্যন্তই মিথুনলগ্ন অবস্থিতি করিবে। অনন্তর মিথুনলগ্নমানের সহিত কর্কটলগ্নমান ২ ঘণ্টা ১৬ মিনিট ১৬ সেকেণ্ড ৩৯ থার্ড ২১ ফোর্থ ৩৬ ফিপ্‌থ যোগ দিয়া ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ড ২৫ থার্ড ৪৫ ফোর্থ ৩৬ ফিপ্‌থ হয়; সুতরাং জানা যাইতেছে যে, বেলা ১ টার সময় কর্কটলগ্ন অবস্থিতি করিতেছে। যদি সমস্ত দিনমানের তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ পর পর লগ্নমান যোগ করিয়া লগ্ন নির্ণয় করিতে হইবে। পূর্ব্বে যেরূপে দণ্ডপলাদিদ্বারা লগ্নের হোরা দ্রেক্কাণ প্রভৃতি নির্ণীত হইয়াছে, সেইরূপ ঘণ্টামিনিটাদিদ্বারাও নির্ণয় করা যায়।

যেরূপে পাঠকবর্গের সহজে বিনা পরিশ্রমে দণ্ড পলাদি দ্বারা লগ্ন নিরূপণ হইতে পারে, তাহার উপদেশ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

অস্মদ্দেশের সকল পঞ্জিকাতেই দিনদিনের রবিভুক্তি বাদে সূর্য্যোর উদয় লিখিত হইয়া থাকে, অতএব যে মাসের যে দিনের যে সময়ের লগ্ন নিরূপণ করিতে হইবে, পঞ্জিকায় সেই মাসের সেই তারিখের রবিভুক্তি দেখিয়া লগ্ন নির্ণয় করিতে হইবে।

দৃষ্টান্ত—১৮১২ শকের অর্থাৎ ১২৯৭ সালের ২রা চৈত্র বেলা ১২ দণ্ডের সময় কোন বালকের জন্ম হইলে, তাহার জন্ম লগ্ন গণনা করিতে হইবে।

ঐ ২রা তারিখে পঞ্জিকাতে লিখিত আছে যে, মীন রাশির ১৫ পল ৭ বিপল রবিভুক্তি বাদে সূর্য্যোর উদয় হয়। অয়নাংশশোধিত মীন লগ্নের মান ৩ দণ্ড ৪৭ পল, এই ৩ দণ্ড ৪৭ পল হইতে ১৫ পল ৭ বিপল বিয়োগ করিলে মীন লগ্নের ৩ দণ্ড ৩১ পল ৫৩ বিপল অবশিষ্ট থাকে, এই কাল পর্য্যন্ত মীন লগ্ন জানিবেন। পরে ঐ ৩ দণ্ড ৩১ পল ৫৩ বিপলের সহিত মেষলগ্নের মান ৪ দণ্ড ৭ পল ৪৯ বিপল ১২ অনুপল যোগ দিলে ৭ দণ্ড ৩৯ পল ৪২ বিপল ১২ অনুপল হয়, ঐ ৩ দণ্ড ৩১ পল ৫৩ বিপলের পর ৭ দণ্ড ৩৯ পল ৪২ বিপল ১২ অনুপল পর্য্যন্ত মেষলগ্ন। তৎপরে ঐ ৭ দণ্ড, ৩৯ পল ৪২ বিপল ১২ অনুপলের সহিত বৃষলগ্নের মান ৪ দণ্ড ৫১ পল ০ বিপল ২১ অনুপল ৩৬ প্রত্যনুপল যোগ করিলে ১২ দণ্ড ৩ পল ৪২ বিপল, ৩৩ অনুপল ৩৬ প্রত্যনুপল হয়, সুতরাং এই পর্য্যন্ত বৃষলগ্ন থাকিবে। অতএব জানা যাইতেছে যে, উক্ত বালকের বৃষলগ্নে জন্ম হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ বৃষলগ্নের ৩০ পল ৪২ বিপল ৩৩ অনুপল ৩৬ প্রত্যনুপল থাকিতে জন্ম হইয়াছে।

এইক্ষণ ঐ বালক বৃষলগ্নের কোন হোরা, কোন দ্রেক্কাণ, কোন নবাংশ, কোন দ্বাদশাংশ ও কোন ত্রিংশাংশে জন্মিয়াছে? তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রক্রিয়া মতে গণনা করিলে জানা যাইবে যে, বৃষলগ্নে শুক্রের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় অর্থাৎ চন্দ্রের হোরায়, তৃতীয় অর্থাৎ শনির দ্রেক্কাণে, নবম নবাংশে অর্থাৎ বুধের নবাংশে, একাদশ দ্বাদশাংশে অর্থাৎ বৃহস্পতির দ্বাদশাংশে এবং মঙ্গলের ত্রিংশাংশে বালকের জন্ম হইয়াছে।

কিরূপে ঘণ্টা মিনিট দ্বারা লগ্ন নিরূপণ করা যায়, তাহাও ঐ পঞ্জিকা দৃষ্টে যে সহজে নিরূপিত হইতে পারে, তাহাও কথিত হইতেছে।

১৮৯১ সালের ১৫ মার্চ্চ অর্থাৎ ১২৯৭ সালের ২ চৈত্র বেলা ১১ ঘণ্টা ২ মিনিট ১২ সেকেণ্ড সময়ে কোন বালকের জন্ম হইলে তাহার জন্ম লগ্ন কিরূপে নিরূপণ করিতে হইবে? তাহা কথিত হইতেছে।

ঐ ২রা চৈত্র ৬ ঘণ্টা ১৪ মিনিট ১২ সেকেণ্ড গতে পঞ্জিকায় রবির উদয় লিখিত আছে, অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত লগ্নমানের ইংরাজি ঘণ্টা মিনিটের টেবেল অনুসারে মীন লগ্নের মান ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড, ইহা হইতে রবিভুক্তি

৬ মিনিট ২ সেকেণ্ড ৪৮ থার্ড বিয়োগ করিলে ১ ঘণ্টা ২৪ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ড ১২ থার্ড অবশিষ্ট থাকে, অতএব পূর্ব্বোক্ত ৬ ঘণ্টা ১৪ মিনিট ১২ সেকেণ্ডের সহিত রবিভুক্ত বাদে মীনলগ্নমান ১ ঘণ্টা ২৪ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ড ১২ থার্ড যোগ করিলে বেলা ৭ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট ৫৭ সেকেণ্ড ১২ থার্ড পর্য্যন্ত মীন লগ্ন থাকিবে। পরে ঐ ৭ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট ৫৭ সেকেণ্ড ১২ থার্ডের সহিত মেষ লগ্নমান ১ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট ৭ সেকেণ্ড ৪০ থার্ড ৪৮ ফোর্থ যোগ করিলে ৯ ঘণ্টা ১৮ মিনিট, ৪ সেকেণ্ড, ৫২ থার্ড ৪৮ ফোর্থ পর্য্যন্ত মেষলগ্ন থাকিবে। পরে উহার সহিত বৃষ লগ্নমান ১ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড ৮ থার্ড ৩৮ ফোর্থ ২৪ ফিপথ্ যোগ করিলে ১১ ঘণ্টা, ১৪ মিনিট ২৯ সেকেণ্ড ১ থার্ড ২৬ ফোর্থ ২৪ ফিপথ পর্য্যন্ত বৃষ লগ্ন থাকিবে। অতত্রব জানা গেল যে, ঐ বালকের বৃষ লগ্নে জন্ম হইয়াছে।

যাঁহারা সচরাচর প্রশ্ন গণনা করিয়া থাকেন, এইরূপ অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ সূর্য্যের উদয় হইতে দিবারাত্রির মধ্যে কোন সময় কোন লগ্ন উদিত হইবে, তাহা অগ্রেই নিরূপণ করিয়া রাখেন। এইক্ষণ কিরূপে ঐ দিবারাত্রির ৬০ দণ্ডের মধ্যে কোন সময় কোন লগ্নের উদয় হয়, তাহা গণনা করিতে হইলে, তাহার অঙ্কপাতসমেত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রাতঃকালাবধি ৬০ ষষ্টিদণ্ডের মধ্যে লগ্নের তালিকা।

১৮০৯ শকের ১লা বৈশাখের ৬০ ষষ্টিদণ্ডমধ্যে কত দণ্ডপর্য্যন্ত কোন লগ্ন উদিত ছিল, তাহার গণনার সঙ্কেত এই যে, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বৈশাখমাসের আদ্যন্ত পর্য্যন্ত রবি মেষলগ্নে উদিত হইয়া থাকেন। ১লা বৈশাখ মেষলগ্নের উদয় হইয়া ৪ দণ্ড ৭ পল ৪২ বিপল ১২ অনুপল পর্য্যন্ত মেষলগ্ন থাকে।

মেষলগ্নমান	...	৪	৭	৪২	১২	
যোগ বৃষলগ্নমান	...	৪	৫১	০	২১	৩৬
বৃষলগ্নয়ে স্থিতিকাল	...	৮	৫৮	৪৯	৩৩	৩৬
যোগ মিথুনলগ্নমান	...	৫	২৯	৩৫	৪৫	৩৬
মিথুনের স্থিতিকাল	...	১৪	২৮	২৫	১৯	১২
যোগ কর্কটলগ্নমান	...	৫	৪০	৪১	৩৮	২৪
কর্কটের স্থিতিকাল	...	২০	৯	৬	৫৭	৩৬
যোগ সিংহলগ্নমান	...	৫	৩২	৪০	১৯	১২
সিংহের স্থিতিকাল	...	২৫	৪১	৪৭	১৬	৪৮
যোগ কন্যালগ্নমান	...	৫	২৯	০	০	০
কন্যার স্থিতিকাল	...	৩১	১০	৪৭	১৬	৪৮
যোগ তুলালগ্নমান	...	৫	৩৭	১৯	৪০	৪৮
তুলার স্থিতিকাল	...	৩৬	৪৮	৬	৫৭	৩৬
যোগ বৃশ্চিকলগ্নমান	...	৫	৪০	১৮	২১	৩৬
বৃশ্চিকের স্থিতিকাল	...	৪২	২৮	২৫	১৯	১২
যোগ ধনুলগ্নমান	...	৫	১৬	২৪	১৪	২৪
ধনুর স্থিতিকাল	...	৪৭	৪৪	৪৯	৩৩	৩৬
যোগ মকর লগ্নমান	...	৪	৩১	৫৯	৩৮	২৪
মকরের স্থিতিকাল	...	৫২	১৬	৪৯	১২	০
যোগ কুম্ভ লগ্নমান	...	৩	৫৬	১০	৪৮	০
কুম্ভের স্থিতি কাল	...	৫৬	১৩	০	০	০
যোগ মীনলগ্নমান	...	৩	৪৭	০	০	০
	...	৬০	০	০	০	

এই ৬০ ষষ্টি দণ্ডের মধ্যে দ্বাদশটি লগ্নের উদয় যেরূপ গণনা করিতে হয় তাহা অঙ্কপাত পূর্ব্বক প্রদর্শিত হইল। ১লা বৈশাখ উপলক্ষ করিয়া কোন সময় কোন লগ্ন হইবে তাহার মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

রবি সংক্রমণ গণনা করিয়া রবির রাশি প্রবেশ কাল জানিয়া রবিভুক্তি বাদ লগ্নের গণনা করিবে।

এই দেশের পঞ্জিকা দৃষ্টে যে গণনা করা হইয়াছে তাহা সূক্ষ্ম নহে।

দণ্ডপলাদিদ্বারা যেরূপে লগ্ননিরূপণ করিতে হয়, তাহা দৃষ্টান্তসহ কথিত হইল। এইক্ষণ সূক্ষ্ম গণনার জন্য অংশকলাদিদ্বারা যেরূপে লগ্ননিরূপণ করিতে হয়, তাহা কথিত হইতেছে।

লগ্ননিরূপণ করিতে হইলে যেরূপ অগ্রে সময় নির্ণয়ের আবশ্যক, তদ্রূপ সময় নিরূপণ করিতে হইলে দিনমান নির্ণয় করিতে হয়, অতএব দিনমান নির্ণয় বিবৃত হইতেছে।

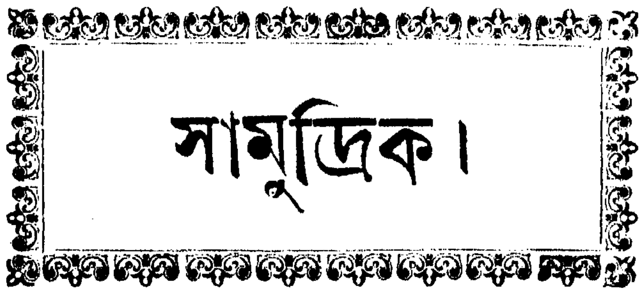
দিনমানানয়ন।

খং ০ থাগ্নী ৩০ যুগশায়কৌ ৫৪ যুগরসৌ ৬৪ বেদেষবঃ ৫৪ থাগ্নয়শ্ছায়া (৫।১০) ঘ্নাঃ খনবো ৯০ হৃতাঃ খরহতৈ ৩০ র্যুক্তা ছ্যমানানি ষট্। স্পষ্টার্কাদয়নাংশযুক্ত-বিযুতাৎ শূন্যক্রমাৎ ষষ্টিত ৬০ শ্চেৎ শুদ্ধান্যপরাণি ষট্ তদপরাণ্যত্রাঙ্কপাতাৎ পুনঃ॥

বৈশাখ ৩০।০, জ্যৈষ্ঠ ৩১।৪৪, আষাঢ় ৩৩।৬, শ্রাবণ ৩৩।৪০, ভাদ্র ৩৩।৬, আশ্বিন ৩১।৪৩, কার্ত্তিক ৩০।০, অগ্রহায়ণ ২৮।১৭, পৌষ ২৬।৫৪ মাঘ ২৬।২০, ফাল্গুন ২৬।৫৬, চৈত্র ২৮।১৭।

অধুনা দ্বাদশমাসের প্রতিদিবসীয় দিনমান কিরূপে আনিতে হয়, তাহা কথিত হইতেছে। প্রথমত রবিস্ফুট করিবে, যদি ঐ রবির স্ফুট অয়নাংশযুক্ত হয়, তবে তাহা হইতে অয়নাংশ হীন করিলে শূন্য সময়ের অর্থাৎ বিষুবসংক্রান্তির রবির স্ফুট হইবে। তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ ছয় মাসের ছয় সংক্রান্তি দিবসের অর্থাৎ বৈশাখমাসে বিষুবসংক্রান্তি দিবসীয় ০ শূন্য, জ্যৈষ্ঠমাসের সংক্রান্তি দিবসীয় ৩০ ত্রিশ, আষাঢ়মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় ৫৪ চুয়ান্ন, শ্রাবণমাসের সংক্রান্তি দিবসীয় ৬৪ চৌষট্টি, ভাদ্রমাসের সংক্রান্তি দিবসীয় ৫৪ চুয়ান্ন, আশ্বিনমাসের সংক্রান্তি দিবসীয় ৩০ ত্রিশ, এই ছয়টি অঙ্ককে বিষুবের মধ্যাহ্নচ্ছায়া ৫।১০ দ্বারা পূরণ করিয়া ৯০ নব্বই দিয়া বিভক্ত করিলে যে ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহাতে ৩০ ত্রিশ যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, সেই দণ্ডাদিই যথাক্রমে উক্ত বিষুবসংক্রান্তি প্রভৃতি ছয় সংক্রান্তি দিবসের দিনমান হইবে। অপর যে ছয়টি সংক্রান্তি বাকি থাকিল, তাহার দিনমান এইরূপে জানিতে হইবে যে, উক্ত ছয় সংক্রান্তি দিবসের দিনমান ৬০ হইতে বিযুক্ত করিলে যাহা অবশেষ থাকিবে, তাহাই যথাক্রমে কার্ত্তিকাদি ছয়মাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমান হইবে। যে যে দেশে দ্বাদশ অঙ্গুলিপারিমিত শঙ্কুর ৫ পঞ্চাঙ্গুল ১০ দশ ব্যঙ্গুল মধ্যাহ্নচ্ছায়া হয়, সেই দেশের দিনমান আনয়ন করা হইতেছে। যথা বৈশাখমাসের বিষুবসংক্রান্তি দিবসীয় দিন-মান ৩০ ত্রিশ দণ্ড হয়, ঐ ৩০ দণ্ডকে ৬০ ষাট দণ্ড হইতে হীন করিলে যে ত্রিশ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই কার্ত্তিকমাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমান হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় দিনমান ৩১।৪৩ একত্রিশ দণ্ড তেতাল্লিশ পল হয়। ঐ অঙ্ক ষাট হইতে হীন করিলে যে ২৮।১৭ আটাশ দণ্ড সতের পল অবশিষ্ট থাকে, তাহাই অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমাম হয়। আষাঢ়মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় দিনমান ৩৩।৬ তেত্রিশ দণ্ড ছয় পল। ষাট হইতে ঐ অঙ্ক হীন, করিলে যে ২৬।৫৪ ছাব্বিশ দণ্ড চুয়ান্ন পল অবশিষ্ট ছাকিবে, তাহাই পৌষমাসের সংক্রান্তি দিবসীয় দিনমান হইবে। শ্রাবণমাসের সংক্রান্তি দিবসের দিনমান ৩৩।৪০ তেত্রিশ দণ্ড চল্লীশ পল হয়। ষাট দণ্ড হইতে উহা হীন করিলে যে ২৬।২০ ছাব্বিশ দণ্ড বিংশতিপল অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা মাঘমাসেস সংক্রান্তি দিবসীয় দিনমান হইবে।

ভাদ্রমাসের সংক্রান্তি দিবসীয় দিনমান ৩৩।৬ তেত্রিশ দণ্ড ছয় পল। উহা ষাট হইতে বিয়োগ করিলে ২৬।৫৪ ছাব্বিশ দণ্ড চুয়ান্ন পল শেষ থাকে। এজন্য ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তি দিবসে ঐ ২৬ দণ্ড ৫৪ পল দিনমান হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় দিনমান ৩১।৪৩ একত্রিশ দণ্ড তেতাল্লিশ পল। ঐ অঙ্ক ষাট হইতে হীন করিলে যে ২৮।১৭ আটাশ দণ্ড সতের পল শেষ থাকে। সেই ২৮ দণ্ড ১৭ পল চৈত্রমাসের সংক্রান্তি দিবসীয় দিনমান হইয়া থাকে। এই যে দিনমান লিখিত হইল, ইহা প্রত্যেক ছয়ষট্টি বৎসরে যে রবির এক অয়ন দিন হয়, এই নিয়মানুসারে। এক্ষণে ৯ই চৈত্র দিবসে সূর্য্য বিষুবরেখায় আসেন, এজন্য ঐ দিবসীয় দিনমান ৩০ দণ্ড হয়। আর আর সংক্রান্তি সেই সেই মাসের ৯ম দিবসে ঘটিতেছে। এক্ষণকার পঞ্জিকায় দৃষ্টি করিলেই, ঐ দিবসে উক্ত দিনমান দেখিতে পাওয়া যায়। সংক্রান্তি দিবসীয় দিনমান উক্ত হইল। তাহার মধ্যবর্ত্তী দিনসকলের মান কত হইবে, তাহা যেরূপে জানিতে পারা যায়, তাহার নিয়ম এই— যে মাসের সংক্রান্তি দিবসীয় দিনমান স্থির হইবে, তাহার পর দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী সংক্রান্তি দিবসের পূর্ব্বদিনপর্য্যন্ত গণনা করিয়া যত দিন দণ্ড হইবে, তাহা দ্বারা পূর্ব্বসংক্রান্তি হইতে পর সংক্রান্তিপর্য্যন্ত যে দণ্ডাদি বৃদ্ধি হয়, তাহাকে ত্রৈরাশিক দ্বারা পর পর দিবসের দিনমান স্থির করিয়া লইবে। ক্রমশঃ—



সামুদ্রিক।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ছায়া শুভাশুভফলানি নিবেদয়ন্তী লক্ষ্যা মনুষ্যপশুপক্ষিষু লক্ষণজ্ঞৈঃ। তেজোগুণান বহিরপি প্রবিকাশয়ন্তী দীপপ্রভা স্ফটিকরত্নঘটস্থিতেব॥

যাঁহারা মনুষ্য ও পশুপক্ষীর লক্ষণ জানেন তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, প্রাণিগণের আকৃতিই তাহাদিগের শুভাশুভ প্রকাশ করে। যেমন স্ফটিকনির্ম্মিত ঘটের মধ্যগত প্রদীপের প্রভা বাহিরে প্রকাশ পায়, সেইরূপ প্রাণিগণের অন্তর্গত তেজ বাহিরেও গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে॥

স্নিগ্ধদ্বিজত্বঙ্নখরোমকেশচ্ছায়া সুগন্ধা চ মহীসমুত্থা। তুষ্ট্যর্থলাভাভ্যুদয়ান্ করোতি ধর্ম্মস্য চাহন্যহনি প্রবৃত্তিম্॥

যদি দন্ত, চর্ম্ম, নখ, রোম ও কেশ এই সকল স্নিগ্ধ এবং সদ্গন্ধযুক্ত হয় তাহা হইলে ঐ সকল পৃথ্বীতত্ত্বঘটিত বলিয়া জানা যায়, যদি কাহারও দন্তনখাদি ঐরূপ হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সুখী, ধনী ও সৌভাগ্যশালী এবং ধার্ম্মিক হইবে॥

স্নিগ্ধা সিতাম্বুহরিতা নয়নাভিরামা সৌভাগ্যমার্দ্দবসুখাভ্যুদয়ান্ করোতি। সর্ব্বার্থসিদ্ধিজননী জননীব চাপ্যা ছায়া ফলং তনুভৃতাং শুভমাদধাতি॥

যদি কাহারও শরীরের কান্তি স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ, নির্ম্মল অথবা সবুজবর্ণ এবং মনোরম হয় তাহা হইলে ঐকান্তিকে জলতত্ত্বসম্ভূত বলিয়া জানিবে। কোন ব্যক্তির ঐরূপ কান্তি দৃষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী, বিলাসী, সুখী ও উন্নতিশালী হইবে এবং সেই ব্যক্তি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, সেই কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে। এইরূপে মানবের শারীরিক কান্তিদৃষ্টে তাহার শুভাশুভ নিশ্চয় করা যায়॥

চণ্ডা ধৃষ্যা পদ্মহেমাগ্নিবর্ণা যুক্তা তেজোবিক্রমৈঃ সপ্রতা‍ এ[illegible] আগ্নেয়ীতি প্রাণিনাং জায়ায় ক্ষিপ্রং সিদ্ধিং বাঞ্ছিতার্থস্য ধত্তে॥

...া হইলে মধ্য...

যে কান্তি প্রচণ্ড, ভয়জনক ... অগ্নির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং তেজ ও বিক্রম প্রতাপসূচক, এই কান্তিকে অগ্নিতত্ত্বসম্ভূত বলিয়া জানা যায়। প্রাণীর উক্তরূপ আকৃতি দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি জয়ী হয় এবং শীঘ্র আপন লষিতার্থ সিদ্ধি করিতে পারে॥

মলিনপরুষকৃষ্ণা পাপগন্ধানিলোত্থা জনয়তি বধবন্ধব্যাধ্যনর্থার্থনাশান্। স্ফটিকসদৃশরূপা ভাগ্যযুক্তাত্যুদারা নিধিরিব গগনোত্থা শ্রেয়সাং স্বচ্ছবর্ণা॥

যে কান্তি মলিন, কর্কশ, কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধান্বিত সেই কান্তি বায়ুতত্ত্বসম্ভূত। যাহার এইরূপ আকৃতি আছে, সেই ব্যক্তির বধ, বন্ধন, রোগ, অনর্থসঙ্ঘটন ও অর্থনাশ হইয়া থাকে। আর যে কান্তি স্ফটিকসদৃশ, ভাগ্যসূচক, ঔদার্য্যশালী, ধনপ্রকাশক এবং নির্ম্মল, এইরূপ কান্তি আকাশতত্ত্বসম্ভূত। যাহার শরীরে উক্তরূপ কান্তি দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই লাভ করে॥

ছায়াঃ ক্রমেণ কুজলাগ্ন্যনিলাম্বরোত্থাঃ কেচিদ্বদন্তি দশ তাশ্চ যথানুপূর্ব্বাঃ। সূর্য্যাজলাভ-পুরুহূতযমোডুপানাং তুল্যাস্তু লক্ষণফলৈরিতি তৎসমাসঃ॥

পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্বে যেরূপ আকৃতি হয়, তাহা কথিত হইল। কেহ কেহ সূর্য্য, বিষ্ণু, ইন্দ্র, যম ও চন্দ্র এই পঞ্চ দেবতা কর্ত্তৃক অন্য পঞ্চপ্রকার আকৃতি নিরূপণ করিয়া সেই মতে গণনা করিয়া থাকেন এবং ঐ পঞ্চপ্রকার আকৃতির পৃথক্ পৃথক্ গুণ বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেই সেই কান্তিদৃষ্টে ফল জানা যায়, পরন্তু পঞ্চতত্ত্বে যেরূপ ফল উক্ত হইয়াছে, এই পঞ্চ দেবতাতেও সেইরূপ ফল হইয়া থাকে॥

বৃহজ্জাতকে নাগ্নিকদশা বর্ণনাস্থলে তত্ত্বের ও তত্ত্বের অধিপতি গ্রহদ্বারা যেরূপ প্রাণিগণের ছায়া অর্থাৎ শরীরের কান্তি (চেহারা) দৃষ্টে দশা নিরূপণ করিয়া তাহার ফল লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ লিখিত হইল।

ছায়াং মহাভূতকৃতাঞ্চ সর্ব্বেঽভিব্যঞ্জয়ন্তি স্বদশামবাপ্য।
কুম্বগ্নিবায়্বম্বরজান্ গুণাংশ্চ নাসাস্যদৃক্ত্বক্শ্রবণানুমেয়ান্॥

অথ যস্য জাতকমথগণিতং তস্য শরীরচ্ছায়াং দৃষ্ট্বা গ্রহদশাজ্ঞানমিত্যমাহ ছায়াং মহাভূতকৃতামিতি। পূর্ব্বমুক্তং শিখিভূখপয়োমরুদ্গণানামং বশিনোভূমিসুতাদয়ঃ ক্রমেশেতি। তত্রাদিত্যচন্দ্রৌ বর্জ্জয়িত্বা প্রসিদ্ধাবেব যঃ কশ্চিদ্গ্রহঃ স্বদশামাত্মীয়দশামবাপ্য মহাভূতকৃতাং ছায়াং অভিব্যঞ্জয়তি প্রকটী করোতি ছায়াশব্দেন শরীরশোভাভিধীয়তে শরীরকান্তিরিত্যর্থঃ। তথাচ সত্যাচার্য্যম্ বিচ্ছায়োঃ বর্ত্তত ইত্যভিধীয়তে এবমাত্মীয়দশায়াঃ পৃথিব্যাদিমহাভূতকৃতাং শরীরচ্ছায়াং ব্যঞ্জয়তি প্রকটী করোতি সা চ কবগিবায়্বম্বরজান্ গুণান্ কুঃ পৃথিবী অম্বু মরুণঃ অগ্নিঃ হুতাশনঃ বায়ুঃ অনিলঃ অম্বরঃ আকাশঃ এতো জাতোংশয়া ছায়া তদ্গুণান্ করোতি তাংশ্চ যথাসংখ্যং নাসাস্য দৃক্ ত্বক্ শ্রবণানুমেয়ান্ পার্থিবং গুণং গন্ধমভিব্যঞ্জয়তি নাসানুমেয়ং ঘ্রাণেনোপলভ্যতে। অথাপ্যং গুণং রসমভিব্যঞ্জয়তি তচ্চাস্যানুমেয়ম্ আস্যশব্দেনেহ জিহ্বা জ্ঞেয়া তয়া রসস্যোপলব্ধেঃ। আস্যগ্রহণকাত্র বৃত্তানুরোধাকৃতং। আগ্নেয়ী আগ্নেয়ং গুণং রূপমভিব্যঞ্জয়তি দৃষ্ট্যনুমেয়ং বায়বী বায়ব্যং স্পর্শগুণমভিব্যঞ্জয়তি ত্বগনুমেয়ং স্পর্শেনোপলভ্যতে। নাভসী নাভসং গুণং শব্দমভিব্যঞ্জয়তি শ্রবণানুমেয়ং কর্ণোপলভ্যং এতদুক্তং ভবতি। যদা শুভগন্ধঃ পুরুষো ভবতি তদাস্য বুধকৃতা পার্থিবী ছায়া জ্ঞেয়া যদা মিষ্টরসভোজী ভবতি তদাস্য চন্দ্রশুক্রকৃতা ছায়া জ্ঞেয়া। যদাতীব রূপবান্ সুচক্ষুঃ পুরুষো ভবতি তদা সূর্য্যভৌমকৃতা আগ্নেয়ী ছায়া জ্ঞেয়া। যদা স্পর্শেন সুখদো ভবতি তদা শনৈশ্চরকৃতা বায়বী ছায়া জ্ঞেয়া। যদাস্য বচনং কর্ণয়োঃ সুখকরং ভবতি তদা জীবকৃতা নাভসী ছায়া জ্ঞেয়া ছায়াবিশেষলক্ষণমাচার্য্যেণ সংহিতায়ামভিহিতম্। তথাচ ছায়াশুভাশুভফলানি নিবেদয়ন্তী লক্ষ্যা মনুষ্যপশুপক্ষিষু লক্ষণজ্ঞৈঃ। তেজো গুণান্ বহিরপি প্রবিকাশয়ন্তী দীপপ্রভা স্ফটিকরত্নঘটস্থিতেব। স্নিগ্ধদ্বিজত্বঙ্নখরোমকেশচ্ছায়া সুগন্ধা চ মহী সমুত্থা। তুষ্ট্যর্থলাভাভ্যুদয়ান্ করোতী ধর্ম্মস্য চাহন্যহনি প্রবৃত্তিম্। স্নিগ্ধা সিতা চ হরিতা নয়নাভিরামা সৌভাগ্যমার্দ্দবসুখাভ্যুদয়ান্ করোতি। সর্ব্বার্থসিদ্ধিজননী জননীব চাপ্যা ছায়া ফলং তনুভৃতাং শুভমাদধাতি। চণ্ডা ধৃষ্যা পদ্মহেমাগ্নিবর্ণা যুক্তং তেজো বিক্রমৈঃ সপ্রতাপৈঃ। আগ্নেয়ীতি প্রাণিনাং জায়ায় ক্ষিপ্রং সিদ্ধিং বাঞ্ছিতার্থস্য ধত্তে। মলিনপরুষকৃষ্ণা পাপগন্ধানিলোত্থা জনয়তি বধবন্ধং ব্যাধ্যনর্থার্থনাশম্। স্ফটিকসদৃশরূপা ভাগ্যযুক্তাত্যুদারা নিধিরিব গগনোত্থং শ্রেয়সাং স্বচ্ছবর্ণা॥

গ্রহগণ আপন আপন দশাকালে জাতকের শরীরে যে ভূতের কান্তি প্রকাশ [অর্থাৎ] যে গ্রহের যে ভূত উক্ত আছে, সেই গ্রহের দশাতে জাতকের শরীরে [সেই] ভূতের কান্তি প্রকাশ পায়। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত [জা]তকের নাসা, মুখ, চক্ষু, চর্ম্ম ও কর্ণে অভিব্যক্ত হয়।

মানবদেহ পঞ্চতত্ত্বদ্বারা নির্ম্মিত, ঐ পঞ্চতত্ত্ব ও তন্মাত্র কাহাকে বলে এবং তাহাদের কি কি গুণ ও তাহাদিগের অধিপতিই বা কোন্ কোন্ গ্রহ, তাহা অগ্রে বলা হইতেছে। ১ পৃথিবী, ২ জল, ৩ অগ্নি, ৪ বায়ু এবং ৫ আকাশ, এই পঞ্চ নামে পঞ্চতত্ত্ব বিখ্যাত। ঐ পঞ্চতত্ত্বের পাঁচটী গুণ আছে, তাহাদিগকে তন্মাত্র বলা যায়, যথা পৃথ্বীতত্ত্বের গুণ বা তন্মাত্র গন্ধ, জলতত্ত্বের রস, অগ্নিতত্ত্বের রূপ, বায়ুতত্ত্বের স্পর্শ, এবং আকাশতত্ত্বের তন্মাত্র শব্দ। পৃথ্বীতত্ত্বের গুণ—অস্থি, মাংস, নখ, চর্ম্ম, নাড়ী ও রোম। জলতত্ত্বের গুণ—শুক্র. রক্ত, মজ্জা, মল ও মূত্র। অগ্নিতত্ত্বের গুণ—নিদ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা, ক্লান্তি ও আলস্য। বায়ুতত্ত্বের গুণ—ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচন ও প্রসারণ। আকাশতত্ত্বের গুণ—কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ. এই সকলই পঞ্চতত্ত্বের গুণ। পৃথ্বীর অধিপতি বুধ গ্রহ, জলের অধিপতি শুক্র এবং চন্দ্র, অগ্নির অধিপতি মঙ্গল এবং রবি, বায়ুর অধিপতি শনি এবং আকাশের অধিপতি বৃহস্পতি।

যখন যে গ্রহের দশা উপস্থিত হইবে, তৎকালে সেই গ্রহ যে তত্ত্বের অধিপতি হয়, সেই তত্ত্বের যে গুণ সেই গুণ সেই গ্রহের দশাকালপর্য্যন্ত সেই মানবের আকৃতিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেরূপ স্ফটিকনির্ম্মিত ঘটের মধ্যগত প্রদীপের প্রভা বাহিরে প্রকাশ পায়, সেইরূপ দশাধিপতি গ্রহের দ্বারা দশাকালে প্রাণিগণের অন্তর্গত তেজ বাহিরেও প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এইক্ষণে যেরূপে উপরি উক্ত বর্ণিত তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা প্রাণিগণের ছায়া অর্থাৎ কান্তি ইত্যাদি দৃষ্টে উল্লিখিত দশাজ্ঞান জন্মে, তাহা বলা হইতেছে। মানবদেহে অগ্নিতত্ত্বের ফল উপরে কথিত হইয়াছে, অগ্নিতত্ত্বের অধিপতি মঙ্গল. অতএব মানবদেহে যখন ঐরূপ কান্তি প্রকাশ হইবে, তখন মঙ্গলের দশা স্থির করিবে। এইরূপে অন্যান্য গ্রহের দশা নিরূপিত হইয়া থাকে। এইক্ষণ তত্ত্বের তন্মাত্র দ্বারা যেরূপে গ্রহগণের দশাকাল ও ফল নিরূপণ করা যায়, তাহা কথিত হইতেছে। পৃথিবীর তন্মাত্র গন্ধ, ঐ গন্ধ নাসিকাদ্বারা জানা যায় এবং পৃথ্বীতত্ত্বের অধিপতি বুধ গ্রহ, অতএব বুধ গ্রহের দশাকালে শরীরে সুগন্ধ প্রকাশ পাইয়া থাকে, আর যখন মানব শরীরে ঐরূপ সুগন্ধ অনুভূত হইবে, তখনই সেই মানবের বুধের দশা জানা যায়। জলতত্ত্বের তন্মাত্র রস, উহা জিহ্বা দ্বারা প্রকাশ পায়, ঐ জলের অধিপতি শুক্র, অতএব শুক্রের দশাকালে ইচ্ছানুসারে রসযুক্ত খাদ্য সতত ঘটিয়া থাকে, আর যখন ঐরূপ খাদ্য সংগ্রহ হয়, তখনই বুধের দশা জানা যায়। অগ্নিতত্ত্বের তন্মাত্র রূপ, উহা চক্ষুদ্বারা জানা যায়, ঐ অগ্নিতত্ত্বের অধিপতি মঙ্গল, অতএব মঙ্গলের দশাকালে শরীরের কান্তি পুষ্টি. বৃদ্ধি পাইয়া মানব সৌন্দর্য্যশালী হয়। আর যখন মানবদেহে কান্তিপুষ্টি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়, তখনই তাহার মঙ্গলের দশা জানা যায়। বায়ুর তন্মাত্র স্পর্শ, তাহা ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত হয় এবং বায়ুতত্ত্বের অধিপতি শনি, অতএব শনির দশাতে মানবের শরীর অতি কোমল ও সুখস্পর্শ হইবে। আর যখন মানবশরীর কোমল ও অতিশয় সুখস্পর্শ হয়, তখনই শনির দশা জানা যায়। আকাশতত্ত্বের তন্মাত্র শব্দ, উহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, এবং আকাশতত্ত্বের অধিপতি বৃহস্পতি, অতএব বৃহস্পতির দশাকালে মানবের বাক্য অতি মধুর ও মনোহর হইবে। আর যখন মানবের বাক্য অতি মধুর ও মনোহর হইবে, তখনই তাহার বৃহস্পতির দশা স্থির করিবে।

গ্রহগণের শুভদশাকালে জাতকের দেহস্থ অন্তরাত্মা শুভান্বিত হইয়া ধনসৌখ্য প্রভৃতি শুভফল প্রদান করেন। এইরূপ শুভফলভোগ যতদিন থাকিবে, ততদিনই শুভদশা জানা যাইবে। শুভদশাতে গ্রহগণ দুর্ব্বল হইলে যদিও কার্য্যে শুভফল না হউক, কিন্তু স্বপ্ন ও চিন্তাতেও শুভফল হইয়া থাকে। আর অশুভদশাকালে অন্তরাত্মা অশুভান্বিত হইয়া অশুভফল প্রদান করেন এবং মিশ্রদশাতে মিশ্রফল জানিবে। অশুভদশাতে দশাধিপতি দুর্ব্বল হইলে কার্য্যত অশুভফল না হইলেও স্বপ্ন ও চিন্তাকালেও অশুভ ফল ফলে।

"Physical man is a composition of the five elementary principles—earth, water, fire, air and akas (ether) : Mercury presides over earth ; Venus and the Moon over water ; Mars and the Sun over fire ; Saturn over air ; and Jupiter over Akas In the dasa period of a particular planet, his elementary principle will predominate and the complexion of the person during such period will be that due to the particular elementary principle.

Now suppose the dasa period to be that of Mars, his element is fire ; the complexion caused by the elementary principle of fire described above, will be the complexion of a person in the dasa period of Mars and so for the other planets.

Again, the property of earth is smell, discernible by the nose ; that of water is taste, discernible by the tongue that of fire or light is shape or appearance, discernible by the eye ; that of air is touch, discernible by the body ; and that of Akas is sound, discernible by the ear. Suppose the dasa period to be that of Venus, his element is water ; the quality belonging to water is taste, discernible by the tongue. Therefore in the dasa period of Venus, the person wil eat juicy meals according to his desire. In the dasa period of Jupiter (Akas—sound), the person's speech will be sweet and agreeable to the ear ; in the period of Mercury (earth—smell), the person's body will be with an agreeable odor ; in that of Mars (fire—shape) he will be of agreeable appearance ; and in that of Saturn (air—touch, he will be of soft body. From a careful observation of these qualities the particular dasa period of a person may also be determind." Translation of Brihat jataka.

ইতি বৃহজ্জাতক।

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রমতে পঞ্চতত্ত্বের গুণ যেরূপ লিখিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

ঈশ্বর উবাচ। অস্থিমাংসং নখশ্চৈব ত্বগ্রোমাণি চ পঞ্চমম্। পৃথ্বী পঞ্চগুণা প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষতে॥ শুক্রশোণিতমজ্জা চ মলমূত্রঞ্চ পঞ্চমম্। অপাং পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষতে॥ নিদ্রা ক্ষুধা তৃষা ক্লান্তিরালস্যঞ্চৈব পঞ্চমম্। তেজঃপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষতে॥ ধারণং চালনং ক্ষেপঃ সঙ্কোচঃ প্রসরস্তথা। বায়োঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষতে॥ কামং ক্রোধং তথা মোহং লজ্জা লোভঞ্চ পঞ্চমং। নভঃপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষতে॥

মহাদেব বলিয়াছেন—অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্ ও লোম এই পাঁচটী পৃথিবীর গুণ। শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মল ও মূত্র, এই পাঁচটি জলের গুণ। নিদ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা, ক্লান্তি ও আলস্য এই পাঁচটি অগ্নির গুণ। ধারণ, চালন, ক্ষেপণ. সঙ্কোচন ও প্রসারণ এই পাঁচটি বায়ুর গুণ এবং কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ এই পাঁচটি আকাশের গুণ॥

ইতি জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র।

অন্যপ্রকার।

গন্ধো রসস্তথা রূপঃ স্পর্শঃ শব্দশ্চ পঞ্চমঃ॥

পঞ্চভূতশব্দে ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, সামান্যতঃ এই পাঁচটীকে বুঝায়। কিন্তু দৃশ্যমান এই পঞ্চ স্থূলপদার্থকে পঞ্চমূলভূত বলা প্রাচীন আর্য্যগণের অভিপ্রেত নহে। বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে পঞ্চ মূলভূতকে পঞ্চতত্ত্ব অথবা তন্মাত্র শব্দে অতি সূক্ষ্ম অমিশ্র মূলদ্রব্য বুঝায়। প্রাচীন আর্য্যগণেরা এই সমুদায় জগৎ পাঁচটী মূলদ্রব্যে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করেন। সেই পাঁচটী মূলদ্রব্য যথা—আকাশ অথবা শব্দতন্মাত্র, বায়ু অথবা স্পর্শতন্মাত্র, অগ্নি অথবা রূপতন্মাত্র, জল অথবা রসতন্মাত্র এবং ক্ষিতি অথবা গন্ধতন্মাত্র। অথবা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ক্ষিতি, এই পাঁচটী যে অবস্থায় পরস্পর মিলিত না হইয়া সূক্ষ্মভাবে থাকে, সেই অবস্থায় তাহাদিগকে তন্মাত্র অথবা মূলদ্রব্য কহে। এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটী এক একটী করিয়া যথাক্রমে ঐ পাঁচটী দ্র[ব্যে]র গুণ।

হুক্রুতটীকা।

করিবৃষরথৌঘভেরীমৃদঙ্গসিংহা[ভ্রনিস্বনা যে তু।] গর্দ্দভজর্জ্জররূক্ষস্বরাশ্চ ধনসৌখ্যসন্ত্যক্তাঃ॥

যাহাদিগের স্বর হস্তী, বৃ[ষভ], [...]তাহা যথাযথ[...]. সিংহ অথবা মেঘগর্জ্জনের

ন্যায়, সেই সকল মনুষ্য রাজা হইবে, আর যে সকল মানবের কণ্ঠধ্বনি গর্দ্দভশব্দের ন্যায় কর্কশ, জড়িত ও রূক্ষ তাহারা সুখ ও ধনবিহীন হয়॥

সপ্ত ভবন্তি চ সারা মেদোমজ্জাত্বগস্থিশুক্রাণি। রুধিরং মাংসং চেতি প্রাণভৃতাং তৎসমাসফলম্॥

মেদ, মজ্জা, ত্বক্, অস্থি, শুক্র, রক্ত ও মাংস এই সপ্ত পদার্থ প্রাণিগণের শরীরে সারভূত পদার্থ, এই সকল পদার্থের ফল পরে কথিত হইতেছে॥

তাল্বোষ্ঠদন্তপালী জিহ্বানেত্রান্তপায়ুকরচরণৈঃ। রক্তৈস্তু রক্তসারা বহুসুখবনিতার্থপুত্রযুতাঃ॥

যাহাদিগের তালু, ওষ্ঠ, দন্ত, কর্ণরন্ধ্র, জিহ্বা, নেত্রপ্রান্ত, পায়ু, হস্ত ও পদ রক্তবর্ণ, তাহাদিগের শরীরে রক্তাধিক্য জানা যায়, এই সকল মনুষ্য বহুসুখশালী, শ্রীসমন্বিত, ধনী ও পুত্রবান্ হইয়া থাকে॥

স্নিগ্ধত্বচো ধনিনো মৃদুভিঃ সুভগা বিচক্ষণাস্তনুভিঃ। মজ্জামেদঃসারাঃ সুশরীরাঃ পুত্রবিত্তযুক্তাঃ॥

যে ব্যক্তির চর্ম্ম স্নিগ্ধ এবং শরীর মৃদু, তাহাকে ত্বক্‌সার বলিয়া জানিবে। এই ব্যক্তি ধনী, সৌভাগ্যশালী ও বিচক্ষণ হইবে এবং যাহার শরীর অতি সুশোভন, তাহাকে মজ্জা ও মেদঃসার জানিবে, অর্থাৎ তাহার শরীরে মজ্জা ও মেদের আধিক্য আছে। উক্তরূপ ব্যক্তি পুত্রবান্ এবং বিত্তশালী হইয়া থাক॥

স্থূলাস্থিরস্থিসারো বলবান্ বিদ্যান্বিতঃ সুরূপশ্চ। বহুগুরুশুক্রাঃ সুভগা বিদ্বাংসো রূপবন্তশ্চ॥

যাহার শরীরের অস্থি স্থূল, তাহাকে অস্থিসার বলিয়া জানিবে। এই ব্যক্তি বলবান্, বিদ্বান্, সুরূপ, আর যাহার শুক্র, গুরু এবং অধিক সেই ব্যক্তিই শুক্রসার। এই মনুষ্য সৌভাগ্যশালী ও বিদ্বান্ হইবে॥

উপচিতদেহো বিদ্বান্ ধনী সুরূপশ্চ মাংসসারো যঃ। সজ্ঞাত ইতি চ সুশ্লিষ্টসন্ধিতা সুখভুজো জ্ঞেয়াঃ॥

যাহার দেহ সম্যক্ পুষ্ট এবং সন্ধিসকল দৃঢ়, তাহাকে মাংসসার বলিয়া জানিবে। এই মনুষ্য বিদ্বান্, ধনী, সুন্দরাঙ্গ ও সুখী হইয়া থাকে॥

স্নেহঃ পঞ্চসু লক্ষ্যো বাগ্‌জিহ্বাদন্তনেত্রনখসংস্থঃ। সুতধনসৌভাগ্যযুতাঃ স্নিগ্ধৈস্তৈর্নির্দ্ধনা রূক্ষৈঃ॥

বাক্য, জিহ্বা, দন্ত, নেত্র ও নখ এই পঞ্চ স্থানেই স্নেহ লক্ষিত হইয়া থাকে। যাহার উক্ত পঞ্চ স্থান স্নিগ্ধ, সেই ব্যক্তি পুত্রবান্, ধনী ও সৌভাগ্যশালী হইবে, আর যাহাদিগের উক্ত পঞ্চ স্থান রূক্ষ, তাহারা দরিদ্র হইয়া থাকে॥

দ্যুতিমান্‌বর্ণঃ স্নিগ্ধঃ ক্ষিতিপানাং মধ্যমঃ সুতার্থবতাম্। রূক্ষো ধনহীনানাং শুদ্ধঃ শুভদো ন সঙ্কীর্ণঃ

যাহাদিগের বর্ণ তেজস্বী এবং স্নিগ্ধ, তাহারা রাজা, যাহাদিগের বর্ণ মধ্যম, তাহারা পুত্রবান্ এবং অর্থবান্ হয়। যাহাদিগের বর্ণ রূক্ষ, তাহারা নির্ধনী হইবে। যাহার বর্ণ সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ এক বর্ণ, সেই ব্যক্তি শুভপ্রদ এবং মিশ্রিত বর্ণ হইলে অতি দীন হইবে॥

সাধ্যমনূকং বক্ত্রাদ্ গোবৃষশার্দ্দূলসিংহগরুড়মুখাঃ। প্রতিহতপ্রতাপা জিতরিপবো মানবেন্দ্রাশ্চ॥

যাহাদিগের মুখ গো, বৃষ, ব্যাঘ্র, সিংহ ও গরুড়সদৃশ, তাহাদিগের প্রভাব সর্ব্বত্র অপ্রতিহত থাকে এবং তাহারা যুদ্ধে জয়ী হইবে, শত্রুবর্গ জয় করিতে পারে ও মানবশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ রাজা হইবে॥

বানরমহিষবরাহাজতুল্যবদনাঃ সুতার্থসুখভাজঃ। গর্দ্দভকরভপ্রতিমৈর্ম্মুখৈঃ শরীরৈশ্চ নিঃস্বসুখাঃ॥

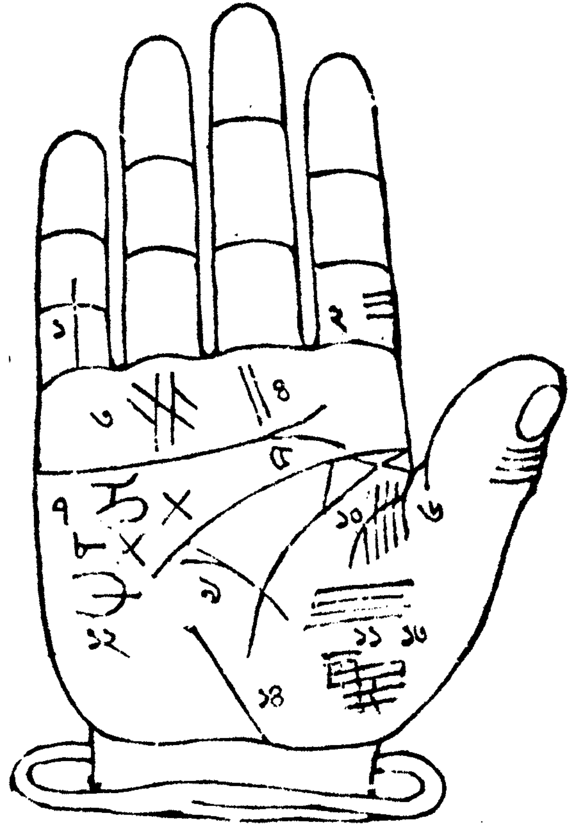
যাহাদিগের বদন বানর, মহিষ, বরাহ অথবা ছাগতুল্য, তাহারা পুত্রবান্, ধনী ও সুখী হইবে এবং যাহাদিগের মুখ গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও হস্তীর মুখসদৃশ তাহারা নির্দ্ধনী ও দুঃখী হইবে॥

অষ্টশতং ষন্নবতিঃ পরিমাণং চতুরশীতিরিতি পুংসাম্। উত্তমসমহীনানামঙ্গুলসংখ্যাসমানেন॥

যাহার শরীর তাহার স্বীয় অঙ্গুলীর পরিমাণে ১০৮ এক শত অষ্ট অঙ্গুলী উচ্চ হইবে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, ৯৬ ষন্নবতি অঙ্গুলী হইলে মধ্যম এবং ৮৪ চতুরশীতি অঙ্গুলী মাপে হইলে অধম হইবে॥ ক্রমশঃ—

অন্যমতে কররেখার দৃষ্টান্ত সহ ফল।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।



১। উপরিস্থিত চিত্রে ১ অঙ্কের নিকট যে সরল ও দীর্ঘরেখা অঙ্কিত আছে, সেইরূপ রেখা যাহার হস্তমধ্যে দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি মানসিক গুণশালী হইবে।

২। উপরি চিত্রিত হস্তপাঞ্জার ২ অঙ্কের নিকট সেরূপ রেখা অঙ্কিত আছে, ঐরূপ রেখা যাহার হস্তমধ্যে দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তির শরীরে পিত্তাধিক্য থাকিবে।

৩। উপরি অঙ্কিত হস্তপাঞ্জার ৩ অঙ্কের নিকট যেরূপ রেখাগুলি অঙ্কিত আছে, কোন ব্যক্তির হস্তমধ্যে ঐরূপ না হইয়া যদি সরলভাবে উর্দ্ধগামী দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি সমধিক উৎপন্নবুদ্ধিশালী এবং উত্তম লভ্যজনক কারুকার্য্যের প্রকাশক হইবে। উপরি অঙ্কিত রেখাগুলি যেরূপ কর্ত্তিত অঙ্কিত হইয়াছে, যদি হস্তমধ্যে ঐরূপ কর্ত্তিত রেখা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে লিখিত ফলের প্রতিবন্ধকতা জানা যায়। আর যদি ঐ রেখাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয় এবং সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে উক্ত ফলের প্রতিবন্ধক হইবে না।

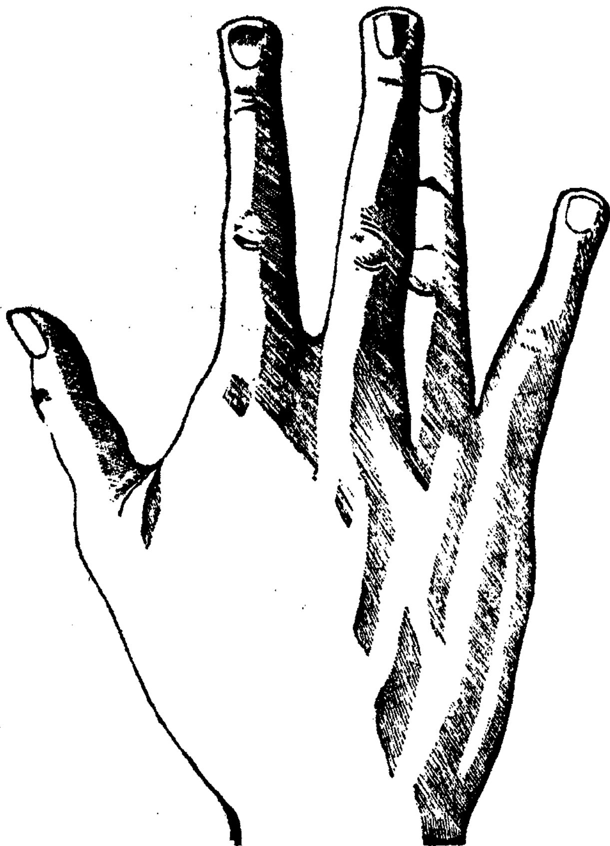
৪। যাহার হস্তমধ্যে উপরি চিত্রিত হস্তপাঞ্জার ৪ অঙ্কের নিকটবর্ত্তী রেখার ন্যায় রেখা দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি পিত্তরোগে ঔদাস্য করিয়া অধিক কষ্টভোগ করিবে। আর ঐ রেখার অগ্রভাগ যত সূক্ষ্ম হইবে, ততই রোগের আধিক্য জানিবে।

৫। উপরি চিত্রিত হস্তপাঞ্জার ৫ অঙ্কের নিকট যেরূপ মাতৃরেখা হইতে একটি শাখারেখা নির্গত হইয়া পিতৃরেখা মতান্তরে আয়ুরেখার অভিমুখে গমন করিয়াছে, সেইরূপ রেখা কোন ব্যক্তির হস্তমধ্যে দৃষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি বৃথা বাক্যব্যয়ী, বাচাল এবং অবিশ্বাসী হইবে। এইরূপ রেখা অনেকের হস্তমধ্যেই থাকে।

৬। উপরি চিত্রিত হস্তপাঞ্জার ৬ অঙ্কের নিকট যেরূপ রেখাগুলি বৃদ্ধাঙ্গুলির মূল হইতে তর্জ্জনী এবং পিতৃরেখা মতান্তরে আয়ুরেখার অভিমুখে গমন করিয়াছে, ঐরূপ রেখা যাহার হস্তমধ্যে দৃষ্ট হইবে, সেই ব্যক্তি বৃথাভিমানী হইবে।

৭। কাহারও হস্তমধ্যে উপরি অঙ্কিত হস্তপাঞ্জার ৭ অঙ্কের নিকটবর্ত্তী রেখার ন্যায় রেখা দৃষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি রক্তপাতকার্য্যে রত থাকিবে।

SPATULOUS HAND.



SQUARE—FINGERED HAND.



"—The name given to this hand is taken from the instrument that a chemist uses in mixing his preparations—flat and bulging round at the end. It is when the third phalange of each fingers is so shaped, and it is certainly a striking peculiarity of some hands. The reader must remember that there are only three great varieties of form as to the fingers—the pointed, the square, and the spatuled. This kind of hand, then, with a large thumb, is originally a native of regions where the rigour of the climate and the relative sterility of the soil render more necessary than in the south motion and active exercise, and the practice of such arts as are indispensal to protect the bodily weakness of man, more resolute than resigned spatuled hand has resources which the conical hand wants, in o combat its physical obstacles. The latter, more dreamy than acti\ cularly in the south, prefers the evils of nature to those of lab hand has confidence in itself. Abundance is its end, but no' elementary hand, the only necessary. It possesses instinct, an degree, the feeling of positive life, and subjugates by its nat all the material world. Devoted to manual labour and to quently endowed with more active than delicate senses is more natural to it than to hearts turned to poetry, an by habit and duty than by the charms of youth and explorers, navigators, and hunters, from Nimrod to been famous for their continence and self, denial."

"—the hands spatuled with knots indicate the sciences, as statics, dynamics, navigation, architectu

"Here is, however a hand whose smooth fingers terminate squarely, that is by a nailed phalange, the sides of which are prolonged in a parallel direction ; this other, whose exterior phalange is equally square, with knots in the fingers. To both of these, by reason of the square phalange, belong a taste f ... oral, political, and social science ; and philosophy, poetry, grammar ... c, and geometry."

"To ... uared phalanges are due the theories and methods of admi- nist ... ey do not attain to high poetry, but letters, the sciences, a ... These carry the name of Aristotle inscribed on their banner, ... zles not by brilliant fancy, but loves literature for its own ... ocial science, etc.

... here are more square hands than spatuled ; that is to say ... tongue than of hand, more brains organized for the theory ... men well suited to apply them."

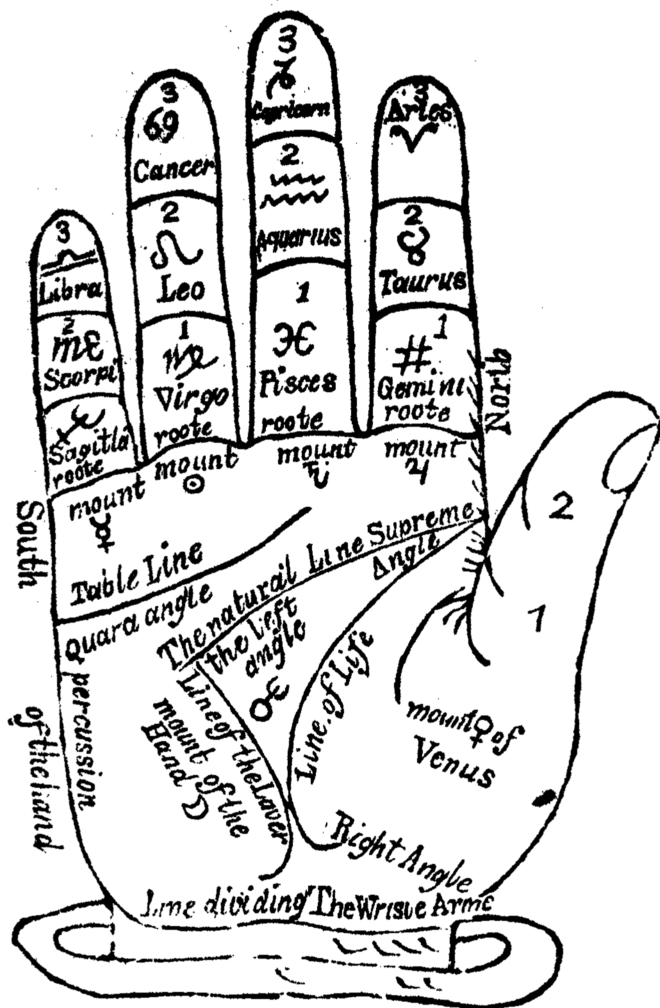
সপ্তপ্রকার পাপ।

...র হস্তপাঞ্জা এবং অঙ্গুলি ও অঙ্গুলির পর্ব্ব ইত্যাদি দ্বারা সপ্তপ্রকার ...স্ত অহঙ্কার, ক্রোধ, বিলাসিতা, আলস্য, লোভ, হিংসা এবং ... কোনটী প্রবল তাহাও জানা যায়।

...ক্রেগ্ সাহেব ও মিষ্টার এডওয়ার্ড হিরান অলেন সাহেব প্রভৃতি ...হাদিগের প্রকাশিত সামুদ্রিকগ্রন্থে যেরূপ লিখিয়াছেন, তদ্মধ্য ...াঠকবর্গের বিদিতার্থে উদ্ধৃত করিয়া উপরে ও নিম্নে লিখিত

THE SEVEN CAPITAL SINS.

..., then, hold up your hand, and examine carefully whether ..., or all, or none of the following, which are called the seven ...hese sins are—excessive pride—luxury—wrath—idleness— ...gluttony. In a general way, if you have got long fingers, it ..., shabbiness. Dry and knotted fingers, egotism, an overbear-



THE EXPLANATION OF THE FORE-GOING FIGURE.

Here visibly appears (in the foregoing figure) the general division of the hand, according to art, as also the appellation of the parts thereof, from the roots of the fingers, to the line dividing the wrist and the arm ; the TUBERCULUM is a term appropriated to the Mounts, being posited under the roots of the fingers, and is that part which is higher than the Mount : sometimes it is found towards one finger, sometimes betwixt the fingers, and sometimes in the middle of the Mount. .he back of the hand is the opposite part to the Palm ; the back side of the fingers are in the same manner understood ; the quadrangle of the table, and the space between the natural and vital lines, called the triangle, are all here obvious before your eyes in the figure, and plainly demonstrated.

The constitution of the planets and signs in the hand are demonstrated in this and the following scheme, as also the significations of their places ; as in the Mount of Mercury are sought thefts, actions, acts, and all significations proper to Mercury. In the Mount of the thumb, belonging to Venus are found concerning venereal acts, and marriages. In the triangle, belonging to Mars are found hurts by iron, or fire, mischances and all things concerning strength and fortitude, and so of all otuers, as in more fully manifested in the ensuing subject.

—For the proper subject of *Chiromancy*, about which our whole speculation is conversant, is, a *Line or lines existent in the hands, demonstrating the passions of the mind and body, as also the events of future actions* ; *for* Chiromancy, as the word imports, *Scientia est cognoscendi inclinationes virtutum and passionum natur alium, cujuslibet hominis fortunam, persigna sensibilia* [illegible] ; is the science of knowing the inclinations of the natural powers and passions, as also the fortune of any man, by the sensible rational signs of the hand, which principally are four, having divers appellations in authors, by reason of the diversity of their significations : which names shew the several properties of the same lines, and may amuse those who are not yet well read in this science.

The Situation of these Lines.

1. The Line of the Heart, or of Life encloses the thumb, and separates it from the plain of Mars. আয়ুরেখা (হিন্দুশাস্ত্রমতে পিতৃরেখা।)

2. The Middle Natural Line begins at the rising of the fore-finger, near that of Life, and ends at the mount of the Moon. (হিন্দুশাস্ত্রমতে মাতৃরেখা)

3. The Line of the Liver begins at the bottom of that of Life, and reaches to the Table Line, making a triangular figure (উর্দ্ধরেখা।)

4. The Table Line, or Line of Fortune begins under the mount of Mercury, and ends near the Index, and the Middle finger. যোগরেখা (হিন্দুশাস্ত্রমতে আয়ুরেখা।)

5. Venus Girdle begins near the joint of the Little Finger, and ends between the Fore-Finger, and Middle-Finger.

6. The Percussion is between Venus and Luna. Also called the Ferient, *aferiendo*, from smiting.

7. The Wrist contains those lines that separate the hand from the arm, called *Rascetta*.

The true and perfect description of the hand, which must be known for to attain to any thing in Chiromancy, with the description of the two last figures of the first chapter.

The hands are the principal parts of the body : The anatomists divide them into three principal parts, that is to say, the wrist, the body of the hand, and the fingers ; the best description of them is in the Theology of *Hippocrates* ; but by chiromancers these three parts are called the palm, a word which *Apuleyus* useth in his Golden Asse, calling that part *Dea Palmaris*, which we in Chiromancy call the Plain of *Mars.* The second is called, the hollow of the hand, which is from the extremity of the *other side* of the thumb towards the little finger, which we call the mount of the hand, or of the Moon. The third are the five fingers, which are to be noted by their names, which according to the physicians are such, *Pollex* (অঙ্গুষ্ঠ) *Index* (তর্জ্জনী), *Medius* (মধ্যমা) *Annularis* (অনামিকা) *Auricularis* (কনিষ্ঠা), which I have represented before in three figures, and not with any more, because I would be guilty of no confusion, as *Indagine, Cocles, Corvus,* and many others. You are then to note, that the thumb, as being the first, greatest and strongest, is so called, and dedicated to *Venus.* The next is called *Index*, the indicative or demonstrative finger, because with it we point at any thing ; the old philosophers have called it so, and among others *Socrates,* who for that reason is painted, pointing with that finger at a woman, that represented nature : and this finger is attributed to *Jupiter.* The third is called the middle finger, because in the middle, some call it Physician, because that with it are touched the privy parts, when somewhat is amiss. The *Latines* called it *Verpus* from the word *verro*, which signifies to rub, because as *Juvenal* says, the *Jews* scratched their privy parts therewith when they had the *dysentery.* And *Orus Apella* in his Hieroglyphic. represents an infamous person by that finger. But in old time this finger with the thumb and *fore-finger* represented the Trinity, or the hand of Justice of our Kings, it may be yet seen in some ancient edifices, and particularly at *Plaisy* in *Galie,* whereof the President *Fauchat,* in the senventh Book of his History of the declination of the House of *Charlemaigne* treats at large. This finger is *Saturn's.* As for the Ring-finger, which is so called, because commonly a ring is worn on it, especially on the left hand , the physicians and anatomists give the reason of it, because in the finger there is a sinew very tender and small, that reaches to the heart ; where-fore it ought to wear a ring as a crown for its dignity. But besides observe, that in the ceremonies of mrriage, they first put the matrimonial ring on the thumb whence they take it, and put it on every one till they come to this, where it is left. Whence some who stood (as *Durand* in his Rational of Divine (Offices) to discourse on these ceremonies, say it is done because that finger answers to the heart, which is the seat of love and the affections. Others say, because it is dedicated to the Sun, and that most rings are of gold, a metal which is also dedicated to it ; so that by this

ing disposition. First phalange of the thumb very long is an excessive self-will and contempt of others. The philosophic knot, scepticism."

Pointed fingers, especially the index, take a false view of things. The mount of Jupiter greatly developed, is excessive pride. A branch leaving the line of life ascending in a right line, and surmounted by a star on the mount, is pride going to folly. With an unreasonable pride, the line of the head is necessarily short, and the mount of the Sun is covered with barred lines, which indicate celebrity, and impotence. The complexion of such a person will be fresh, well-coloured, blustering-voice, baldness at the top of his head, his head thrown back in walking."

LUXURY.

"Love is the soul of life ; luxury is the tomb of love—it is the death of the soul, Hands short, fat, smooth, soft, with dimples fingers broad at the base, indicate a taste for pleasure. First phalange of the thumb short, softne carelessness. Second phalange well developed, want of logic. Pointed fingers, ready to seize everything that offers pleasure. Soft palm. indolence. Mount of Venus well developed, strong passions. Ring of Venus, unlimited luxury. Ring of Venus either broken, or double or triple, great dissipation. Mount of the Moon well developed, imagination aiding and heightening every ruling desire. Line of the heart broad and pale. cold debauchery. Line of the heart tortuous, like a serpent, and of a red or livid colour, luxury. Cross on the third phalange of the index, luxury."

ANGER.

Has the following signs:—First joint of the thumb very short, and having the form of a ball ; smooth and spatuled fingers, hands very hard, nails short and hard, Line of life large, hollow, and red—this signifies wrath and brutality. Plain of Mars rayed, and a cross in the middle—quarrelling. Mount of Mars flat and rayed—furious passion. All the hand covered with rays—extreme irritability.

INDOLENCE.

Hands fat and very soft. First joint of the thumb very short ; pointed fingers—this signifies a dreamy, romantic life. smooth fingers. Line of life short. Mount of Jupiter absent. Mount of Venus calm, without rays. well developed. Mount of Mars strong, means resignation. Mount of Mercury flat and without wrinkles—no taste for science. Mount of Sun flat—no ideas of art, but love of riches. Line of life pale, slender. A narrow hand.

AVARICE.

The thumb, across, and inclined towards the fingers ; fingers square, pointed to excess ; hands very hard, fingers long, very lean, skin over the back of the hand hard, dry, and wrinkled. Fing close together, and through which there is no transparency. A head very straight, and going as far as the percussion of the han of the Moon, which is an absence of imagination. Mount of V weak. Mount of Mercury well developed—cunning and theft the mount of Mercury, a large line going directly from the lin to the little finger. Line of the heart short, and without branch

ENVY.

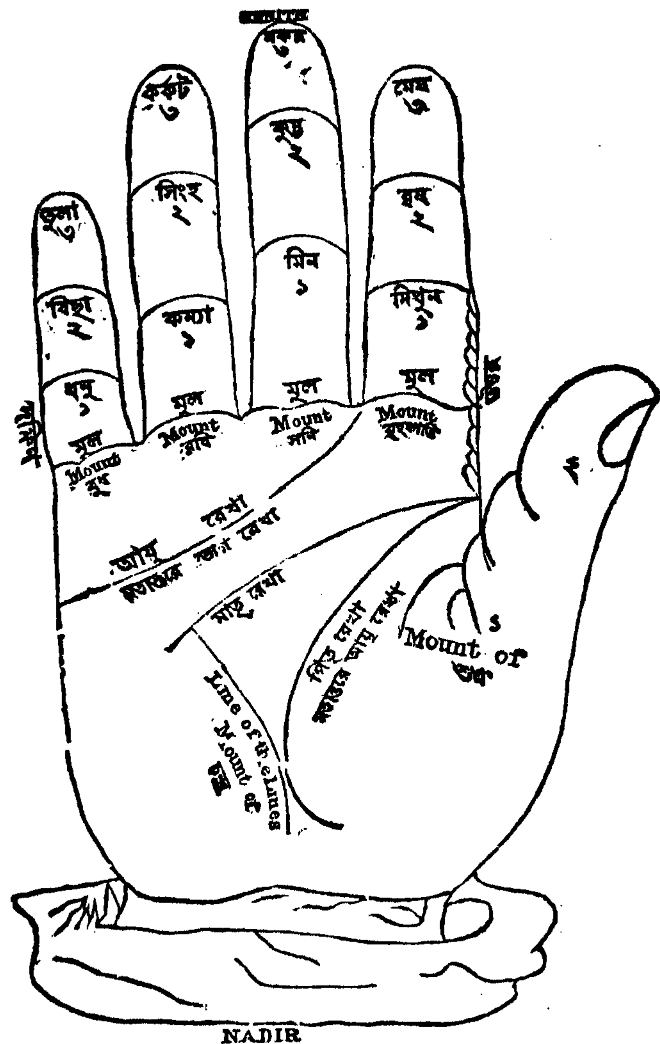
Hands long, dry, and bony. First joint of thumb long, short—Nails very short—denote discontent and a quarrelsome of the heart slender. very short—egotism. Mount of Jupiter and rayed across. Mount of Sun, with lines barred across. Moon developed and rayed. Philosophic knot developed to soft and spatuled. Line of the head and the line of life sep space between them full of crossed lines. Mount of Mercury

GLUTTONY.

Gluttony enters into the hand of pleasure. Fat, puffy tha thick, short ; fingers very strong, very thick at the third palm longer than the fingers—this is sensuality and materialis very short is carelessness, abandonment to the apetites. Mo well developed. Mount of the Moon developed. Mount of V but smooth, calm, in love. Hand soft or elastic. Line of th brutal gluttony. Line of the head fine and long—refined glut heart short and without branches—egotism. Colour of the lines in youth."

গ্রহরাশিকর্ত্তৃক হস্তপাঞ্জাবিভাগ।

হস্তপাঞ্জার মধ্যে অর্থাৎ কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ গ্রহ এবং কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ রাশি বিরাজিত এবং অধিপতি তাহা পাঠকবর্গের সহজে বোধার্থে আমার প্রকাশিত Estracts from works on Palmistry, Physiognomy and metoposcopy গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।



য সকল অঙ্গুলীর ও করতলের রেখাদির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, অধুনা
কর অধিপতি গ্রহের নাম নিম্নে লিখিত হইতেছে।
র মূলে উচ্চস্থানের অধিপতি শুক্র, তর্জ্জনীর মূলে বৃহস্পতি, মধ্যমার
অনামিকার মূলে রবি ও কনিষ্ঠার মূলে উচ্চস্থানের অধিপতি বুধগ্রহ

তরেখার মধ্যে যে স্থান আছে, তাহার অধিপতি মঙ্গল, অঙ্কিত
রেখার নিকট যে স্থানে চন্দ্র অঙ্কিত আছে, ঐ স্থানের অধিপতি
অঙ্গুষ্ঠের মধ্যস্থলের অধিপতি শুক্র।
ন ঐ ঐ গ্রহের চিহ্নাদি দৃষ্টে যে যে গ্রহের যে যে ফল হইবে,
খিত হইতেছে।
াহ ও প্রণয়াদি ; বৃহস্পতি দ্বারা মানসম্ভ্রমাদি ; শনি দ্বারা
। বিদ্যা, বুদ্ধি, চুরি ইত্যাদি ; চন্দ্রের দ্বারা দুঃখ, আত্ম-
দ্বারা বল, পরাক্রম, অগ্নিদাহ, অস্ত্রাঘাত প্রভৃতি নানা
যায়।

sympathy it rejoices the heart: this finger hath for the Sun. The last and least of all is called the Ear-finger, because commonly we make use of it to make clean our ears, as if it were some instrument, we read that *Dionisius* or *Denis* the *Sicilian* Tyrant, would never make use of any other instrument to cleans his ears, fearing they should give him some poisoned instrument, as being a prince very fearful and distrustful, whose life was miserable in his tyranny, because of the fear imprinted on his soul. This finger is attributed to *Mercury*.

Now all these fingers have certain risings at there roots or bases, which are called Mounts, attributed to the planets, to which is added that apparent flesh, which is and belongs to the percussion of the hand; the four principal fingers have twelve joints or ligaments, to which are attributed the 12 Signs of the *Zodiac* (as it may be seen in the precedent figure) and to each finger one of the seasons of the year: as to the Index, which is Jupiter, we give it the spring, and to each joint one of the signs of that season, to the highest *Aries* to the middle *Taurus*, to that of the root *Gemini* The Little Finger, which is *Mercury's* that the *autumn*, and conforms to that of *Jupiter*, because they represent the two seasons, which are equally mild and temperate, whereof the two first signs are equinoctial (that is to say make the nights and days of a length). The signs of the season of autumn, which are attributed to this finger, and placed as the others are, Libra, Scorpius and Sagitary, The Middle Finger, which belongs to Saturn represents winter, a *rigorous season*; hath Capricorn, Aquarius and Pisces, The Ring Finger, which is the Sun's, hath for signs Cancer, Leo and Virgo. And these two seasons have in their first months the two solstices, that is, when the Sun either descends nor ascends, but stands, still in the extremities of the Zodiac, in the zenith, as to its elevation, and in nidir for its declination. These to angles being represented in the hand, we must imagine the zenith at the end of the Middle Finger, and the nadir near the wrist, where ends the Line of Life, so it represents an oval figure.

We may represent it according to the third following figure imagining the Zodiac from the fore-finger about the Thumb and mount of Venus, which shall be comprised in the oval of the Zodiac; and we will also imagine our signs placed; Aries on the rising above the wrist; Taurus on the mount of Venus; Gemini on the branches of the Line of Life (which denote our life.) On the first joint of the Fore-Finger Cancer, on the second Leo, on the third Virgo, leaving the thumb apart, as being an imperfect finger, because it hath but two joints, which is the first number according to the arithmeticians, called flat, and hath not so many perfections as the Ternary or three which is the second number. This half circle we call arctic. As for the other half circle meridional, which we call antarctic we begin it at the top of the Ring-finger, and place the first sign, which is Libra on the first joint of the finger; on the second Scorpius, on the third Sagittarius; at the extremity of the Table-Line, Capricorn; in the middle of the mount of the Moon Aquarius; and near the wrist on the other side Pisces; so that the seven planets will be enclosed within the Zodiac.

It is to be noted that every mount (as I shall shew more at large in the rules of the science) signifies and denotes something worthy of special consideration; as that of Venus love, that of Jupiter honors, that of Saturn misfortunes, that of Sun riches, that of Mercury sciences, that of Mars military achievements, and that of Moon afflictions and diseases of mind. I shall pass no further in the notion and significations of these mounts. reserving it to another chapter: but ere I conclude, I will say a word of the lines and observation of the hand as much as shall be necessary in this place.

In the enclosure of the hand there are six lines or cuts (as hath been shewed already) whereon depend the three principal parts of man, that is to say, the head, the heart and the kidneys, on which depend the three worlds; that is to say, the intellectual, celestial and elementary. They are thus placed.

The Intellectual	To the head	To God.
The Celestial	To the heart	To Heaven.
The Elementary	To the kidneys	To the Elements.

So the Lines of the hand.

The Table Line The Middle Nat. Line	To the head	To God.
The Line of Life Line of the Stomach	To the heart	To Heaven.
The Percussion The Wrist	To the kidneys	To the Elements.

To understand these Lines, you must know first, that the Table Line takes its force from the whole head, and that it begins at the percussion of the hand (where is the mount of Mercury, situate under the Little finger) and reaches with two or three branches, and commonly without, under the Fore-finger where it ends; and sometimes it is joined with the Middle Natural Line, both of them answering to the head, and with that of life make an angle, which ends between the Mounts of Venus, and Jupiter.

The second line of the Head, called the Middle Natural Line, is that whith begins at the root of the Line of Life, and passes through the middle of the palm, between the mount of Mars and the Moon, and advances that of Venus; and line commonly to the Table, as hath been said before.

The third, which is the Line of life, called also the Line of the heart, begins at the mount of the Forefinger, and ends near the Wrist, separating the mount of Venus from the triangle or palm.

The fourth, called that of the Liver or stomach, begins under the mount of the Moon, and makes the triangle of Mars, thwarting the Middle Natural, or strait line, joining with that of life, above the mount of Venus.

The fifth is the Wrist, which are those spaces which appear in the joint of the hand, where there are two lines at least, and four at most, and divers cuts advancing towards the mount of Venus.

As for the sixth, it is the sister of the line of life, which ever follows it, whereto we add the percussion, which is the outer part, which moves when we strike any thing. These are the most remarkable parts of this science, which are to be much observed in matter of divination, as being the principles of Chiromancy. And the better to comprehend the situation of the lines, see the first figure going before, and the next three following, which I have placed hereafter, as an abridgement for to know whereto each line is referred, and to which of the planets.

অথ অশ্ব লক্ষণ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

অথ বর্ণঃ।—যদাহ নকুলঃ। সপ্তবর্ণা ভবন্তীহ সর্ব্বেষাং বাজিনাং ধ্রুবং। তানহং কীর্ত্তিয়িষ্যামি ভেদৈর্জ্ঞাতাননেকধা। সিতো রক্তস্তথা পীতঃ সারঙ্গঃ পিঙ্গ এব চ। নীলঃ কৃষ্ণোঽশ্ব সর্ব্বেষাং শ্বেতঃ শ্রেষ্ঠতমো মতঃ। শ্বেতঃ কুন্দেন্দুসঙ্কাশো রক্তঃ কৌসুম্ভসন্নিভঃ। হরিদ্রাসদৃশঃ পীতঃ সারঙ্গঃ কর্ব্বুরঃ স্মৃতঃ। পিশঙ্গঃ কপিলাকারো নীলো দূর্ব্বাদলপ্রভঃ। কৃষ্ণো জম্বূফলাকারঃ শাস্ত্রজ্ঞৈঃ সমুদাহৃতঃ॥ ইতি বর্ণাঃ॥

অনন্তর অশ্বের বর্ণবিভাগ কথিত হইতেছে। নকুল বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার অশ্বের সপ্তপ্রকার বর্ণ নির্দ্দিষ্ট আছে, আমি সেই সকল বর্ণবিভাগ কীর্ত্তন করিব। শ্বেত, রক্ত, পীত, সারঙ্গ, পিশঙ্গ, নীল ও কৃষ্ণ, অশ্বের এই সপ্তবিধ বর্ণ থাকে। সর্ব্বপ্রকার অশ্বের মধ্যে শ্বেতবর্ণ অশ্বই শ্রেষ্ঠ। যে সকল অশ্ব কুন্দপুষ্প বা চন্দ্র-সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, তাহাদিগকেই শ্বেতবর্ণ অশ্ব বলা যায়। যাহারা কুসুম্ভপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট তাহারাই রক্তবর্ণ বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ঘোটক হরিদ্রার ন্যায় বর্ণশালী তাহাকে পীতবর্ণ বলিয়া জানিবে। কর্ব্বুর অর্থাৎ বিবিধবর্ণ ঘোটকই সারঙ্গবর্ণ। যে অশ্ব কপিল বর্ণ তাহাকে পিশঙ্গ বলিয়া থাকে, দূর্ব্বাদলের ন্যায় যে ঘোটকের বর্ণ, তাহাকে নীলবর্ণ বলা যায় এবং জম্বূফলের ন্যায় যাহার বর্ণ সেই ঘোটককে কৃষ্ণবর্ণ বলা যায়। শাস্ত্রকারেরা এইরূপে ঘোটকের বর্ণ নিরূপণ করিয়াছেন॥

অথ বয়োবিভাগঃ। যত্নেন্দু বাজিনং বয়সেন জ্ঞেয়ো বয়ঃক্রমঃ। জম্বূষা। কালিকা হরিণী

শুক্লা কাচা মক্ষিকয়া সহ। শঙ্খো মুষলকশ্চৈব দন্তানাং চলতা তথা। ইত্যষ্টৌ বাজিনাঞ্চাহুর্বয়ো-লক্ষণং স্ফুটং। চতুর্ভির্বৎসরৈর্দন্তাশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। পঞ্চভিশ্চ ষড়িত্যেবং জায়ন্তে খলু কালিকাঃ। ষষ্ঠে সম্বৎসরে প্রাপ্তে কালিকানাং ভবেত্তু হি। তথান্যা সপ্তমে বর্ষে চতুর্থী কালিকা ভবেৎ। অষ্টমে বৎসরে প্রাপ্তে জায়ন্তে সর্ব্বকালিকাঃ। নবমে খলু তাঃ সর্ব্বা আপীতাঃ সম্ভবন্তি চ। কেচিদেকাদশে বর্ষে তাবৎ পীতত্বমাগতাঃ। ততঃ শ্বেতাঃ প্রজায়ন্তে চতুর্দ্দশসমাবধি। ততঃ কাচপ্রভাঃ সম্যক্ যাবৎ সম্বৎসরাস্ত্রয়ঃ। ততঃ সপ্তদশাদূর্দ্ধং যাবদ্বর্ষাণি বিংশতিঃ। মক্ষিকাভাঃ রদস্তেষাং যাবদ্বর্ষত্রয়ং পুনঃ। শঙ্খাভাসাঃ সর্ব্বদন্তা ভবন্তি বাজিনাঃ ততঃ। ত্রয়োবিংশাৎ পরে বর্ষে দশনা মুষলা মতাঃ। ষড়্‌বিংশাৎ পরতো দন্তাঃ স্থানাচ্চলনমাপ্নুয়ুঃ। যাবদ্বর্ষত্রয়ং পশ্চাৎ্রিপতন্তি সমাত্রয়ে। দ্বাত্রিংশদ্বৎসরে বাজী নূনং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ।

ইতি বয়ঃস্থানং।

এইক্ষণ ঘোটকের বয়সের নিরূপণ কথিত হইতেছে। দন্তের লক্ষণানুসারে অশ্বের বয়সের নির্ণয় করিতে হয়। কালিকা, হরিণী, শুক্লা, কাচপ্রভ, মক্ষিকা-সদৃশ, শঙ্খাভ, মুষল ও দন্তের চলতা এই অষ্টপ্রকার দন্তলক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। অতঃপর এই সকলের লক্ষণ শ্রবণ কর। অশ্বের চারি বৎসর বয়স হইলে তাহার চারি দন্তে এবং পঞ্চমবর্ষ বয়সে ছয় দন্তে কালিমা হইয়া থাকে। অশ্বের ষষ্ঠবর্ষ বয়স উপস্থিত হইলে অন্য দন্তে কালিমা হয়। সপ্তম বর্ষে তৎপরবর্ত্তী অন্য দন্তে এবং অষ্টমবর্ষ উপস্থিত হইলে সকল দন্তেই কালিমা হইয়া থাকে। অশ্ব নবমবর্ষ বয়স্ক হইলে তাহার সকল দন্তই আপীত হয় এবং একাদশ বর্ষে অশ্বের তাবৎ দন্তই পীতবর্ণ হইয়া থাকে। একাদশবর্ষের পর চতুর্দ্দশ বৎসরপর্য্যন্ত অশ্বগণের দন্তসকল শ্বেতবর্ণ থাকে। চতুর্দ্দশ বৎসরের পর তিন বৎসরপর্য্যন্ত অশ্বের দন্ত কাচপ্রভ হয়। তৎপর সপ্তদশ বৎসর অতীত হইলে বিংশতি বর্ষপর্য্য অশ্বের দন্ত সকল মক্ষিকাসদৃশ হইয়া থাকে। অনন্তর বিংশতি বৎসরের পর ত্রয়োবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত অশ্বগণের দন্তসকল শঙ্খের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ত্রয়োবিংশতি বৎসরের পর অশ্বগণের দন্ত মুষলোপম হয় এবং ষড়্‌বিংশতি বর্ষের পর ঘোটকগণের দন্তসকল স্ব স্ব স্থান হইতে প্রচলিত হইয়া থাকে। ষড়্‌বিংশতি বৎসরের পর তিন বৎসর পর্য্যন্ত অশ্বের দন্ত চলিতে থাকে এবং তিন বৎসরের পর ঐ সকল দন্ত পতিত হয়। এইরূপে অশ্বগণের দ্বাত্রিংশৎবর্ষ অতীত হইলেই তাহরা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥

অথ শুভলক্ষণানি। দীর্ঘাঃ শুক্লা বিশালাস্যা যে ভবন্তি তুরঙ্গমাঃ। তে শস্তাঃ পার্থিবেন্দ্রস্য যানবাহনকর্ম্মণি। আস্যং ভুজৌ চাপি কৃকাটিকা চ দীর্ঘং চতুষ্কং তুরগস্য শস্তং। তথোন্নতে ঘ্রাণপুটে ললাটে কক্ষশ্চ বাজিপ্রবরস্য বোধঃ। শ্রোত্রে চ মণিবন্ধশ্চ পুচ্ছং কোষ্ঠং লঘূত্তমং। পীতাঙ্গঃ শ্বেতপাদো যো যশ্চ স্যাৎ সিতলোচনঃ। চক্রবাকঃ স বিজ্ঞেয়ো রাজার্হঃ প্রিয়সত্তমঃ। মুখে চন্দ্রকসম্ভীতঃ পক্বজম্বুফলাকৃতিঃ। শ্বেতপাদঃ স বিজ্ঞেয়ো মল্লিকাখ্যঃ সুপূজিতঃ। সর্ব্বশ্বেতো হয়ো যস্তু শ্যামৈকশ্রবণো ভবেৎ। স বাজী বাজিমেধার্হঃ শ্যামকর্ণঃ সুদুর্লভঃ। যস্য পাদাঃ সিতাঃ সর্ব্বে পুচ্ছো মুষ্কো মুখং তথা। মূর্দ্ধজাস্তু সিতা যস্য তং বিদ্যাদষ্টমঙ্গলং। যস্য পাদাঃ সিতাঃ সর্ব্বে চন্দ্রকশ্চ ললাটকে। কল্যাণপঞ্চকঃ প্রোক্তো ভর্ত্তুঃ কল্যাণকারকঃ। বিমিশ্রবর্ণকাঃ সর্ব্বে প্রশস্তা বাজিনো মতাঃ। বয়সোৎকৃষ্টতরা বর্ণা বৃদ্ধিং যান্তি শনৈঃ শনৈঃ। নাশয়ন্তি তথা নীচান্ করোতি স বহূন্ হয়ান্।

অনন্তর অশ্বগণের শুভলক্ষণ কথিত হইতেছে। যে সকল অশ্ব দীর্ঘাকার, কৃশাঙ্গ, বিশালবদন, তাহারাই রাজবর্গের বাহনকার্য্যে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। মুখ, ভুজদ্বয় ও গলদেশ অশ্বগণের উক্ত স্থানচতুষ্টয় দীর্ঘ হইলে সেই সকল অশ্বকে শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে। যে অশ্বের নাসিকা ও ললাট উন্নত এবং যাহার কক্ষ-স্রাব হয়, তাহাকে ঘোটকের প্রধান বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করেন। যে ঘোট-কের কর্ণদ্বয়, মণিবন্ধ ও পুচ্ছ লঘু, সেই ঘোটকই উত্তম। যাহার অঙ্গ পীতবর্ণ, পাদসকল এবং চক্ষু শ্বেতবর্ণ, সেই ঘোটককে চক্রবাক নামে জানা যায়। এই ঘোটকই রাজার প্রিয় ও যোগ্য হয়। যে অশ্বের বর্ণ পক্ব জম্বুফলের ন্যায় এবং মুখে চন্দ্রক আছে ও পাদসকল শ্বেতবর্ণ, তাহাকে মল্লিকনামা ঘোটক বলিয়া জানিবে। এই ঘোটক অতি প্রশস্ত। যে অশ্বের সর্ব্বাঙ্গ শুভ্র এবং একটি কর্ণ কৃষ্ণবর্ণ তাহাকে শ্যামকর্ণনামে কীর্ত্তন করিয়া থাকে, এই ঘোটক অশ্বমেধ যজ্ঞের উপযুক্ত এবং ইহা অতি দুর্লভ। যে ঘোটকের পাদসকল শুভ্র এবং পুচ্ছ, অণ্ডকোষ, মুখ ও কেশগুলিও শুভ্রবর্ণ, তাহার নাম অষ্টমঙ্গল। যে অশ্বের পাদ-সকল শুভ্রবর্ণ এবং কপালে চন্দ্রক আছে, সেই অশ্ব কল্যাণপঞ্চক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ঘোটক আপন প্রভুর মঙ্গলসাধন করে। বিমিশ্রবর্ণ ঘোটক-সকল সর্ব্বদাই প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। যে সকল অশ্বের বর্ণ অতি উৎকৃষ্ট, তাহরা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং নীচ অশ্বগণকে নাশ করিয়া অশ্বের বাহুল্য-সম্পাদন করিতে পারে॥ ক্রমশঃ—

তন্ত্রশাস্ত্র।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

এই অরুণোদয়ের প্রথম খণ্ডের ২৬ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে যে, মন্ত্র চারি প্রকার, সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ এবং অরি। ইহার মধ্যে সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণকরিলে মন্ত্র স্বয়ং সিদ্ধ হয়, সাধ্যমন্ত্রগ্রহণে জপহোমাদিদ্বারা সিদ্ধ হয় ও সুসিদ্ধমন্ত্রগ্রহণে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু অরিমন্ত্রগ্রহণে সমূলে বংশ নাশ হয়। অতএব দীক্ষার পূর্ব্বে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রোদ্ধার করিয়া সেই মন্ত্র গ্রহণকরা কর্ত্তব্য। মন্ত্রোদ্ধারের জন্য তন্ত্রে ছয় প্রকার চক্রবিচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাদের নাম—১ কুলাকুল চক্র। ২ রাশিচক্র। ৩ নক্ষত্র চক্র। ৪ অকথহ চক্র। ৫ অকডম চক্র। এবং ৬ ঋণীধনা চক্র।

অথ কুলাকুলচক্র।

বায়ু।	অগ্নি।	পৃথিবী।	জল।	আকাশ।
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ ৡ
এ	ঐ	ও	ঔ	অং
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	ক্ষ	ল	স	হ

উত্তর দক্ষিণে ৬টি রেখা অঙ্কিত করিলে পাঁচটি কোঠা হইবে। ঐ কোঠায় প্রথম ঘরে বায়ু, দ্বিতীয় ঘরে অগ্নি, তৃতীয় ঘরে পৃথিবী, চতুর্থ ঘরে জল, পঞ্চম ঘরে আকাশ লিখিবে। পরে প্রথম কোঠার বায়ুর নিম্নে অ আ এ ক চ ট ত প য ষ এই সকল বর্ণ বিন্যাস করিবে। এইরূপ দ্বিতীয় ঘরে অগ্নির নিম্নে ই ঈ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ক্ষ, তৃতীয় ঘরে পৃথ্বীর নীচে উ ঊ ও গ জ ড দ ব ল ল, চতুর্থ ঘরে

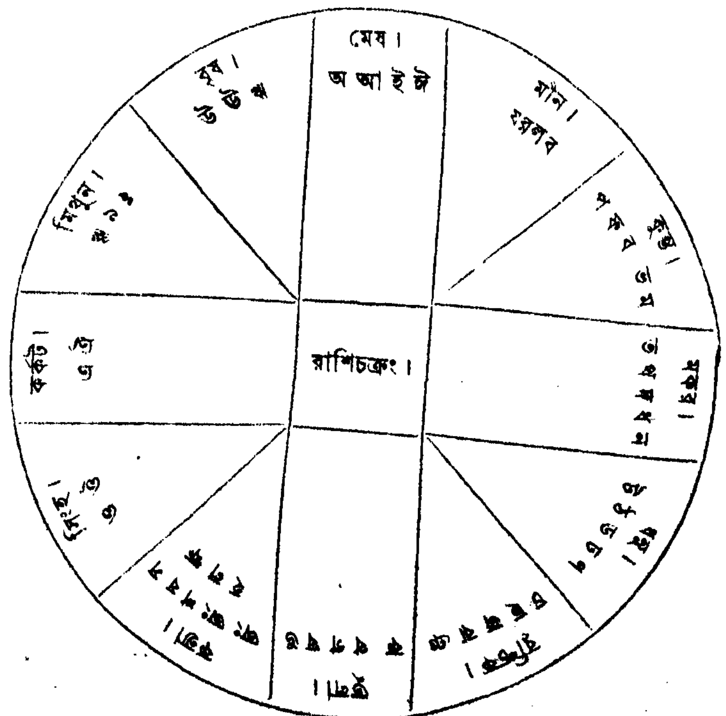
জলের নীচে ঋ ৯ ঔ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব স, পঞ্চম ঘরে আকাশের নিম্নে ৯ ৯ অং ঙ ঞ ণ ন ম শ হ এই সকল বর্ণ লিখিয়া নাম ও মন্ত্রের আদি অক্ষর দ্বারা শত্রু মিত্র বিবেচনা করিবে।

উপরি উক্ত জল পৃথ্বীর এবং বায়ু অগ্নির মিত্র হয়, আর বায়ু পৃথ্বীর এবং অগ্নি জলের ও পৃথিবীর শত্রু। আকাশ সকলেরই মিত্র, ইহার শত্রু নাই, অতএব যাহাদিগের নামের আদ্যক্ষর উপরিউক্ত চক্রে জলের নিম্নে লিখিত অক্ষর গুলির মধ্যে কোন অক্ষর হইবে, সেই ব্যক্তি পৃথ্বী কোষ্ঠার নিম্নে যে সকল বর্ণ আছে, তাহাদিগের মধ্যে কোন এক বর্ণ যে মন্ত্রের আদিতে আছে, সেই মন্ত্র গ্রহণকরিলে শুভ হইবে। এইরূপ প্রথম কোষ্ঠার বায়ুর নিম্নে যে সকল বর্ণ অঙ্কিত আছে, তাহাদিগের মধ্যে কোন বর্ণ নামের আদি বর্ণ হইলে এবং মন্ত্রের আদ্যাক্ষর অগ্নি কোষ্ঠার অন্তর্গত কোন বর্ণ হইলে পরস্পরের মিত্রতা জানিয়া সেই মন্ত্র গ্রহণকরিবে। আর যাহাদিগের নামের আদিবর্ণ প্রথম বায়ু কোষ্ঠার অন্তর্গত কোন অক্ষর হইলে এবং মন্ত্রের আদিবর্ণ পৃথিবী কোষ্ঠার মধ্যে যে সকল বর্ণ আছে, তাহাদিগের কোন বর্ণ হইলে উহাদিগের পরস্পর শত্রুতা জানিয়া তাহারা সেই মন্ত্র গ্রহণকরিবে না। এইরূপ যাহাদিগের নামের আদিম বর্ণ অগ্নি কোষ্ঠায় লিখিত কোন বর্ণ হইবে, তাহারা জল ও পৃথ্বী কোষ্ঠার অন্তর্গত কোন অক্ষর যে মন্ত্রের আদিতে আছে, সেই মন্ত্রের শত্রুতা জানিয়া তাহা গ্রহণ করিবে না, কিন্তু যাহাদিগের নামের আদিম বর্ণ পঞ্চম আকাশ কোষ্ঠার অন্তর্গত বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণ হইবে, তাহারা বক্রী চারি কোষ্ঠার মধ্যে যে কোষ্ঠার অক্ষরই মন্ত্রের আদি বর্ণ হউক না কেন, তথাপি সকল মন্ত্র গ্রহণকরিতে পারিবে। আর মন্ত্রগৃহীতার নামের আদি অক্ষর ও মন্ত্রের আদি অক্ষর এই উভয় যদি উক্ত পঞ্চ কোষ্ঠার মধ্যে কোন এক কোষ্ঠার অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে উক্ত মন্ত্রকে স্বকুল জানিয়া এই মন্ত্র গ্রহণকরিতে পারে। এই বিষয়ে তন্ত্রসারে যেরূপ লিখিত আছে, তাহার বচন অনুবাদ সহিত নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

কুলাকুলস্ত ভেদং হি বক্ষ্যামি মন্ত্রিণামিহ। তথা নিবন্ধে। বায়গ্নিভূজলাকাশাঃ পঞ্চাশল্লিপয়ঃ ক্রমাৎ। পঞ্চ হ্রস্বাঃ পঞ্চ দীর্ঘা বিন্দ্বন্তাঃ সন্ধিসম্ভবাঃ। কাদয়ঃ পঞ্চশঃ ষক্ষলসহান্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। অ আ এ ক চ ট ত প য ষা মারুতাঃ। ই ঈ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ক্ষা আগ্নেয়াঃ। উ ঊ ও গ জ ড দ ব ল লাঃ পার্থিবাঃ। ঋ ৯ ঔ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব সা বারুণাঃ। ৯ ৯ অং ঙ ঞ ণ ন ম শ হা নাভসাঃ। সাধকস্যাক্ষরং পূর্ব্বং মন্ত্রস্যাপি তদক্ষরং। যদ্যেকভূতদৈবত্যং জানীয়াৎ স্বকুলং হি তং। ভৌমস্য বারুণং মিত্রং আগ্নেয়স্যাপি মারুতং। মারুতং পার্থিবানাঞ্চ আগ্নেয়কাভসাং রিপুঃ। পার্থিবানাঞ্চেতি চকারাৎ আগ্নেয়ং পার্থিবানাং রিপুঃ। নাভসং সর্ব্বমিত্রং স্যাদ্বিরুদ্ধং নৈব শীলয়েৎ। তথাচ রুদ্রযামলে। পার্থিবে বারুণং মৈত্রং তৈজসং শত্রুরীরিতং। ঐন্দ্রবারুণয়োঃ শত্রুর্মারুতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ইতি রাঘবভট্টধৃতবচনাৎ জলমারুতয়োঃ শত্রুতা। ইতি কুলাকুলচক্রবিচার॥

কুলাকুলচক্র বিন্যাসের ক্রম কথিত হইতেছে—বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও আকাশ এই পঞ্চভূতময় পঞ্চাশদ্বর্ণ ক্রমত রাখিয়া কুলাকুল নির্ণয় করিবে। পাঁচটী হ্রস্ব, পাঁচটী দীর্ঘ, বিন্দু (অনুস্বার) সন্ধ্যক্ষর অর্থাৎ এ, ঐ, ও, ঔ, এই সকল স্বরবর্ণ ও ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ লইয়া বিচার করিবে। অ আ এ ক চ ট ত প য ষ এই সকল বর্ণ মারুত। ই ঈ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ক্ষ এই সকল বর্ণ আগ্নেয়। উ ঊ ও গ জ ড দ ব ল ল এই সকল বর্ণ পার্থিব। ঋ ৯ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব স এই সকল বর্ণ বারুণ। ৯ ৯ অং ঙ ঞ ণ ন ম শ হ এই সকল বর্ণ আকাশ। এইরূপে বর্ণ বিন্যাস করিয়া কুলাকুল বিচার করিবে। সাধক অর্থাৎ মন্ত্রগৃহীতার নামের আদ্য অক্ষর ও যে মন্ত্র গ্রহণকরিবে সেই মন্ত্রের আদি অক্ষর এই দুই অক্ষর যদি একভূত বা এক দৈবত্য হয়, তবে সেই মন্ত্রকে স্বকুল জানিবে, অন্যথা অকুল হইবে। স্বকুল মন্ত্র গ্রহণকরাই শাস্ত্রসিদ্ধ, অকুল মন্ত্র গ্রহণকরিবে না। এই কুলাকুল বিচারের বোধসৌকার্য্যার্থ একটী চক্র উপরে অঙ্কিত করা হইয়াছে, এই চক্র দৃষ্টি করিলেই এই বিষয় অনায়াসে বোধগম্য হইবে। এই চক্র পঞ্চ কোষ্ঠায় বিভক্ত, ঐ সকল কোষ্ঠার উপরিভাগে বায়ু, অগ্নি, ভূ, জল ও আকাশ এই পাঁচটী নাম লিখিত আছে, ইহাদের নিম্নে এক এক কোষ্ঠাতে যে যে বর্ণ আছে তাহারা একভূত বা একদৈবত। নামাদ্যক্ষর ও মন্ত্রাদ্যক্ষর এক কোষ্ঠাস্থিত হইলে মন্ত্রগ্রহণে শুভ জানিবে। আর যদি সাধকের নামাদি বর্ণ ও মন্ত্রাদিবর্ণ একভূত বা একদৈবত না হয়, তবে উক্ত বর্ণদ্বয়ের পরস্পর মিত্রতা থাকিলেও মন্ত্র গ্রহণকরিতে পারে। নামাদি বর্ণের সহিত মন্ত্রাদি বর্ণের শত্রুতা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণকরিবে না। এইক্ষণ যে যে বর্ণের সহিত যে যে বর্ণের মিত্রতা ও শত্রুতা আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন। বারুণ বর্ণ ভৌম বর্ণের এবং মারুত বর্ণ আগ্নেয় বর্ণের মিত্র। মারুত বর্ণ পার্থিব বর্ণের এবং আগ্নেয় বর্ণ বারুণ বর্ণের ও পার্থিব বর্ণের রিপু জানিবে। আকাশ বর্ণ সর্ব্ববর্ণের মিত্র। এইরূপে বর্ণ সকলের শত্রুমিত্রতা নিরূপণকরিয়া মিত্র মন্ত্র গ্রহণ করিবে, শত্রু মন্ত্র গ্রহণকরিবে না। রুদ্রযামলে লিখিত আছে যে, পার্থিব বর্ণের মিত্র বারুণ বর্ণ এবং শত্রু আগ্নেয় বর্ণ। মারুত বর্ণ আকাশ বর্ণ ও বারুণ বর্ণের শত্রু। রাঘবভট্টধৃত বচনে জানা যায় যে, জলবর্ণের সহিত মারুত বর্ণের শত্রুতা। এই বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে। মনে কর কোন ব্যক্তির নাম "রসিকমোহন" এই ব্যক্তি "ঈশ্বর" এই মন্ত্র গ্রহণকরিবে। এস্থলে সাধকনামের আদ্য অক্ষর র এবং মন্ত্রের আদি বর্ণ ঈ. এইক্ষণ চক্র দৃষ্টে জানা গেল যে, উক্ত র ও ঈ এই দুই বর্ণ ই চক্রের এক গৃহস্থ, সুতরাং উভয় বর্ণই একভূত অর্থাৎ অগ্নি গৃহান্তর্গত, অতএব জানা গেল যে, যে ব্যক্তির নামের আদি বর্ণ র সেই ব্যক্তি ঈকারাদি মন্ত্র গ্রহণকরিতে পারিবে। আর উক্ত রসিকমোহন যদি "হরি" এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে চাহে, তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, র ও হ এই দুই বর্ণের কি সম্বন্ধ আছে? চক্র দৃষ্টে জানা গেল যে, র অগ্নিদৈবত ও হ আকাশ দৈবত, এইক্ষণ যদিও উক্ত দুই বর্ণ এক দৈবত না হউক, কিন্তু পরস্পরের মিত্রতা আছে; অতএব উক্ত রসিকমোহন "হরি" এই মন্ত্র গ্রহণকরিতে পারিবে। এইরূপে সকল ব্যক্তিই স্বীয় নামাদ্যক্ষর ও মন্ত্রাদ্যক্ষর লইয়া বিচারপূর্ব্বক মন্ত্র গ্রহণকরিবে। ইতি কুলাকুলচক্র।

অথ রাশিচক্র।



অথ রাশিচক্রং। তথাচ কল্পক্রমে। মেষাদয়ঃ পূর্ব্বপরেণ কুর্য্যাত্তয়াণাং বামাবুধেরক্যোঃ। একৈকশীশানমিশাচরে তু হুতাশবায়্যো র্বিলিখেত্তদোর্ণান্। কেচাদিবদি

দ্বাদশরাশিসংস্থান্ পঞ্চেষুবাণশরপঞ্চচতুষ্টয়ার্ণান্। মেষাদিতঃ প্রবিলিখেৎ শকলাংস্তু বর্ণান্ কন্যাগতান্ প্রবিলিখেৎস্থ শাদিবর্ণান্। শারদায়াং। বালং গৌরং খুরং শোনং শরীশোক্তেতি রাশিষু। ক্রমেণ জেদিতাবর্ণাঃ কন্যায়াং শাদয়ঃ স্মৃতাঃ। অআইঈ মেষঃ। উঊঋ বৃষঃ। ৠ ৯ ৯৯ মিথুনং। এঐ কর্কটঃ। ওঔ সিংহঃ। অংঅঃ শষসহলক্ষাঃ কন্যাঃ। কবর্গস্তুলা। চবর্গো বৃশ্চিকঃ। টবর্গো ধনুঃ। তবর্গো মকরঃ। পবর্গঃ কুম্ভঃ। যবর্গো মীনঃ। স্বরাশীনামনুকূলং মন্ত্রং ভজেৎ। তথাচ স্বতাররাশিকোষ্ঠানামনুকূলান্ ভজেন্মনূনিতি নারদ বচনাৎ। রাশীনাং শুদ্ধতা জ্ঞেয়া তাজেচ্ছক্রং মৃতিং ব্যয়ং। স্বরাশের্মন্ত্ররাশ্যন্তং গণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ। যদাতু স্বরাশেরজ্ঞানং তদা সাধকনামাদ্যাক্ষরস্থিতং রাশিং গৃহীত্বা গণয়েৎ। নারায়ণীয়ে জ্ঞাতে রাশিনক্ষত্রে নামাদ্যাক্ষরদর্শনাৎ। সাধ্যাক্ষররাশ্যন্তং গণয়েৎ সাধকাক্ষরাদিতি রামার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃতবচনাচ্চ। তন্ত্ররাজে। তেন মন্ত্রাদ্যবর্ণেন নামাদ্যাক্ষরেণ চ। গণয়েদ্যদি ষষ্ঠং বাপ্যষ্টমং দ্বাদশন্তু বা। রিপুর্মন্ত্রাদ্যবর্ণং স্যাত্তেন তস্যাহিতং ভবেৎ। রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং। একপঞ্চ নবধান্ধবাঃ স্মৃতা যৌ চ ষষ্ঠ দশমাশ্চ সেবকাঃ। বহ্নিকামনবযন্তু পোষকা দ্বাদশাষ্ট-চতুরশ্চ ঘাতকাঃ। চতুরশ্চ ঘাতকা ইতি বিষ্ণুবিষয়ঃ। রামার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃতস্মৃতাচ্চ শক্ত্যাদৌ ষষ্ঠং বর্জনীয়ং। ষষ্ঠাষ্টমদ্বাদশানি বর্জনীয়ানি যত্নত ইতি বচনাৎ। তন্ত্ররাজস্বরসাচ্চ॥ দ্বাদশরাশীনামিয়ং সংজ্ঞা নামানুরূপং ফলং। লগ্নং ধনং ভ্রাতৃবন্ধুপুত্রশত্রুকলত্রকং। মরণং ধর্মকর্মায়ব্যয়ো দ্বাদশরাশয়ঃ। নামানুরূপমেতেভ্যঃ শুভাশুভফলং লভেৎ। বৈষ্ণবে তু বন্ধুস্থানে শত্রুঃ শত্রুস্থানে বন্ধুরিতি পাঠঃ। লগ্নে সিদ্ধিস্তথা নিত্যং ধনে ধনসমৃদ্ধিদঃ। ভ্রাতরি ভ্রাতৃবৃদ্ধিঃ স্যাদ্বান্ধবে বান্ধবপ্রিয়ঃ। পুত্রে পুত্রবিবৃদ্ধিঃ স্যাচ্ছত্রৌ শত্রুবিবর্দ্ধনঃ। কলত্রে মধ্যমা প্রোক্তা মরণে মরণং ভবেৎ। ধর্ম্মে ধর্ম্মবিবৃদ্ধিঃ স্যাৎ সিদ্ধিদঃ কর্ম্মসংস্থিতঃ। আয়ে চ ধনসম্পত্তির্ব্যয়ে চ সঞ্চিত ব্যয়ঃ। ইতি রাশিচক্রং।

অনন্তর রাশিচক্র বিবৃত হইতেছে। প্রথমে পূর্ব্বপশ্চিমে দুইটী রেখা অঙ্কিত করিয়া এই রেখাদ্বয়ের মধ্যে উত্তরদক্ষিণে আর দুইটী রেখাপাত করিয়া ঈশানাদি চতুষ্কোণে, আর চারিটি রেখা দ্বারা একটী রাশিচক্র অঙ্কিত করিবে। এই চক্রের দ্বাদশ ঘরে যথা নিয়মে দ্বাদশ রাশি কল্পনা করিয়া মেষাদি-ক্রমে বর্ণ বিন্যাস করিবে। মেষে ৪টী, বৃষে ৩টী, মিথুনে ৩টী, কর্কটে ২টী, সিংহে ২টী, কন্যায় ২টী, তুলায় ৫টী, বৃশ্চিকে ৫টী, ধনুতে ৫টী, মকরে ৫টী, কুম্ভে ৫টী ও মীনে ৪ টী বর্ণ অঙ্কিত করিবে। অবশিষ্ট শকারাদি বর্ণ সকল কন্যাতে লিখিবে। এই বর্ণপাতের নিয়মটী সারদাতিলকে কৌশলে লিখিত হইয়াছে। ব ৪, ল ৩ ও গ ৩ ইত্যাদি সঙ্কেত করিয়া "বালং গৌরং ইত্যাদি রূপে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত নিয়মে বর্ণ বিন্যাস করাতে মেষে অ আ ই ঈ এই চারিবর্ণ এবং বৃষে উ ঊ ঋ এই তিন বর্ণ, মিথুনে ৠ ৯ ৯৯ এই তিন বর্ণ, কর্কটে এ ঐ এই দুই বর্ণ সিংহে ও ঔ এই দুই বর্ণ, কন্যাতে অং অঃ শ ষ স হ ল ক্ষ এই আট বর্ণ, তুলাতে ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচবর্ণ, বৃশ্চিকে চ ছ জ ঝ ঞ এই পাঁচবর্ণ, ধনুতে ট ঠ ড ঢ ণ এই পাঁচ বর্ণ, মকরে ত থ দ ধ ন এই পাঁচ বর্ণ, কুম্ভে প ফ ব ভ ম এই পাঁচ বর্ণ এবং মীনে য র ল ব এই চারি বর্ণ লিখিত হইবে। এইরূপে অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণ সংস্থাপন করিয়া বিচার করিবে। স্বীয় রাশির অনুকূলমন্ত্র ভজনা করিবে, এই কথা নারদ বলিয়াছেন, অতএব রাশিচক্রে শুদ্ধ মন্ত্রই গ্রহণ করিবে। এইক্ষণ রাশিচক্র দ্বারা মন্ত্রশুদ্ধির বিবরণ বলা যাইতেছে। স্বীয় জন্মরাশি হইতে মন্ত্ররাশি অর্থাৎ যে রাশিতে মন্ত্রের আদিবর্ণ দৃষ্ট হইবে, সেই রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিবে। এইরূপে গণনা করিলে যদি মন্ত্ররাশি জন্মরাশি হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ হয়, তবে সেই মন্ত্র গ্রহণকরিবে না। যদি জন্মরাশি জানা না থাকে, তবে নামের আদি অক্ষর সম্বন্ধী রাশি গ্রহণকরিয়া গণনাকরিবে। এই বিষয়ে নারায়ণী তন্ত্রে বলিয়াছেন যে, স্বীয় জন্মরাশি ও নক্ষত্রের অপরিজ্ঞানে নামের আদিবর্ণ হইতে মন্ত্রের আদি বর্ণ পর্য্যন্ত গণনাকরিবে। তন্ত্ররাজেও এইরূপ লিখিত আছে। এই প্রকার গণনাতেও ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ রাশিস্থিত মন্ত্র পরিত্যাগকরিবে। ষষ্ঠাদি রাশিগত মন্ত্র গ্রহণকরিলে তাহার অনিষ্ট হয়। রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় বলিয়াছেন এক, পঞ্চম ও নবম রাশিগত মন্ত্র বন্ধুর ন্যায় হিতকারী। দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও দশম রাশিস্থিত মন্ত্র সেবাকরিলে সিদ্ধিপ্রদান করে। তৃতীয়, একাদশ ও সপ্তম মন্ত্র পুষ্টিকর। দ্বাদশ, অষ্টম ও চতুর্থ মন্ত্র ঘাতক। "চতুর্থ মন্ত্র ঘাতক এই কথাটী বিষ্ণুমন্ত্রবিষয়ে জানিবে। শক্তিমন্ত্রগ্রহণে ষষ্ঠ মন্ত্র অবশ্য পরিবর্জ্জন করিবে। অন্যান্তরে দ্বাদশ রাশির সংজ্ঞা যাহা লিখিত আছে, এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত করা হইল। তনু, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, কলত্র, মৃত্যু, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় ও ব্যয়, লগ্নাদি দ্বাদশ রাশির এই দ্বাদশ সংজ্ঞা জানিবে। এই সংজ্ঞানুসারে ইহাদিগের শুভাশুভ ফল নির্ণীত হইয়া থাকে। বিষ্ণুবিষয়ে বন্ধুস্থানে শত্রু ও শত্রুস্থানে বন্ধু এইরূপ পাঠ নির্দিষ্ট আছে। অর্থাৎ চতুর্থ রাশি শত্রুস্থান এবং ষষ্ঠ রাশি বন্ধুস্থান জানিবে। এইক্ষণ কোন্ কোন্ স্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে কিরূপ ফল হইবে, তাহা বলিতেছেন। লগ্ন রাশিগত মন্ত্র গ্রহণে মন্ত্রসিদ্ধি, ধনস্থানস্থিত মন্ত্রে ধনবৃদ্ধি, ভ্রাতৃস্থানে ভ্রাতৃবৃদ্ধি, বন্ধুস্থানে বন্ধুপ্রিয়তা, পুত্রস্থানে পুত্রলাভ, শত্রুস্থানে শত্রুবৃদ্ধি, কলত্র স্থানে মধ্যবিধ ফল, মৃত্যুস্থানে মৃত্যু, ধর্ম্মস্থানে ধর্ম্মবৃদ্ধি, কর্ম্মস্থানে কার্য্যসিদ্ধি, আয় স্থানে ধনসম্পত্তি ও ব্যয়স্থানে সঞ্চিত ধন ব্যয় হয়। এই সকল বচনার্থের প্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক রাশিচক্রে শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করিয়া মন্ত্র গ্রহণকরিবে। ইতি রাশিচক্র।

নক্ষত্রচক্র।

অশ্বিনী	অ আ	দেবঃ	মঘা	ঘ ঙ	রাক্ষসঃ	মূলা	ন প ফ	রাক্ষসঃ
ভরণী	ই	মানুষঃ	পূর্ব্বফল্গুনী	চ	মানুষঃ	পূর্ব্বাষাঢ়া	ব	মানুষঃ
কৃত্তিকা	ঈ উ ঊ	রাক্ষসঃ	উত্তরফল্গুনী	ছ জ	মানুষঃ	উত্তরাষাঢ়া	ভ	মানুষঃ
রোহিণী	ঋ ৠ ৯ ৯৯	মানুষঃ	হস্তা	ঝ ঞ	দেবঃ	শ্রবণা	ম	দেবঃ
মৃগশিরা	এ	দেবঃ	চিত্রা	ট ঠ	রাক্ষসঃ	ধনিষ্ঠা	য র	রাক্ষসঃ
আর্দ্রা	ঐ	মানুষঃ	স্বাতী	ড	দেবঃ	শতভিষা	ল	রাক্ষসঃ
পুনর্ব্বসু	ও ঔ	দেবঃ	বিশাখা	ঢ ণ	রাক্ষসঃ	পূর্ব্বভাদ্রপদা	ব শ	মানুষঃ
পুষ্যা	ক	দেবঃ	অনুরাধা	ত থ দ	দেবঃ	উত্তরভাদ্রপদা	ষ স হ	মানুষঃ
অশ্লেষা	খ গ	রাক্ষসঃ	জ্যেষ্ঠা	ধ	রাক্ষসঃ	রেবতী	অং অঃ ল ক্ষ	দেবঃ

অ আ অশ্বিনী দেবঃ। ই ভরণী মানুষঃ। ঈ উ ঊ কৃত্তিকা রাক্ষসঃ। ঋ ৠ ৯ ৯৯ রোহিণী মানুষঃ। এ মৃগশিরো দেবঃ। ঐ আর্দ্রা মানুষঃ। ও ঔ পুনর্ব্বসুর্দেবঃ। ক পুষ্যা দেবঃ। খ গ অশ্লেষা রাক্ষসঃ। ঘ ঙ মঘা রাক্ষসঃ। চ পূর্ব্বফল্গুনী মানুষঃ। ছ জ উত্তরফল্গুনী মানুষঃ। ঝ ঞ হস্তা দেবঃ। ট ঠ চিত্রা রাক্ষসঃ। ড স্বাতী দেবঃ। ঢ ণ বিশাখা রাক্ষসঃ। ত থ দ অনুরাধা দেবঃ। ধ জ্যেষ্ঠা রাক্ষসঃ। ন প ফ মূলা রাক্ষসঃ। ব পূর্ব্বাষাঢ়া মানুষঃ। ভ উত্তরাষাঢ়া মানুষঃ। ম শ্রবণা দেবঃ। য র ধনিষ্ঠা রাক্ষসঃ। ল শতভিষা রাক্ষসঃ। ব শ পূর্ব্বভাদ্রপদা মানুষঃ। ষ স হ উত্তরভাদ্রপদা মানুষঃ। অং অঃ ল ক্ষ রেবতী দেবঃ। বৃহৎক্রমে। উত্তরাদক্ষিণাগ্রাস্ত রেখাঃ সূর্য্যাশ্চতুষ্টয়ীং। দশরেখাঃ পশ্চিমাঃ স্যুঃ কর্ত্তব্যা ধীরধর্ম্মিতে।

অশ্বিন্যাদি ক্রমেণৈব বিলিখেত্তারকাঃ পুনঃ। অকারাদি ক্ষকারান্তান্ বিভক্তবর্ণান্ লিখেৎ ক্রমাৎ দ্বৌ দ্বৌ একঃ শরৌ ইন্দুরশ্বিনেত্রশক্তাংশ্চ অস্রেবান্তং শবৌ প্রিয়ে। বিক্ষুনেত্রনেত্রযুগ্মাংশ্চন্দুনেত্রাঃ স্মৃতাঃ সুধিকাম্। অথাধিকোপি জ্যেষ্ঠান্তং দ্বিতীয়ঃ নবতারকাং। বহ্নিভূমীন্দুচন্দ্রাংশ্চ যুগ্মমুনেত্রবহ্নিকান্ বেদেন ভেদিতান্ বর্ণান্ রেবত্যন্তং গতাঃ ক্রমাৎ। তথাচ নিবন্ধে। পূর্ব্বোত্তরত্রয়ঞ্চৈব ভরণ্যা-র্দ্রা চ রোহিণী। ইমা ন মানুষান্যাহুর্নক্ষত্রাণি মনীষিণঃ। জ্যেষ্ঠা শতভিষা মূলা ধনিষ্ঠাশ্লেষা কৃত্তিকাঃ। চিত্রা মঘা বিশাখাঃ স্যুস্তারা রাক্ষসদেবতাঃ। অশ্বিনী রেবতী পুষ্যা স্বাতী হস্তা পুনর্ব্বসুঃ। অনুরাধা মৃগশিরঃ শ্রবণা দেবতারকাঃ। তথা স্বজাতৌ পরমপ্রীতির্মধ্যমা ভিন্নজাতিষু। রাক্ষসমানুষয়োর্নাশো বৈরং দানবদেবয়োঃ। জন্মসম্পদ্বিপৎ ক্ষেম প্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ। মিত্রঃ পরমমিত্রঞ্চ জন্মাদীনি পুনঃ পুনঃ। জন্ম তৃতীয়-পঞ্চম-সপ্তমানি নক্ষত্রাণি বর্জ্জনীয়ানি। তথাচ দ্বিসাষ্টনবক্ষত্রাণি যুগযুগ্মগতানি চ। ইতরাণি ন ভদ্রাণি ভত্তাজ্যানি মনীষিণা ইত্যাদি। তত্র স্বনক্ষত্রাদেব নক্ষত্রং গণনীয়ং। স্বনক্ষত্রাজ্ঞানে স্বনামাদ্যক্ষর সম্বন্ধিনক্ষত্রাদেব নক্ষত্রং গণনীয়ং। প্রাদক্ষিণ্যেন গণয়েৎ সাধকাদ্যক্ষরাৎ সুধীঃ। প্রকারান্তরং নিবন্ধে। প্রাগপাগগ্রাং পটুপ্রাচং রুদ্রত্রিংশরঃ কুর্য্যাৎ। কোকলোপপট্টপ্রায়ঃ খলো যো ভেষু ভেদিতাঃ। পক্ষৈক ত্র্যাদিরূপা বহ্নিভূজ-শশিযুগ্মেন্দু পক্ষাঃ। যুগ্মৈক-দ্বিযুগ্মনেত্রেন্দু পক্ষাগ্নি চন্দ্রকান্। ত্রয়শশি ভূবেকপক্ষেন্দুনেত্রাগ্নিবেদাঃ। বর্ণাঃ ক্রমাৎ স্বরাস্তয়ো রেবত্যংশগতাবুভৌ। জন্মর্ক্ষ আদৌ পরিগণয়েৎ জন্মসম্পৎ ক্রমেণ সুধীরিতি বচনাৎ। তথাচ পিঙ্গলায়াং প্রকটং যত্ত নক্ষত্রং তত্ত জন্মর্ক্ষতো ভবেৎ। ইতি নক্ষত্রচক্রঃ।

অনন্তর নক্ষত্রচক্রে মন্ত্রশুদ্ধি বিবৃত হইতেছে। উত্তর হইতে দক্ষিণাগ্র চারিটি রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাগ্র দশটি রেখাদ্বারা তিন শ্রেণীতে সপ্তবিংশতি কোষ্ঠায় বিভক্ত একটি চক্র অঙ্কিত করিবে। অনন্তর এই সপ্তবিংশতি কোষ্ঠায় অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র স্থাপনকরিয়া অকারাদি ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণসকল বিন্যাস করিবে। কোন্ কোন্ নক্ষত্রে কি কি বর্ণ ও কি কি গণ তাহতেই সংস্কৃত বচনে সুস্পষ্টরূপে লিখিত আছে, তাহা সকলের বোধগম্য হইবে, তদৃষ্টে নক্ষত্র, বর্ণ ও দেবাদিগণ লিখিবে। কোন্ ঘরে কয়টী বর্ণ লিখিতে হইবে এই স্থলে তাহাই লিখিত হইতেছে। প্রথম ঘরে দুইটী বর্ণ, দ্বিতীয় ঘরে একটী, এইরূপ তৃতীয়াদি কোষ্ঠায় ক্রমত তিন, চারি, এক, এক, দুই, এক ও দুইটী বর্ণ প্রথমশ্রেণীস্থ নয় কোষ্ঠায় অঙ্কিত করিবে। পরে দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ নয় কোষ্ঠায় যথাক্রমে দুই, এক, দুই, দুই, দুই, এক, দুই, তিন ও চারিটী বর্ণ লিখিবে। অনন্তর তৃতীয় শ্রেণীস্থ নয় কোষ্ঠায় পরপর তিন, এক, এক, ত্রক, দুই, এক, দুই, তিন ও চারিটী বর্ণ বিন্যাসকরিবে। পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্র, উত্তর-ভাদ্র, ভরণী, আর্দ্রা ও রোহিণী এই নয় নক্ষত্র মানুষগণ। জ্যেষ্ঠা, শতভিষা, মূলা, ধনিষ্ঠা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা,চিত্রা, মঘা ও বিশাখা এই নয় নক্ষত্র রাক্ষসগণ। অশ্বিনী, রেবতী, পুষ্যা, স্বাতী, হস্তা, পুনর্ব্বসু, অনুরাধা, মৃগশিরা ও শ্রবণা এই নয় নক্ষত্র দেবগণ। স্বজাতিতে পরমপ্রীতি, ভিন্ন জাতিতে মধ্যমপ্রীতি, রাক্ষস ও মানুষে বিনাশ, রাক্ষস ও দেবগণে শত্রুতা জানিবে। জন্মনক্ষত্র ও মন্ত্রের আদি অক্ষর যে গৃহে পড়িবে সেই গৃহগত নক্ষত্র, এই দুই নক্ষত্র লইয়া গণনা করিবে। যদি মন্ত্র ও মন্ত্রগৃহীতার একগণ হয়, তবে মন্ত্রগ্রহণে শুভ জানিবে এবং যাহার মানুষ-গণ সে দেবগণমন্ত্র গ্রহণকরিতে পারিবে। মনুষ্যগণ ও রাক্ষসগণে মৃত্যু এবং রাক্ষসগণ ও দেবগণে শত্রুতা হয়, সুতরাং এইরূপ মন্ত্র গ্রহণকরিবে না।

জন্ম, সম্পৎ, বিপদ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরমমিত্র; এইরূপে জন্মনক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রনক্ষত্রপর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে। যদি জন্মনক্ষত্র হইতে মন্ত্রনক্ষত্র জন্ম, তৃতীয়, পঞ্চম কিম্বা সপ্তম হয় তবে সেই মন্ত্র পরিত্যাগকরিবে। ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বিতীয়, নবম কিম্বা চতুর্থ মন্ত্র শুভ, অন্য মন্ত্র অশুভ, অতএব পণ্ডিতগণ তৃতীয়াদি মন্ত্র পরিত্যাগকরিবেন। স্বীয় জন্মনক্ষত্র হইতে গণনাকরিতে হইবে; যদি স্বীয় জন্মনক্ষত্র জ্ঞাত না থাকে তবে স্বনামা-দ্যক্ষর সম্বন্ধী নক্ষত্র গ্রহণকরিয়া গণনাকরিবে। অন্যান্য গ্রন্থে নক্ষত্রচক্রে বর্ণ-বিন্যাসের ক্রম "র দুই, প এক, ল তিন ও ত চারি" ইত্যাদি সঙ্কেত করিয়া লিখিত আছে। বর্গের বর্ণগত সংখ্যা গ্রহণ করিয়া এই সঙ্কেত করিয়াছেন। অন্য গ্রন্থে পক্ষ, এক, ত্রি ও অব্ধি এইরূপ সঙ্কেতে বর্ণবিন্যাসের ক্রম লিখিত আছে।

নক্ষত্রচক্রের গণনা সহজে বোধগম্য হইবে, এইজন্য একটী চক্র অঙ্কিত করা গেল, এই চক্রে দৃষ্টি করিলে এই বিষয় সহজে বুঝিতে পারিবে। এই চক্রটী সপ্ত-বিংশতি কোষ্ঠায় বিভক্ত। ইহার প্রথম হইতে সপ্তবিংশতি কোষ্ঠায় অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ও বচনানুসারে যে যে কোষ্ঠায় যে যে বর্ণ ও গণ লিখিতে হইবে তাহা সমস্তই লিখিত আছে।

ইহাতে প্রথম ঘরে অ আ এই দুই বর্ণ, অশ্বিনী নক্ষত্র ও দেবগণ, দ্বিতীয় ঘরে ই এই এক বর্ণ, ভরণী নক্ষত্র ও মানুষগণ, তৃতীয়ে ঈ উ ঊ এই তিন বর্ণ, কৃত্তিকানক্ষত্র ও রাক্ষসগণ, চতুর্থে ঋ ৠ ঌ ৡ এই চারিবর্ণ, রোহিণীনক্ষত্র ও মানুষগণ, পঞ্চমে এ এই এক বর্ণ, মৃগশিরা নক্ষত্র ও দেবগণ, ষষ্ঠে ঐ একবর্ণ, আর্দ্রানক্ষত্র ও মানুষগণ, সপ্তমে ও ঔ এই দুই বর্ণ, পুনর্ব্বসু নক্ষত্র ও দেবগণ, অষ্টমে ক এই এক বর্ণ, পুষ্যানক্ষত্র ও দেবগণ, নবমে খ গ এই দুই বর্ণ, অশ্লেষানক্ষত্র ও রাক্ষসগণ দশমে ঘ ঙ এই দুই বর্ণ, মঘানক্ষত্র ও রাক্ষসগণ; একাদশে চ এই একবর্ণ, পূর্ব্ব ফল্গুনীনক্ষত্র ও মানুষগণ। দ্বাদশঘরে ছ জ এই দুই বর্ণ, উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র ও মানুষ গণ। ত্রয়োদশঘরে ঝ ঞ এই দুই বর্ণ, হস্তানক্ষত্র ও দেবগণ। চতুর্দ্দশঘরে ট ঠ এই দুই বর্ণ, চিত্রানক্ষত্র ও রাক্ষসগণ। পঞ্চদশঘরে ড একবর্ণ, স্বাতীনক্ষত্র ও দেবগণ। ষোড়শঘরে ঢ ণ এই দুই বর্ণ, বিশাখানক্ষত্র রাক্ষসগণ। সপ্তদশঘরে ত থ দ এই তিন বর্ণ, অনুরাধানক্ষত্র ও দেবগণ। অষ্টাদশঘরে ধ একবর্ণ, জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্র ও রাক্ষসগণ। ঊনবিংশতিঘরে ন প ফ এই তিন বর্ণ, মূলানক্ষত্র ও রাক্ষস-গণ। বিংশতিঘরে ব একবর্ণ, পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র ও মানুষগণ। একবিংশতিঘরে উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র, ভ একবর্ণ এবং মানুষগণ। দ্বাবিংশতিঘরে ম একবর্ণ, শ্রবণা-নক্ষত্র ও দেবগণ। ত্রয়োবিংশতিঘরে য র এই দুই বর্ণ, ধনিষ্ঠানক্ষত্র ও রাক্ষস-গণ। চতুর্ব্বিংশতিঘরে ল একবর্ণ, শতভিষানক্ষত্র ও রাক্ষসগণ। পঞ্চবিংশতি-ঘরে ব শ এই দুই বর্ণ, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও মানুষগণ। ষড়্বিংশতিঘরে ষ স হ এই তিন বর্ণ, উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র ও মানুষগণ। সপ্তবিংশতিঘরে অং অঃ এই দুই বর্ণ, রেবতীনক্ষত্র ও দেবগণ হইবে। এই বর্ণ নক্ষত্র ও গণ ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যথোক্ত নিয়মে বিচার করিবে।

দৃষ্টান্ত। কোন ব্যক্তির নাম রসিকমোহন, তাহার জন্মনক্ষত্র অনুরাধা, এই ব্যক্তি "শিব" এই মন্ত্র গ্রহণকরিতে পারিবে কি না? এইক্ষণ চক্রদৃষ্টে জানা গেল যে, অনুরাধানক্ষত্রের দেবগণ এবং মন্ত্রের আদি অক্ষর শ মানুষগণ। দেব ও মানুষে ভিন্নজাতি অতএব মধ্যমা প্রীতি আছে; সুতরাং উক্ত রসিকমোহন "শিব" এই মন্ত্র গ্রহণকরিতে পারিবে এবং যে কোষ্ঠায় অনুরাধানক্ষত্র লিখিত আছে, সেই কোষ্ঠা হইতে গণনা করিয়া দেখা গেল যে, যে কোষ্ঠায় শ আছে, তাহা পরমমিত্রের কোষ্ঠা, অতএব যাহার জন্মনক্ষত্র অনুরাধা সেই ব্যক্তির "শিব" এই মন্ত্রগ্রহণে এই চক্রমতে কোন বাধা নাই। কিন্তু অনুরাধা নক্ষত্রে জাতব্যক্তি "রাম" এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না; কারণ অনুরাধানক্ষত্রে দেবগণ এবং র রাক্ষসগণ; দেব ও রাক্ষসে বৈরিভাবপ্রযুক্ত উক্ত ব্যক্তির "রাম" এই মন্ত্রগ্রহণ নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ অনুরাধা হইতে জন্মসম্পৎ ইত্যাদি গণনায় দেখা গেল যে, র সপ্তম গৃহস্থিত, সুতরাং কোন মতে উক্ত মন্ত্রগ্রহণ শাস্ত্রসিদ্ধ হয় না। ইতি নক্ষত্রচক্র।

অকথহচক্রং।

অথ অকথহ চক্রং। চতুরস্রে লিখেদ্বর্ণান্ চতুঃকোষ্ঠসমন্বিতে। চতুঃকোষ্ঠে ষোড়শকোষ্ঠ ইতি যাবৎ। বিশ্বসারে। চতুরস্রং লিখেৎ কোষ্ঠং চতুঃকোষ্ঠসমন্বিতং। পুনশ্চতুষ্কং তত্রাপি লিখেদ্ধীমান্ ক্রমেণ তু। ততঃ ষোড়শকোষ্ঠেষু অকারাদিবর্ণান্ প্রাদক্ষিণ্যেন লিখেৎ। তত্র ক্রমঃ। ইন্দ্বগ্নিরুদ্রনবনেত্রযুগাঙ্ক দিক্ষু ঋত্বষ্টষোড়শচতুর্দ্দশভৌতিকেষু। পাতালপঞ্চদশবহ্নি

দ্বিষাংশুকোষ্ঠে বর্ণান্ বৈ বিলিখেদ্বান্ ক্রমশস্তু ধীমান্। নামাদ্যক্ষরমারভ্য যাবন্মন্ত্রাদিমাক্ষরং। চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈরেকৈকমিতি কোষ্ঠচতুষ্টয়ং। পুনঃ কোষ্ঠগকোষ্ঠেষু সব্যতো নাম আদিতঃ। সিদ্ধঃ সাধ্যঃ সুসিদ্ধোঽরিঃ ক্রমাজ্জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ। সব্যতো দক্ষিণতঃ। কল্পক্রমে। পূর্ব্বাপরায়তং কৃত্বা পঞ্চসূত্রং প্রকল্পয়েৎ। তথৈব দক্ষিণোদীচ্যক্রমেণ পঞ্চসূত্রকং। যথা ষোড়শ কোষ্ঠানি সম্পদ্যন্তে তথা লিখেৎ। বিশ্বসারে। দক্ষিণাবর্ত্তযোগেন কোষ্ঠে বর্ণান্ লিখেৎ সুধীঃ। যেনৈব লিখনং কুর্য্যাত্তেনৈব গণনং স্মৃতং। সিদ্ধঃ সিদ্ধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপহোমতঃ। সুসিদ্ধো গ্রহণাদেব রিপুর্ম্মূলং নিকৃন্ততি। তন্ত্রান্তরে। সিদ্ধার্ণা বান্ধবাঃ প্রোক্তাঃ সাধ্যাস্তু সেবকাঃ স্মৃতাঃ। সুসিদ্ধাঃ পোষকা জ্ঞেয়াঃ শত্রবো ঘাতকাঃ স্মৃতাঃ। জপেন বন্ধুঃ সিদ্ধঃ স্যাৎ সেবকোঽধিকসেবয়া। পুষ্ণাতি পোষকোঽভীষ্টং ঘাতকো নাশয়েদ্ধ্রুবং। সিদ্ধঃ সিদ্ধো যথোক্তেন দ্বিগুণাৎ সিদ্ধসাধ্যকঃ। সিদ্ধসুসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ সিদ্ধারির্হন্তি বান্ধবান্। সাধ্যসিদ্ধো দ্বিগুণকঃ সাধ্যঃ সাধ্যো নিরর্থকঃ। তৎসুসিদ্ধো দ্বিগুণজপাৎ সাধ্যারির্হন্তি গোত্রজান্। সুসিদ্ধসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ তৎসাধ্যো দ্বিগুণোধিকাৎ। তৎসুসিদ্ধো গ্রহাদেব সুসিদ্ধারিঃ স্বগোত্রহা। অরিসিদ্ধঃ সুতান্ হন্যাৎ অরিসাধ্যস্তু কন্যকাঃ। তৎসুসিদ্ধস্ত পত্নীঘ্নস্তদরির্হন্তি সাধকং। অথ বৈরিমন্ত্রপরিত্যাগপ্রমাণমাহ তন্ত্রে। গব্যে ক্ষীরে দ্রোণমিতে জপেন্মন্ত্রং শতাষ্টকং। পীত্বা ক্ষীরং জপেন্মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ত্যজেত্তথা। অনেনৈব বিধানেন বৈরিমন্ত্রাদ্বিমুচ্যতে। অরিমন্ত্রং বিদিত্বা তু ন পুনঃ প্রজপেচ্চ তৎ। সংত্যজ্য তং দেবতায়াস্তস্যা অন্যং ভজেন্মনুং। দ্রোণপরিমাণং যথা তন্ত্রান্তরে। পলদ্বয়ন্তু প্রসৃতিঃ কুড়বং তচ্চতুষ্টয়ং। চতুর্ভিঃ কুড়বৈঃ প্রস্থঃ প্রস্থাশ্চত্বার আঢকং। চতুর্ভিরাঢকৈর্দ্রোণঃ কথিতো মানবেদিভিঃ। প্রকারান্তরমাহ রুদ্রযামলে। বটপত্রে লিখিত্বারিমন্ত্রং স্রোতসি নিক্ষিপেৎ। এবং মন্ত্রবিমুক্তিঃ স্যাদিত্যাহ ভগবান্ শিবঃ।

ইতি অকথহ চক্রং।

অকথহচক্র।

অকথহ	উঙপ	আথদ	ঊচফ
ওডব	ঌঝম	ঔঢশ	ৠঞয
ঈধন	ৡজভ	ইগধ	ঋছব
অঃতস	ঐঠল	অংণষ	এটর

চতুষ্কোণ একটি ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া তাহা চারি কোষ্ঠায় বিভক্ত করিবে এবং এই চারি কোষ্ঠার এক এক কোষ্ঠাকে চারিভাগ করিয়া ষোড়শ কোষ্ঠায় বিভক্ত একটি চক্র অঙ্কিত করিবে। বিশ্বসারতন্ত্রেও এইরূপ লিখিত আছে। অনন্তর উক্ত ষোড়শ কোষ্ঠাতে অকারাদি বর্ণ সকল লিখিবে। এই চক্রে যে নিয়মে অকারাদি হ পর্য্যন্ত বর্ণবিন্যাস করিতে হইবে, তাহা কথিত হইতেছে। প্রথম কোষ্ঠায় অ, তৃতীয় কোষ্ঠায় আ, একাদশে ই, নবমে ঈ, দ্বিতীয়ে উ, চতুর্থে ঊ, দ্বাদশে ঋ, দশমে ৠ, ষষ্ঠে ঌ, অষ্টমে ৡ, ষোড়শে এ, চতুর্দ্দশে ঐ, পঞ্চমে ও, সপ্তমে ঔ, পঞ্চদশে অং এবং ত্রয়োদশ কোষ্ঠায় অঃ, এইরূপে ষোড়শ কোষ্ঠায় ষোড়শ স্বরবর্ণ লিখিয়া পুনর্ব্বার এই নিয়মে ককারাদি হ পর্য্যন্ত বর্ণসকল লিখিবে। যাবৎ পর্য্যন্ত সকল বর্ণ শেষ না হয়, তাবৎ উক্ত প্রণালীতে এই ষোড়শ কোষ্ঠায় বর্ণপাত করিবে। এইরূপ বর্ণসকল লিখিলে প্রথম কোষ্ঠায় অ, ক, থ ও হ এই চারিবর্ণ হইবে, এজন্য এই চক্রের নাম অকথহ হইল। দ্বিতীয় কোষ্ঠায় উ, ঙ, প এই তিন বর্ণ হইবে। চক্র দৃষ্টি করিলেই কোন্ কোন্ কোষ্ঠায় কোন্ কোন্ বর্ণ তাহা জানিতে পারিবে। এইরূপে চক্রপাত করিয়া নামের আদ্যক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপে গণনা করিবে। এক কোষ্ঠাতে নাম ও মন্ত্রের আদি বর্ণ হইলে তাহাতেও বর্ণের প্রতি এইরূপ গণনা করিবে। কল্পক্রমে লিখিত আছে যে,—পূর্ব্বপশ্চিমে পাঁচটি রেখা অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে উত্তর দক্ষিণে পাঁচটি রেখা অঙ্কিত করিবে। এইরূপ রেখাপাত করিলে ষোড়শ কোষ্ঠান্বিত একটি চক্র হইবে। বিশ্বসারতন্ত্রে বলিয়াছেন যে উক্ত চক্রে বর্ণবিন্যাস ও গণনা দক্ষিণাবর্ত্তে করিতে হইবে। এইক্ষণ কোন্ মন্ত্র গ্রহণে কিরূপ ফল হয়, তাহা বলিতেছেন। সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণকরিলে মন্ত্র স্বয়ং সিদ্ধ হয়, সাধ্যমন্ত্রগ্রহণে জপহোমাদিদ্বারা সিদ্ধ হয়, সুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রসিদ্ধি এবং অরিমন্ত্রগ্রহণে সমূলে বংশ নাশ হয়। তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, সিদ্ধমন্ত্র বান্ধব, সাধ্যমন্ত্র সেবক, সুসিদ্ধমন্ত্র পোষক ও শত্রুমন্ত্র ঘাতক। বন্ধুমন্ত্র জপদ্বারা ও সেবক মন্ত্র অধিক সেবা দ্বারা সিদ্ধ হয়। পোষকমন্ত্র পুষ্টিকারক এবং ঘাতকমন্ত্র অভীষ্ট নাশ করে। সিদ্ধঘরে সিদ্ধমন্ত্র হইলে যথোক্ত জপ দ্বারা সিদ্ধি হয়, এইরূপ সিদ্ধসাধ্যমন্ত্র দ্বিগুণ জপে, সিদ্ধসুসিদ্ধমন্ত্র অর্দ্ধ জপে এবং সিদ্ধারি মন্ত্র জপ করিলে বন্ধু বিনাশ হয়। সাধ্য ঘরে সিদ্ধমন্ত্র হইলে দ্বিগুণ জপে সিদ্ধ হয়। সাধ্যসাধ্যমন্ত্র জপে কোন ফল হইবে না সাধ্যসুসিদ্ধমন্ত্র অর্দ্ধ জপে সিদ্ধ হয়, সাধ্যারিমন্ত্র স্বগোত্র নাশ করে। সুসিদ্ধসিদ্ধমন্ত্র অর্দ্ধ জপে, সুসিদ্ধসাধ্যমন্ত্র দ্বিগুণ জপে এবং সুসিদ্ধসুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণমাত্র সিদ্ধ হয়। সুসিদ্ধারিমন্ত্র স্বগোত্র বিনাশ করে। অরিসিদ্ধমন্ত্র পুত্র, অরিসাধ্যমন্ত্র কন্যা, অরিসুসিদ্ধমন্ত্র পত্নী ও অরি গৃহস্থিত অরিমন্ত্র সাধককে নষ্ট করে। এই সকল সহজে বুঝিবার নিমিত্ত একটি চক্র অঙ্কিত করিয়া দেওয়া গেল। এই চক্রদৃষ্টে সিদ্ধাদি গণনা দ্বারা শুভমন্ত্র গ্রহণ করিবে; কদাচ অরিমন্ত্র গ্রহণকরিবে না। যদিচ প্রমাদবশতঃ অরিমন্ত্র গ্রহণ করে, তবে তাহা পরিত্যাগ করিবে। এইক্ষণ কিরূপে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহার প্রণালী বলিতেছেন। এক দ্রোণ পরিমিত গব্য দুগ্ধে একশত আটবার মন্ত্র জপ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিবে। পরে পুনর্ব্বার একশত আটবার মন্ত্র জপকরিয়া মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ বিধানে বৈরিমন্ত্র পরিত্যাগ করিবে। অরিমন্ত্র জানিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই দেবতার অন্য মন্ত্র গ্রহণকরিবে। অন্যান্য তন্ত্রে দ্রোণ পরিমাণ যাহা কথিত আছে, তাহা এই স্থানে বলিতেছেন। ২ পল অর্থাৎ ৮ তোলায় এক প্রসৃতি, ৪ প্রসৃতিতে এক কুড়ব, ৪ কুড়বে এক প্রস্থ, ৪ প্রস্থে এক আঢ়ি, ৪ আঢ়িতে এক দ্রোণ হয়। রুদ্রযামলে প্রকারান্তরে বৈরিমন্ত্র পরিত্যাগের প্রণালী লিখিত আছে, তাহা বলিতেছেন। বটপত্রে মন্ত্র লিখিয়া তাহা স্রোতজলে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে বৈরিমন্ত্র পরিত্যাগ করিবে, ইহা মহাদেব বলিয়াছেন। ইতি অকথহ চক্র॥

অথ অকডমচক্রং।

তত্র অকডম চক্রং। রেখাদ্বয়ং পূর্ব্বপরেণ কুর্য্যাত্তন্মধ্যতো যাম্যকুবেরভেদাৎ। দ্বয়োর্দ্বয়োঃ কোণপাতক্রমেণ তির্য্যক্ তথা বায়ুহুতাশনেন। অকারাদিক্ষকারান্তান্ ক্লীবহীনান্ লিখেত্ততঃ। ঋ ৠ ঌ ৡ তানি ক্লীবং প্রচক্ষতে। একৈকক্রমতো লেখ্যান্ মেষাদিষু বৃষান্তকান্। গণয়েৎ ক্রমশো ভদ্রে নামাদি বর্ণপূর্ব্বকান্। মেষাদিতোপি মীনান্তং গণয়েৎ ক্রমশঃ সুধীঃ। জন্মর্ক্ষ নামতো মন্ত্রী যাবন্মন্ত্রাদিমাক্ষরং। মন্ত্রাবলাৎ। দ্বাদশাখ্যে রাশিচক্রে কূটবর্ণবিবর্জ্জিতান্। আদিহান্তান্ লিখেদ্বর্ণান্ পুরতো বামবীথয়ং। সিদ্ধসাধ্যসুসিদ্ধারীন্ পুনঃ সিদ্ধাদয়ঃ পুনঃ। নবৈকপঞ্চমে সিদ্ধঃ সাধ্যঃ ষড়দশযুগ্মকে। সুসিদ্ধস্ত্রিসপ্তকে রুদ্রে বেদাষ্টদ্বাদশে রিপুঃ। এতত্তে কথিতং দেবি অকডমাদিকমুত্তমং। ইদন্তু গোপালবিষয়কমেব। গোপালেঽকডমঃ স্মৃত ইতি বচনাৎ। শিববিষয়েপি। বৈষ্ণবং রাশিসংশুদ্ধং শৈবঞ্চাকডমং স্মৃতং। ইতি যামলীয়াৎ। তথাচ বারাহীতন্ত্রে। তারাশুদ্ধিশ্চৈকবর্ণানাং কোষ্ঠশুদ্ধিঃ শিবস্য চ। রাশিশুদ্ধির্বৃহদ্ভানোশ্চ গোপালেঽকডমঃ। ইতি অকডম চক্রং।

পূর্ব্বপশ্চিমে দুইটী রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে উত্তরদক্ষিণে আর দুইটী রেখা অঙ্কিত করিবে, পরে ঈশানাদি চতুষ্কোণে চারিটি রেখাদ্বারা একটি রাশিচক্র করিবে। এই চক্রে মেষাদি বৃষ পর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্ত্তে অকারাদি এক একটী বর্ণ লিখিবে। কিন্তু ঋ ৠ ঌ ৡ এই চারি বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া যাবৎ সকল বর্ণ শেষ না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ বর্ণসকল লিখিবে। এইরূপে বর্ণবিন্যাস করাতে মেষে অ ক ড ম এই চারি বর্ণ ও মীনে আ খ চ য এই চারি বর্ণ হইবে। উপরে একটি চক্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, ঐ চক্রে দৃষ্টি করিলেই কোন্ কোন্ ঘরে কি কি বর্ণ আছে

তাহা জানিতে পারিবে। এইক্ষণ এই চক্রের গণনা প্রণালী বলিতেছেন। সাধকের নামাদ্যক্ষর হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্ত্তে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপে গণনা করিবে। এই চক্রের গণনায় মন্ত্র সিদ্ধ, সাধ্য কিম্বা সুসিদ্ধ হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণে শুভফল হইবে। আর অরি মন্ত্র গ্রহণে অশুভফল হয় অতএব অরিমন্ত্র গ্রহণকরিবে না। সিদ্ধাদি মন্ত্রের ফল অকথহ চক্র বিবরণে বিশেষ উক্ত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে জানিতে পারিবেন। ইতি অকডম চক্রম্॥

অকডমচক্র।

অথ ঋণী-ধনীচক্রং।

অথ ঋণীধনী চক্রং। তদ্যথা কোষ্ঠাকৈকাদশানেব রেখেন পূরিতানি চ। অকারাদি হকারান্তান্ লিখেৎ কোষ্ঠেষু তত্ত্ববিৎ। প্রথমং পঞ্চকোষ্ঠেষু হ্রস্বদীর্ঘক্রমেণ তু। স্বরং দ্বয়ং লিখেত্তত্র বিচারে খলু সাধকঃ। শেষেষেকৈকশো বর্ণান্ ক্রমশস্তু লিখেৎ সুধীঃ। তথা—যৌ যৌ স্বরৌ পঞ্চসু কোষ্ঠেষু শেষান্ স্বরান্ ষড়েকমেকঃ। কাদীন্ হশেষান্ বিলিখেত্ততোঽর্ণান্ এটকৈকমেকাদশকোষ্ঠকেষু। ষট্কালকালনিধিদগ্নি সমুদ্রবেদখাকাশশূন্যদহনাঃ খলু সাধ্যবর্ণাঃ। যুগ্ম যুগ্মশরবিয়দ্বয়-যুক্শশাঙ্ক ব্যোমাব্ধি-বেদশশিনঃ খলু সাধকার্ণাঃ। নামাক্ষরাদ্যংকতনাদগজভুক্ত শেষং ভাবোক্তয়োরধিকশেষমৃণং ধনং স্যাৎ। অস্যার্থঃ। সাধ্যবর্ণান্ স্বরব্যঞ্জনভেদেন পৃথক্কৃতান্ ষট্কালাদ্যঙ্কৈর্লিতান্ কৃত্বা তথা সাধকনামাক্ষরান্ স্বরব্যঞ্জনরূপেণ পৃথক্ কৃতান্ যুগ্মাদ্যৈরঙ্কৈর্লিতান্ কৃত্বা অষ্টসংখ্যাভির্হৃত্বা উভয়োঃ সাধ্যসাধকয়োর্যদধিকং তদৃণং যন্ন্যূনং তদ্ধনং। এবং জ্ঞাত্বা মন্ত্রং দদ্যাৎ। মন্ত্রশ্চেদৃণী ভবতি তদা মন্ত্রঃ শুভদো ভবতি ধনী চেন্ন তথা। তন্ত্রান্তরে। মন্ত্রো যদাধিকাঙ্কঃ স্যাত্তদা মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ। সমেপি চ জপেন্মন্ত্রং ন জপেত্তু ঋণাধিকে। শূন্যে মৃত্যুং বিজানীয়াত্তস্মাচ্ছূন্যং পরিত্যজেৎ। ঋণাধিকে ধনে। তথা—ইন্দ্রর্ক্ষনেত্র-রসপক্ষকর্ণর্ক্ষবেদ বহ্ন্যাযুধাষ্ট নবতিগুণিতাংশ্চ সাধ্যান্। দিগ্ভূগিরিশ্রুতিগজাগ্নিমুনীষু বেদষড়্বাহ্নিভিঃ গুণিতানথ সাধকার্ণান্। ষট্কালেত্যাদিকন্তু বিষ্ণুবিষয়ঃ রামার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃতত্ব দিতি কেচিৎ। তত্তত্র পূর্ব্বস্থৈব বিবরণমিদং। তথাচ ইন্দ্রর্ক্ষনেত্র ইত্যাদ্যভিধায় নামার্ণকোষ্ঠকমথাভিজ্ঞাতাঙ্কাদিকগ্রাহকতঃ ক্রমেণ ইতি। ব্যক্তং রুদ্রযামলে। সাধ্যাঙ্কান্ সাধকাঙ্কাংশ্চ পূরয়েদ্বসুসংখ্যয়া। গুণিতে তু হৃতেঽষ্টাভির্যচ্ছেষং জায়তে স্ফুটং। তদঙ্কং গণনামাত্র একাদশ স্থানঙ্কিতং। ইত্যুক্ত্বা ষট্কাল কাল ইত্যুক্তং। তন্ত্রার্ণবে। মন্ত্রোঽঋণী শুভফলোঽশোভনো ধনী চ। তুল্যং যদা চ সকলঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ। অন্যত্র—শূন্যে মৃত্যুমবাপ্নোতি ধনে চ বিফলং ভবেৎ। ঋণে তু প্রাপ্তি মাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিশ্চ জায়তে। প্রকারান্তরং। নামাদ্যক্ষরমারভ্য যাবন্মন্ত্রাদিমাক্ষরং। ত্রিধা কৃত্বা বহ্নির্ভিরং তদ্বিপরীতকং অস্যার্থঃ। সাধকনামাদ্যাক্ষরতো গণনয়া যাবন্মন্ত্রাদ্যক্ষরং তৎসংখ্যাং ত্রিধা কৃত্বা সপ্তভির্হৃত্বা অধিকং ঋণং শেষং ধনং স্যাৎ। অন্যচ্চ মন্ত্রাদ্যক্ষরমারভ্য যাবৎ সাধকনামাদ্যক্ষরং ভবেৎ। তাবৎ সংখ্যাং দ্বিগুণাং কৃত্বা ত্রিভির্হরেৎ। অষ্টাভিস্তু হরেৎ ভাগং পিঙ্গলামতে। সাধ্যনামদ্বিগুণিতঃ সাধকেন সমন্বিতঃ। অষ্টাভিস্তু হরেচ্ছেষং তদ্বিপরীতকং। অস্যার্থঃ। সাধ্যনামস্বরব্যঞ্জনভেদেন দ্বিগুণীকৃতসাধকনামাক্ষরেণ স্বরব্যঞ্জনভেদেন সংযোজ্য অষ্টাভির্হৃত্বা ঋণং ধনং জ্ঞেয়ং। অন্যদিতি সাধকনামাক্ষরান্ স্বরব্যঞ্জনভেদেন দ্বিগুণীকৃত্য সাধ্যাক্ষরেণ স্বরব্যঞ্জনভেদেন সংযোজ্য অষ্টাভির্হৃত্বা অধিকং ঋণং শেষং ধনং জ্ঞেয়ং। নামগ্রহণপ্রকারমাহ সনৎকুমারীয়ে। পিতৃমাতৃকৃতং নাম ত্যক্ত্বা শর্ম্মাদি দেবকান্। শ্রীবর্ণকং ততো হিত্বা চক্রেষু যোজয়েৎ ক্রমাৎ। নামগ্রহণপ্রকারমাহ পিঙ্গলায়াং। প্রসিদ্ধং যদ্ভবেন্নাম কিম্বাস্য জন্মনাম চ। বহ্নীনাং পুষ্পপাতেন গুরুণা যৎ কৃতং ভবেৎ। তন্ত্রান্তরে। লোকপ্রসিদ্ধমথবা মাতাপিত্রা তথা কৃতং। রুদ্রযামলে—সুপ্তো জাগর্ত্তি যেনাসৌ পুরুষঃ প্রতিভাষতে। যদ্যপ্যন্যনামকোপি তন্নাম গ্রাহ্যমেব চ॥

দেবতাভেদে চক্রবিচারস্যাবশ্যকমাহ বারাহীতন্ত্রে যামলাদৌ চ। তারাশুদ্ধির্বৈষ্ণবানাং কোষ্ঠশুদ্ধিঃ শিবস্য চ। রাশিশুদ্ধিস্ত্রৈপুরে চ গোপালেঽকডমঃ স্মৃতঃ। অকডমো রামচন্দ্রে গণেশে হরচক্রকম্। কোষ্ঠচক্রং বরাহস্য মহালক্ষ্ম্যাঃ কুলাকুলং। নামাদিচক্রং সর্ব্বেষাং ভূতচক্রং তথৈব চ। ত্রৈপুরং তারকে চক্রে শুদ্ধং মন্ত্রং জপেদ্বুধঃ। তথা—বৈষ্ণবং রাশিসংশুদ্ধং শৈবস্যাকডমঃ স্মৃতং। কালিকায়াশ্চ তারায়াস্তারাচক্রং শুভাবহং। চণ্ডিকায়াস্তারকোষ্ঠে গোপালেঽকডমঃ স্মৃতঃ। হরচক্রে সর্ব্বমন্ত্রং ধনাধিক্যে ন চাশ্রয়েৎ॥

ঋণাধিক্যে শুভং বিদ্যাদ্ধনাধিক্যে চ নোবিধিঃ। দোষান্ সংশোধ্য গৃহ্নীয়াদ্যথাদেশোক্তবর্ত্মনা চ। ঋণী মন্ত্রঃ শুভফলো ধনী মন্ত্রোঽশুভপ্রদঃ। তুল্যং যদা শুভফলং কথিতো মুনিসত্তমৈঃ। অন্যত্রাপি—শূন্যে মৃত্যুমবাপ্নোতি ধনে চ বিফলং ভবেৎ। ঋণে চ প্রাপ্তিমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিশ্চ জায়তে॥ ইতি ঋণিধনী চক্রম্॥

প্রথমত একাদশ কোষ্ঠা অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগকে চারি কোষ্ঠা দ্বারা পূরণ করিয়া একটী চক্র অঙ্কিত করিবে। এই চক্রে প্রথম পঞ্চকোষ্ঠায় একটী হ্রস্ব ও একটী দীর্ঘ এইরূপে দুই দুইটী করিয়া অকারাদি দশটী স্বরবর্ণ লিখিবে। পরে একারাদি স্বর বর্ণ ও ককারাদি হ পর্য্যন্ত ব্যঞ্জন বর্ণ সকল এক এক কোষ্ঠায় এক একটী করিয়া লিখিবে। এই চক্রের উপরি ভাগে ৬, ৬, ৬, ০, ৩, ৪, ৪, ০, ০, ০, ও ৩ এই একাদশটী অঙ্ক লিখিবে, এই সকল অঙ্কের নাম সাধ্যাঙ্ক, অর্থাৎ যখন মন্ত্রের অক্ষর গ্রহণ করিয়া গণনা করিবে, তখন এই সকল অঙ্ক লইবে। এবং নিম্ন ভাগে ২, ২, ৫, ০, ০, ২, ১, ০, ৪, ৪, ১ এই একাদশটী অঙ্ক লিখিবে। ইহাদের নাম সাধকাঙ্ক, যখন সাধকের নামের অক্ষর ধরিয়া গণনা করিবে, তখন এই সকল অঙ্ক গ্রহণ করিতে হইবে। এইক্ষণ এই চক্র দ্বারা কিরূপে শুদ্ধ্যশুদ্ধি বিচার করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন। মন্ত্রের স্বর ও ব্যঞ্জন সমস্ত বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে যে যে বর্ণ দৃষ্ট হইবে, সেই সকল বর্ণ চক্রের যে যে কোষ্ঠায় আছে, সেই সেই কোষ্ঠার উপরিভাগে যে সকল অঙ্ক দেখিবে, প্রত্যেক বর্ণের সেই সকল অঙ্ক লইয়া একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে ৮ আট দিয়া ভাগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক একস্থানে রাখিবে। এইরূপে মন্ত্রগ্রহীতার নামের স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ সকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া উক্তরূপে অঙ্ক লইয়া যোগ ও আট দিয়া ভাগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক গ্রহণ করিবে। ইহাতে বিশেষ এই যে, চক্রের নিম্নবর্ত্তী অঙ্ক গ্রহণকরিতে হইবে। এইক্ষণ পূর্ব্বস্থাপিত অঙ্ক ও এই অঙ্ক লইয়া বিবেচনা করিবে। যে অঙ্ক অধিক হইবে, তাহা ঋণী ও যে অঙ্ক ন্যূন তাহা ধনী। যদি মন্ত্র ঋণী অর্থাৎ মন্ত্রাঙ্ক অধিক হয়, তবে সেই মন্ত্র গ্রহণকরিবে। আর যদি মন্ত্র ধনী অর্থাৎ মন্ত্রাঙ্ক ন্যূন হয়, তবে সেই মন্ত্র গ্রহণকরিবে না এবং মন্ত্রাঙ্ক ও নামাঙ্ক সমান হইলেও সেই মন্ত্র গ্রহণকরিতে পারিবে। উভয়াঙ্ক শূন্য হইলে সেই মন্ত্রগ্রহণে সাধকের মৃত্যু হয়, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে। এই উপক্রমে অন্যান্য তন্ত্রের বহুতর বচন এই স্থলে সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেই সকল বচনের বঙ্গানুবাদ পরিত্যক্ত হইল, কিন্তু তাহাদের স্থূল তাৎপর্য্য লিখিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের বোধসৌকার্য্যার্থ একটী চক্র অঙ্কিত করা গেল; এই চক্রে দৃষ্টি করিলেই অনায়াসে মন্ত্রশুদ্ধি বিবেচনা করিতে পারিবেন। নামের অক্ষর গ্রহণপ্রণালী যাহা সনৎকুমারীয়তন্ত্রে লিখিত আছে, তাহা বলিতেছেন। পিতামাতা যে নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন, সেই নামের দেবশর্ম্মা প্রভৃতি উপাধি ও শ্রীপরিত্যাগ করিয়া

অন্যান্ত বর্ণসকল গ্রহণ করিবে। পিঙ্গলাতন্ত্রে বলিয়াছেন, যাহার যে প্রসিদ্ধ নাম তাহাই লইবে। রুদ্রযামলে বলিয়াছেন—যে নামদ্বারা সম্বোধন করিলে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত হয় এবং দূর হইতে প্রত্যুত্তর করে, সেই নামে দীক্ষাকার্য্যের সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে। তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, দীক্ষাকালে গুরুদেব স্বয়ং নামকরণ করিয়া লইতে পারেন।

ঋণী-ধনীচক্র।

সাধ্যাঙ্ক।

৬	৬	৬	০	৩	৪	৪	০	০	০	৩
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ
ব	ভ	ম	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ
২	২	৫	০	০	২	১	০	৪	৪	১

সাধকাঙ্ক।

এইক্ষণে কোন্ কোন্ দেবতার মন্ত্রদীক্ষায় কোন্ কোন্ চক্রশুদ্ধির আবশ্যক তাহা বলিতেছেন। বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণে নক্ষত্রচক্র, শিবমন্ত্রে ও ত্রিপুরামন্ত্রে রাশিচক্র, গোপালমন্ত্রে ও রামমন্ত্রে অকডমচক্র, গণেশমন্ত্রে হরচক্র, বরাহমন্ত্রে কোষ্ঠচক্র, মহালক্ষ্মীমন্ত্রে কুলাকুলচক্রদ্বারা শুদ্ধিবিচার করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করিবে। নামচক্র অর্থাৎ যে সকল চক্রে নামাদ্যক্ষর লইয়া গণনা করিতে হয়, সকল মন্ত্রেই সেই সকল চক্রশুদ্ধির আবশ্যক। কালীমন্ত্র ও তারামন্ত্র গ্রহণে নক্ষত্রচক্রে, চণ্ডিকা বিষয়ে রাশিচক্রে ও কোষ্ঠচক্রে মন্ত্রশুদ্ধি হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণকরিবে। সকল দেবতার মন্ত্র গ্রহণেই ঋণী-ধনীচক্র বিচারের আবশ্যক জানিবে।

মন্ত্র ঋণী হইলে সেই মন্ত্রগ্রহণে শুভ এবং ধনী মন্ত্রগ্রহণে অশুভ হয়, অতএব ঋণী মন্ত্রগ্রহণ করিবে; ধনী মন্ত্র গ্রহণকরিবে না। সাধকনামের বর্ণসকলের স্বর ব্যঞ্জনভেদে পৃথক্ পৃথক্ অঙ্ক গ্রহণকরিলে সমুদয় অঙ্ক যত হইবে তাহা যদি ঐরূপ মন্ত্রাঙ্ক গ্রহণ করিলে তাহার সহিত সমান হয়, তথাপিও সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। উভয়াঙ্ক ০ শূন্য হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণকরিবে না।

দৃষ্টান্ত—কোন ব্যক্তির নাম "রসিকমোহন" এই ব্যক্তি "কালী" এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে কি না? এইক্ষণ চক্রানুসারে সাধক নামের স্বর ব্যঞ্জন পৃথক্ পৃথক্ করিয়া রাখিলে র—অ—স—ই—ক—অ—ম—ও—হ—অ—ন—অ হইল। এই সকল বর্ণের চক্রস্থিত সাধকাঙ্ক র = ০, অ = ২, স = ৪, ই = ২, ক = ২, অ = ২, ম = ৫, ও = ০, হ = ১, অ = ২, ন = ৪, অ = ২। এই সকল অঙ্ক যোগ করিলে ২৬ হইবে, এই ২৬কে ৮ দিয়া ভাগ করিলে ২ অবশিষ্ট থাকিবে। এইরূপ "কালী" এই মন্ত্রাক্ষর স্বর ব্যঞ্জনভেদে পৃথক্ করিলে ক—আ—ল—ঈ হইবে। চক্রস্থিত সাধ্যাঙ্ক গ্রহণ করিলে ক = ৬, আ = ৬, ল = ৪, ঈ = ৬ হইল। এই সকল অঙ্ক যোগ করিলে ২২ হইবে। এই ২২কে ৮ দিয়া ভাগ করিলে ৬ অবশিষ্ট থাকিবে। এইক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, সাধ্যাঙ্ক ৬ ও সাধকাঙ্ক ২; এস্থলে সাধকাঙ্ক হইতে সাধ্যাঙ্ক অধিক হওয়াতে মন্ত্র ঋণী হইল। ঋণী মন্ত্রগ্রহণে শুভ, অতএব রসিকমোহন নামক ব্যক্তি "কালী" এই মন্ত্র গ্রহণকরিতে পারিবে। ইতি ঋণী-ধনীচক্র ॥

অথ দীক্ষাপ্রকরণং।

অথ দীক্ষাপ্রকরণং। গুরুর্দীক্ষাপূর্ব্বদিনে সুশিষ্যমভিমন্ত্রয়েৎ। কুশশয্যাং পরিষ্কৃত্য শিষ্যং তত্র নিবেশয়েৎ। স্বাপমন্ত্রেণ মন্ত্রজ্ঞঃ শিষ্যাঃ শিখাং প্রবন্ধয়েৎ। তন্মন্ত্রং সুপ্তসময়ে পঠেত্রয়ং শিশুঃ। শ্রীগুরোঃ পাদুকাং ধ্যাত্বা উপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ। তারো হিলিদ্বয়ং শূলপাণয়ে ঠিঠ ঈরিতঃ। স্বপমানস্য মন্ত্রোহয়ং শম্ভুনা পরিকীর্ত্তিতঃ। মন্ত্রান্তরং। নমো জয় ত্রিনেত্রায় পিঙ্গলায় মহাত্মনে। রামায় বিশ্বরূপায় স্বপ্নাধিপতয়ে নমঃ। স্বপ্নে কথয় মে তথ্যং সর্ব্বকার্য্যেষ্বশেষতঃ। ক্রিয়াসিদ্ধিং বিধাস্যামি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর। ইতি মন্ত্রেণ সঞ্জপ্যো দেবং প্রার্থ্য স্বপেত্তু বা। স্বপ্নে শুভাশুভং দৃষ্টং পৃচ্ছেৎ প্রাতঃ শিশুং গুরুঃ। কন্যাং ছত্রং রথং দীপং প্রাসাদং কমলং নদীম্। কুঞ্জরং বৃষভং মালাং সমুদ্রং ফলিনং দ্রুমম্। পর্ব্বতং তুরগং মেধ্যামামাংসং সুরাসবম্। এবমাদীনি সর্ব্বাণি দৃষ্ট্বা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ। ইতি মন্ত্রসিদ্ধিজ্ঞাপনার্থং শিষ্যাভিমন্ত্রণম্ ॥

এইক্ষণ দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য ও বিহিত তিথ্যাদি কথিত হইতেছে। দীক্ষার পূর্ব্বদিনে গুরু শিষ্যকে আহ্বান করিয়া, পবিত্র কুশশয্যাতে উপবেশন করাইয়া নিদ্রামন্ত্রে তাহার শিখা বন্ধন করিবেন এবং শিষ্যও শয়নকালে ঐ মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া উপবাসী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রীগুরুর পাদুকা ধ্যানকরতঃ শয়ন করিবে। নিদ্রামন্ত্র যথা "ওঁ হিলি হিলি শূলপাণয়ে স্বাহা" এই নিদ্রামন্ত্র স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন। মন্ত্রান্তর যথা—নমো জয় ত্রিনেত্রায় পিঙ্গলায় মহাত্মনে। রামায় বিশ্বরূপায় স্বপ্নাধিপতয়ে নমঃ। স্বপ্নে কথয় মে তথ্যং সর্ব্বকার্য্যেষ্বশেষতঃ। ক্রিয়াসিদ্ধিং বিধাস্যামি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর। শিষ্য এই মন্ত্রে দেবতার আরাধনা করিয়া শয়ন করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে গুরু শিষ্যের নিকট স্বপ্নের শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করিবেন। শিষ্য সমস্ত স্বপ্নবিবরণ গুরুর নিকট নিবেদন করিবে। কন্যা, ছত্র, রথ, প্রদীপ, অট্টালিকা, পদ্ম, নদী, হস্তী, বৃষ, মালা, সমুদ্র, সর্প, বৃক্ষ, পর্ব্বত, ঘোটক, যজ্ঞীয় মাংস ও মদ্য এই সকল স্বপ্নে দৃষ্ট হইলে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে ॥

অথ দীক্ষাকালনির্ণয়ঃ।

অথ দীক্ষাকালঃ। মন্ত্রারম্ভস্তু চৈত্রে স্যাৎ সমস্তপুরুষার্থদঃ। বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠে চ মরণং ভবেৎ। আষাঢ়ে বন্ধুনাশঃ স্যাৎ পূর্ণায়ুঃ শ্রাবণে ভবেৎ। প্রজানাশো ভবেদ্ভাদ্রে আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়ঃ। কার্ত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে তথা ভবেৎ। পৌষে তু শত্রুপীড়া স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনম্। ফাল্গুনে সর্ব্বকামাঃ স্যুর্মলমাসং বিবর্জ্জয়েৎ। চৈত্রে তু গোপালবিষয়ঃ গোতমীয়কৃতাৎ। মধুমাসে ভবেদ্দীক্ষা দুঃখায় মরণায় চ। ইতি বচনান্তরম্। তথা—জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুপ্রদা বিদ্যা আষাঢ়ে শুভসম্পদঃ। ইতি যোগিনীতন্ত্রবাদাষাঢ়ে শ্রীবিদ্যা স্যান্ন দোষঃ। অত্র চ মাসঃ সৌর এব। সৌরে মাসি শুভা দীক্ষা ন চান্দ্রে ন চ তারকে। ইতি গৌতমীয়াৎ। বৈশম্পায়নসংহিতায়াম্। মন্ত্রারম্ভণং মেষে ধনধান্যপ্রদং ভবেৎ। বৃষে মরণমাপ্নোতি মিথুনে সন্তাননাশনম্। কর্কটে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ সিংহে মেধাবিনাশনম্। কন্যা লক্ষ্মীপ্রদা নিত্যং তুলায়াং সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ। বৃশ্চিকে স্বর্ণলাভঃ স্যাদ্ধনুর্মানবিনাশনম্। মকরঃ পুণ্যদঃ প্রোক্তঃ কুম্ভো ধনসমৃদ্ধিদঃ। মীনো দুঃখপ্রদো নিত্যমেবং মাসবিধিক্রমঃ ॥

দিক্ষাকালনির্ণয়—চৈত্রমাসে মন্ত্রগ্রহণ করিলে সমস্ত পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, বৈশাখে রত্নলাভ, জ্যৈষ্ঠে মরণ, আষাঢ়ে বন্ধুনাশ, শ্রাবণে দীর্ঘায়ুঃ, ভাদ্রমাসে সন্তাননাশ, আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়, কার্ত্তিকে ও অগ্রহায়ণে মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষমাসে শত্রুবৃদ্ধি ও পীড়া মাঘমাসে মেধাবৃদ্ধি ও ফাল্গুনমাসে মন্ত্রগ্রহণে সকল মনোরথ পূর্ণ হয়। এইরূপে মাসের গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করা বিধেয়, পরন্তু বিহিত মাসও যদি মলমাস হয়, তবে তাহা বর্জ্জন করিবে। চৈত্রমাসে যে দীক্ষা উক্ত হইল, তাহা গোপাল বিষয়ে জানিবে। চৈত্রমাসে মন্ত্রগ্রহণ করিলে দুঃখভোগ ও মরণ হইয়া থাকে; এইরূপ গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে। অতএব চৈত্রমাসে কেবল গোপালমন্ত্র গ্রহণকরিতে পারিবে, অন্য দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারিবে না। আষাঢ়-মাসে মন্ত্রগ্রহণ করিলে বন্ধুনাশ হয়, এইরূপ যে লিখিত হইয়াছে, তাহা সকল দেবতার পক্ষে নহে "আষাঢ়ে মন্ত্রগ্রহণ করিলে সুখ ও সম্পদ হয়" যোগিনী তন্ত্রের

এই বচন বলে আষাঢ়মাসে শ্রীবিদ্যার মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারে। দীক্ষাবিষয়ে যে সকল মাসের দোষাদোষ লিখিত হইল, তাহা সৌরমাসে জানিবে। দীক্ষাতে সৌরমাসই প্রশস্ত, চান্দ্রমাস গ্রহণকরিবে না। বৈশম্পায়নসংহিতায়ও এইরূপ মাসের নির্ণয় লিখিত আছে।

অথ দীক্ষাবারনির্ণয়ঃ।

অথ বারনিয়মঃ। রবিবারে ভবেদ্বিত্তং সোমে শান্তির্ভবেৎ কিল। আয়ুরঙ্গারকে হন্তি তত্র দীক্ষাং বিবর্জয়েৎ। বুধে সৌন্দর্য্যমাপ্নোতি জ্ঞানং স্যাত্তু বৃহস্পতৌ। শুক্রে সৌভাগ্যমাপ্নোতি যশোহানিঃ শনৈশ্চরে। অথ তিথিনিয়মঃ। আগমকল্পদ্রুমে। প্রতিপদি কৃতা দীক্ষা জ্ঞাননাশকরী মতা। দ্বিতীয়ায়াং ভবেজ্জ্ঞানং তৃতীয়ায়াং শুচির্ভবেৎ। চতুর্থ্যাং বিত্তনাশঃ স্যাৎ পঞ্চম্যাং বুদ্ধিবর্দ্ধনং। ষষ্ঠ্যাং জ্ঞানক্ষয়ং সৌখ্যং লভতে সপ্তমীদিনে। অষ্টম্যাং বুদ্ধিনাশঃ স্যান্নবম্যাং বপুষঃ ক্ষয়ঃ। দশম্যাং রাজসৌভাগ্যমেকাদশ্যাং শুচির্ভবেৎ। দ্বাদশ্যাং সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাত্ত্রয়োদশ্যাং দরিদ্রতা। তির্য্যগ্যোনিশ্চতুর্দ্দশ্যাং হানির্দর্শসমানকে। পঞ্চদশ্যাং ধর্ম্মবৃদ্ধিঃ স্যাদনধ্যায়ং বিবর্জয়েৎ। অনধ্যায়মাহ। সন্ধ্যাগর্জ্জিতনির্ঘোষভূকম্পোল্কানিপাতনে। এতানন্যাংশ্চ দিবসান্ শ্রুত্যুক্তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ। দ্বিতীয়া পঞ্চমী চৈব ষষ্ঠী চৈব বিশেষতঃ। দ্বাদশ্যামপি কর্ত্তব্যং ত্রয়োদশ্যামথাপি বা। ইতি যৎ ষষ্ঠীত্রয়োদশীবিধানং তদ্বিষ্ণুবিষয়ং রামার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃতত্বাৎ। পঞ্চমী সপ্তমী ষষ্ঠী দ্বিতীয়া পূর্ণিমা তথা। ত্রয়োদশী তু দশমী প্রশস্তা সর্ব্বকামদা। ইতি সনৎকুমারবচনাৎ ষষ্ঠীবিধানমপি শিববিষয়ে। দশমী সপ্তম্যোর্নিষেধমাহ। শুক্লপক্ষস্য দশমী সপ্তমী চ বিশেষতঃ। নিন্দ্যা সদৈব ষষ্ঠী স্যাদিতি শৈবাগমাগ্রহে।

বারনিয়ম যথা—রবিবারে মন্ত্রগ্রহণ করিলে বিত্তলাভ হয়, সোমবারে শান্তি ও মঙ্গলবারে আয়ুঃক্ষয় হয়, অতএব মঙ্গলবারে দীক্ষিত হইবে না। বুধবারে সৌন্দর্য্যলাভ, বৃহস্পতিবারে জ্ঞানবৃদ্ধি, শুক্রবারে সৌভাগ্য ও শনিবারে যশোহানি হয়। অতএব রবি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই সকল দিবসে মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারে। কেবল শনি ও মঙ্গল এই দুই বার মন্ত্রগ্রহণে নিষিদ্ধ।

তিথিনিয়ম যথা—প্রতিপদ্ তিথিতে মন্ত্রগ্রহণ করিলে জ্ঞাননাশ হয়, দ্বিতীয়াতে জ্ঞানবৃদ্ধি, তৃতীয়াতে শুচিতা, চতুর্থীতে বিত্তনাশ, পঞ্চমীতে বৃদ্ধি, ষষ্ঠীতে জ্ঞানক্ষয়, সপ্তমীতে সুখলাভ, অষ্টমীতে বুদ্ধিনাশ, নবমীতে শরীরক্ষয়, দশমীতে রাজসৌভাগ্য, একাদশীতে শুচিতা, দ্বাদশীতে সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধি, ত্রয়োদশীতে দরিদ্রতা, চতুর্দশীতে মন্ত্রগ্রহণ করিলে তির্য্যগযোনি অর্থাৎ সর্পাদি হীনযোনিতে জন্ম হয়, অমাবস্যাতে মন্ত্রগ্রহণে কার্য্যহানি এবং পূর্ণিমাতে দীক্ষিত হইলে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। মন্ত্রগ্রহণে অনধ্যায় অর্থাৎ যে যে দিনে বেদপাঠ নিষিদ্ধ আছে। সেই সেই দিন বর্জন করিবে। অনধ্যায় দিন কথিত হইতেছে; যে দিনে সন্ধ্যাগর্জ্জন ভূমিকম্প ও উল্কাপাত হয়, সেই দিন অনধ্যায় হয়, এই সকল দিন ও বেদোক্ত অন্যান্য অনধ্যায় দিন দীক্ষাকার্য্যে পরিত্যাগ করিবে। অন্যান্য তন্ত্রে যে ষষ্ঠী ও ত্রয়োদশীর বিধান দেখা যায়, তাহা বিষ্ণুবিষয়ে জানিবে। রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় বলিয়াছেন—পঞ্চমী, সপ্তমী, ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া, পূর্ণিমা, ত্রয়োদশী ও দশমী এই সকল তিথি দীক্ষাকার্য্যে প্রশস্ত। অতএব ষষ্ঠী ও ত্রয়োদশীতে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। সনৎকুমারীয় বচন বলে ষষ্ঠীতিথিতে শিবমন্ত্র গ্রহণ করিতে দোষ নাই। দশমী ও সপ্তমীতে মন্ত্রগ্রহণ নিষেধকরিয়াছেন।—শুক্লপক্ষের দশমী, সপ্তমী ও ষষ্ঠী এই তিথিত্রয় দীক্ষাকার্য্যে নিন্দনীয়। অতএব উক্ত তিন তিথিতে মন্ত্রগ্রহণ করিবে না। ইহা শৈবাগমে লিখিত আছে।

অথ দীক্ষানক্ষত্রনির্ণয়ঃ।

অথ নক্ষত্রনির্ণয়ঃ। অশ্বিন্যাং সুখমাপ্নোতি ভরণ্যাং মরণং ধ্রুবম্। কৃত্তিকায়াং ভবেদ্দুঃখী রোহিণ্যাং বাক্পতির্ভবেৎ। মৃগশীর্ষে সুখবাপ্তিরার্দ্রায়াং বন্ধুনাশনম্। পুনর্ব্বসৌ ধনাঢ্যঃ স্যাৎ পুষ্যে শত্রুবিনাশনম্। অশ্লেষায়াং ভবেন্মৃত্যুর্ম্মঘায়াং দুঃখমোচনম্। সৌন্দর্য্যং পূর্ব্বফল্গুন্যাং জ্ঞানোত্তর [illegible] সংশয়ঃ। জ্ঞানকোত্তরফল্গুন্যাং হস্তায়াঞ্চ ধনী ভবেৎ। চিত্রায়াং জ্ঞানসিদ্ধিঃ স্যাৎ স্বাত্যাং শত্রুবিনাশনম্। বিশাখায়াং সুখং চানুরাধায়াং বন্ধুবর্দ্ধনম্। জ্যেষ্ঠায়াং সুতহানিঃ স্যান্মূলায়াং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্। পূর্ব্বাষাঢ়োত্তরাষাঢ়ে ভবেতাং কীর্ত্তিদায়িকে। শ্রবণায়াং ভবেদ্দুঃখী ধনিষ্ঠায়াং দরিদ্রতা। বুদ্ধিঃ শতভিষায়াং স্যাৎ পূর্ব্বভাদ্রে সুখী ভবেৎ। সৌখ্যকোত্তরভাদ্রে চ রেবত্যাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনং। আর্দ্রাকৃত্তিকয়োর্নিষেধস্তু শিববহ্নীতরবিষয়ে তথাচ—আর্দ্রায়াং কৃত্তিকায়াঞ্চ মন্ত্রারম্ভঃ প্রশস্যতে। যদীশস্য কৃশানোর্ব্বা মন্ত্রারম্ভো যথাক্রমঃ। তন্ত্রান্তরে—অশ্বিনী ভরণীস্বাতীবিশাখাহস্তভেষু চ। জ্যেষ্ঠোত্তরাত্রয়েষ্বেবং কুর্য্যান্মন্ত্রাভিষেচনং। ইতি জ্যেষ্ঠাভরণ্যোর্ব্বিধানং তত্র রামবিষয়মগস্ত্যসংহিতোক্তত্বাৎ॥

দীক্ষাকার্য্যেয় নক্ষত্রনির্ণয় যথা—অশ্বিনীনক্ষত্রে দীক্ষিত হইলে সুখলাভ হয়, ভরণীতে মরণ, কৃত্তিকাতে দুঃখ, রোহিণীতে মন্ত্রগ্রহণে মহাপণ্ডিত হয়, মৃগশিরাতে সুখ, আর্দ্রাতে বন্ধুনাশ, পুনর্ব্বসুতে ধন, পুষ্যাতে শত্রুনাশ, অশ্লেষায় মৃত্যু, মঘাতে দুঃখমোচন, পূর্ব্বফল্গুনীতে সৌন্দর্য্য, উত্তরফল্গুনীতে জ্ঞান, হস্তাতে ধন, চিত্রাতে জ্ঞানবৃদ্ধি, স্বাতীতে শত্রুবিনাশ, বিশাখাতে সুখ, অনুরাধাতে বন্ধুবৃদ্ধি, জ্যেষ্ঠাতে সুতহানি, মূলাতে কীর্ত্তিবৃদ্ধি, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়াতে যশোবৃদ্ধি, শ্রবণাতে দুঃখ, ধনিষ্ঠাতে দারিদ্র্য, শতভিষাতে বুদ্ধিবৃদ্ধি, পূর্ব্বভাদ্র ও উত্তরভাদ্রে সুখ ও রেবতীনক্ষত্রে মন্ত্রগ্রহণ করিলে কীর্ত্তি বৃদ্ধি হয়। আর্দ্রা ও কৃত্তিকানক্ষত্রের যে নিষেধ উক্ত হইয়াছে, তাহা শিবমন্ত্র ও বহ্নিমন্ত্রের অন্যত্র জানিবে, অর্থাৎ কৃত্তিকা ও আর্দ্রানক্ষত্রে শিবমন্ত্র ও বহ্নিমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। অগস্ত্যসংহিতায় জ্যেষ্ঠা ও ভরণীনক্ষত্রে যে মন্ত্রগ্রহণ উক্ত আছে, তাহা রামমন্ত্রবিষয়ে জানিবে। জ্যেষ্ঠা ও ভরণীনক্ষত্রে অন্যকোন দেবতার মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারে না, কেবল রামমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে।

অথ দীক্ষাযোগনির্ণয়ঃ।

অথ যোগনির্ণয়ঃ। বিশ্বসারে—শুভঃ সিদ্ধস্তথায়ুষ্মান্ ধ্রুবযোগস্ততঃ পরঃ। প্রীতিঃ সৌভাগ্যযোগশ্চ বৃদ্ধিযোগস্ততঃ পরঃ। হর্ষণশ্চ তথা যোগঃ সর্ব্বতন্ত্রে শুভাবহাঃ। রত্নাবল্যাং—যোগাঃ স্যুঃ প্রীতিরায়ুষ্মান্ সৌভাগ্যঃ শোভনো ধৃতিঃ। বৃদ্ধির্ধ্রুবঃ সুকর্ম্মা চ সাধ্যঃ শুক্রশ্চ হর্ষণঃ। বরীয়াংশ্চ শিবঃ সিদ্ধো ব্রহ্মইন্দ্রশ্চ ষোড়শ।

যোগনির্ণয় যথা—বিশ্বসারতন্ত্রে বলিয়াছেন—শুভ, সিদ্ধ, আয়ুষ্মান, ধ্রুব, প্রীতি, সৌভাগ্য, বৃদ্ধি ও হর্ষণ এই সকল যোগ সর্ব্বমন্ত্র গ্রহণে প্রশস্ত। রত্নাবলীতে লিখিত আছে—প্রীতি, আয়ুষ্মান্, সৌভাগ্য, শোভন, ধৃতি, বৃদ্ধি, ধ্রুব, সুকর্ম্মা, সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ, বরীয়ান্, শিব, সিদ্ধ, ব্রহ্ম ও ইন্দ্র—এই ষোড়শযোগ দীক্ষাকার্য্যে বিহিত।



☞ এই অরুণোদয়নামক মাসিকপত্রিকা কলিকাতা ৫নং শিমলাষ্ট্রীট্ জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয় হইতে প্রতিমাসে রয়েল চারিপেজি ফর্ম্মার ৮ ফর্ম্মা করিয়া প্রকাশ হইতেছে। গ্রাহকমহোদয়গণের পক্ষে বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ৩৲ তিন টাকা, ডাকমাশুল ৸৹ বার আনা। ষাণ্মাসিক ২৲ দুই টাকা, ডাকমাশুল ।৵৹ ছয় আনা। ত্রৈমাসিক ১।৹ একটাকা চারি আনা ডাকমাশুল ৵৹ আনা। নগদমূল্য প্রতিখণ্ড ॥৹ আট আনা ও ডাকমাশুল ৴৹ এক আনা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ উপরি উক্ত ৫নং শিমলাষ্ট্রীট্ শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল পাঠাইলে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

অরুণোদয়

মাসিক পত্রিকা।

পঞ্চমখণ্ড, পৌষ মাস। বঙ্গাব্দ ১২৯৭। খৃষ্টাব্দ ১৮৯০।

যোগ, জ্যোতিষ, কোষ্ঠী ও প্রশ্নগণনাদি, তন্ত্র. মন্ত্র, পুরাণ, বৈদ্যক, বেদ, ন্যায়দর্শন, স্মৃতি, ষড় দর্শন, সঙ্গীতশাস্ত্র, দায়ভাগ, মনু ও পরাশরমতে ব্যবস্থা, তন্ত্রোক্ত ষটকর্ম্ম, নানাদেবতাসাধন, ঐন্দ্রজালিক কৌতুক, মিস্‌মেরিজম্‌, প্রেততত্ত্ব, সামুদ্রিক, অদ্ভুত কার্য্যের তন্ত্রাদি, সাংসারিক ব্যবহারের লেখা পড়ার ফারম্‌, এবং মিশ্রশাস্ত্র অর্থাৎ কৌলীন্যবিষয় ইত্যাদি লিখিত হইতেছে।

সামুদ্রিক।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

PHYSIOGNOMY.

—"It is a science whereby the conditions of man and their temperaments are fully known by the lineaments and conjectures of their faces. It consisteth in two things, that is to say, the compiexion and composition of the body of man; both which do manifestly declare and shew the things that are within the man by the external signs, as by the colour, the stature, the composition and shape of the members. These two sciences are so joined together and united, that they never go one without another, and to make profession of the one without the other, is a vain thing :—"

—"What may be the benefit arising out of this science? and it can even be supposed that apart altogether from its entire authenticity, much good might accrue from it. Every one can have his own hand-book for guidance, or even as a note-book, to put down memoranda. Many people, afraid to forget something they ought to remember, tie a bit of thread round one of their fingers, that the sight of it may aid their memory. The indications given on the lines and mounts might serve as remembrancers in this way. Suppose a believer looked into his palm and saw the line of the heart and the line of the head running into one, in both hands, he must have a firm persuasion that if great caution be not used he may come to a violent end. Would not this then make him a cautious and careful individual in general; and if ever he fo ad himself getting into any doubtful or dangerous position, migh not a sight of the fatal junction in those lines furnish a fresh stimulus for care. When a mother sees her child getting into danger she sometimes holds up a warnging finger, which the child reads and understands' and here we have mother nature doing the same thing. In infant and other schools, placards are hung upon the walls, warning the youthful inmates "not to steal"—"not to commit murder"—and "not to lie." On the hands may be seen the very same monitions and, of course, implying the same necessary caution to be used."

তৃতীয়খণ্ডে হস্তপাঞ্জার মধ্যে কোন্ গ্রহ ও কোন্ রাশি কোন্ স্থানের অধিপতি তাহা কথিত হইয়াছে, এই স্থলে যেরূপে গ্রহ ও রাশিকর্ত্তৃক মানবশরীর ও মুখের স্থানসকল বিভক্ত হইয়াছে ও ঐ সকল রাশির চিহ্ন কিরূপ তাহা পরিচয় করাইয়া তৎপরে ঐ সকল রেখা ও গ্রহ এবং রাশির চিহ্ন ইত্যাদি দৃষ্টে কিরূপে বয়স অর্থাৎ তদ্দ্বারা জন্মশক, জন্মমাস, জন্মতারিখ, জন্মবার, জন্মলগ্ন ও দ্রেক্কাণাদি, দিবা কি রাত্রিতে জন্ম, জন্মদণ্ড ও পিতা কি মাতার সদৃশ আকৃতি ও স্বভাব এবং জন্মকালে কোন্ কোন্ গ্রহ কোন্ কোন্ স্থানে ছিলেন, ইত্যাদি পরিজ্ঞানের নিমিত্ত নানাগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়া নিম্নে লিখিত হইল।

গ্রহ ও রাশির চিহ্ন।

গ্রহ।	গ্রহ।	গ্রহ চিহ্ন।	গ্রহ।	গ্রহ।	গ্রহ চিহ্ন।
Saturn	শনি	♄	Venus	শুক্র	♀
Jupiter	বৃহস্পতি	♃	Mercury	বুধ	☿
Mars	মঙ্গল	♂	Luna	চন্দ্র	☾
Sol	রবি	☉			

	Spring.	রাশি চিহ্ন।		Summer.	রাশি চিহ্ন।
Aries	মেষ	♈	Cancer	কর্কট	♋
Taurus	বৃষ	♉	Leo	সিংহ	♌
Gemini	মিথুন	II	Virgo	কন্যা	♍
	Autumn.			Winter.	
Libra	তুলা	♎	Capricornus	মকর	♑
Scorpius	বৃশ্চিক	♏	Aquarius	কুম্ভ	♒
Sagittarius	ধনু:	♐	Pisces	মীন	♓

এইক্ষণ রাশিকর্ত্তৃক মানবশরীর যেরূপ বিভক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গের সহজে বোধগম্য হইতে পারে, এইনিমিত্ত একটি মনুষ্যের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া ঐ মানবের শরীরের কোন্ অঙ্গে কোন্ রাশি অবস্থিতি করিতেছে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত তাহার চতুষ্পার্শ্বে রাশি অঙ্কিত করিয়া এবং ঐ অঙ্কিত রাশি হইতে ঐ মনুষ্যের যে যেস্থানে যে যে রাশির স্থান তাহা রেখার দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে. যথা—ঐ মনুষ্যের মস্তকের উপর মেষ, স্কন্ধে বৃষ, বাহুতে মিথুন, উদরে সিংহ, হৃদয়ে কর্কট, বস্তিতে তুলা, কটীতে কন্যা, উরুতে ধনু:, গুহ্যে বৃশ্চিক, জঙ্ঘাতে কুম্ভ, পাদেতে মীন রাশির সহিত রেখাযোগে নিম্নে অঙ্কিত হইল।

♈ মস্তকে মেষ।

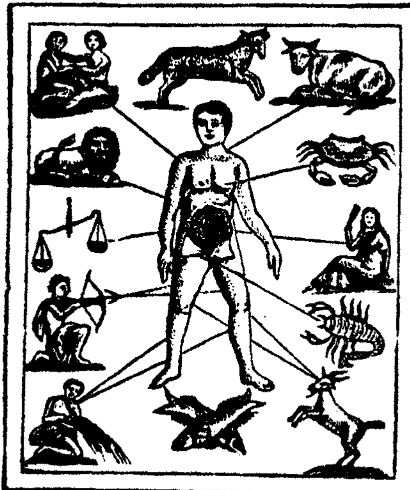
II বাহুতে মিথুন — ♉ স্কন্ধে বৃষ।

♌ উদরে সিংহ। — ♋ হৃদয়ে কর্কট।

♎ বস্তিতে তুলা। — ♍ কটীতে কন্যা

♐ উরুতে ধনু:। — ♏ গুহ্যে বৃশ্চিক

♒ জঙ্ঘাতে কুম্ভ — ♑ জানুতে মকর

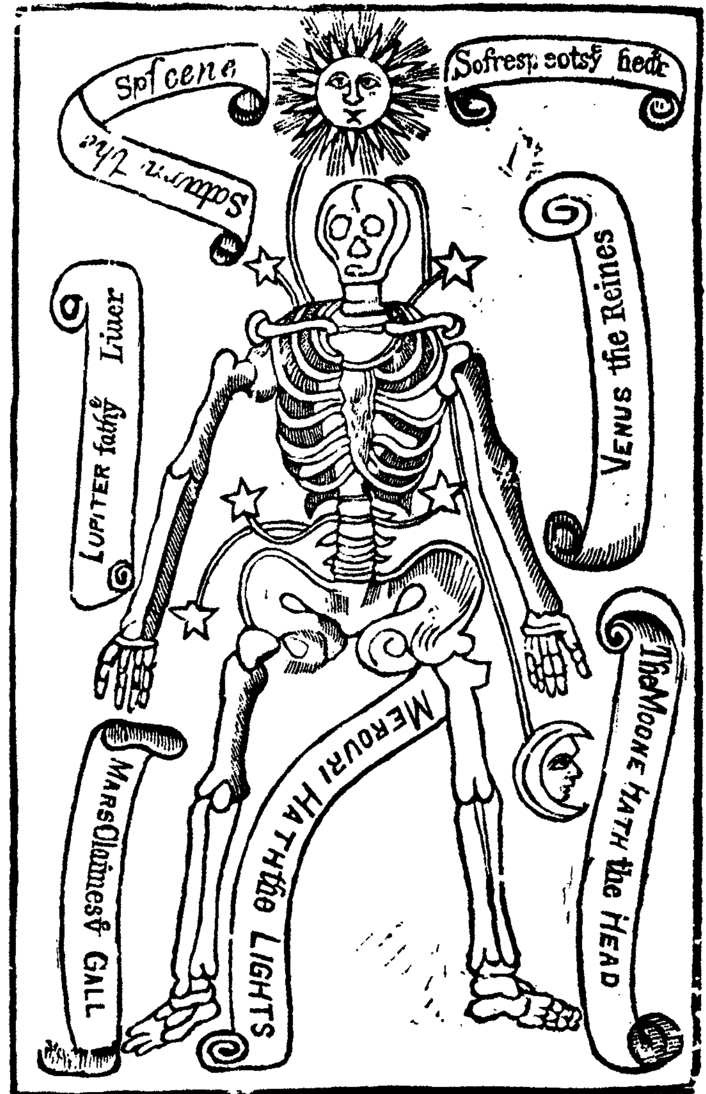


♓ পাদদ্বয়ে মীন।

হিন্দুজ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত দীপিকাকার মানবের শুভাশুভ জ্ঞানের নিমিত্ত জন্মলগ্নাদি দ্বাদশরাশিকর্ত্তৃক মানবের শরীরের দ্বাদশ স্থান বিভাগ করিয়াছেন, ইহাকেই কালপুরুষের অঙ্গবিভাগ বলা যায়; যথা—

"শীর্ষমুখবাহুহৃদয়োদরাণি কটিবস্তিগুহ্যসংজ্ঞকানি।
ঊরূ জানুকজঙ্ঘে চরণাবিতি চ রাশয়োঽজাদ্যাঃ॥"

পুরুষের মস্তক মেষরাশির স্থান, মুখ বৃষরাশির, বাহু মিথুনের, হৃদয় কর্কটের, উদর সিংহের, কটী কন্যার, বস্তি তুলার, গুহ্য বৃশ্চিকের, উরু ধনুর, জানু মকরের, জঙ্ঘা কুম্ভের ও পাদ মীনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্তঃস্বরোদয় নামক গ্রন্থকর্ত্তা কালপুরুষের এই অঙ্গবিভাগ দ্বারা জন্মকালে কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে অবস্থিত ছিলেন, তাহা নিরূপণ করিয়া শারীরিক রোগাদি ও শুভাশুভ নিরূপণ করিয়াছেন এবং বরাহমিহির তাহার রচিত বৃহজ্জাতক গ্রন্থে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের অধ্যায়ে প্রশ্নকারকের জন্মরাশি জ্ঞানের নিমিত্ত নানা উপায় লিখিয়াছেন, প্রকারান্তরে রাশি জ্ঞানের আর একটি উপায় ঐ গ্রন্থের টীকাকার ভট্টোৎপল বলিয়াছেন যে, প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্ত্তা তাহার যে অঙ্গ স্পর্শ করিয়া অবস্থিত থাকিবেন, সেই অঙ্গে কালপুরুষের অঙ্গবিভাগে যে রাশি হইবে, প্রশ্নকর্ত্তার জন্মকালে সেই রাশিতে চন্দ্র ছিলেন, ইহাই জ্যোতির্ব্বেত্তারা বলিয়া দিবেন। এইরূপ বিভাগে ইংলণ্ডীয় জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের সহিত অনেক ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। এই স্থলে মেঃ স্যাণ্ডারস্ সাহেব যে একটি মানব শরীরের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া গ্রহগণদ্বারা মানবশরীর বিভাগ করিয়াছেন এবং কপাল, করতল প্রভৃতি স্থানবিশেষে গ্রহ ও রাশির চিহ্ন দৃষ্টে যে যে গ্রহের যে যেরূপ শুভাশুভ ফল পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে লিখিলাম।



The seven Planets.

☉	রবি	The Sun	The Head	মস্তক।
☾	চন্দ্র	The Moon	The Right Arm	দক্ষিণ বাহু।
♀	শুক্র	Venus	The Left Arm	বাম বাহু।
♃	বৃহস্পতি	Jupiter	The Stomach	উদর, তলপেট।
♂	মঙ্গল	Mars	The Genitals	উৎপাদনেরস্থান।
☿	বুধ	Mercury	The Right Foot	দক্ষিণ পদ।
♄	শনি	Saturn	The Left Foot	বাম পদ।

The domination of the twelve Signs.

♈	মেষ	Aries	The Head	মস্তক।
♉	বৃষ	Taurus	The Neck	ঘাড়।
II	মিথুন	Gemini	The arms and shoulders	বাহু, স্কন্ধ।
♋	কর্কট	Cancer	The Breast and Heart	হৃদয়।